সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

সেরা হাসির গল্প

www.BanglaBook.org

উপন্যাস

নবেন্দুর দলবল / ১
জনার্দনের জর্দার কৌটো / ৪০৭

গল্প

বালির ওপর পোল / ১২০
নিজের ঢাক নিজে পেটালে / ১৪১
ফানুস / ১৫৮

বড়মামার মশা মারা / ১৯০
মাছ ধরলেন বড়মামা / ১৯৭
বড়মামার দাঁত / ২৩৬
বড়মামা, মোটর সাইকেল, লাকি ও ভেলা / ২৭৯
বড়মামার সাইকেল / ২৮৯
বড়মামার মিনেজারি / ৩৩১
বড়মামার বেড়াল ধরা / ৬২৮

মেঘ আসে রোদ হাসে / ২০৪
নতুন ফসল / ২৫০
অরূপ যাত্রা / ২৬৩
পয়সার ফয়সালা / ২৭৩
নির্জন বনপথ / ৩০৯
উৎপাতের ধন চিৎপাতে / ৩১৬
মেজকে বড়র জুতো দান / ৩৪৫

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গল্প

দিদি আর পিকলু / ৩৫৯
শেষ খাওয়া / ৩৬৯

রুকু আর সুকু / ২৫৪
রুকু, সুকু ও পুঁসি / ৬৪৫

জ্ঞানী / ৩৯৭
ঋণ শোধ / ৫৩৩
ভূতের খেলা / ৫৩৭
তেঁতুল গাছে ডাক্তার / ৫৪৩

দাদুর বাগান / ২১৫
দাদুর বেড়াল / ৩৭৮
দাদুর কাঁঠাল / ৫৯০
দাদুর ইঁদুর / ৬০৮
দাদুর দ্বিতীয় ইঁদুর / ৬১২
দাদুর দাঁদানো বাঁত /৬১৯

অহিদার চোরধরা / ৫৫৮
আমি ও টম / ৫৭২
টম আর দুলী / ৫৭৭
ঘুস / ৫৮১
বাবার বাবা / ৬৫৩

নাটক

ডানাকাটা পাখি / ১৬৪

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমার ছেলেবেলা

ছেলেবেলার কথা বলতে এখনও বেশ ভাল লাগে। কিন্তু লিখতে ইচ্ছে করে না। তবু তোমাদের সবার কাছে পেঁাছে দেবার জন্যেই বলতে পার ধরতে হল কলম।

এখনকার হাজারিবাগ তখন ছিল ছোটনাগপুরের মধ্যে। সেখানে ছিল আমাদের একটা বিশাল বাড়ি। ব্যবসা বাণিজ্যের সুবাদে বাবার সঙ্গে কত জায়গাতেই না ঘুরে বেড়াতাম আমরা। আমাদের ছিল একান্নবর্তী পরিবার। তখন তো ইংরেজ আমল। কথায় বার্তায়, আচার আচরণে বাবা ছিলেন পুরো সাহেব। তাই বাংলা নয়—ইংরেজি দিয়েই শুরু হয়েছিল আমার লেখাপড়া। বাড়িতে ছিল রাশি রাশি ইংরেজি বই। তাই ছেলেবেলায় উপেন্দ্রকিশোর কি সুকুমার রায়, কিছুই পড়া হয়নি আমার। পড়েছি অনেক বড় হয়ে।

আমার যখন পাঁচ কি ছ'বছর বয়েস, তখন মাকে হারিয়েছি। এখনও আবছা মনে পড়ে মায়ের মুখ। কাগজে লিখে সে মুখের কথা কেমন করে বোঝাব বলো!

তাই মাকে হারানোর দুঃখটা উসুল করে দিয়েছিলেন আমার বাবা। বাবাই ছিলেন আমার বন্ধু। আমার অভিভাবক। কিন্তু বাংলা লিখতে পড়তে শিখিয়েছিলেন আমার জ্যাঠাইমা। তিনি ছিলেন রেঙ্গুনের মেয়ে। যেমন ছিলেন সুন্দরী, তেমন ছিলেন সাহসী! ঘোড়ায় চড়তেন সেকালে।

সে কথা থাক। বলি আমার বাংলা লেখাপড়ার কথা। একটা বড় ঘর ছিল আমাদের। তার ছিল লাল টুকটুকে মেঝে। সেই মেঝেটাই ছিল আমার ছেলেবেলার মস্তবড় শ্লেট। জ্যাঠাইমা রোজ আমাকে এক মেঝে করে লেখাতেন চখ খড়ি দিয়ে। আমিও

www.BanglaBook.org

লিখতুম মুখ বুঝে। বিশ্বাস করো তখনও জানতুম না, বড় হয়েও আমাকে লিখতে হবে সারাদিন।

না। ছেলেবেলায় কোনও ইস্কুলেই ভর্তি হইনি আমি। স্বাধীনতার ঠিক আগের বছর বরানগরে এসে ভর্তি হলুম একেবারে ক্লাস সেভেনে।

কলকাতায় বরানগরেও আমাদের একটা বাড়ি ছিল গঙ্গার পাড়ে। ওখানেই গঙ্গার পাড়ে বসে দেখতাম ওপারে বেলুড় মঠের শান্ত সমাহিত রূপ। কুল কুল করে গঙ্গা বয়ে যেত আর তার বুকে মাঝি মাল্লার সংসার। মনটা তখন হারিয়ে যেতে চাইত অজানার উদ্দেশ্যে। যদিও এই হারিয়ে যাবার ব্যাপারটা আমার যৌবন বয়েসে ঘাড়ে বেশ জাঁকিয়ে বসেছিল।

আমাদের বাড়ির সামনে ছিল একটা তেলেভাজার দোকান। ছেলেবেলায় খুব প্রিয় ছিল সেই দোকান আর দোকানী গবাদা। সেই সঙ্গে গবাদার ফুলুরি আর ডালবড়া! আহা! কী যে মুখরোচক—জিভে জল আনা খাবার, যে-না খেয়েছে সেই পস্তেছে। তাছাড়া গবাদার দোকানের সেই মার্বেলগুলির সাইজের আলুরদম! ছোট্ট একটা কাঠি আলুতে টুকিয়ে যখন সপাসপ মুখে পুরতাম তখন মনে হত, এ যেন পৃথিবীর সবচাইতে সুস্বাদু খাদ্য। যার স্বাদ এই বয়েসেও আমার মুখে লেগে আছে, তাই আমার লেখাতেও মাঝে মাঝে ছেলেবেলার সেই তেলেভাজার কথা অজান্তেই কলম দিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

এখনকার ছোটদের মতো ছেলেবেলা আমাদের সময় পাইনি। তখন প্রায় প্রত্যেকটি বাড়িতে ছিল গান বাজনার রেওয়াজ, ভালো লেখাপড়ার চর্চা, ছবি আঁকা, তার সঙ্গে একটা ছোটখাট লাইব্রেরি গড়ার ইচ্ছে। এখনকার ছোটদের মতো একটা ভালো স্কুলে ঢুকে, ভালো নম্বর পেয়ে পরীক্ষায় পাশ করব, কিংবা পরে ভালো চাকরি পাব, এমন পোশাকী ব্যাপার তখন ছিল না। বিশেষ করে আমার

www.BanglaBook.org

বাবা ছিলেন এর ঘোরতর বিরোধী। তিনি বলতেন, ছেলে তার নিজের পথ নিজেই চিনে নেবে। পথ আছে অনেক। তবে বিপথে কখনও নয়! উনি সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করতেন দাসত্ব করা। এর ফলে, বড় হয়ে তোমাদের এই লেখক কর্মজীবন শুরু করেছিল শিক্ষকতা দিয়ে।

সেকালের সেই ছেলেবেলাটাই ছিল আলাদা। শুনলে এখন তো আশ্চর্য লাগে আমারই! কি সুন্দর, স্বপ্নের মত ছিল সে সব দিন। সংসারে অনেক দুঃখ, অনেক টানাটানি ছিল আমাদেরও। আগেই বলেছি, মাকে হারিয়েছি কোন ছেলেবেলায়। কিন্তু বুঝতে দেননি আমার বাবা। নিজেই পড়াতেন, সঙ্গে নিয়ে বেড়াতেও যেতেন। আবার খেলার সময় সঙ্গী করে নিতেন আমাকে। শুধু পড়ার কথাই বা বলি কেন, গান, ছবি আঁকা সবই শিখেছি বাবার কাছে।

ছোটবেলায় নিজের হাতে বাবা আমাকে বানিয়ে দিয়েছিলেন একটা টেলিস্কোপ। মাঝে মাঝেই খুঁই ফুলের গন্ধ মোড়া কোনও রাতে বাবা আমাকে ছাদে নিয়ে গিয়ে বসে থাকতেন, সপ্তর্ষী মণ্ডলকে চেনাবেন বলে। বড় হয়ে আমি যখন শিক্ষকতা করতে গিয়েছিলুম দেওঘরে—সেখানেও মাঝে মাঝে একা কোনও কোনও দিন রাত জেগে সেই টেলিস্কোপটা নিয়ে বসে থেকেছি কালপুরুষকে নিজের চোখে দেখব বলে।

বাবা ছিলেন দারুণ আদর্শবাদী। আর মা! শুনেছি তিনি সেইকালের উচ্চশিক্ষিতা এবং সুন্দর গান গাইতেন। মা নাকি ভালবাসতেন মামার গাওয়া গান গাইতে। আমার মামা সেকালে শুধু বাংলা কেন? ভারতের একজন বিখ্যাত গায়ক হিসেবে সুপরিচিত। নিয়মিত আকাশবাণীতে গান গাইতেন। দাদুও কিছু কমতি ছিলেন না। তিনি ছিলেন সেকালের একজন বিখ্যাত ধ্রুপদীয়া। ফলে মামার বাড়ির দিক থেকে এল গান

www.BanglaBook.org

আর বাবার কাছ থেকে পেলাম সাহিত্য, ইতিহাস, রসায়ন আর গণিত। ছোটবেলায় দেখেছিলাম, বাবা কোনও দিন অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করেননি। কারো কাছে মাথা নত করেননি। এমন একটা চাকরি করতেন, যেখানে অনেক ঘুষ নেওয়া যেত। কিন্তু, তিনি কারোর কাছ থেকে একটা পয়সাও নেননি। এমন ঘটনাও ঘটেছে হয়ত বাবা রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন, কেউ বললেন, "আসুন আমার গাড়িতে আপনাকে একটু লিফট দিই।" বাবা হাতজোড় করে বলতেন, "কিছু মনে করবেন না, আমি হাঁটবো বলেই হাঁটছি—গাড়ি চাপার প্রয়োজন নেই, আমি নিজেই গাড়ি চাপতে পারি।"

সেই ছেলেবেলায় বাবার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছিলাম। একটা মানুষের জীবনে কতটুকু হিসেব থাকবে, কতটুকু বেহিসেব থাকবে, কতটুকু শিল্প থাকবে, কতটুকু সংস্কৃতি থাকবে তার একটা মাপ তিনি আমার ছোটবেলা থেকেই মনে গেঁথে দিয়েছিলেন। উনি চাইতেন, শুধু আমি নয়, সকলেই এটা অনুসরণ করুক। ছোটবেলায় দেখতাম বাবাকে শখ করে ছেলেমেয়েদের পড়াতে। ওঁর হাত থেকে সেকালে অনেক কৃতী ছাত্রছাত্রী বেরিয়েছিলেন। এমন অনেক পরিবার ছিল, যাদের হয়ত উনি পড়াতে চাইতেন না, তারা এসে বাবার হাতে পায়ে ধরে বলতেন যে, আপনি না পড়ালে আমার ছেলে পাশ করতে পারবে না।

এক একদিন দেখতাম রাত দুটো কী তিনটে হবে বাবা চাঁদের আলোয় ছাতে মাদুরে বসে এস্‌রাজ বাজাচ্ছেন। আমরা নীল আকাশে চাঁদের আলো ছড়িয়ে যেতে দেখি। ব্যস। ওই পর্যন্ত। কিন্তু বাবার সেই দেখা ছিল অন্যরকম। বাবার জীবনকে এই ভাবে উপভোগ করার মতো ব্যাপারটা থেকে অনেক কিছু শেখার ছিল। এখন যা কিছু করছি, বলছি বা লিখছি, সবই তাঁর চাওয়া অনুসারে। তিনি যে জিনিসগুলো পছন্দ করতেন, যে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জিনিসগুলো দেখলে খুশি হতেন, সেই কোন ছোটবেলা থেকেই তার মনের মতো হওয়ার চেষ্টা করে এখান অব্দি পৌঁচেছি। তিনি সেই ছোটবেলায় এমন একটা আয়না আমার সামনে দিয়ে গিয়েছিলেন, যার বুকে আমার প্রতিফলন দেখে যতক্ষণ না আমি সন্তুষ্ট হতে পারছি বা যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি সেখানে যথাযথ-ভাবে প্রতিফলিত হচ্ছি। ততক্ষণ পর্যন্ত আমি মানসিকভাবে তৃপ্ত হতে পারিনা, সন্তুষ্ট হতে পারিনা।

ছোটবেলার কখনও সখনও বাবার সংগে ক্রিকেট খেলতাম। তবে সেই খেলার সময় কোনও ধরাবাঁধা নিয়ম ছিল না। পড়তে পড়তে সাংঘাতিক রকম ক্লান্ত হয়ে পড়লে উনি বলতেন, এখন একটু রেস্ট নিতে হবে, চল খেলা যাক। শুরু হত আমাদের ক্রিকেট খেলা। ছোটবেলার দিনগুলোতে হাজারিবাগে থাকতে বাবার সংগে খেলার একটা আলাদা মজা ছিল। কোনওদিন হয়ত চড়তে গেলাম পাহাড়ে। বাবা খাড়া খাড়া পাহাড় অনায়াসে কোনওরকম কিছু না নিয়ে, তরতর করে উঠে যেতেন। যদিও বেশ ভয় লাগত আমার। তবে পাহাড়ে চড়ার হাতে খড়ি আমার বাবার কাছেই।

ছেলেবেলার একটা মজার গল্প বলে নিই এই ফাঁকে। হাজারিবাগে যেখানে আমাদের বাড়ি ছিল, সেখান থেকে পাম নদীর দূরত্ব ছিল পাঁচ ছ মাইল। মাঝে মাঝেই বাবার সঙ্গে সেখানে বেড়াতে যেতাম পায়ে হেঁটে।

একদিন হয়েছে কি, কাকার সঙ্গে বেড়িয়ে ফিরছি আমি। দিনের আলো ফুরিয়ে সবে তখন বিকেল নামছে। সেই সময় দেখি কি একটা রাখাল ছেলে গরুর পাল নিয়ে ফিরছে তার গ্রামের দিকে।

হঠাৎ কোথাও কিছু নেই। ঝড়ের বেগে পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল যেন একটা ডাকসাইটে অ্যালসেসিয়ান। কুকুর বলে আমরা

www.BanglaBook.org

তো ফিরেও তাকাইনি কেউ। কিন্তু রাখাল ছেলের চিৎকার শুনে চমকে উঠলেন আমার কাকা! আমাকে নিয়ে পড়ি মরি ছুটলেন বাড়ির দিকে। বাড়িতে ফিরে শুনলাম, সত্যি সত্যি একটা বাঘ বেরিয়ে পড়েছিল সেদিন বন থেকে। বাঘের ভয়ে বুকটা তখন কাঁপছে আমার। তারপর থেকে এমন হলো, কুকুর দেখলেও আমরা চিৎকার করতাম বাঘ বাঘ বলে।

বাবার কাছ থেকে আমি সেই ছোটবেলায় সুকুমার মনে যত কিছু শিখেছি, জেনেছি তার সব কিছু আমি আমার লেখার মধ্যে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করি। তাঁর যতটুকু উপদেশ, সেটাকে শুধু উপদেশ হিসেবে নয়, কথার কথা হিসেবে নয়; সেটাকে আজ অব্দি পালন করার চেষ্টা করে চলেছি।

ছোটবেলার সেই সুখের দিনগুলো এখনও কেমন আনমনা করে দেয় মনে পড়লে। বরানগরে ইস্কুলে পড়ার সময় একটু আধটু লিখতুম বৈকি। সে সময় আনন্দমেলা আর পাততাড়ির পাতায় হাত পাকাবার আসরে যেমন লেখে ছোটরা—আমিও তেমন লিখতুম। কিন্তু সত্যি সত্যি কোনদিন লেখক হবো ভাবিনি।

ইস্কুলে অবশ্য ছাত্র হিসেবে খারাপ ছিলাম না। এক থেকে তিনের মধ্যে না থাকলে মুস্কিল হত বাড়িতে। বাবা কেমন হতাশ হতেন বুঝতেই পারছ। সেভেন-এইট থেকেই বাংলা সাহিত্যের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলুম একটু একটু করে। আমার প্রিয় লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমি ইস্কুলেই দেখেছি কাছ থেকে। দেখেছি মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তারাশঙ্করকেও।

ঠিক বলেছ, সেইসময় থেকেই লিখতাম লুকিয়ে লুকিয়ে। বাবা অবশ্য জানতেন না তখন। পরে, সত্যিই যখন আমার লেখা ছাপা হতে লাগল, বই বেরুল, বাবা ঠিক কতটা খুশি হয়েছিলেন, সেটা আর নাই বা বললুম! □

www.BanglaBook.org

নবেন্দু এতক্ষণ কোমরে হাত রেখে গম্ভীর চালে আমাদের কাজকর্ম সুপারভাইজ করছিল। হোল্ডলের বেল্টটা নীচু হয়ে দুবার টেনে দেখে বললে, 'আর একটু টান হবে, আরো দুঘর যাবে।' পরেশ বললে, 'নে নে, ওই যা হয়েছে যথেষ্ট। এটা তো একটা গন্ধমাদন হয়েছে রে! কী নেই এর ভেতর! পুরো একটা রাজত্ব।'

নবেন্দু পরেশের কথায় কানই দিল না। নিজের মনে গজগজ করতে লাগল, যত সব অপদার্থ, একটা বেডিং পর্যন্ত বাঁধতে পারে না, বাইরে বেড়াতে যাবার শখ! আয় তো অপূর্ব! এতক্ষণের পরিশ্রমে পরেশের কপাল ঘেমে গেছে।' হাতের তালুর উল্টো পিঠে ঘাম মুছতে মুছতে বলল, তুই যদি আর একটা ঘর কমাতে পারিস, আমি এইখানে একহাত নাক-খত দেবো।

অপূর্ব ঘরের কোণে ফার্স্ট-এইড বক্স সাজাচ্ছিল, নবেন্দুর ডাকে উঠে এল। পরেশ একটু ব্যঙ্গের সুরে বলল, 'দুই পালোয়ানের কেরামতিটা একবার দেখা যাক।' নবেন্দু পরেশের দিকে একবার বাঁকা চোখে তাকাল, কোনো কথা বলল না। নবেন্দুর স্বভাবে কথা কম, কাজ বেশী। সোজা কথা, স্পষ্ট সোজা ভাবে বলে। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ তার চরিত্রে লেখা নেই। রাগে কম। যখন রাগে তখন রক্ষে নেই, তখন হাতটাই বেশী চলে।

পরেশের চ্যালেঞ্জে তার টকটকে ফর্সা মুখটা একটু লাল হল, জ্বলজ্বলে বড়বড় দুটো চোখে একটু আগুন জ্বলল। নবেন্দু হোল্ডলটা খুলে ফেলল। আমাদের পাঁচ জনের বিছানা, পাঁচটা পাতলা তোষক, যতই পাতলা হোক একসঙ্গে বেশ পুরু হয়েছে, তার সঙ্গে হাওয়া দিয়ে ফোলানো যায় এমন পাঁচটা রবারের

www.BanglaBook.org

চোপসানো বালিশ, দু'ফেটি মোটা দড়ি, দুটো খেঁটে লাঠি, দুটো রেনকোট, পাঁচ জোড়া গ্লাভস, পাঁচটা চাদর, পাঁচখানা মশারি, একটা শিল-নোড়া, সব একসঙ্গে ছিটকে বেরিয়ে এল।

পরেশ এতগুলো জিনিস একসঙ্গে ঠিক ম্যানেজ করতে পারেনি, কোন রকমে জড়িয়ে-মড়িয়ে, যা হোক করে বেঁধেছিল। নবেন্দু সেই ছত্রাকার রণাঙ্গনে দু'মিনিট থমকে দাঁড়িয়ে রইল। আর ঠিক সেই সময়ে আলুথালু অবস্থায় ঘরে এসে ঢুকলো অপর্ণা, নবেন্দুর ছোট বোন, হাতের ট্রেতে পাঁচটা বিশাল বাটিতে ফুলকো করে চিঁড়ে ভাজার সঙ্গে, চীনেবাদাম আর কুঁচো পাঁপড়ের মিশেল।

অপর্ণাও দরজার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ঘরে অজস্র ছড়ানো জিনিসের মধ্যে পাঁচটি অসহায় প্রাণী হাবুডুবু খাচ্ছে। সাবধানে ঘরের মধ্যে পা বাড়িয়ে অপর্ণা বললে, 'যাচ্ছিস তো মধুপুর, দেখে মনে হচ্ছে এভারেস্ট জয় করতে যাচ্ছিস। এখন দয়া করে খেয়ে উদ্ধার কর।'

দুপুর থেকে কসরত চলছে। সন্ধ্যে প্রায় গড়িয়ে এল। খিদেও পেয়েছিল। পাঁচটি প্রাণী লাফিয়ে উঠে হাত বাড়ালো। আমাদের মধ্যে প্রাণেশটা চিরকালই একটু উটমুখো। একদিকে পা ফেলতে আর এক দিকে ফেলে। প্রাণেশের পা লেগে হ্যারিকেনটা ফুটবলের মত ছিটকে অপর্ণার পায়ের কাছে পড়ে চিমনিটা ফুটিফাটা হয়ে গেল।

প্রাণেশ একটু অপ্রস্তুত হয়ে করুণ গলায় বললে, 'দেখতে পাইনি রে।' পরেশ বললে, 'ছোটখাটো জিনিস কোনো কালেই তো তোমার চোখে পড়ে না। হাতি ছাড়া তুমি কিছুই দেখতে পাও না। বিশেষ করে খাবারের গন্ধ পেলে তোমার একটা ইন্দ্রিয় এত প্রবল হয়ে ওঠে যে, অন্যগুলোর ফাংশান স্টপ হয়ে যায়।'

প্রাণেশের অপ্রস্তুত ভাবটা অপর্ণাই কাটিয়ে দিল। 'ওর কি দোষ! সারা ঘরে পা ফেলার এক ইঞ্চিও জায়গা নেই, মানুষ যায় কোথা দিয়ে।' প্রাণেশ যেন একটু বল ফিরে পেল, 'দেখ না, বেলা একটা থেকে এই চলছে।' নবেন্দু আবার হোল্ডলটা নতুন করে খুলে ফেলল। বাটিগুলো এতক্ষণে আমাদের হাতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এসে গেছে। তোফা মুচমুচে চিঁড়ে ভাজা, অল্প আদা পেঁয়াজের কুঁচি মেশানো।

একটু রাত গড়ালেই আর একটা জিনিস আসবে। মাঝারি সাইজের পোর্সিলেনের বাটিতে ঠাণ্ডা জমাট ক্ষীর মৃদু গোলাপের গন্ধযুক্ত। নবেন্দুদের বাড়িতে পাঁচ পাঁচটা জার্সি গরু, অঢেল দুধ, ঘি, ছানা, ননী, ক্ষীর। নবেন্দুর ঠাকুরমা মাঝে মাঝে আমাদের রসিকতা করে বলেন, আমার গোয়ালে পাঁচটা চারপেয়ে আর ঘরে পাঁচটা দু'পেয়ে।

নবেন্দুর বোধ হয় ঝাল লেগেছিল, খাড়া ধারালো নাকের ডগায় বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। অপর্ণা বেরিয়ে যেতে যেতে বললে, 'সবই তো নিয়েছিস, কিছুই বাকি নেই, কেবল একটা তোলা উনুন হলেই হয়। বলিস তো ঠাকুরমার উনুনটা এনে দি, হোল্ডলে ঢুকিয়ে নে।' নবেন্দুর মুখে তখন একমুখ চিঁড়ে। ভরা মুখে সে ধমকে উঠল, 'যা যা, তোকে আর বেশী পাকামো করতে হবে না।' অপর্ণা কথাটা শুনেও শুনল না, বরং আর একটা টিপ্পনি দূর থেকে ছুঁড়ে দিল, 'তোরা তো আবার দুধের বাছা, একটা গরুও তাহলে সঙ্গে বেঁধে নিয়ে যা, সন্ধ্যেবেলা সকলে মিলে দুধ খাবি।'

বেশ তারিয়ে তারিয়ে আমরা মুচমুচে চিঁড়ে ভাজা খেয়ে, জামার আস্তিনে মুখ মুছে আবার বাঁধা-ছাঁদায় লেগে গেলুম। নবেন্দু সত্যিই অসাধারণ। হোল্ডলটাকে অপূর্বর সাহায্যে সে ঠিক কায়দা করে ফেলল। স্ট্র্যাপটাকে সে শুধু এক ঘর সরালো না, চার চারটে ঘর সহজেই কমিয়ে দিয়ে বেশ টাইট করে ফেলে গম্ভীর গলায় পরেশকে বলল, 'সব কিছুই একটু যত্ন করে করতে হয় বুঝলি পরেশ, বেগার ঠেলায় কিছু হয় না।'

পরেশকে একটু যেন ম্লান দেখাল। আমাদের দলে পরেশটা চিরকালই একটু ফাঁকিবাজ। আমাদের ক্লাবের কি একটা ফাংশানে একবার একটা বাঁশের দরকার হয়েছিল। কোথায় পাওয়া যায়! গ্রামের শেষ সীমায় দত্তদের একটা বাঁশঝাড় ছিল। দলবল চলল বাঁশ কাটতে, পরেশও সেই দলে। নবেন্দুই বাঁশ পাতার খোঁচা উপেক্ষা করে কয়েকটা বাঁশ ঝাড় থেকে কেটে নামাল। এইবার বয়ে

www.BanglaBook.org

নিয়ে যাবার পালা। বাঁশের লিকলিকে ডগার দিকটায় পরেশ। মাঝে আমি। গোড়ার দিকে কখনো নবেন্দু, কখনো অপূর্ব। মাইল তিনেক হাঁটা পথে পরেশ বাঁশের পুরো ভারটা আমার কাঁধে ছেড়ে দিয়ে ডগার দিকে কাঁধ ঠেকালো কি ঠেকালো না, গান গাইতে গাইতে সারাটা পথ এল। এই হল পরেশ—তবুও পরেশ আমাদের প্রিয় বন্ধু।

নবেন্দু বললে, 'ফ্রেন্ডস, আমাদের কাজ আপাতত শেষ। সবই প্রায় গোছানো হয়ে গেছে। নাউ ডিসপার্স। এখন স্নান, এখন বিশ্রাম। কাল সকালে স্টার্ট। আমরা ঠিক আটটার সময় বেরোবো। মনে থাকে যেন।'

অপূর্ব বললে, 'চল-না নবেন্দু আমরা সবাই মিলে এই সন্ধ্যের অন্ধকারে দল বেঁধে স্নান করে আসি।' নবেন্দু ঠোঁটে আঙুল রেখে কিছুক্ষণ ভাবল; তারপর বলল, 'নট এ ব্যাড আইডিয়া। চলো তাহলে।' দলপতির নির্দেশ পেলে আমরা সব সময় রেডি। এ-যেন এক ক্ষুদে সামরিক দল।

কোমরে গামছা বেঁধে আমরা সারি সারি বেরোচ্ছি, ঠাকুরমা তখন চওড়া লাল রকে বসে মালা ঘোরাচ্ছিলেন। তুলসীতলায় সবে প্রদীপ দেখানো হয়েছে। মালা ঘোরানোর ফাঁকেই আমাদের হেঁকে বললেন—এই ছেলের দল, একটু পরেই সব আসবি, তোদের কিলোবো। ঠাকুরমার কিলোনো আমাদের জানা আছে, পেটে খেলে পিঠে সয়। অপর্ণাই বোধ হয় তুলসীতলায় প্রদীপ দিচ্ছিল, গোয়ালের দিক থেকে ধোঁয়া ওঠা একটা ধুনোচি আনতে আনতে বলল, 'সন্ধ্যেবেলা গঙ্গায় চান করতে যাচ্ছ যাও, আমি কিন্তু মাকে বলে দেবো, তারপর বুঝবে ঠেলা।' নবেন্দু বললে, 'তোকে আর বেশী পাকামো করতে হবে না, অয়েল ইওর ওন মেশিন।'—'ঠিক আছে তোমাদের মেশিনে মা-ই অয়েল দিয়ে দেবেন।' অপর্ণা ঘরে ঘরে ধুনো দিতে চলে গেল। আমাদের সকলের নাকেই একটা মিষ্টি চন্দনের গন্ধ এসে লাগল। সামনেই পশ্চিমের আকাশে তখন সন্ধ্যার সেই অনেক দিনের বড় তারাটা জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। উঠোনের একপাশে জুঁই ফুলের গাছটা ফুলে ফুলে সাদা হয়ে গেছে, যেন অসংখ্য মায়ের মুখের ছোট ছোট নাকছাবি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাড়ি থেকে দু'কদম হাঁটলেই প্রাচীন কালের গঙ্গার ঘাট, রাধা-গোবিন্দের মন্দির, শিব মন্দির। রাধা-গোবিন্দের মন্দিরে সন্ধ্যার আরতি শুরু হয়েছে। ঘণ্টা বাজছে। মৃদু মিষ্টি একখানা আওয়াজ। গঙ্গা একেবারে কূলে কূলে ভরা। ঘাটের কিনারায় জল ছলকে লাগার আওয়াজ উঠছে। ওপারে জুটমিলের সারি সারি আলো জ্বলে উঠেছে। ঘাটের খুব কাছ দিয়ে ধীরে ধীরে একটা নৌকা পাল তুলে ভেসে চলেছে। উদাস মাঝি হালে বসে আছে। পশ্চিমের আকাশের গায়ে যেন কালো রঙে আঁকা একটা ছবি।

নবেন্দু আমাদের সতর্ক করে দিল, 'একদম নিঃশব্দে স্নান সেরে নাও। একদম ঝাঁপাই জুড়বে না।' নিস্তব্ধ এই সন্ধ্যায় প্রকৃতি যেন ধ্যানে বসতে চলেছে। কোনো রকম শব্দ করে তার ধ্যান ভঙ্গ করা চলবে না। যেমন নির্দেশ, শীতল কালো জলে ডুব দিয়ে আমাদের শরীর জুড়িয়ে গেল। জলে ডুব দিয়েও আমরা যেন কতদূর থেকে ঘণ্টার শব্দ শুনতে পেলুম। জল ছলকে ছলকে যেন রাতের প্রার্থনার মত কী এক সঙ্গীতে মত্ত!

নবেন্দুদের বাড়িতে অনেক দিন ধরে একটি প্রথা চলে আসছে—সন্ধ্যায় সমবেত প্রার্থনা। হলঘরে সাবেক আমলের একটা অর্গান আছে। নবেন্দুর মা খুব সুন্দর অর্গান বাজাতে পারেন। আমরা যখন গঙ্গা থেকে স্নান সেরে বাগানের পথে ফিরছি তখনই কানে এল অর্গানের মিষ্টি সুর। নবেন্দু বললে, 'পা চালিয়ে চল, প্রেয়ার শুরু হয়ে গেছে।'

বিশাল হলঘর। মেঝেতে পুরু কার্পেট পাতা। দেয়ালে বড় বড় অয়েলপেণ্টিং, বাঘের মাথা, হরিণের ফ্যাকড়া শিং। নবেন্দুর ঠাকুরদা হাইকোর্টের জজ ছিলেন। তাঁর আমলে বহু ঐতিহাসিক ব্যক্তি এই হলঘরে আসর জমাতে আসতেন শুনেছি। ঘরের একটা কোণে লাইব্রেরী, বড় বড় বই-ঠাসা আলমারী। নবেন্দুর ঠাকুরদা আবার একজন বড় শিকারী ছিলেন। দেয়ালে তাঁর একটা বড় অয়েলপেণ্টিং ঝুলছে। ছবিটা এতই জীবন্ত, মনে হবে ছবি ছেড়ে সুদীর্ঘ পুরুষটি বুঝি এখনই কার্পেটের উপর নেমে এসে আমাদের মাঝে বসবেন।

প্রার্থনার সময় ঘরের সমস্ত চড়া আলো নিবিয়ে দিয়ে একধরনের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঘষা কাচের ডোমে ঢাকা আলো জেবলে দেওয়া হয়! সারা ঘরে একটা পাথুরে আলো ছড়িয়ে পড়ে। মনে হয়, মার্বেল পাথরের ঘরে একদল মার্বেল পাথরের মূর্তি স্থির হয়ে বসে আছে, আর উদাত্ত গানের সুর ধূপের ধোঁয়ার মত পাকিয়ে পাকিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

নবেন্দুর মা অর্গান বাজিয়ে তখন গাইছিলেন 'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে'; আমরাও সকলে গলা মিলিয়ে গাইতে শুরু করলাম। নবেন্দুর গলা যেমন মিষ্টি তেমনি চড়া। পরেশের গলা একটু ভাঙা ভাঙা। চড়ার দিকে সে আর সাহস করে গাইছিল না। অপূর্বর গলাও বেশ ভাল। পরের গান 'তাঁরে আরতি করে চন্দ্র তপন'।

প্রার্থনা শেষ হবার পর আমরা সকলে একতলার ছাদে এসে মাদুর পেতে বসলাম। আকাশে তখন চাঁদ উঠেছে। ভিজে ভিজে হাওয়া বইছে। ছাদেও একটা সুন্দর বাগান। লতানে অপরাজিতা একটা মাচার উপর ডালপালা মেলে হাওয়ায় দুলছে। তলায় চাঁদের আলোর ছায়া কাঁপছে।

কারুর মুখেই কোনো কথা নেই। সকলকেই যেন প্রকৃতি স্তব্ধ করে দিয়েছে। এমনকি অপর্ণা যখন আমাদের জন্যে ঠাকুরমার 'কিল' নিয়ে এল, তার কথায়ও কোনো চপলতা নেই। চকচকে ট্রে-টা আমাদের মাঝখানে বসিয়ে দিয়ে শান্ত পায়ে চলে গেল। আমরা সকলে ঝুঁকে পড়লাম। কুলফি মালাই। গায়ে পেস্তার ছিটে। ভুরভুরে গোলাপের গন্ধ। খাঁটি দুধের ক্ষীর দিয়ে তৈরী। এক টুকরো জিভের উত্তাপে গলে সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ছে। পরেশ শুধু বললে, 'এমন জিনিস আগে কখনও খাইনি'। অপূর্বর শুধু একটিই কথা, 'কী অপূর্ব'!

সকাল বেলা আকাশটা আবার একটু মেঘলা মেঘলা করেছে। বৃষ্টি হবে নাকি! হলেও কিছু করার নেই। ঠিক দশটার মধ্যে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছোতে হবে। সাড়ে দশটায় ট্রেন। দশ নম্বর প্লাটফর্ম থেকে ছাড়বে। অবশ্য ভাবনার কিছু নেই, নবেন্দুদের গাড়িতে যাওয়া হবে।

মাকে বলাই ছিল। ভোর ভোর উঠে সব কাজ সেরে নিতে

www.BanglaBook.org

হবে। খাওয়া নবেন্দুদের বাড়িতে। আমরা সকলে একসঙ্গে খেয়ে-দেয়ে টুক করে গাড়িতে উঠে বসব। কি মজা! মেঘলা আকাশ হলেও যাবার আনন্দে মন নেচে উঠল। নবেন্দুর নির্দেশ, আমরা সকলেই স্কাউটের পোষাক পরে যাবো। স্নান করে, বাবার ছবিতে প্রণাম করে, মাকে প্রণাম করে দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়লুম। বেরোবার মুখে আমাদের কুকুর ভুলো বসেছিল। আমাকে দেখে ল্যাজ নেড়ে একটু রসিকতা করল। ভুলোটা ওই রকমই। ঠিক যেন মানুষের মত। চোখের দিকে তাকালে মনে হয় হাসছে। সব জানে, সব বোঝে, কেবল কথাটাই যা বলতে পারে না। ভুলো আবার অঙ্কও জানে।

একদিন দুপুরে ঘরে বসে অঙ্ক করছি। ভুলো থাবার উপর মুখ রেখে বসে আছে সামনে, যেন কিছুই জানে না। সরল করাটা চিরকালই আমার একটু কেমন হয়ে যেত। হয় শূন্য কিম্বা এক উত্তর হবে, আমি যত সাবধানেই করি না কেন, শেষকালে পূর্ণ-ফুর্ণ দিয়ে একটা বিদ্‌ঘুটে উত্তর হয়ে যেত। নিয়মটা জানাই ছিল— BODMAS অর্থাৎ আগে ব্রাকেট, তারপর অফ, তারপর ডিভিশান, মাল্টিপ্লিকেশান, এ্যাডিসান, সাবট্রাকসান। সেদিনও সেই ভাবে করছিলাম, তবে অজস্র অঙ্কের ভীড়ের মধ্যে কিভাবে ভাগের আগেই গুণ করতে শুরু করেছিলাম, ভুলো অমনি ঘ্যাঁক করে হাতটা কামড়ে ধরল। অঙ্কটা ভুল হতে হতে বেঁচে গেল। উত্তর হল শূন্য।

ভুলোটা আবার শয়তানও ছিল। একদিন পড়ার বইয়ের মধ্যে লুকিয়ে গল্পের বই পড়ছিলুম। ভুলো চুপি চুপি মাকে ডেকে এনে ধরিয়ে দিলে। বই গেল। প্রহারও হল। সাতদিন ভুলোর সঙ্গে রেগে কথা বললুম না। তারপর ভুলো একদিন নিজে এসেই ভাব করল। সামনে এসে চুপ করে বসল, তারপর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। কেউ কাঁদলে আমার ভীষণ মন খারাপ হয়ে যায়। ভুলোর সঙ্গে ভাব হয়ে গেল। নিজে হাতে গোটা দুই বিসকুট খাইয়ে দিলুম।

নবেন্দুর বাড়িতে যখন পৌঁছোলুম তখন নটা বেজে পাঁচ। সকলেই এসে গেছে। খাবার টেবিলে প্লেট পড়েছে। নবেন্দু

www.BanglaBook.org

বললে, 'বসে পড়, বসে পড়, আর দেরি নয়।' অপর্ণা জল দিচ্ছিল, বললে, 'যতটা পারিস একসঙ্গে খেয়ে নে! কতদিন যে খাওয়া জুটবে না। এক মাসের খাওয়া একসঙ্গে খেয়ে নিতে পারবি দাদা!' পেটুক পরেশ যেন একটু ঘাবড়ে গেল। মুখটা করুণ-করুণ করে জিজ্ঞেস করল, 'কি রে নবেন্দু, না খেয়ে মরতে হবে নাকি? মধুপুরে দোকানপাট নেই! সবটাই কি গভীর জঙ্গল!' নবেন্দু কিছু বলার আগে অপর্ণাই বলল, 'তোমাদের খাবার জন্যে অনেকে আছে, তোমাদের খাবার কিছু মিলবে বলে মনে হয় না। এক ওয়াগন শুকনো চিঁড়ে আর ভেলি গুড় নিলে তবু প্রাণটা বাঁচত।' অপর্ণা মার ডাকে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পরেশের আবার প্রশ্ন, 'আমাদের কে খাবে রে নবেন্দু?' পরেশটা জীবনে গ্রামের বাইরে পা দেয়নি। তার ধারণা, খুব বড় বড় শহর ছাড়া ভারতবর্ষের অধিকাংশ জায়গাই গভীর অরণ্যের ছায়ায় ঘুমোচ্ছে। সেখানে বাঘ ভাল্লুক কুমির বড় বড় ময়াল সাপ তার জন্যে ওঁত পেতে বসে আছে। ভাঙা মন্দিরে মাঝ রাতে টিমটিমে আলোর সামনে কাপালিকরা রোজই নরবলি দিচ্ছে। অপূর্বই পরেশের প্রশ্নের উত্তর দিলে, 'কে আর খাবে। গোটা কতক বড় বড় কেঁদো বাঘ আছে তাদেরকেই একটু সামলে চলতে হবে। তোর মতই খাইয়ে সব। কোনো কিছু বাছবিচার করে খেতে শেখেনি। গরু ছাগলের অভাব হলে টপাটপ মানুষ খেয়ে জলযোগ করে, এই আর কি!' পরেশ দেখলুম বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে বললে, 'মার শরীরটা বিশেষ ভাল নেই ভাই। আমি না হয় নাই গেলুম।' নবেন্দু এতক্ষণ ফুলদানীতে ফুল সাজাচ্ছিল, ঘুরে দাঁড়িয়ে এক ধমক লাগাল, 'ইডিয়েট, তোর লজ্জা করে না? তুই না পুরুষ মানুষ! মধুপুর কোথায় জানিস?' পরেশ ঘাড় নাড়ল, জানে না। নবেন্দু নিজের চেয়ারে বসতে বসতে বলল, 'তা জানবে কেন? ভূগোলে তো ওই জন্যই চিরকাল গোল্লা পাও'। আমি একটু উসকে দিলুম, 'মধুপুর হল উত্তমাশা অন্তরীপের কাছে একটা গভীর বন। সেখানে দিনের বেলা হ্যারিকেন জেলে গাছের ডাল কেটে কেটে পথ করে এগিয়ে যেতে হয়। গাছের ডালে ডালে অসংখ্য রক্তচোষা বাদুড় মাথা

www.BanglaBook.org

ঝুলিয়ে দোল খায়। মানুষ দেখলেই ঝপ করে ঝাঁপিয়ে পড়ে, পরেশ যে ভাবে আইসক্রিম খায় সেইভাবে ঘাড় থেকে রক্ত শুষে নেয়।' বাকিটা আমায় আর বলতে হল না। অপর্ণা মাছভাজা নিয়ে ঢুকছিল—সে-ই বললে, 'দু-একটা প্রাগৈতিহাসিক জীব যেমন ডায়নাসোর, টেরোডাকটিল এখনো সেখানে আছে, তারা পরেশদা যে ভাবে মুরগীর ঠ্যাং চিবোয় সেইভাবে আস্ত মানুষ মুখে পুরে চোখ বুজিয়ে মৌজ করে চিবিয়ে চিবিয়ে খায়।' অপর্ণার হাতে ইয়া বড় বড় মাছের দাগা দেখে পরেশের ভয় তখন অনেকটা কেটে গেছে ; একগাল হেসে বলল, 'যাঃ তোরা ইয়ারকি করছিস। মধুপুরে তোদের বাড়ি আছে। কাকাবাবু তো মাঝে মধ্যেই যান, একজন মালী তো সারাবছর সেখানে থাকে।' অপর্ণা মাছভাজা পরিবেশন করতে করতে বলল, 'যাও-না, গেলেই বুঝবে কত ধানে কত চাল!'

খাওয়াটা খুব জোর হয়ে গেল। শুয়ে পড়তে পারলেই ভাল হয়। পরেশ তো এইসা খেলো, ভয় হচ্ছিল ওর পেটটা না ফেটে যায়। নবেন্দু ঘাবড়ে গিয়ে পরেশকে বাধা দিতে গিয়েছিল। পরেশ খুব করুণ গলায় বললে, 'ভাই, বাধা দিসনি, এত সুন্দর রান্না হয়েছে নিজেকে সামলে রাখতে পারছি না।' অপূর্ব বললে, 'পেট খারাপ হলে কে দেখবে!' পরেশ ম্লান মুখে বললে, 'ওইটা যে আমার কিছুতেই হতে চায় না রে। আমার পেটে যে কি আছে, খালি খিদে পায়। মা বলেন আমি নাকি খেয়ে খেয়েই সংসারটাকে উচ্ছন্নে পাঠালুম।' পরেশ শেষে এক গেলাশ জল খেয়ে একটা পেল্লায় ঢেঁকুর তুলে খুব অপ্রস্তুত হয়ে গেল, কারণ নবেন্দুর বাড়িতে জোরে হাঁচা, শব্দ করে ঢেঁকুর তোলাকে অসভ্যতা বলা হয়। পরেশ আমাদের দিকে তাকিয়ে কাঁচুমাঁচু মুখে বললে 'চাপতে পারলুম না রে।' অপর্ণা সেই সময় ঘরে ছিল, হেসে বললে 'আমাদের বাছুরটা ঠিক ওইভাবে ডাকে।'

বাইরে গাড়ির হর্ন শোনা গেল। মালপত্র সব উঠে গেছে। গুরুজনদের প্রণাম করে আমরাও একে একে উঠলাম। ঠাকুমা দাড়ি ধরে আমাদের প্রত্যেককে চুমু খেয়ে বললেন, 'সাবধানে থাকিস, বেশী বীরত্ব দেখাতে গিয়ে বিপদে পড়িসনি।' অপর্ণা দরজার

www.BanglaBook.org

পাশেই দাঁড়িয়েছিল, ভেবেছিলুম অনেক কিছুই বলবে, কিন্তু একটা কথাও বলল না। আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল শুধু, চোখ দুটো মনে হল জলে টল টল করছে।

গাড়িটা সাবেক আমলের বেশ বড়। শুনেছি ইঞ্জিনটা নাকি অসাধারণ। কোনো শব্দ নেই, বিশ্বাসী কুকুরের মতই দীর্ঘদিন এই পরিবারের সেবা করে আসছে। পেছনের সিটে আমরা চারজন, সামনে ড্রাইভারের সিটের পাশে বসেছেন প্রফুল্লদা। এই বাড়িতে অনেকদিন কাজ করছেন। বিশাল চেহারা। গায়ে অসুরের ক্ষমতা। শুনেছি এক সময় নাকি ডাকাত দলের সর্দার ছিলেন। এখন ভাল হয়ে গিয়ে আমাদের অভিভাবকের মত, আমাদের বিশ্বাসী বন্ধুর মত প্রফুল্লদা সঙ্গে চলেছেন। আমাদের হাওড়ায় ট্রেনে তুলে দিয়ে আবার ফিরে আসবেন। গাড়িটা ছাড়ার মুখে পরেশ আর একটা বিশাল ঢেঁকুর তুলল। এবার আর বাছুরের ডাক নয়, অনেকটা ঝড়ের কালো মেঘের বুকে বিদ্যুতের গুড়ুম গুড়ুম। গাড়ির স্টার্ট পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল। প্রফুল্লদা ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন, 'পেটে কি পুরেছো? বিদ্রোহ শুরু করে দিয়েছে মনে হচ্ছে!' অপূর্ব বললে, 'বিশেষ কিছু নয়। ঘাটের কাছে যে বড় রুইমাছটা ঘুরতো, মাথা সমেত তার আধখানা, একবিঘে জমির ধান থেকে তৈরি চাল, আর পাঁচ-পোয়াটাক দই।' প্রফুল্লদা বললেন, 'নিজেকে এত কষ্ট দিলে কেন?' 'কষ্ট!' অপূর্ব হাসল, 'উপায় ছিল না, ও একেবারে একমাসের র‍্যাশান লোড করে নিয়ে চলেছে।'

গাড়ি আবার স্টার্ট নিল। পরেশ কোণের দিকে মুখ টিপে বসে আছে। আর কিছুতেই ঢেঁকুর উঠতে দেবে না। এবার স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেলে নবেন্দু গাড়ি থেকে নাবিয়ে দেবে। নবেন্দু সকাল থেকেই অসম্ভব গম্ভীর। কথা খুব কম বলছে। নবেন্দুকে সময় সময়, বিশেষ করে এই রকম সময়, বয়স্ক লোকদের মত দেখায়। কোথা থেকে একটা অসম্ভব ব্যক্তিত্ব ওর উপর জাঁকিয়ে বসে। নবেন্দু চিরকালই একটু খেয়ালী। কখনও বিশাল সবুজ মাঠে সাদা সাদা কান লোটা লোটা ছাগলছানার সঙ্গে আপন মনে দিকবিদিক্ দৌড়োদৌড়ি করে খেলা করে। কখনও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাতার পর পাতা অঙ্ক কষে বই শেষ করে ফেলে। কখনও বসে বসে আপন মনে ছবি আঁকে।

দেখতে দেখতে গাড়ি শ্যামবাজার মোড়ে এসে পড়ল। পরেশটা এতক্ষণ দুলছিল। সকালের শহরের ভীড়, গাড়ি, ট্রাম, সাজানো দোকান দেখে জানলার কাঁচে নাক ঠেকিয়ে খাড়া হয়ে বসল। আমাকে ফিস্‌ফিস্‌ করে জিজ্ঞেস করল, 'কাঞ্চন, এইটা কলকাতা না কি রে?' 'তোর কি মনে হয়?' পরেশ কিছুক্ষণ গুম, তারপর বিড় বিড় করে বলল, 'বাপ্‌স, কী ব্যাপার রে! এখানে লোকের পথ চলতে ভয় করে না?'

'ওরা তো গ্রামের লোক নয় যে ভয় করবে, ওরা সব শহরের মানুষ। শহরের কায়দা কানুন সব জানে।'

'দিন কতক পরে আমরাও এখানে কলেজে পড়তে আসব, কি বলিস্‌। বিশ্ববিদ্যালয়টা কোন্‌ দিকে রে?'

'ওদিকে। সে দিকে আমরা যাবো না।' পরেশ হঠাৎ হৈ হৈ করে উঠল, 'ওই দেখ কাঞ্চন, আকাশের গায়ে একটা বিশাল ক্রেন!' এইবার মাথায় গাঁট্টা! 'গবেট, ওটা ক্রেন নয়, ওটা হাওড়ার ব্রিজ।' পরেশ সামনের উইণ্ডস্ক্রীন দিয়ে হাঁ করে ব্রিজের দিকে তাকিয়ে রইল।

হাওড়ার পোলের উপর আমাদের গাড়ি নাকটা ঢুকিয়েই নিশ্চল হয়ে পড়ল। কি ব্যাপার কে জানে! সারা পোল জুড়ে এধারে ওধারে সারি সারি গাড়ি দাঁড়িয়ে। মাঝের একসার ট্রাম ঠ্যাঙ উঁচু করে স্থির। কারুরই কোন যাবার গরজ নেই। প্রফুল্লদা সামনের জানালা দিয়ে মাথাটা বের করে একবার দেখলেন। কিছু বুঝতে পারলেন বলে মনে হল না। বরং বেশ নিশ্চিন্তে পকেট থেকে একটা গোলমত টিনের কৌটো বের করে বিড়ি ধরালেন। ড্রাইভার সাহেবের পকেট থেকে বেরোলো সরু চোঙা মত একটা কৌটো সঙ্গে চ্যাপ্টা মত ছোটো একটা বাচ্চা কৌটো। বড়টায় আছে দোক্তা পাতা, ছোটোটায় চুন। হাতের তালুর উপর দুটোকে ফেলে দলাই মলাই। চোখে একটা ভাবালু উদাস দৃষ্টি। একজন মৌজ করে বিড়ি ফুঁকছেন, অন্যজন খইনি দলছেন। জগৎ যেন চলতে চলতে হঠাৎ গতি হারিয়ে ফেলেছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এদিকে আমরা মনে মনে ছটফট করছি। ট্রেন ধরতে হবে। ট্রেন শেষে ছেড়ে না দেয়! নবেন্দু একটু উসখুস করে জিজ্ঞেস করল—'হল কি?'

ড্রাইভার সাহেব দু আঙুলে চিমটি করে দাঁত আর ঠোঁটের ফাঁকে খইনি গুঁজে নির্বিকার ভাবে উত্তর দিল—'হুয়া কুছ্'। প্রফুল্লদা আর একবার মাথাটা বের করলেন। পাশ দিয়ে এক ভদ্রলোক শরীরের চারদিকে মালপত্র ঝুলিয়ে একটি ছেলের হাত ধরে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছিলেন। প্রফুল্লদার মৃদু প্রশ্ন করল—'কি হয়েছে মশাই?' ভদ্রলোক গতিবেগ কিছু মাত্র না কমিয়ে অনেকটা দূর থেকে বললেন—'গুষ্টির পিণ্ডি'।

'বাবা, কী মেজাজ!' প্রফুল্লদা মাথা ঢুকিয়ে নিলেন।

পরেশ হাঁ করে খানিক গঙ্গার হাওয়া খেয়ে বললে, 'যাই বলিস, বেশ লাগছে কিন্তু।' অপূর্ব বললে, 'তা তো লাগবেই। এদিকে মধুপুরের বারোটা। নির্ঘাত ট্রেন ফেল।'

আমার আবার পোলটোলের উপর বেশিক্ষণ থাকতে অস্বস্তি লাগে। যদি ভেঙে পড়ে যায়! বলা তো যায় না। আমার ভয়টা পরেশের কানে কানে বলতেই পরেশের মুখ শুকিয়ে গেল। নবেন্দুর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বললে, 'চল আমরা দৌড়ে ওপারে চলে যাই।'

'পরেশটা কি বলছে রে?' অপূর্ব জানতে চাইল।

'বলছে, পোলটা যদি ভেঙে পড়ে যায়! চল আমরা দৌড়ে ওপারে চলে যাই'—আমি ভাল মানুষের মত মুখ করে বললুম। পরেশকে একটু অপ্রস্তুত করার জন্যেই বললুম।

প্রফুল্লদা ঘাড় না ঘুরিয়ে আর একটা ভয় তৈরী করে ফেললেন, 'পোলের উপর দৌড়োবে! বল কি? দৌড়োলেই পুলিশে ধরবে। পোলের উপর দৌড়াদৌড়ি চলে না, বুঝেছো? এটা তোমার গ্রামের সাঁকো নয়, এর নাম হাওড়ার পোল।'

নবেন্দু বাঁ দিকের দরজা খুলে রাস্তায় নেমে ফুটপাতের ওপর উঠে দাঁড়ালো। বেশ চিন্তিত। সত্যিই চিন্তার কথা। আধঘণ্টা হয়ে গেল। উল্টো দিক থেকে এক ভদ্রলোক আসছিলেন বেশ ধীরে সুস্থে বেড়াতে বেড়াতে। গায়ে ঢোলা পাঞ্জাবি মুখে বিশাল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চুরুট। নবেন্দু বেশ বিনীত ভাবে জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাপারটা কি ?' ভদ্রলোক মুখ দিয়ে চিমনির মত ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—'গরু'।

নবেন্দুর ফর্সা মুখ রাগে টকটকে লাল হয়ে উঠল। 'গরু মানে ? ভদ্রভাবে একটা প্রশ্ন করলুম আর আপনি আমাকে গরু বললেন ! হোয়াট ডু ইউ মিন !' দলবল আমরা তখন রাস্তায় নেমে পড়েছি। মাথায় থাক মধুপুর। আমাদের দলনায়কের প্রেস্টিজ নিয়ে টানাটানি ! থাক-না মুখে চুরুট। হোক না ভারিক্কি চেহারা। তা বলে যাকে তাকে গরু বলে সরে পড়বেন বিনা কারণে, এ কেমন কথা ! হয়ে যাক এক হাত। তারপর দেখা যাবে ট্রেন প্লাটফর্মে শেষ পর্যন্ত আমাদের জন্য রইল কি গেল।

ভদ্রলোক উল্টোদিকে কয়েক পা এগিয়ে গিয়েছিলেন, নবেন্দুর চ্যালেঞ্জে ফিরে এলেন। মুখের চুরুটে অনর্গল ধোঁয়া বেরোচ্ছে। নবেন্দুর দিকে হাসি হাসি মুখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'নবেন্দু না ! আমাদের পরেশবাবুর ছেলে। প্রথমে চিনতে পারিনি, তারপর মনে হল গলাটা চেনা চেনা লাগছে। তুমি কত বড় হয়ে গেছো হে !' আমরাও যেমন অবাক নবেন্দুও তার চেয়ে কম নয়। কে এই ভদ্রলোক ? আমরা আস্তিন গুটিয়েছিলুম। আবার নামিয়ে নিলুম। ভদ্রলোক তখন হো হো করে হাসছেন, 'চিনতে পারলে না তো ?' নবেন্দু চিনতে পেরেছে বলে মনে হল না। আমরা তো চিনিই না। ভদ্রলোক চুরুটটা মুখে পুরতে পুরতে বললেন, 'চিনলে না তো ! আমি পার্থর বাবা।' নবেন্দুর মারমুখী ভাবটা সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হল। টপ্ করে নীচু হয়ে ভদ্রলোককে নমস্কার করে উঠে দাঁড়াতেই তিনি নবেন্দুকে তাঁর ছাপ্পান্ন ইঞ্চি ছাতিতে জড়িয়ে ধরে গদ্গদ্ গলায় বললেন, 'ব্রেভ বয়'। আমরাও নবেন্দুর দেখাদেখি টপাটপ নমস্কার করে ফেললুম। 'তোমার দলবল ? আরে ওই দেখ।' ভদ্রলোকের কথায় আমরা তাকিয়ে দেখলুম। হাওড়ার দিক থেকে পালে পালে গরু কলকাতার দিকে এগিয়ে আসছে। একটা আধটা নয়, প্রায় শ দুয়েক। 'গরু' বলার অর্থ এতক্ষণে আমাদের কাছে স্পষ্ট হল ! এত গরু ছিল কোথায় ! এল কোথা থেকে ! নবেন্দু অবাক হয়ে বলল, 'এত গরু ছিল কোথায় ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাঞ্জাবে ছিল। এসেছে আজ সকালে। চলেছে কলকাতার খাটালে। এক একটা গরু মিনিমাম ২০ লিটার দুধ দেবে দিনে।

'ও, এই জন্যেই সব রাস্তা ঘাট বন্ধ!' নবেন্দু মনে হল এতক্ষণে বুঝেছে।

'যাকগে, তোমরা চলেছ কোথায় সদলবলে?'

নবেন্দু হেসে বলল, 'কয়েকদিনের জন্যে মধুপুরে যাচ্ছি মেসোমশাই।'

'আই সি! মধুপুর ভাল জায়গা হে। ওঃ, সেই কত কাল আগে গিয়েছিলুম!' মেসোমশাইয়ের চোখ দুটো কী রকম স্বপ্নময় হয়ে এল মধুপুরের নামে।

'তোমার বাবা কেমন আছেন নবেন্দু?'

'ভাল আছেন।' নবেন্দু একটু অন্যমনস্ক হয়ে বলল। বোধহয় ট্রেনের কথা মনে পড়েছে। এ ট্রেনটা যে আমরা ধরতে পারবো না, ঘড়ি অন্তত তাই বলছে। পরে আর কি ট্রেন আছে জানি না।

'তোমাদের ট্রেন ক'টায়?' ভদ্রলোক নেভা চুরুটটা দেশলাই দিয়ে ধরাতে ধরাতে প্রশ্ন করলেন। নবেন্দু সময়টা বলতেই পাঞ্জাবির হাতা উল্টে ভদ্রলোক সময় দেখলেন। 'আর বেশি সময় নেই। তোমরা বরং গাড়ি ছেড়ে কুইক মার্চ করে চলে যাও। এছাড়া আর কোনো উপায় নেই। এই জ্যাম ক্লিয়ার হতে সময় নেবে।' পরেশটা একটু দূরে দাঁড়িয়ে গঙ্গা দেখছিল। কুইক মার্চ শব্দটা তার কানে যেতেই করুণ মুখে এগিয়ে এল, 'মালপত্তরের কি হবে মেসোমশাই?'

'মালপত্তর?' পরেশের দিকে তাকিয়ে মেসোমশাই সহজ গলায় হেসে হেসে বললেন, 'ইয়ং ম্যান, ট্রেন যদি ধরতে চাও, মাল মাথায় করে দৌড় লাগাও স্টেশনের দিকে, নো আদার অলটারনেটিভ।' পরেশের মুখ দেখে মনে হল কেঁদে ফেলবে। বেশ আয়েশ করে ঘুমোতে ঘুমোতে আসছিল। এ কী মহাবিপদ! শ' খানেক গরু আমাদের সুখ গুঁতিয়ে ফেলে দিয়েছে। এখন জগদ্দল মাথায় দৌড়োতে হবে। আমাদের কারুরই এই পরিণতি ভাল লাগছিল না। একটু আধটু মাল নয়। মালের হিমালয় ঠাসা আছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গাড়ির বুকে, আমাদের পায়ের কাছে। এর চেয়ে গাড়িটা মাথায় করে দৌড়োন অনেক সহজ।

নবেন্দুকেও বেশ চিন্তিত দেখাল। সেও বোধহয় একই কথা ভাবছে। ভদ্রলোক তাড়া দিলেন, 'নাও নাও, গেট রেডি, আমি তোমাদের স্টার্ট করিয়ে দিয়ে যাব। জানো, আমি একজন ভালো স্টার্টার। হাওড়ায় যেখানে যত স্পোর্টস হয় সব জায়গায় আমি।' হঠাৎ গলা চড়িয়ে বললেন, 'রেডি গেট সেট গোও-ও।' আমরা কেউই দৌড়োলুম না। নন স্টার্টার হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম।

টর্পেডোর মত চুরুটটা মুখ থেকে বের করে, ছাইটাই ঝেড়ে পরিষ্কার করে মেসোমশাই একটা খালি দেশলাই বাক্সে ভরে ফেলে বললেন, 'তোমাদের দৌড় শুরু করে দিয়ে আমি এই গাড়িটা নিয়েই অফিসে চলে যাব। বেশি দূরে নয়—এই জি পি ও-তে! তোমাদের সঙ্গে কথায় কথায় ভীষণ দেরি হয়ে গেছে।'

আমরা তখন মহা দ্বিধায় পড়েছি। কি যে করা উচিত ঠিক করতে পারছি না। নবেন্দুর কাছ থেকেও কোনো নির্দেশ নেই। এমন সময় কানে এল সেই ঘণ্টার শব্দ। দূর থেকে কাছে এগিয়ে আসছে ক্রমশ। দমকল একটা নয় পর পর দুটো। কলকাতা থেকে হাওড়ার দিকে ছুটছে ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে।

দূর থেকে দমকলের ঘণ্টা শুনেই প্রফুল্লদা ড্রাইভারের সিটের পাশে বসেই চিৎকার করে উঠলেন—'কুইক! ঝটপট সব ঢুকে পড় এই সুযোগ, দমকলের পেছনে পেছনে আমরা বেরিয়ে পড়ব, তা না হলে তোমাদের ট্রেন ধরার বারোটা।' আমরা পড়ি কি মরি করে গাড়িতে ঢুকে পড়লুম। পরেশটা চিরকালের ল্যাদাড়ুস। গাড়ির চালটা যে নীচু হয় একথা বোধহয় তেড়ে-ফুঁড়ে ঢোকার সময় ভুলেই গিয়েছিল। মনে পড়ল ধাঁই করে মাথাটা ঠুকে যাবার পর। কপালটা দেখতে দেখতে ছোটো নতুন আলুর মত ফুলে উঠল। নবেন্দু বললে, 'ঠিক হয়েছে, লাগতে লাগতে যদি একটু আক্কেল হয়।' পরেশের চোখে তখন জল এসে গেছে।

আমাদের ড্রাইভার প্রফুল্লদার চেয়েও ওস্তাদ। দমকলটা গাড়ি আর গরুর জটিল জট ফুঁড়ে বেরোতেই স্টার্ট নিয়ে পিছু ধাওয়া

www.BanglaBook.org

করল। যে লোকটি দমকলের ঘণ্টা বাজাচ্ছিল সে যেতে যেতে আমাদের একটা দাবড়ানি দিল। আমরা তখন মরীয়া। দুপক্ষের তাড়া। দমকল চলেছে আগুন নেভাতে, আমরা চলেছি ট্রেন ধরতে। ইতিমধ্যে আর একটা দমকল তেড়ে এসেছে। প্রচণ্ড ঘণ্টার আওয়াজে গরুগুলো তাদের পরিচালকের হাতছাড়া হয়ে এলোপাথাড়ি ছুটতে শুরু করেছে। একজন ট্রাফিক পুলিশ দৌড়ে আসছিল আমাদের গাড়িটাকে দুটো দমকলের মাঝখান থেকে টেনে বের করে দিতে, কিন্তু সুবিধে করতে পারল না। বিশাল একটা গরুর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে, হেই রাম বলে ছিটকে পড়ে গেল। দুটো গাড়ির মাঝখানে স্যাণ্ডউইচ হয়ে আমরা এঁকে বেঁকে এগিয়ে চললুম। প্রফুল্লদার ঠোঁটের বিড়ি উত্তেজনায় টানতে ভুলে গিয়ে নিভে গেছে। আমাদের শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন, 'একে পুরনো গাড়ি, একবার স্টার্ট বন্ধ হলেই পিছনের গাড়িটা আমাদের ছাতু করে দিয়ে চলে যাবে। কোন কেসই হবে না।' সকলের মুখ শুকিয়ে গেল। পরেশ দেখি আমার ডান হাতটা শক্ত করে চেপে ধরেছে। ভয়ে তার কপালের যন্ত্রনা ভুলে গেছে। ফোলাটাও যেন চুপসে গেছে। ভেবেছিলুম, বেশ বড় সাইজের একটা নৈনীতাল আলু হবে। তা আর হল না!

BanglaBook.org

হাওড়া স্টেশন

সবার আগে প্রফুল্লদা। ডান হাতে ঝুলছে সেই ম্যাগনাম সাইজের হোল্ডল, যার মধ্যে কি না আছে! খুঁজলে বিশল্যকরণীও পাওয়া যাবে হয়ত। শক্তি বটে একখানা! ওই অতবড় একটা ওজনদার জিনিস এমন অক্লেশে বয়ে নিয়ে চলেছেন যেন ছোটদের একটা বই রাখা সুটকেস। প্রফুল্লদার পেছনে পেছনে আমরাও ছুটছি। ট্রেন ছাড়তে আর মিনিট তিনেক বাকি আছে। প্রথমে আমাদের বলেছিল আট নম্বর প্লাটফর্ম থেকে ছাড়বে। এখন মাইকে ঝাঁ ঝাঁ করে বলছে ১২ নম্বর থেকে ছাড়বে। আমরা

www.BanglaBook.org

ছুটেছিলুম আটের দিকে ঊর্ধশ্বাসে এখন মুখ ঘুরিয়ে আবার বারোর দিকে। সারাটা স্টেশনে যেন তোলপাড় কাণ্ড। প্রফুল্লদার পেছনে নবেন্দু, তার পেছনে আমরা। সবার শেষে পরেশ। একে সে বেচারা প্রচুর খেয়েছে। তারপর গাড়িতে বসে বসে বোধহয় একটু ঘুমিয়েছে। পরেশ যেন আর নড়তেই পারে না। তার উপর হাতে একটা বালতি। বালতির মধ্যে একটা কেরোসিন স্টোভ, তেলের বোতল, সুতুলি দিয়ে ঠেসে টাইট করে বসানো। দলবল তখন বারো নম্বরে ঢোকার গেটের কাছে এসে গেছে। ট্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে—আমরা দেখতে পাচ্ছি। এমন সময় আমাদের ল্যাজের দিকে একটা হৈ চৈ শুনতে পেলুম। সেই সঙ্গে পরেশের গলা। পরেশ করুণ সুরে বলছে, 'আমি কি করবো বলুন! আমার কি দোষ বলুন! সঙ্গে একটা হেঁড়ে গলা, 'তুমি কি করবে? তোমার কি দোষ? ইডিয়েট, তুমি দেখে চলতে পার না!' পিছন ফিরে ঘটনা দেখে আমাদের চক্ষুস্থির। পরেশের হাতের বালতি প্লাটফর্মে গড়াগড়ি যাচ্ছে। কেরোসিনের বোতলটা গড়াচ্ছে। ভাগ্য ভাল ভাঙেনি। কিছু দূরে মাটিতে কাৎ হয়ে পড়ে আছে একটা খাঁচা। দরজাটা খোলা। গোটা দশেক গিনিপিগ দৌড়োদৌড়ি করে বেড়াচ্ছে। অসহায়ের মত মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন খাঁচার মালিক। লম্বা চওড়া এক মানুষ। পরনে কালো সুট, টাই। ঘাড় অবধি লম্বা লম্বা চুল। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। গিনিপিগগুলো এদিক ওদিক দৌড়োতে দৌড়োতে ক্রমশই দূরে চলে যাচ্ছে। একটা ফুটফুটে বাচ্চা মেয়ে মার হাত ছাড়িয়ে একটা গিনিপিগের পেছনে হৈ হৈ করে ছুটে চলেছে। মা ছুটছেন মেয়ের পেছনে—'ডলি ডলি, চলে আয় বলছি, চলে আয় দুষ্টু মেয়ে।' এক ভদ্রলোক হুইলারের স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে ম্যাগাজিন দেখছিলেন। এক হাতে ধরা ছিল চেনে বাঁধা একটা বড় সাইজের কুকুর। ভদ্রলোক তন্ময় হয়ে বই দেখছিলেন। কুকুরটা দেখছিল ছুটন্ত গিনিপিগ। কাছাকাছি আসতেই ভৌ-ও বলে বিশাল এক লাফ মারল। আচমকা লাফের জন্যে কুকুরের মালিক প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি চিৎপাত হয়ে উল্টে পড়লেন। কুকুর

www.BanglaBook.org

হাতছাড়া হয়ে চেন সমেত সারা প্লাটফর্মে দাপাদাপি শুরু করে দিল। এই হুড়োহুড়ির মধ্যে পড়ে এক বুড়ী অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ভদ্রমহিলা চিলের মত গলায় চিৎকার শুরু করলেন 'পুলিশ, পুলিশ'। একজন ফাদার আসছিলেন ঝুলো গাউন পরে লম্বা লম্বা পা ফেলে। এক হাতে ধরা সোনালী বাইবেল। কুকুরের তাড়া খেয়ে একটা গিনিপিগ তাঁর কোট কামড়ে ধরে ঝুলছে। ফাদার দাঁড়িয়ে পড়ে বুকে ক্রশ আঁকছেন আর আমেন আমেন বলছেন।

ফ্রেঞ্চকাট ভদ্রলোক রেগে খাঁচাটায় এক লাথি মেরে আশেপাশে ছড়ানো জনসাধারণের দিকে তাকিয়ে অনেকটা বিবাদী পক্ষের উকিলের গলায় বললেন, 'এই সব উটমুখো জানোয়ারগুলো স্টেশনে ছাড়া পায় কি করে?' এ প্রশ্নের কে জবাব দেবে! টিকিট কাটলেই স্টেশনে ঢোকা যায়। যে কেউ ঢুকতে পারে। পরেশ এতক্ষণ মাথা নীচু করে অপমান হজম করছিল। জানোয়ার বলায় তার সুপ্ত পৌরুষ এবার জেগে উঠল। জনতার আদালতের দিকে তাকিয়ে সেও এইবার তার প্রশ্ন রাখল, এই সব চিড়িয়াখানা নিয়ে স্টেশনে আসার কি দরকার ছিল! এত বড় একটা খাঁচা নিয়ে সকলকে খোঁচাতে খোঁচাতে উনিই বা কেন দিকবিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটলেন!' ট্রেন ধরার আশা তখন আমরা ছেড়েই দিয়েছি। গার্ডসাহেবের হুইসিল বেজে লাল পতাকা নড়ে গেছে। পরেশের মুক্তির জন্যে আমরা এগিয়ে গেলুম। বেচারা মহা ফ্যাসাদে পড়েছে। নবেন্দু বললে, 'যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন যা হোক একটা কিছু করা দরকার। ট্রেনটাও আমরা ফেল করেছি।' 'ট্রেন!' ভদ্রলোক তিড়িং করে লাফিয়ে উঠলেন, 'সর্বনাশ, আমিও যে ওই ট্রেনে যাব। কার হুকুমে ট্রেন ছেড়ে গেল?' ভিড়ের মধ্যে থেকে কে একজন বলে উঠলেন, 'গার্ডসাহেবের হুকুমে।' ভদ্রলোক চিৎকার করে উঠলেন 'স্টপ ইট।' যিনি আগের উত্তরটা দিয়েছিলেন তিনি ততোধিক জোরে বললেন, 'ইয়েস স্যার।' জনতা হৈ হৈ করে হেসে উঠল।

ফাদার এইবার ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলেন। তাঁর সাদা গাউনের বুকে নিশ্চিন্ত আরামে লেপ্টে আছে একটা গিনিপিগ।

www.BanglaBook.org

তিনি চিৎপাত হয়ে উল্টে পড়লেন (পৃঃ ১৭)

www.BanglaBook.org

জ্বলজ্বলে চোখে ভিড়ের দিকে তাকিয়ে আছে। 'বাবু, ইজ দিস ইওরস?' ফ্রেঞ্চকাট ভদ্রলোক কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'থ্রো ইট। ফেলে দিন। দূর করে ফেলে দিন।' ফাদারের মুখে সেই মিষ্টি হাসি। যীশুর মুখের হাসির মত। 'বাবু, হোয়াই ইউ আর সো এ্যাংরি! ওতো রাগতে নেই। রাগ আমাদের এনিমি আছে। আমি একটাকে উদ্ধার করিয়েছি। বাট দেয়ার আর সো মেনি অফ দেম।' ভদ্রলোক কিছুই করতে চাইছেন না দেখে, আমি খাঁচাটা সোজা করে ফাদারের হাত থেকে গিনিপিগটা নিতে গেলুম। সে বেটা কি সহজে আসতে চায়! ফাদারের বুক আঁকড়ে মজাসে পড়ে আছে। জোর করে ছাড়িয়ে আনলুম। খচমচ্ করে হাতে একটু আঁচড়ে দিলে। কোন রকমে খাঁচায় ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলুম। খাঁচার দরজাটা ডিফেকটিভ। সহজে বন্ধ হতে চায় না। বন্ধ হলেও ছিটকিনিটা ঠিকমত আটকানো যায় না। নবেন্দু খুব ভদ্রভাবে জিজ্ঞেস করল, 'ক'টা ছিল?' ভদ্রলোক তখনও বেশ রেগে আছেন। বললেন, 'জানি না।'

'জানি না বললে তো চলবে না, জিনিসটা কার, মালটা কার ছিল?' ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলেন রেলওয়ে প্রোটেকসান ফোর্সের একজন অফিসার। 'মারা স্টেশনে আতংক ছড়িয়ে পড়েছে। একজন ভদ্রমহিলা ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছেন। কে একাজ করেছে! ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারাটা মনে আসছে না, কত নম্বর ধারা—কত নম্বর ধারা, ধুত্-তেরি মনে আসছে না।' ভদ্রলোক বার কয়েক মাথার টুপিটা তুললেন আবার বসালেন। 'ধারাটা আমার এখন ঠিক মনে আসছে না, মনে না এলেও ধারাটা নেই এমন মনে করার কোন কারণ নেই। রেলওয়ে ম্যাজিস্ট্রেট আছেন, তিনি বুঝবেন কত নম্বর ধারায় অপরাধীকে সাজা দেবেন। আমার কাজ অপরাধীকে অ্যারেস্ট করা।' প্রোটেকসান ফোর্সের অফিসার বুক ফুলিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালেন। গিনিপিগের মালিকও কিন্তু কম যান না। তিনি এতটুকু ভয় পেলেন না। ইংরেজীতে বললেন, 'হু আর ইউ? আমি যাকে তাকে আমার কাজের কৈফিয়ত দিই না, আমি তার সঙ্গেই কথা বলব হু ইজ নট [illegible]

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দি র‍্যাঙ্ক অফ এ ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট।' অফিসার একটু ঘাবড়ে গেলেন। ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, 'ম্যাজিস্ট্রেট এখন বাড়িতে ভাত খেতে গেছেন। খাবার পর তিনি একটু ঘুমোবেন, তারপর তিনটে নাগাদ আসবেন। আপনি কি বলতে চান ততক্ষণ এই জন্তুগুলো সারা প্লাটফর্মে ঘুরে বেড়াবে! একটা তো সুপারিন-টেনডেন্টের ঘরে ঢুকে তাঁর চায়ের কাপ উল্টে দিয়েছে।' ভদ্রলোকের কথা শেষ হয়েছে কি হয়নি, কুকুরের চিৎকারে স্টেশন ফেটে যাবার উপক্রম, সেই সঙ্গে একটা অসহায় মানুষের চিৎকারে— 'টম, নো টম, যাঃ খেয়ে ফেলেছে'। সকলের নজর বইয়ের স্টলটার দিকে চলে গেল। কুকুরের মালিক ধুলো ঝেড়ে উঠছেন কিন্তু কুকুরটাকে সামলাতে পারছেন না। কুকুরটা জিভ দিয়ে মুখ চাটছে। গোঁফের কাছে সাদাসাদা লোম। একটা গিনিপিগ সাবাড় করে আর একটাকে ধরার জন্যে চেন ছিঁড়ে ফেলতে চাইছে। ভদ্রলোক অসহায়ের মত চিৎকার করছেন, 'টম, নো নো, হেল্প, হেল্প'। কে হেল্প করবে!

আমাদের আশেপাশে যে ভিড় জমেছিল, সেই ভিড়ে কিছু পুরোনো লোক চলে যাচ্ছেন এবং অনবরতই কিছু নতুন লোক এসে জমছেন। ফলে জটলার আকৃতি সেই একই থেকে যাচ্ছে। বরং যাঁরা নতুন এসে জমছেন তাঁদের একপ্রস্থ ব্যাপারটা গোড়া থেকে বুঝিয়ে দিতে হচ্ছে। সে দায়িত্বটা অবশ্য একজনই নিয়েছে। সে হল স্টেশনের একজন উর্দিপরা পোর্টার। নবেন্দু এতক্ষণ ঘটনার দ্রুত পটপরিবর্তনের সঙ্গে তাল রাখতে না পেরেই বোধহয় চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। এইবার সে নাম ভূমিকায় অবতীর্ণ হল। গিনিপিগের মালিকের সামনাসামনি এগিয়ে এসে বললে—'কি ছেলেমানুষী করছেন! একটা ব্যবস্থা তো করতে হবে। সারাদিন নিশ্চয়ই এইভাবে আমরা সঙের মতো দাঁড়িয়ে থাকব না!' ফ্রেঞ্চকাট ভদ্রলোক মনে হল একটু নরম হয়েছেন, বললেন, 'কি করবে? এত বড় স্টেশনে কোথায় কোনটা কোন ঘুপচির মধ্যে ঢুকে গেছে, কে বার করবে শুনি?' 'কেন, আমরা সকলে মিলে। ফাদার একটাকে ধরে এনেছেন। সেটা এখন খাঁচায়। একটাকে কুকুরে খেয়েছে। এখন বলুন, আর ক'টা আছে?' নবেন্দু হিসেব

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চাইল। ভদ্রলোক লাফিয়ে উঠলেন, 'যাঃ কুকুরে খেয়ে গেল! কার কুকুর, কোথাকার কুকুর ?'

নবেন্দু ভিড় থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা কুকুরের মালিককে দেখিয়ে দিল। ভদ্রলোকের তখন পরিত্রাহি অবস্থা। তিনি কুকুরের মালিক না কুকুর তাঁর মালিক বোঝাই দায়। ফ্রেঞ্চকাট ভদ্রলোক লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেলেন। কুকুর থেকে একটু সামান্য দূরত্বে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কি আনট্রেনড, আনসিভিলাইজড কুকুর মশাই আপনার ? কুকুরধারী চেনটাকে আঁকড়ে ধরে বললেন, 'তাতে আপনার কি মশাই ? আপনার পাকা ধানে মই দিয়েছে কি ?'

'নিশ্চয়ই দিয়েছে, তা না হলে বলব কেন ? আমি যেচে কারুর সঙ্গে কথা বলি না, বুঝেছেন।'

'আমার কুকুর কি করেছে আপনার।'

'আমার রিসার্চ গিনিপিগ খেয়ে ফেলেছে।'

'কোনো প্রমাণ আছে ?'

'নিশ্চয়ই আছে। প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য আছে। তা ছাড়া ওই তো সারা মুখে সাদাসাদা লোম লেগে আছে। বত্রিশ টাকা আটচল্লিশ পয়সা আগে ছাড়ুন, একটা গিনিপিগের দাম, তারপর লম্বা চওড়া বাত ছাড়ুন। বুঝেছেন।'

'একটা গিনিপিগের দাম আটচল্লিশ টাকা বত্রিশ পয়সা, বলেন কি মশাই! কোথাকার গিনিপিগ ? অস্ট্রেলিয়ার ?' কুকুরের আচমকা হেঁচকা টানে পড়ে যেতে যেতে সামলে নিয়ে ব্যঙ্গের সুরে ভদ্রলোক বললেন।

'কানে কম শোনেন না কি মগজে গ্রেম্যাটার্সের অভাব হয়েছে ? আটচল্লিশ টাকা বত্রিশ পয়সা নয়, বত্রিশ টাকা আটচল্লিশ পয়সা।'

'ওই হল মশাই, একটু গুলিয়ে ফেলেছিলুম। বড় বড় লোকেদের ওই রকম একটু আধটু ভুল হয়েই থাকে, তাদের মাথায় সব সময় বড় বড় চিন্তা পাক খায়। আইনস্টাইনের কথা শোনেননি ?'

'আইনস্টাইন আর আপনি! হাসালেন মশাই। আপনি আমায় চেয়েও বড়! আমার নাম জানেন ? আমার নাম ডকটর

www.BanglaBook.org

ল্যাং।' নিজের নাম ঘোষণা করে ভদ্রলোক বেশ গর্বের সঙ্গে ভিড়ের দিকে তাকালেন। ভিড়টা ইতিমধ্যে আগের জায়গা থেকে এদিকে সরে এসেছে। নামটা কুকুরের মালিককে এতটুকু সমীহ করে তুলেছে বলে মনে হল না। তিনি আগের মতই বেপরোয়া ভাবে বললেন, 'ডকটর ল্যাং! জীবনে এরকম নাম শুনিনি। কিসের ডাক্তার! ঘোড়ার? হর্স ডকটর!' ল্যাং সাহেব একটু আহত হলেন। হাত দিয়ে টাইটা চেপে ধরে বললেন, 'কিসের ডাক্তার আর ঘণ্টাখানেক পরেই বুঝতে পারবেন।' একটা রহস্যের আভাস দিয়ে ডকটর ল্যাং নবেন্দুকে বললেন, 'চল মাস্টার বাকিগুলোকে উদ্ধার করে আনি বিফোর ইট ইজ টু লেট।' ডকটর ল্যাঙের সঙ্গে আমরা একটু এগিয়ে যেতেই কুকুরের মালিক ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এক ঘণ্টা পরে কি হবে?' 'এক ঘণ্টা পরেই বুঝতে পারবেন। তখন আপনার ওই ডাঁট চুপসে যাবে। তখনই বুঝতে পারবেন ডকটর ল্যাং কে!'

কুকুরের মালিক একটু এগিয়ে এসে বেশ সমীহ করে বললেন, 'বলুন না স্যার কি হবে? আমি আবার সাসপেন্সে থাকতে পারি না, পেট ফোলে। এটা আমার ছেলেবেলার রোগ। তখন কত আর বয়স আমার, এই এদের মতই হবে, অবাধ্যতা করেছিলুম বলে আমার ফাদার রায়বাহাদুর হরিশংকর রায় আমাকে সারারাত আমাদের নির্জন বাগানবাড়ির চিলেকোঠায় বন্ধ করে রেখেছিলেন। লোকে বলত বাড়িটা ভূতের বাড়ি। উঃ, ভাবতেও গায়ে কাঁটা দেয়, এই দেখুন এত বছর পরেও।' ভদ্রলোক বাঁ হাতটা এগিয়ে দিলেন।

ডকটর ল্যাং হাতটার দিকে তাকালেনও না, ভুরু দুটো ধনুকের মত বাঁকিয়ে বললেন, 'ও গল্প! স্টোরি! আপনার গল্প শোনার মত সময় আমার নেই। আমার এক সেকেণ্ড সময়ের দাম কত অনুমান করতে পারেন?' 'অনেক দাম স্যার। আমি প্রতিবাদ করছি না স্যার। কেবল দয়া করে বলে যান একঘণ্টা পরে কি হবে? ডকটর ল্যাঙের মুখে চিন্তার ছায়া পড়ল। নবেন্দুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার নাম কি?'

www.BanglaBook.org

'নবেন্দু।'

'আই সি। নবেন্দু বলেই দিই একঘণ্টা পরে কি হবে, কি বল?' নবেন্দু উত্তর দেবার আগেই আমরা সমস্বরে বললুম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, বলেই দিন। আমাদেরও ভেতরটা কেমন কেমন করছে।

ডকটর ল্যাং প্যান্টের পকেটে হাত দুটো ঢুকিয়ে শরীরটা টান টান করে ভারিক্কি চালে বললেন, 'শুনুন, দিস ডগ, আপনার এই বাঁদর কুকুরটা একটা গিনিপিগ খেয়েছে। এরা সকলেই দেখেছে। আপনি অবশ্য দাম দেবার ভয়ে অস্বীকার করেছেন। আপনার স্বীকার অস্বীকারে আমার ঘণ্টাটি, বুঝেছেন! ফলেন পরিচীয়তে। এই গিনিপিগটাকে হাই ডোজে হরমোন ইনজেকসান করা আছে, বুঝেছেন! যেটা আপনার গাধা কুকুরটা খেয়েছে। অবশ্য কুকুরের আর দোষ কি বলুন। ইংরেজীতে একটা প্রবাদ আছে—কুকুরকে দেখে তার প্রভুকে চেনা যায়! রায়বাহাদুরের বংশধরদের কি অবস্থা তা আমার জানা আছে।'

'ঠিক বলেছেন স্যার।' ভদ্রলোক কাঁচুমাচু মুখ করে ডকটর ল্যাং-এর দিকে তাকিয়ে রইলেন। ডকটর ল্যাং তাঁর বেনার মুখটা উল্টে দিতেই ভদ্রলোকের এতক্ষণের অংহকারের আলখাল্লাটা যেন নিমেষে পায়ের তলায় খুলে পড়ল। অনেকটা আত্মগতভাবেই বললেন 'কি অবস্থা দেখুন আমার, বাবা মারা যাবার পর সেই ভূতুড়ে বাগান বাড়িটা রেখে গেলেন, তাও আবার তিনবার মর্টগেজ করা। আর রেখে গেলেন তেরপলের চালওলা একটা পুরোনো গাড়ি। সেটার চালে এখন ছত্রিশটা ফুটো। আর এই কুকুরটা। বাবার আমলে এটা মাসে তিনশো টাকা খেত, এখন দশ টাকায় ম্যানেজ করতে হয়। কতদিন মাংসের মুখ দেখেনি। আলোচালের ভাত খেয়ে খেয়ে ওর স্বভাব নষ্ট হয়ে গেছে। কতদিন পরে আজ একটু মাংসের মুখ দেখল!

'সেই মাংসই ওর কাল হবে। কড়া ডোজের হরমোনে ও ঘণ্টাখানেক পর থেকেই ফুলতে থাকবে, আকৃতিতে বাড়তে বাড়তে এখনকার চেয়ে একশোগুণ হয়ে যাবে, চোখ দুটো আগুনের গোলার মত জ্বলবে। শার্লক হোমসের হাউণ্ডস অফ বাস্কারভিল

www.BanglaBook.org

পড়েছেন?' ভদ্রলোক অসহায়ের মত মুখ করে বললেন, 'হংরেজী পড়তে জানি না। ছেলেবেলাটা বাড়ির বড় ছাদে ঘুড়ি উড়িয়ে কাটিয়েছি। আর একটু বড় হয়ে কেবল সিনেমা আর থিয়েটার দেখে কাটিয়েছি। আহা. সে কী সব অভিনেতা আর অভিনয়, দুর্গাদাস, শিশির ভাদুড়ি, অর্ধেন্দু শেখর, নরেশচন্দ্র, অপরেশ মুখোপাধ্যায়।'

'ছি ছি'—ডকটর ল্যাং ছি ছি করে উঠলেন। 'জীবনটা এইভাবে নষ্ট করেছেন! যাক, আর দুঃখের কিছু রইল না। এই কুকুরটাই আপনাকে উদ্ধার করে দেবে। হাড় মাংস সমেত প্রথমে আপনাকেই জলযোগ করবে। তারপর চেনফেন ছিঁড়ে পাড়ায় বেরিয়ে পড়ে, যাকে পাবে তাকে খাবে। তারপর স্থানীয় কর্তৃপক্ষ মিলিটারি ডেকে গুলি করে মারার চেষ্টা করবে। ভাবনার কিছু নেই। চল নবেন্দু।' ডকটর ল্যাং এগোতে শুরু করলেন। আমরা তাঁর পিছনে। কুকুরের চেন ধরে ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে রইলেন। ভয়ে মুখটা ছাইয়ের মত সাদা।

'চলো এবার।' ডাঃ ল্যাং নবেন্দুর কাঁধে হাত রাখলেন। প্রত্যেকটা গিনিপিগ এক এক ধরনের মারাত্মক রোগজীবাণু নিয়ে ঘুরছে। কারুকে কামড়ে দিলে মহা মুস্কিল হবে। নবেন্দু আর ডাঃ ল্যাং হাতখানেক এগোতেই আর পি এফের অফিসার বাধা দিলেন, 'যাচ্ছেন কোথায়? আপনাকে তো আমি এ্যারেস্ট করেছি।' 'অ্যারেস্ট!' ডাঃ ল্যাং থেমে পড়ে ভ্রু দুটোকে ধনুকের মত বাঁকিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করলেন। নবেন্দুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বলে কি নবেন্দু. এই পেটি অফিসার অ্যারেস্ট করবে ডাঃ ল্যাংকে! এত বড় শক্তি এই ক্যারিকেচার অফ এ পুলিশ ম্যানের। দেখা যাক কার শক্তি বেশি।' চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে ডাঃ ল্যাং রুখে দাঁড়ালেন।

নবেন্দু আর আমরা দলবল চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রইলুম। কি হবে বোঝা যাচ্ছে না। কার শক্তি যে বেশি! ডাঃ ল্যাঙের পুরো পরিচয় তো জানি না। পুলিশের শক্তি আমরা জানি। পুলিশের কেরামতি আমাদের পাড়ায় কয়েকবার দেখেছি। ঘাড়ে রদ্দা মেরে, পেটে রুলের গুঁতো মেরে বাঘা বাঘা আসামীকে

www.BanglaBook.org

নিমেষে ঘায়েল করা কোনো একটা ব্যাপারই নয়। তারপরই তো আসামীর বাড়ানো দুটো হাতে ক্ল্যাং করে দুটো লোহার বালা ঢুকে যাবে। কোমরে জড়িয়ে যাবে মোটা একটা কাছি। তারপর! তারপর ভাবতেও হাসি পায়, ডাঃ ল্যাং আগে আগে চলবেন, পেছনে হাতে দড়ি ধরে ওই পুলিশের অফিসার। প্রফুল্লদা একবার নবেন্দুদের একটা গরুকে এই ভাবে খোঁয়াড় থেকে ছাড়িয়ে এনেছিলেন।

ডাঃ ল্যাঙের হাত তখনও নবেন্দুর কাঁধে। ঠোঁটে ঝুলছে মস্ত একটা টোব্যাকো পাইপ। ধোঁয়া বেরোচ্ছে না। নিভে গেছে বোধ হয়। ডাঃ ল্যাং বললেন, 'চলো। দেখি হতভাগা-গুলো কোথায় আছে।' পুলিশ অফিসার এতক্ষণ হাঁ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ডাক্তারের বোলচালে বোধ হয় একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। এইবার ডাক্তার এগোতে চাইছেন দেখে একটু তৎপর হয়ে উঠলেন। ইংরেজীতে বললেন, 'ইউ আর আণ্ডার অ্যারেস্ট।' নবেন্দুর কাঁধ থেকে ডাক্তারের হাত নেমে এল। পাইপটা মুখ থেকে খুলে নিয়ে ছাই ঝেড়ে কোটের পকেটে ফেলে দিলেন। বিড় বিড় করে বললেন, 'অ্যারেস্ট, অ্য—অ্যারেস্ট, তাই না' তারপর ধাঁ করে অন্য পকেট থেকে বের করে ফেললেন অনেকটা রিভলবারের মত দেখতে ছোটো একটা অস্ত্র। আমরা আবার থমকে দাঁড়ালুম। এবার আর ডাঃ ল্যাঙের গা ঘেঁষে নয়, বেশ দূরে। বলা যায় না, গুলি-গোলা ছুটে কে কখন ঘায়েল হয়। পুলিশের রাইফেলের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে কি ওই মাঝারী সাইজের রিভলবার! কাঁধে রাইফেল অথচ অফিসার ভদ্রলোক কি রকম ভয়ে ভয়ে দূরে সরে যাচ্ছেন! নবেন্দুটার কিন্তু আচ্ছা সাহস। দু'পক্ষের মাঝখানে খাড়া দাঁড়িয়ে আছে। ব্যাপারটা যেন কিছুই নয়, বিরাট একটা তামাশা। যাঁরা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিছক মজা দেখছিলেন তাঁরাও সুড়সুড় করে পালাতে শুরু করলেন। প্রফুল্লদা এতক্ষণ আরাম করে আমাদের পেল্লায় বেডিংটার উপর বসেছিলেন। উত্তেজনা বেশ বাড়ছে দেখে কৌটো খুলে নতুন করে একটা বিড়ি ধরিয়ে নিলেন। পরেশ কানে কানে বললে, 'আচ্ছা ফাঁদ হল দেখছি। এর হাত থেকে সহজে উদ্ধার পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে না।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পুলিশকে পিঠ দেখাতে নেই বলেই বোধ হয় অফিসার ভদ্রলোক যতটা সম্ভব পিছু হটে সরে যেতে যেতে বললেন, গুলি করবেন নাকি মশাই?' ডাঃ ল্যাং স্টেশন ফাটানো হাসি হেসে বললেন, 'গুলি? আমি কি সাধারণ ওয়াগনব্রেকার যে গুলি করব? এ জিনিস গুলির চেয়ে মারাত্মক।' অফিসার ভদ্রলোক আরো দু কদম পিছিয়ে গিয়ে ভয়ে ভয়ে বললেন, 'তবে কি এটম বম?' এটম বম শব্দটা কানে যেতেই প্রফুল্লদা কুঁক কুঁক করে হেসে উঠলেন। হাসির শব্দটা অফিসারের কানে যেতেই তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন, 'হাসে কে? হাসার কি আছে? এটা কি যাত্রা না থিয়েটার!' জীবনে অনেক পুলিশ চরিয়েছেন প্রফুল্লদা। ভয়-ডর কিছুই নেই। বসে বসেই জবাব দিলেন, 'হাসবো না কেন? হাসির কথা হলে হাসি চাপা যায় না। এটম বোমা মশাই তিনটেই ছিল, যুদ্ধের সময় জাপানের ঘাড়ে গিয়ে পড়েছিল। ব্যস, স্টক শেষ, আর মাল নেই।'

'মাল নেই? আপনি সব জেনে বসে আছেন! আমি রোজ সকালে নিয়ম করে কাগজ পড়ি বুঝেছেন। আমার একটা বইও আছে আণবিক বিজ্ঞান, আমি রোজ একটু করে পড়ি।' অফিসারের কথায় প্রফুল্লদার হাসি তো কমলই না বরং বেড়ে গেল, 'পড়ে পড়ে তো ওই জ্ঞান হয়েছে! আণবিক বোমা হাতে করে ছোঁড়া যায়? আর আণবিক বোমা ডাক্তার সাহেব ছুঁড়বেন কেন? মশা মারতে কেউ কামান দাগে মশাই!'

'মশা? আমি হলুম গিয়ে মশা! দেখাবো মজা! দেখিয়ে দোবো একবার মশা বলার মজাটা।' প্রফুল্লদা একটা ঠ্যাং আর-একটা ঠ্যাংয়ের উপর তুলে দিয়ে বললেন, 'মশা মারতে লোকে মশামারা তেল ব্যবহার করে, ডাক্তার সাহেবের হাতের ও যন্ত্রে সেই তেল ভরা আছে।'

পরেশ আমার কানে কানে বলল, 'ওটা কী রে, ফ্লেম-থ্রোয়ার নাকি রে!' পরেশটা আবার জেমস বণ্ড গুলে খেয়েছে। প্রফুল্লদার কথায় অফিসার আরো উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, সব রাগ গিয়ে পড়ল প্রফুল্লদার উপর। ডাঃ ল্যাঙের কথা ভুলে গিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, 'ইউ আর আণ্ডার মাই অ্যারেস্ট।'

www.BanglaBook.org

প্রফুল্লদা নিমদাঁতন করা ঝকঝকে দুঁসার দাঁত বের করে বলল, 'আমার অপরাধ স্যার!' অফিসার একটু ঘাবড়ে গেলেন, আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'লজ্জা করে না সব কথায় হ্যা হ্যা করে হাসতে। যখন তখন যেখানে সেখানে হাসাটাও অপরাধ! দণ্ডবিধির, দণ্ডবিধির ধারাগুলো ছাই মনেও আসে না।'

'আসবে কি করে?' ডাঃ ল্যাং হাতের অস্ত্রটা নাচাতে নাচাতে বললেন, 'মাথায় তো কিছু নেই, পুরোটাই তো কাউ ডাং? তা না হলে আসল কাজ পড়ে রইল আর উনি গোঁফ বাগিয়ে অ্যারেস্ট অ্যারেস্ট করে তখন থেকে—মোস্ট ডিস্টার্বিং। চল নবেন্দু।' ডাঃ ল্যাং খুব সহজ ভাবেই এগোতে চাইলেন। চাইলে কি হবে। সেই অশান্তি। এইবার অফিসার ভদ্রলোক একটু লম্ফঝম্ফ করে এগিয়ে এলেন। 'সাহস বেড়ে গেল, তাই না মিস্টার অফিসার? তা হলে মজাটা এইবার দেখুন।' ডাক্তার তাঁর অস্ত্র উঁচিয়ে ধরলেন। অফিসার হঠাৎ বেগ সম্বরণ করতে গিয়ে টাল সামলাতে না পেরে উল্টে পড়ে যাচ্ছিলেন, নবেন্দু ধরে সামলে দিল। নবেন্দুরও মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে। প্রকৃতই বিরক্তিকর ব্যাপার। নবেন্দু বললে, 'একে কোনো রকমে অ্যারেস্ট করা যায় না। তখন থেকে পায়ে পায়ে বেড়ালের মত ঘুরছে।' ডাঃ ল্যাং বললেন, 'ঠিক বলেছ নবেন্দু, উৎপাত ক্রমশ বেড়েই চলেছে। ভেবেছিলুম, খেটে খাওয়া মানুষ, বিপাকে ফেলব না, তা বেশি তিড়িংবিড়িং করলে আমি কি করব? দিতেই হবে এক ডোজ ভরে। তারপর —তারপর, উঃ ভাবা যায় না!'

'কি হবে তারপর?' অফিসার তার গর্তে ঢোকা চোখ দুটো বড় বড় করে বললেন, 'মরে যাবো?'

'মরে গেলে তো বেঁচেই গেলেন। তবে এ জিনিস মারে না, দগ্ধে দগ্ধে শেষ করে দেয়! যতদিন বাঁচবেন জ্বলে পুড়ে যাবেন।' ডাক্তার মুখটাকে ভয়াবহ করে শেষ পরিণতিটা জানালেন। 'জিনিসটা কি? বেশ দেখতে কিন্তু!' পুলিশ অফিসার ছেলেমানুষের মত কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। 'এর নাম জেট ইঞ্জেক্টার। চোখের পাতা পড়ার আগে এক ডোজ ঢুকে যাবে উপরের হাতে। একটা মোক্ষম প্রিপারেশান। দেখতে দেখতে

www.BanglaBook.org

চামড়াটা কালো হয়ে যাবে। ভেতর থেকে ধীরে ধীরে পুড়তে থাকবে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সারা শরীর জড়িয়ে পাকিয়ে ফিকে গোলাপী ধোঁয়া বেরোচ্ছে। পরে আগুনের মত ধিকি ধিকি জ্বলবে।'

'তাই নাকি!' একটা লোক যে এত দৌড়োতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। ভদ্রলোক সটান প্ল্যাটফর্মের কোণে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ডাঃ ল্যাং হো হো করে হেসে বললেন, 'বীর পুরুষ? পুরুষসিংহও বলা যেতে পারে। থাক, নাও কোস্ট ইজ ক্লিয়ার। তটভূমি এখন অবরোধমুক্ত। চল দেখি, আমার সাঙ্গোপাঙ্গোদের উদ্ধার করার চেষ্টা করি।'

প্রফুল্লদা কখন বেডিংয়ের সুখাসন ছেড়ে উঠে এসেছেন লক্ষ্য করি নি। ল্যাং সাহেবের কাছে এসে বললেন, 'জিনিসটা কি?' 'জিনিসটা?' প্রশ্নটা ডাক্তার যেন নিজেকেই করলেন। 'জিনিসটা হল'—প্রফুল্লদা কিছু বোঝার আগেই তাঁর বাহুমূলে একটা কাণ্ড ঘটে গেল। যন্ত্রটা ছিক্ করে একটা আওয়াজ করে খানিকটা তরল পদার্থ প্রফুল্লদার শরীরে ভরে দিল। পরেশ দাঁড়িয়ে ছিল পাশে, তারও ওই এক হাল হল। নবেন্দু এবার গর্জে উঠল, 'এটা কি হচ্ছে ডক্টর ল্যাং? যে বিষ আপনি পুলিশের শরীরে ভরে দিতে ভয় পাচ্ছিলেন সেই বিষ ঢুকিয়ে দিলেন এদের শরীরে!' নবেন্দু ভাবতেও পারেনি যে, ডকটর ল্যাং নবেন্দুকেও বাদ দেবেন না। নিমেষে নবেন্দুর হাতেও ডকটর ফুঁড়ে দিলেন। প্রফুল্লদা বোধহয় ঘটনার আকস্মিকতায় একটু কাবু হয়ে পড়েছিলেন, এইবার হাতা গুটিয়ে এগিয়ে এলেন, 'মরার আগে মেরে যাবো। দেখি কতবড় ডাক্তার তুমি।' ডাক্তার মিটিমিটি হেসে বললেন, 'তোমাকে মারলুম কে বললে? তোমাকে, তোমার এইসব চেলাদের বাঁচালুম বলতে পার।'

প্রফুল্লদা একে রাগী মানুষ তায় আবার শরীরে অসীম ক্ষমতা। ডাঃ ল্যাঙের মত দশকায় একজন মানুষকে দু হাতে মাথার ওপর তুলে দশ হাত দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া কিছুই নয়। আমরাও তাই চাইছিলুম। ভদ্রলোকের জন্যে আমরা ট্রেন ফেল করেছি। সারা স্টেশনের মানুষ উদ্ভ্রান্ত। হোক, হয়ে যাক একটা হেস্তনেস্ত।

www.BanglaBook.org

তা ছাড়া ভদ্রলোক আমাদের বিনা কারণে আক্রমণ করেছেন। শরীরে মারাত্মক একটা কি জানি কি বিষ ঢুকিয়ে দিয়েছেন। প্রফুল্লদা বাঘের মত এগিয়ে আসছেন। এইবার ডাঃ ল্যাঙের দফা রফা। এইবার থানা পুলিশ না হয়ে যায় না। যাচ্ছিলুম মধুপুরে। এইবার ডাঃ ল্যাংকে মেরে দলবল সমেত যাব হাজতে। তবে পুলিশও বহুত রেগে আছে। প্রফুল্লদার প্যাঁচ আমাদের জানা আছে। ঝাঁ করে লাফিয়ে পড়লেন বিদ্যুৎগতিতে। ডাঃ ল্যাং কিন্তু এতটুকু ভীত নন। মুখে অদ্ভুত একটা মৃদু হাসি; হাসি যেন বলতে চাইছে, আসছ এস, দেখি তোমার কেরামতি।

প্রফুল্লদা বাঘের মত লাফিয়ে উঠলেন। ডাঃ ল্যাং আত্মরক্ষার কোনো চেষ্টাই করলেন না। শুধু ডান হাতের তর্জনিটা একটু প্রফুল্লদার গায়ে আলতো ঠেকিয়ে দিলেন। ছ্যাঁক করে একটা শব্দ হল। গরম লোহা জলে ডোবালে যেমন শব্দ হয়। একটু ধোঁয়া মত বেরোলো। 'বাপ বলে একটা শব্দ করে প্রফুল্লদা চিৎপাত হয়ে প্লাটফর্মে শুয়ে পড়লেন। কোনো সাড়াও নেই শব্দও নেই; কি যে হল, ব্যাপারটা বোঝা গেল না। ডাঃ ল্যাং মুখে একটু চুক চুক শব্দ করে বললেন—'আহা বেচারা।'

আমরা সকলে প্রফুল্লদার মুখের উপর ঝুঁকে পড়লুম। বেঁচে আছেন না মারা গেছেন বোঝা যাচ্ছে না। পরেশ ফিস ফিস করে বলল, 'ডেড'। নবেন্দু উঠে দাঁড়াল। 'এ আপনি কি করলেন—মার্ডার?' ডাঃ ল্যাং পাইপ ধরাতে ধরাতে খুব শান্ত গলায় বললেন, 'যাঃ, ছুঁচো মেরে কেউ হাত গন্ধ করে! নাড়ীটা দেখ না।' নবেন্দু আবার নীচু হয়ে প্রফুল্লদার কবজিটা দু আঙুলে তুলে নিল। ডাঃ ল্যাং চিমনির মত ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি বুঝছো?' নবেন্দু আবার উঠে দাঁড়াল, 'বেঁচে আছেন। কিন্তু ব্যাপারটা কি হল?' পাইপ চিবোতে চিবোতে ডাঃ ল্যাং বললেন, 'কিছু না। বড্ড লম্ফঝম্ফ করছিল। ঠিক পছন্দ হল না। বেশি ট্যাঁড়াই-ম্যাঁড়াই আমার ভীষণ খারাপ লাগে! তাই একটু লো ভোলটেজ চালিয়ে দিলুম।'

'লো ভোলটেজ মানে।'

'ইলেকট্রিসিটি।' ঘড়ি দেখতে দেখতে ডাঃ ল্যাং উত্তর দিলেন।

www.BanglaBook.org

'ইলেকট্রিসিটি কোথা থেকে পেলেন ?'—আমরা অবাক হয়ে প্রশ্ন করলুম।

'কেন, আমার আঙুল। ইচ্ছে করলে আমার সব কটা আঙুল কন্ডাকটার করে ফেলতে পারি। একবার দেখবে নাকি ?'

'না না', নবেন্দু প্রফুল্লদার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রায় চিৎকার করেই বলল। 'কিন্তু বিদ্যুতের উৎসটা কি ? আপনি কি শরীরের মধ্যে ব্যাটারি লুকিয়ে রেখেছেন নাকি ?'

'ব্যাটারি পাব কোথায়, প্রয়োজনই বা কি ?'

'তবে ?' পরেশ খুব অবাক হয়ে প্রশ্ন করল।

ডাঃ ল্যাং লোহার একটা সরু শিক দিয়ে পাইপের মুখে খোঁচা মারতে মারতে বললেন, 'তোমাদের অজ্ঞতা অপরিসীম। একটু লেখাপড়া কর-না কেন ?'

নবেন্দু একটু প্রতিবাদের গলায় বলল—'লেখাপড়ায় আমরা খুব একটা খারাপ নই, বুঝেছেন ? শরীরে বিদ্যুৎ প্রবাহ সম্পর্কে কিছু জ্ঞানও রাখি, কিন্তু আঙুলের ডগা থেকে বিদ্যুৎ বের করে মানুষ ঘায়েল করার কৌশল এই প্রথম দেখলুম ; কিন্তু কায়দাটা বুঝলুম না।'

'জল-বিদ্যুতের কথা শুনেছো ? Hydro-electricity ?'

'শুনেছি।' সমস্বরে আমরা জানালুম।

'গতিশীল জল বাধা পেলে, কোনো কিছুতে ধাক্কা খেলে, জল-তরঙ্গের গতি বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। করে কিনা ?'

'হ্যাঁ, করে।'

'বেশ, এইবার শোনো আমার আশ্চর্য আবিষ্কার। তোমার আমার সকলের শরীরে রক্ত বয়ে চলেছে। যেমন করে নদীতে জল প্রবাহিত হয়। রক্তের একটা গতিবেগ আছে। এই রক্তপ্রবাহের মধ্যে আমি সূক্ষ্ম কায়দায় একটা ছোট্ট টারবাইন বসিয়ে রেখেছি। সেটা ঘুরছে, অনবরত ঘুরছে। পাশেই আছে একটা জেনারেটার, এইবার আমার আঙুলটা দেখ।' ডাঃ ল্যাং তর্জনিটা তুলে দেখালেন। নবেন্দু হাত দিতে ইতস্তত করছিল, শক খাবার ভয়ে। ডাঃ ল্যাং আশ্বাস দিলেন, 'ভয় নেই। পাওয়ার হাউস বন্ধ আছে।'

www.BanglaBook.org

নবেন্দু আঙুলটা হাত দিয়ে দেখল। ডাঃ ল্যাং বললেন, 'বুঝলে কিছু?'

'কি যেন একটা লাগানো রয়েছে।'

'দ্যাটস রাইট। পাতলা একটা তামার চাদর। কন্‌ডাকটার। এই কন্‌ডাকটারের মধ্যে দিয়েই বিদ্যুৎ-তরঙ্গ প্রবাহিত হয়।'

'এখন কিভাবে আপনি প্রবাহ বন্ধ করলেন?'

'তোমাদের বাড়িতে নিশ্চয়ই হিটার বা ইস্ত্রি আছে। মাঝে মাঝে হয়তো দেখেছো, যেই সুইচ অন করলে ফট্‌ করে একটা শব্দ হয়ে একটু আগুন ছিটকে লাইনটা ফিউজ হয়ে গেল।'

পরেশ খুব উৎসাহ নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আজই সকালে আমার সেই ঘটনা ঘটেছে। জামাটা আর ইস্ত্রিই করা হল না। কলারটা কি রকম কুঁচকে আছে।' পরেশ খুঁত খুঁত করতে লাগল।

ডাঃ ল্যাং বললেন, 'তোমাদের বডিগার্ডের গায়ে হাত ঠেকানো মাত্রই সেই ঘটনা ঘটল। তোমরা একটা আওয়াজ শুনেছো, একটু ধোঁয়াও হয়তো দেখেছো। পজেটিভ, নেগেটিভ এক হয়ে আমার ফিউজ উড়ে গেছে।'

'ফিউজ উড়ে গেছে মানে।' আমরা সবাই ঝুঁকে পড়লুম।

ডাঃ ল্যাং বাঁ হাতের কবজির ঘড়িটা দেখালেন। মোটা, মানে সাধারণ ঘড়ির ব্যান্ডের চেয়ে চওড়া একটা অদ্ভুত ধরনের কালো ব্যান্ড থাপ হয়ে বসে আছে। ঘড়িটাও অদ্ভুত দেখতে। কালো ডায়াল। বারোটো বেজে পনের মিনিট হয়ে বন্ধ হয়ে গেছে। সেণ্টার সেকেণ্ডের কাঁটাটা একটু বেশি চকচকে। কাঁটাটা ঘুরছে না। ছত্রিশ সেকেণ্ডে স্থির হয়ে আছে।

'বুঝলে কিছু?' ডাঃ ল্যাং মুচকি হেসে প্রশ্ন করলেন। আমরা বোকার মত ঘাড় নেড়ে জানালুম 'কিছুই বুঝিনি।'

'এই ঘড়িটার সঙ্গে ফিউজ লাগানো আছে। ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে। সেটা দেখেছো তো?'

আমরা সমস্বরে বললাম, 'হ্যাঁ, দেখেছি।'

'বারোটা বেজে পনের মিনিট ছত্রিশ সেকেণ্ডে তোমাদের ওই

www.BanglaBook.org

কমরেড কাত হয়েছে। এখন ফিউজটা লাগালেই ঘড়িটা আবার চলতে শুরু করবে।'

'ফিউজ লাগাবেন না?'

'লাগাবো একটু পরে।'

রক্তপ্রবাহ থেকে বিদ্যুৎ, ব্যাপারটা যেন অবিশ্বাস্য। নবেন্দু একটু খুঁত খুঁত করে বলল, 'আমি আপনার থিওরিটা আর একটু ভাল করে বুঝতে চাই।'

'ভেরি গুড।' ডাঃ ল্যাং এতোগুলো উৎসাহী ছাত্র পেয়ে বেশ খুশী হলেন। 'বোঝাবো বোঝাবো, তার আগে তোমাদের এই ফ্রেন্ডকে একটু চাঙ্গা করে তুলি।' ডাঃ ল্যাং প্রফুল্লদার উপর ঝুঁকে পড়লেন। ট্রাউজারের হিপ পকেট থেকে লম্বা চকচকে একটা লোহার মত যন্ত্র বের করে প্রফুল্লদার হার্টের উপর কিছুক্ষণ ধরে রাখতেই, প্রফুল্লদা চোখ খুললেন। ডাঃ ল্যাং সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ফাইন। নাও উঠে বস। আর কখনো এই রকম হঠকারিতা কোরো না। জেনে রাখো, বৈজ্ঞানিকরা অনেক বেশি শক্তিশালী।'

প্রফুল্লদা উঠে বসে পিটপিট করে বললেন, 'একটা বিড়ি খাবো।'

'নো, নো নাও। একটু পরে। আগে এক কাপ গরম কফি খাবে, তারপর ধূমপান।'

ডাক্তারের একটা হাত আমার কাঁধে আর একটা হাত নবেন্দুর। দলবল এগিয়ে চলল কফি কর্ণারের দিকে। প্রফুল্লদার পা দুটো যেন একটু টলছে। মুখটা বিমর্ষ। বড্ড হেরে গেছেন। 'গিনিপিগ উদ্ধারের কি হবে?' ডাক্তার ল্যাং নিশ্চিন্ত গলায় বললেন, 'হবে হবে ফার্স্ট কফি, তারপর পিগই বল আর গিনিপিগই বল, যা হয় একটা কিছু হবে।'

BanglaBook.org

কফিখানায় ডাঃ ল্যাং

পরেশটা আবার কফি ভালবাসে না। পোড়া পোড়া গন্ধ লাগে। এক চুমুক খেয়েই পেয়ালা নামিয়ে রেখেছে। মুখটা করুণ। যেন

www.BanglaBook.org

তাকে ভীষণ সাজা দেওয়া হয়েছে। প্রফুল্লদা ডবল স্পিডে খেয়ে চলেছেন। মাঝে মাঝে পরেশের না খাওয়া কাপের দিকে তাকাচ্ছেন। মনের খুব ইচ্ছে নিজেরটা শেষ করে ওটাও শেষ করে ফেলেন। কেউ একবার বললেই নিজের মনের ইচ্ছেটা তিনি কাজে করে ফেলবেন, এই আর কি।

ডাঃ ল্যাং আবার তাঁর পাইপ নিয়ে পড়েছেন। কী ভীষণ জিনিস। সারাদিনের বারোটা ঘণ্টাই এই পাইপ নিয়ে কাটিয়ে দেওয়া যায়। খোঁচাখুঁচি করে। তামাক ভরে। কিম্বা বারে বারে দেশলাই দিয়ে ধরাবার চেষ্টা করে। পাইপে তামাক ভরতে ভরতে ডাক্তার একবার আড়চোখে আমাদের দেখে নিলেন। বেশ দেখতে ডাঃ ল্যাঙকে। সরু উঁচু পাতলা নাক। অসম্ভব ঘন কালো চুলে কপালের প্রায় আধখানা ঢাকা। টকটকে ফর্সা রং। বলে না দিলে সাহেব বলেই ভুল হতে পারে। বিজ্ঞানীদের এত সুন্দর চেহারা খুব কম দেখা যায়। আমাদের ক্লাসের বিজ্ঞানের স্যারের মত নয়। মাথা জোড়া বিশাল টাক। কুচকুচে কালো রঙ। ইয়া মোটা মোটা হাত। হাত নয়তো, থাবা। ডাঃ ল্যাঙের আঙুলগুলো কী সুন্দর! লম্বা লম্বা সরু সরু।

ডাক্তার কফিতে চুমুক দিলেন। আমরা সবাই চুপ করে উৎকণ্ঠিত হয়ে বসে আছি। কী অদ্ভুত মানুষ! পরেশ কানে কানে বললে, 'মানুষ নয়তো, চলমান জেনারেটার সঙ্গে বিদ্যুৎ নিয়ে ঘোরেন।' পরেশ ফিস ফিস করে বলেছিল। ডাঃ ল্যাং কিন্তু শুনে ফেলেছেন। আমাদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন— 'ফ্রেন্ডস আমরা সবাই জেনারেটার। কেউ জানে, কেউ জানে না। মানুষ যদি নিজের কলকব্জার খবর রাখত, তাহলে প্রতিটি মানুষই অসীম শক্তির অধিকারী হতে পারত। আমরা সকলেই এক একটি অদ্ভুত শক্তিশালী যন্ত্র। আমরা রেডিও, আমরা টিভি, আমরা জেট প্লেন, আমরা কমপিউটার, আমরা আণবিক বোমা। পৃথিবীর জানা অজানা সমস্ত মেশিনের সমন্বয়।'

প্রফুল্লদা আর থাকতে পারলেন না, বলেই ফেললেন, 'পরেশের কফিটা আমি···'

'ও সিওর'—ডাঃ ল্যাং দাঁতে পাইপ চেপে অনুমতি দিলেন।

www.BanglaBook.org

প্রফুল্লদা সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়ালেন। হাতটা এখনো অল্প অল্প কাঁপছে। 'আর একটু পরে তুমি আর এক কাপ কফি খাবে।' পাইপটা মুখ থেকে খুলে নিয়ে ডাঃ ল্যাং আর এক কাপ কফি মঞ্জুর করলেন।

'ওই বিদ্যুতের ব্যাপারটা'—নবেন্দু আর ধৈর্য ধরতে না পেরে বলেই ফেলল। ডাঃ ল্যাং ধোঁয়া ছাড়লেন। মুখটা ধোঁয়ার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। হাত দিয়ে ধোঁয়া ওড়াতে ওড়াতে বললেন, 'হার্টের ফাংশান, আই মিন হৃদযন্ত্র সম্পর্কে কিছু জ্ঞান তোমাদের আছে নিশ্চয়।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, তা আছে।'

'অল রাইট, তাহলে বুঝতে পারবে। এই আমার হাতের মুঠোর মত ছোট্ট এতটুকু একটা হৃদয়ের ক্ষমতা কিন্তু বিশাল। এই খুলছে এই মুড়ছে। এই সংকুচিত হচ্ছে আবার বেড়ে যাচ্ছে বা প্রসারিত হচ্ছে। সংকোচন আর প্রসারণ। লাব্‌ডুব লাব্‌ডুব। সারাদিন ধরে তোমাদের শরীরে এই পাম্প চলছে। ওয়েটার।'—ডাঃ ল্যাং ওয়েটারকে ডেকে আবার কফির অর্ডার দিলেন।

পরেশ বললে—'আমি না।'

'নাবালক'—ডাঃ ল্যাং সস্নেহে হাসলেন। হাসার সময় চোখ দুটো একটু ছোট হল—'এই পাম্প প্রতিদিন ন থেকে দশ টন রক্ত পাম্প করে। প্রতিবারে শরীরের সমস্ত রক্তের একশো ভাগের এক ভাগ ঠেলে 'এওর্টার' মধ্যে পাঠিয়ে দিচ্ছে। সেখান থেকে বাঁধভাঙা নদীর গতিতে এই রক্ত আমাদের শরীরের মাইলের পর মাইল দীর্ঘ শিরা উপশিরার মধ্যে কুল কুল করে প্রবাহিত হচ্ছে। কোনো ধারণা আছে? আমাদের শিরা উপশিরা একসঙ্গে যোগ করলে দৈর্ঘ্যে কত মাইল হবে?'

পাইপ মুখে দিয়ে ডাক্তার আমাদের দিকে তাকালেন। আমরা সকলেই চুপ। পরেশ হঠাৎ বলে ফেলল—'কুড়ি গজ।'

'ইজ ইট? তুমি নবেন্দু?'—ডাঃ ল্যাং নবেন্দুকে জিজ্ঞেস করলেন। নবেন্দু একটু ইতস্তত করে বলল···'এক মাইল।'

'ওঃ হো, নো নো। ধারে কাছেও গেল না। ইট ইজ সিক্‌সটি

www.BanglaBook.org

থাওজেণ্ড মাইলস। ৬০ হাজার মাইল। আমাদের শরীরে শাখা-প্রশাখা মিলিয়ে ৬০ হাজার মাইলের রক্তনদীর ধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে। আমাদের ভারতবর্ষের যে কোন দুটো রিভার সিসটেমের চেয়ে বড়।'

আমরা সকলে হাঁ করে তাকিয়ে রইলুম। নবেন্দু নিজের হাতটা চোখের সামনে তুলে বার কয়েক দেখল। এ যেন নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার! আমাদের এই ক্ষুদ্র শরীরে প্রবাহিত গঙ্গা, প্রবাহিত সিন্ধু। বুকের বাঁ পাশে হাতের মুঠোর আকারে একটি পাম্প রোজ ন থেকে দশ টন রক্ত পাম্প করে ৬০ হাজার মাইলের সুদীর্ঘ প্রবাহপথে পাঠিয়ে দিচ্ছে। কি বিস্ময়! কফি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, চুমুক দেবার কথা সকলেই যেন ভুলে গেছি।

'হার্টের ভালভটা কেমন জানো? ইট হ্যাজ থ্রী ভালভস্ ট্র্যাঙ্গুলার ইন শেপ। ভালভটার তিনটে কপাট, ত্রিভুজের মত দেখতে। কলম আছে? দাও এঁকে দেখিয়ে দি।'

নবেন্দু ডট পেন আর পরেশ বুকপকেট থেকে একটুকরো কাগজ বের করে এগিয়ে দিল। কাগজটার এক পিঠে একটা ঠিকানা লেখা। অন্য পিঠ সাদা। দাঁতে পাইপ চেপে ডাঃ ল্যাং বললেন, 'কার ঠিকানা?' পরেশ আমতা আমতা করে বলল, 'আজ্ঞে আমাদের বাড়ির। মা লিখে দিয়েছেন।' 'হাউ ফানি। তোমার নিজের বাড়ির ঠিকানা মেমারিতে রাখতে পার না?' পরেশ একটু লজ্জা পেলেও তারও ব্যাখ্যাটা শোনার মত।—'ঠিকানাটার ওপর চোখ বোলান।' ডাঃ ল্যাং জোরে জোরে পড়লেন—'২৩৩/১৪/সি/১০/এইচ/পি ৭, হোয়াট ইজ দিস? এ তো দেখছি কমপিউটারে ফিড করার মত একটা কোড নম্বর। কোথাকার ঠিকানা হে? চিঠিপত্তর আসে তো!' পরেশ দিগ্‌বিজয়ীর মত মুখ করে বলল, 'নতুন পিওন এলে প্রথম প্রথম চিঠিপত্তর আসে না। চিঠি না এলেও ক্ষতি নেই। মুশকিল ইলেকট্রিক বিল নিয়ে। বাবা তখন পোস্ট অফিসে গিয়ে পিওনকে একদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ করে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। তারপর থেকে আবার চিঠি আসতে থাকে। পুরোনো পিওন বদলির আগে বলে যায়—নতুন কে আসছেন, তাঁর নাম কি!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হো হো করে ডাঃ ল্যাং হেসে উঠলেন, 'মাই গড! পৃথিবীটা কী ফানি প্লেস! মানুষ যতদিন বাঁচবে ততদিন তার নতুন নতুন শিক্ষা হবে। পৃথিবীর পাঠশালাতে উই আর ইটারন্যাল স্টুডেন্টস্।' ডাঃ ল্যাং কাগজের সাদা দিকটায় সুনিপুণ হাতে, হার্ট আর ভালভের ছবি এঁকে ফেললেন। 'কাম হিয়ার।' সব ক'টা মাথা এগিয়ে এল। আমার মাথাটা নবেন্দুর সঙ্গে ঢাঁই করে ঠুকে গেল। ঠুকে গেলেও আমাদের তখন অন্য কোনো লক্ষ্য নেই। নিজেদের শরীরের রহস্য জানার জন্যে উদ্‌গ্রীব।

'হিয়ার ইজ ইওর হার্ট, ছবিটা টেবিলের উপর ফেলে, বাঁ হাতে কফির কাপটা ঠোঁটের কাছে তুলে নিলেন। 'হার্টের মেকানিজমটা আরো একটু বোঝার চেষ্টা কর। আমাদের হৃদয়ের চারটি প্রকোষ্ঠ। দুটো ঘরের দেয়াল খুব পাতলা, এদের নাম অরিকল। আর দুটো ঘরের পেশী খুব শক্তিশালী, নাম ভেনট্রিকল। তার মানে হৃদয় হল দুটি সহযোগী পাম্প। নাও সি'— ডাঃ ল্যাং ডট পেনটা আবার হাতে তুলে নিলেন। এই দেখ দক্ষিণ হৃদয়—একটা অরিকল, একটা ভেনট্রিকল। আমাদের দেহের মোটা মোটা শিরা রক্তস্রোত বহন করে আনছে এই দক্ষিণ হৃদয়ে। দুটি বিশাল প্রবাহিত রক্তনদী। একটির নাম ইনফিরিয়ার ভেনাকোভা অন্যটির নাম সুপিরিয়ার ভেনাকোভা, অবিশ্রান্ত ধারায় নিজেদের উজাড় করে দিচ্ছে এই হৃদয়ের দক্ষিণের দুটি প্রকোষ্ঠে। কান পেতে শোনো, অনবরত কুল কুল শব্দ শুনতে পাবে।' ডাঃ ল্যাঙের চোখ দুটো হঠাৎ তীক্ষ্ণ থেকে কেমন যেন ভাবালু হয়ে উঠল, 'তোমরা জলপ্রপাত দেখেছো নিশ্চয়ই। হুড্রু, জুনা। হু হু করে জল ঝরে পড়ছে হাজার হাজার ফুট নীচে। গুম গুম শব্দ, পাথরের দেয়ালে দেয়ালে প্রতিহত হয়ে মহাসংগীতের মত ঊর্ধ্বে ছড়িয়ে পড়ছে। চারিদিকে সূক্ষ্ম জলকণা ধোঁয়ার মত ছড়িয়ে পড়ছে। হৃদয়ের এই দক্ষিণ প্রকোষ্ঠে যদি তোমাদের বেড়াতে যাবার সৌভাগ্য হতো, তোমরাও অবিকল ওই দৃশ্য দেখতে—চারিদিকে লাল রক্তের স্রোত প্লাবনের নদীর মত ফুলে ফেঁপে এগিয়ে আসছে।' ডাঃ ল্যাং এক চুমুক কফি খেলেন। আমাদের কারুর মুখে কোনো কথা নেই। 'এইবার কি হচ্ছে?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হাতে ডট পেনটা তুলে নিলেন। 'দক্ষিণ হৃদয় পাম্প করে এর রক্তকে পাঠিয়ে দিচ্ছে লাংসে। এই দেখ, ফ্রম হিয়ার টু দেয়ার।'

ডাঃ ল্যাং হঠাৎ ডট পেনটা ফেলে দিয়ে কিছুক্ষণ আমাদের মুখের দিকে অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। আমরা একটু ভয় পেলুম। কি হল কে জানে। আমাদের কারুর পা গায়ে লাগে নি তো! টেবিলের তলায় জোড়া জোড়া পা। ডকটর হঠাৎ একটু হাসলেন। আমরাও হাসলুম। 'একটু খিদে খিদে পাচ্ছে, তাই না!' সমর্থনের আশায় আমাদের উদ্বিগ্ন মুখের উপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে নিলেন। 'বেশীক্ষণ মাথার কাজ করলে আমার ভীষণ খিদে পায়।'

'আমারও'—পরেশ সোৎসাহে সমর্থন করল।

'দ্যাটস রাইট। হি ইজ মাই টাইপ। এই ছেলেটা বড় হলে আমার চেয়ে বড় সাইন্টিস্ট হবে। হোয়াট ইজ ইওর অ্যাড্রেস?' পরেশ তার বাড়ির নম্বরটা মনে করার চেষ্টা করে ২৩৩/১৪ বাই, বাই', পরেশ বাই বাই করল দশ বারো বার। ডাঃ ল্যাং হাত তুলে বললেন, 'বাস্ বাস্, ফাটা রেকর্ডের মত বেজো না। ইউ নীড প্লেন্টি অফ প্রোটিন টু. রিমেম্বার দ্যাট অ'ফুল নাম্বার। বয়।' তীক্ষ্ণ ডাকে বয় দৌড়ে এল—'কাটলেট ফর অল অফ আস। রাইট। হারি আপ।' পাইপটা নিভে গেছে। তবু ঠোঁট লাগালেন। 'নাও সি বয়েজ। লাংসে গিয়ে রক্ত কি করছে? গেটিং প্লেন্টি অফ অক্সিজেন। তোমার প্রতিটি শ্বাসে ফুসফুস তাজা অক্সিজেন বায়ু থেকে নিচ্ছে। রক্তপ্রবাহ বুদ্‌বুদ্ করে উঠছে। রক্ত অক্সিজেন শুষে নিয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড ছেড়ে দিচ্ছে। যেটা ফোঁস করে বেরিয়ে যাচ্ছে তোমার প্রশ্বাসের সঙ্গে। বাঁ দিকের হৃদয় ফুসফুস থেকে অক্সিজেনসমৃদ্ধ রক্তের ধারা গ্রহণ করে পাম্প করে পাঠিয়ে দিচ্ছে ধমনীতে। তার মানে রক্তনদীর ধারা চলেছে এই ভাবে।' ডাঃ ল্যাং ডট পেন দিয়ে কাগজে লিখলেন—

'ফ্লো অফ ব্লাড: দি গ্রেট ভেনস—রাইট আট্রিয়াম—রাইট ভেনট্রিকল—লাংস (ভায়া পালমোনারি আরটারি)—লেফ্‌ট আট্রিয়াম (ভায়া দি পালমোনারি ভেন) লেফ্‌ট ভেন্‌ট্রিকল—

www.BanglaBook.org

অ্যাওর্টা (শরীরের সবচেয়ে বড় শিরা, মহানদী)। একে বলে রক্তপ্রবাহের ক্লোজড সার্কিট। শরীরের মধ্যে অনবরত প্রবাহিত এই স্রোতধারা সরু, মোটা, নানা মাপের রক্তবাহিকা নালির মধ্যে অবিশ্রান্ত ছুটছে। প্রবাহের পথে বসে আছে হাতের মুঠোর আকারের এই শক্তিশালী পাম্প, যার নাম হৃদয়। অ্যান্ড হিয়ার কামস আওয়ার কাটলেট।'

বয় টপাটপ ডিসগুলো আমাদের প্রত্যেকের সামনে নামিয়ে দিয়ে গেল। অপূর্ব গন্ধে জিভে যেন জল এসে যায়। ডাঃ ল্যাং মরিচের পাত্রটা হাতে তুলে নিলেন। পরেশ আমার কানে কানে জিজ্ঞেস করলে—'এই হলদে মত জিনিসটা কি রে?' আমারও ঠিক জানা ছিল না। নবেন্দুকে প্রশ্নটা চালান করে দিলুম। উত্তর ঘুরে এল—'মাষ্টার্ড'। একটু করে কাটো, মাষ্টার্ডে ছোঁয়াও, আলতো করে গালে ফেলে দিয়ে একটু স্যালাড চালান করে দাও।'

'ডেলিসাস্'। ডাঃ ল্যাং জ্বলজ্বলে চোখে মন্তব্য করলেন, 'দেয়ার ইজ নাথিং লাইক কাটলেট। কাটলেট না খেলে মানুষ সিভিলাইজড্ হয় না। আমার আবার এক ডজনের কমে মন ভরে না। দ্যাটস দি প্রবলেম। বয় বয়।' ডাঃ ল্যাং তারস্বরে চিৎকার শুরু করলেন, 'কাটলেট কামড়ে আমার ধমনীর রক্তপ্রবাহের গতিবেগ বেড়ে গেল। আমার বিল্ট ইন জেনারেটারে এখন হাই ভোল্টেজ বিদ্যুৎ খেলছে। প্রফুল্ল আর একবার হ'বে নাকি?' ডাঃ ল্যাং হাসতে লাগলেন। প্রফুল্লদার তখনো ঘোর কাটেনি। করুণ মুখে বললেন, 'আজকে কার মুখ দেখে উঠেছি জানি না। ঘণ্টা দুয়েক হয়ে গেল, হাওড়া স্টেশনেই আটকে আছি, এখন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরতে পারবো কিনা জানি না।' ডাঃ ল্যাং বেশ তারিয়ে তারিয়ে কাটলেট খেতে খেতে বললেন, 'কার মুখ দেখেছো নবেন্দু, ঈশ্বরের নয়তো?'

নবেন্দু একটু অন্যমনস্ক হয়েছিল। চমকে উঠে বলল, 'ও হ্যাঁ, সে এক সাংঘাতিক লোক। নাম করলে হাঁড়ি ফেটে যায়।'

'ইজ ইট?' ডাঃ ল্যাং হাড়ের টুকরোটা ডিসে ফেলে দিলেন—

www.BanglaBook.org

'হু হজ হি? যার এত পাওয়ার। মাস্ট বি এ সায়েন্টিস্ট লাইক মি?'

'সে এক সুদখোর, বন্ধকী কারবার করে।' নবেন্দু নামটা আর করল না? আমার ঠোঁটের ডগায় নামটা এসে গিয়েছিল, কোনোক্রমে সামলে নিলাম।

'আমি আর এক কাপ কফি খাই, কেমন? ডোণ্ট মাইণ্ড। তোমাদের দুবার হয়েছে। নো মোর।'

'আমি আর এক কাপ খেতে পারি না ডাক্তারবাবু?' প্রফুল্লদার করুণ প্রার্থনা। 'ডাক্তার বাবু! দ্যাটস ফাইন। আমি তোমার ফিজিসিয়ান! নট ব্যাড। আচ্ছা স্যাংকসানড। বয়।' দু'কাপ কফির অর্ডার গেল। 'নাও বয়েজ, কাম হিয়ার। আর একটু বাকি আছে।'

আমাদের সব ক'টা মাথা আবার ঝুঁকে পড়ল কাগজের ওপর।

'এইবার ভরা পেটে তোমাদের দুটো সাংঘাতিক ইংরেজী শব্দ শেখাবো।' ডান হাতের সরু সরু লম্বা দুটো আঙুল 'ভি'র মত করে ডাঃ ল্যাং আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরলেন। আমাদের উৎসুক কয়েক জোড়া চোখ। 'শব্দ দুটোর একটা হল ডায়াস্টোল, আর একটা সিসটোল। বল, তুমি বল, রিপিট কর শব্দ দুটো, পরেশের অগ্নিপরীক্ষা। বোধ হয় একটু অন্যমনস্ক ছিল পরেশ। আমতা আমতা করে বলল, 'কাশীর টোল আর শেরশাহের টোল।'

ডাঃ ল্যাং কিছুক্ষণ অবাক হয়ে পরেশের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'ওরে আমার সোনার চাঁদ ছেলে রে! কি সেরিব্রাল পাওয়ার নবেন্দু' তোমার দলে এরকম পাঁঠা আর ক'জন আছে? একে এখুনি কাটলেট করে খেয়ে ফেলা উচিত। গর্দভ। টোল শুনলেই বেদের টোল, পণ্ডিতমশায়ের টোল, টুল বলে নি এই আমাদের ভাগ্য।' প্রফুল্লদা বললেন, 'ডায়াস্টোল সিসটোল।' ডাঃ হাসি-হাসি মুখে প্রফুল্লদাকে বললেন—আঃ, হিয়ার ইজ মাই রাইট ফ্রেণ্ড। আরে, তোমার মগজে দেখছি ওই ইডিয়েটটার চেয়ে বেশি গ্রে-মেটার আছে।' পরেশের মুখটা লজ্জায় লাল। হালভাঙা নাবিকের মত বললে, 'আমার মাথায় সহজে কিছু ঢুকতে চায় না।'

'ঢুকবে কি করে বাবা। তোমার মধ্যে ঢোকার যে একটি রাস্তা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মুখ দিয়ে উদরে। জ্ঞান জিনিসটা তো আর কাটলেট নয় যে, পরেশবাবু ফর্কে গেঁথে বিট বাই বিট মাস্টার্ড মাখিয়ে খেয়ে ফেলবে! তোমার দাওয়াই আমার পকেটে আছে।' পরেশ হুমড়ি খেয়ে ডাঃ ল্যাঙের পা জড়িয়ে ধরে আর কি, 'আমাকে বাঁচান, অংকে তিরিশ, ইংরেজী বত্রিশ, লাইফ সায়ন্স বাইশ।'

'স্পেনডিড্। চালিয়ে যাও. চালিয়ে যাও। ঘষতে ঘষতে পাথরও ক্ষয়ে যায়। একদিন তোমারও হবে। ইহজন্মে কিম্বা পরজন্মে।' পরেশ কিন্তু একেবারে ভেঙে পড়ল, 'পরের বার এইরকম রেজাল্ট হলে বাবা বলেছেন, গম ভাঙার কলে লাগিয়ে দেবেন।'

'আ. এ ব্রাইট ফিউচার। কিন্তু সেখানেও যে হিসেব আছে বাবা, আচ্ছা নবেন্দু কি বলে? নবেন্দু, তোমার ফ্রেন্ডকে একটু ইনটেলিজেন্ট করে দেবো?' নবেন্দু এতক্ষণ চুপ করে ছিল। জিজ্ঞেস করল, 'করা যায় নাকি?' ডাঃ ল্যাং বললেন, 'যায় না বলে পৃথিবীতে কোনো শব্দ নেই। দেখবে যায় কি না?' ডাঃ ল্যাংয়ের কাছে ব্যাপারটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াল। আর দেখাই গেছে, যে কোন চ্যালেঞ্জে তাঁর চেহারা।

পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা রুপোলী কৌটো বের করলেন। কৌটোটার একটা দিক চাপ দিতেই খুট করে ডালাটা খুলে গেল, ভেতরটা গাঢ় নীল। সারি সারি সাজানো সোনালী ট্যাবলেট। দু আঙুলে একটা ট্যাবলেট তুলে নিয়ে বললেন, 'ওয়ান ট্যাবলেট উইল ট্রান্সফর্ম ইউ। তোমার পার্সোন্যালিটি ভেঙে চুরমার করে, তোমার ভেতর থেকে আর একটা সেল্ফ বের করে আনবে। বাট মাইন্ড ইট. তোমার স্বভাব কিন্তু একেবারে পাল্টে যাবে। তোমার খাই খাই ভাব কমে যাবে, ঘুম কমে যাবে, কথা বলার ইচ্ছে কমে যাবে।' পরেশ সোনালী ট্যাবলেটটা খাবার জন্যে পাখির ছানার মত বার বার হাঁ করছিল। ডাক্তার তাকে নিরাশ করে ট্যাবলেটটা আবার কৌটোয় ভরে রাখতে রাখতে বললেন, 'তোমার অভিভাবকদের অনুমতি ছাড়া এটা আমি তোমাকে দিতে পারব না। এ খেলে মানুষের ক্যারেকটার চেঞ্জ হয়ে যায়।' পরেশ দুঃখ পেলে কি হবে? আমাদের খুব আনন্দ হল। একা পরেশ বুদ্ধিমান হয়ে যাবে,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আর আমরা সব ক'টা যেমন ছিলুম তেমনি থাকবো! তা কি করে হয়।

'তোমাদের আর প্রশ্ন করব না, কি বলতে কি উত্তর দেবে; আমার কাটলেট খাওয়া মেজাজটাই নষ্ট হয়ে যাবে। ডায়াস্টোল আর সিসটোল হল হৃদস্পন্দনের দুটো পর্যায়। ডায়াস্টোল হল হার্টের বিশ্রামের সময়, যে সময় রক্ত আট্রিয়া থেকে ভেনট্রিকলে যায়। সিসটোলের সময়, ভেনট্রিকল ভীষণভাবে সংকুচিত হয়। রক্ত তখন ফুসফুসের দিকে ছুটতে থাকে শিরা উপশিরার দিকে। এই পর্যায়ে হৃদয়ের দুটো ভাগে স্পন্দন অদ্ভুতভাবে মিলে মিশে কাজ করে। ডায়াস্টোলের সময় হার্টের বাঁ এবং ডান প্রকোষ্ঠ হাত পা ছড়িয়ে এই আমার মত বসে থাকে। রিল্যাক্সড। আমার এখন ডায়াস্টোল। সিসটোলের সময় দুটোই সংকুচিত হয়। ওই প্রফুল্লর গানের মত।' প্রফুল্লদা ঠিক সেই সময় বিড়ির ধোঁয়া টানছিলেন।

'পরেশ কিছু বুঝছে বলে মনে হয় না, তবু আমায় বলতে হবে, বলা যখন শুরু করেছি, কি বল নবেন্দু? না বন্ধ করবো? রহস্যটা রহস্যই থেকে যাক, কি বল? আমার সিক্রেট।' ডাঃ ল্যাং উদাস মুখে তাকিয়ে রইলেন। আমরা হৈ হৈ করে উঠলুম, 'তা কি করে হয়? আমরা যে হাঁ করে আছি শোনার জন্যে।' 'তা হলে শোনো।' ডাঃ ল্যাং ডট পেন তুলে নিলেন হাতে, 'সারা জীবন তোমরা যতদিন বাঁচবে, তোমাদের এই ছোট্ট হৃদয় নিয়মিত আপনি আপনি স্বয়ংচালিত ঘড়ির মত ধুকধুক করবে। যেদিন ইনি থামবেন সেদিন তোমার গণেশ উল্টে যাবে। শরীরের প্রয়োজন অনুসারে ঠিক যতটা রক্ত যখন যে সময়ে পাম্প করা উচিত তাই করবে। কি করে তা সম্ভব! কে সেই যন্ত্রী যে আমাদের হৃদয়ের কারখানায় সারা জীবন বসে বসে এর চলা নিয়ন্ত্রণ করছে! গোছা গোছা বিশেষ একধরনের টিসু বা তন্তু হার্টের মধ্যে এমন কায়দায় জড়ানো আছে যারা এই ঘড়ির কায়দায় হৃদয়ের স্পন্দন নিয়ন্ত্রণ করছে। দক্ষিণ আট্রিয়ামের উপর বসে আছে হার্টের 'পেসমেকার'। 'পেসমেকার মানে কি পরেশ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পরেশের বুদ্ধি খুলে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে উত্তর, আজ্ঞে পেসকার। কোর্টে পাওয়া যায়। আমার মামা পেসকার ছিলেন স্যার।'

ডাঃ ল্যাং, 'উরে বাবারে' বলে দুটো হাত দিয়ে নিজের মাথা চেপে ধরলেন। পরেশ যেন গুলি করেছে। 'নাঃ, সোনালী ট্যাবলেট এই গবেটটাকে খাওয়াতেই হবে।' ডাঃ ল্যাং পাইপ খুঁচতে খুঁচতে বললেন, 'পেসমেকার মানে—যে চলার ছন্দ নিয়ন্ত্রণ করে। হার্টের পেসমেকারের নাম সাইনো-অরিকিউলার নোড। এই পেসমেকার প্রতি মিনিটে হার্টের স্পন্দন ৬০ থেকে ৯০ বারে ধরে রেখেছে। পরেশ নামটা একবার রিপিট করবে নাকি? না বাবা দরকার নেই, এখুনি হয়তো বলে বসবে সাইনো সোভিয়েট প্যাক্ট। এই যে মিনিটে ৬০ থেকে ৯০ বারের স্পন্দন, এই স্পন্দন বাম এবং ডান আট্রিয়ার দেওয়াল বেয়ে ছড়িয়ে পড়ছে, ফলে কি হচ্ছে, হার্টের সংকোচন। এইবার আর একটা দাঁতভাঙ্গা নাম বলি—ইন্টার আট্রিয়াল সেপটাম। বাম এবং ডান আট্রিয়ার সীমানায় ইনি প্রহরী। প্রহরী কেন, আর এক ঋত্বিক, যিনি আর একটি স্পন্দনের ঢেউ তুলে রেখেছেন, যার নাম রাখা হয়েছে এ ভি। বড় করে বললে এট্রিয়ো ভেন্‌ট্রিকিউলার নোড। এই এ ভি আবার স্পন্দনটাকে রিলে করে দিচ্ছে ভেন্‌ট্রিকলের গা বেয়ে, যার ফল ভেন্‌ট্রিকল দুটোয় একই ভাবে সংকুচিত হচ্ছে। হৃদয় তাই ময়ূরের মত নাচছে কিনা জানি না, তবে গান গাইছে লাব্‌ডুব লাব্‌ডুব। হার্টকে আমাদের যে সিসটেম নাচাতে পারে, হৃদয়হীন কিম্বা হৃদয়বান করে তুলতে পারে, তিনি বসে আছেন এই ব্রেন সেন্টারে। পরেশেরও আছে। আমরা বলি না—ভয়ে বুক কেঁপে গেল, আনন্দে তিড়িক তিড়িক করে নেচে উঠল, গর্বে দশহাত হল! এ সব অনুভূতি-রাজ্যের জিনিস। ব্রেনের এই সব অনুভূতি দুটি আলাদা রাস্তায় ব্রেন থেকে হৃদয়ে নেমে আসে। একটি পথ—ধর ন্যাশনাল হাইওয়ে-১—যার নাম সিমপ্যাথেটিক প্যাথওয়েস, ব্রেন থেকে হার্টে এসেছে। এই রাস্তায় যে অনুভূতি আসে তা আমাদের হৃদয়ের স্পন্দন বাড়িয়ে দেয়। আর এন এইচ দুই, যার নাম প্যারা সিমপেথেটিক পাথওয়েস, সেই রাস্তা এসেছে মেরুদণ্ড থেকে হৃদয়ে। দুঃখ, ভয়, আনন্দ এইসব অনুভূতি ব্রেন থেকে

www.BanglaBook.org

সোজা এই দু'রাস্তায় হৃদয়ে নেমে এসে তার স্পন্দন নিয়ন্ত্রণ করে। বুঝলে কিছু? ঘোড়ার ডিম বুঝেছো।'

ডাঃ ল্যাং আর একবার পাইপ ধরালেন। 'এই বার তোমাদের আর্টারির কথা বলবো, কিন্তু তার আগে, ডোণ্ট মাইণ্ড, এক কাপ কফির অর্ডার দি। বক বক করে গলা শুকিয়ে গেছে। বয় বয়।' ডাক্তার কফির অর্ডার দিলেন। 'রক্ত, বুঝলে নবেন্দু, এয়োর্টা দিয়ে হার্ট থেকে বেরিয়ে আসে কলকলিয়ে, আমাদের শরীরের সব চেয়ে বড় ধমনী। কৃষ্ণা, কাবেরী কিম্বা গঙ্গা। আমার দেহের ওপরের খোলসটা যদি ছাড়িয়ে ফেল, তাহলে তোমাদের কি মনে হবে জানো?—আমি যেন একটা গাছ। অসংখ্য শিরা উপশিরার শাখা প্রশাখা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। সবচেয়ে বড় ধমনীর প্রবাহপথে হৃদয় ত্যাগ করে রক্তের নদী হার্ট থেকে যত দূরে যাচ্ছে, ততই ছোট ছোট শাখা নদীতে ঢুকে পড়ছে। যে সংকোচনকে আমরা সিসটোলিক বলছি, সেই চাপে রক্ত ছুটছে ধমনীতে, শিরা উপশিরায়, সমস্ত দেহকাণ্ডে। কব্জির কাছে নাড়ীতে আঙুল ছোঁয়ালে যে স্পন্দন আমরা অনুভব করি সেইটাই হল হার্টের সিসটোলিক কনট্রাকশন বা আমরা সাধারণ ভাবে যাকে বলি পাল্‌স। দাঁড়াও এইবার একটু কফি খাই। আয়্যাম ড্যাম থার্স্টি।'

কফি খেতে খেতে ডাঃ ল্যাঙের পেটটা যেন কফির ট্যাঙ্ক হয়ে গেল। বৈজ্ঞানিকদের ব্যাপারই আলাদা। 'এইবার শোনো, এই যে আমাদের সারা শরীরে ছড়িয়ে থাকা আর্টারি, এ তোমার জলের পাইপের মত শুধু রক্ত বহন করে না, এদের আবার কিছু নিজস্ব ক্ষমতা দিয়ে রেখেছেন আমাদের সৃষ্টিকর্তা। এই আর্টারি রক্তের প্রবাহ সারা শরীরে বিতরণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। যেসব আর্টারি বা ধমনী বেশ মোটা তাদের ভেতরের দেয়ালে আছে ইল্যাসটিক টিস্যু। হার্টের সিসটোলিক সংকোচনে যেই রক্তের প্রবাহ বাড়ে অমনি এই ইল্যাসটিক টিস্যুর আবরণে আবৃত আর্টারি প্রসারিত হয়ে সেই বাড়তি রক্তধারা প্রবাহের পথ করে দেয়। আবার ডায়াস্টোলের সময় স্বাভাবিক হয়ে যায়। একবার ফুলছে আবার পরক্ষণেই কুঁচকে যাচ্ছে।

'সরু ধমনীর ভেতরের দেয়ালের মসৃণ পেশীরও কিছু কাজ

www.BanglaBook.org

আছে। তুমি অলস বসে থাকতে পার হাত পা ছড়িয়ে কিন্তু তোমার শরীরের ভেতরের সিসটেম বসে নেই। সবসময় তারা নিজেদের কাজ করে চলেছে। আমাদের স্নায়ুমণ্ডলীর স্বয়ংক্রিয় শাখার অতি সূক্ষ্ম লেজগুলো এই মসৃণ পেশী-দেয়ালে লেপ্টে আছে। এদের বলে আর্টারিয়োল, বেশ সোরগোলের জিনিস। এরা আমাদের সতর্ক প্রহরী। আমাদের শরীরের ভেতরের কাজকর্মের সঙ্গে আপনা আপনি সঙ্গতি বজায় রেখে চলেছে। আমাদের স্নায়ুর চাহিদা অনুসারে এইসব আর্টারিয়োল বেড়ে গিয়ে কিম্বা কমে গিয়ে শরীরের যে অংশে যেমন রক্তের প্রয়োজন তা পাঠাবার ব্যবস্থা করে। এরা সব গ্রেট ম্যানেজার।'

ডাঃ ল্যাং কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে কাপটা খালি করলেন। ডান হাত দিয়ে মাথার চুল ঠিক করলেন। হাতের ঝকঝকে রিস্ট ব্যাণ্ড আলোয় ঝলসে উঠল, যেখানে আছে তার বিদ্যুৎশক্তির উৎস।'

'ঈল' বলে একরকম মাছ আছে জানো? সিল নয় কিন্তু, ঈল।'

আমাদের মধ্যে নবেন্দুর পড়াশোনাই বেশি। জানেও অনেক। সহজে ঠকে না। নবেন্দু বললে, 'ঈল মাছ হল সামুদ্রিক বান মাছ গত শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এদের সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকদের যথেষ্ট কৌতূহল থাকা সত্ত্বেও বিশেষ কিছু জানা সম্ভব হয়নি। এদের চাল-চলন জন্ম-বৃত্তান্ত সবকিছুই রহস্যাবৃত ছিল। এখন অবশ্য এদের সম্পর্কে মানুষ অনেক কিছুই জেনেছে আরো জানার চেষ্টা চলছে।'

'স্পেলেন্ডিড।' ডাঃ ল্যাং হাসি-হাসি মুখে নবেন্দুর পিঠ চাপড়ে দিলেন। 'ঠিক বলেছ। ঈল হল জীব-জগতের বিস্ময়। ভূমধ্যসাগরের নাবিকরা একসময় যখনই ঈল ধরতো দেখতো সব মাছই বড়। ছোট মাছ কিম্বা মাছের ডিম কখনই তাদের জালে পড়ত না। তারা অবাক হয়ে ভাবত, ঈলের তাহলে কি বাচ্চা হয় না? এরা কি ডিম পাড়ে না? কিন্তু আমি তোমাদের হঠাৎ ঈল মাছের কথা বলছি কেন? কেন বলছি পরেশ?'

পরেশ বোকার মত একটু হাসল। ডাঃ ল্যাং বড় বড় চোখ করে প্রশ্নটা আবার করলেন। তিনি উত্তর চান। চুপ করে

www.BanglaBook.org

থাকলে চলবে না। অথচ পরেশ ঠেকে শিখেছে, যা জানে না তার উত্তর দেবার চেষ্টা করা মানেই, ডাঃ ল্যাঙের উপহাসে চুপসে যাওয়া। পরেশ বুদ্ধিমানের মত বললে, 'ঠিক জানি না।'

'গুড'। ডাক্তার বললেন, 'ভেরি গুড। যা-তা বলার চেষ্টা করনি এর জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ। এই ঈল মাছেদের মধ্যে এক ধরনের ঈল আছে যাদের বলে ইলেকট্রিক ঈল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কার একটা গল্প শোনো। ডাক্তার পাইপ ধরাবার জন্যে একটু চুপ করলেন। পরেশ হাঁউ করে বিশাল একটা হাই তুলল। ডাক্তার আড়চোখে তাকিয়ে বললেন, 'হোয়াট ইজ দ্যাট? ঈলের কথা শুনে তুমি দেখছি শীলের মত হাই তুলছো। তোমার বুঝি শুনতে ভাল লাগছে না। দেন আই স্টপ হিয়ার।'

আমরা সকলে হৈ হৈ করে উঠলুম, 'না-না, আপনি বলুন, আপনি বলুন।' পরেশটার মাথায় ঝটাস করে একটা গাট্টা মারতে ইচ্ছে করছিল। ডাঃ ল্যাং একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'দেন আই বিগিন।' আমরা সবাই সোজা হয়ে বসলুম।

'প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় একদল যুদ্ধ-ঘোড়া ইওরোপের একটা অগভীর নদী সাঁতরে পার হচ্ছিল। যুদ্ধসম্ভার নিয়ে যাচ্ছিল আর কি। দেখা গেল এক একটা ঘোড়া জলে নেমেই যন্ত্রণায় ছটফট করে উঠছে। চিঁহিঁ হি হি করে চিৎকার করে উঠছে। মহা বিপদ, ব্যাপারটা কি? মেজর জেনারেল এগিয়ে এলেন; "লেট মি সি, লেট মি সি।" স্বচ্ছ কাঁচের মত জল। অজস্র ঈল মাছ সাপের মত কিলবিল করছে। কী আর এমন বড় মাছ। লম্বায় এক-একটা তিরিশ বত্রিশ ইঞ্চির বড় হবে না। যে সমস্ত ঘোড়া যন্ত্রণায় ছটফট করে উঠছে তাদের পায়ের কাছে এক একটা ঈল এসেই ছিটকে সরে সরে যাচ্ছে। ওইটুকু মাছের কী এমন দাঁতের ধার, কী এমন কামড় যে, শক্তিশালী অত বড় বড় ঘোড়া কাবু হয়ে পড়ছে। গবেষণার বিষয় অবশ্যই। দেখা গেল কামড় নয়, সামান্য স্পর্শেই ঘোড়া কাবু। ন্যাজ আর মুড়ো একসঙ্গে ঠেকলেই ঘোড়া যন্ত্রণায় লাফিয়ে উঠছে। ভঙ্গীটা অনেকটা সাপের ছোবলের মত। স্বচ্ছ ঈল মাছ চলে এল বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার টেবিলে। একদল বিশেষজ্ঞ হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। দেখা গেল

www.BanglaBook.org

সেই কাঁচের মত স্বচ্ছ ঈলের মেরুদণ্ডের দুপাশে সারি সারি সাজানো রয়েছে অণুর মত ছোট ছোট কোষ। মাইক্রোসকোপিক। দেখতে গোলাকার। মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত সারি সারি চলে গেছে। এই অণুকোষগুলিই হল তড়িৎ কোষ। মেরুদণ্ডের এক পাশটি হল পজিটিভ পোল অন্য পাশটি হল নেগেটিভ। ধনাত্মক আর ঋণাত্মক। এরাই হল ইলেকট্রিক ঈল।

'কোনো কোনো ইলেকট্রিক ঈল ইচ্ছে করলে ৫০০ ভোল্টের মত ডিরেক্ট কারেণ্ট উৎপাদন করতে পারে নিমেষে, অক্লেশে। এখন একটা তুলনামূলক তথ্য দিলেই তোমরা বুঝতে পারবে এই বৈদ্যুতিক মাছের বিদ্যুৎশক্তি কতখানি। সাধারণ রাসায়নিক তড়িৎ কোষ ১·১ থেকে ২·১ ভোল্ট পর্যন্ত বিদ্যুৎ-তরঙ্গ তৈরী করতে পারে। ড্যানিয়েল সেল ১·১ ভোল্ট, লীক্লানসে সেল ১·৫ ভোল্ট, সঞ্চায়ক কোষ বা স্টোরেজ সেল, যা মোটর গাড়ীতে থাকে ২·১ ভোল্ট পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে। আর ইলেকট্রিক ঈল ৫০০ ভোল্ট! ফ্যানটাসটিক, কি বল? ফ্যানটাসটিক।' ডাঃ ল্যাং আপন মনে হাসতে লাগলেন। পাইপটাকে উল্টো করে টেবিলে ঠুকতে ঠুকতে তিনি যেন অন্য জগতে চলে গেলেন। আমরা যেন তাঁর সামনে নেই। শুধু নির্জন দুপুরে কাঠঠোকরা পাখির ঠোঁটের শব্দের মত শব্দ হচ্ছে ঠক ঠক ঠক।

এক সময় তাঁর তন্ময়তা কেটে গেল। আমাদের দিকে তাকিয়ে এমনভাবে হাসলেন যেন এইমাত্র দেখা হল। কোনো প্রশ্ন করার সাহস হল না। নিজে থেকে যখন শুরু করবেন তখন করবেন। ধৈর্যই আমাদের মূলধন। ডাক্তার পাইপটা ধরাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। পাইপের মুখে আগুন দপ করে জ্বলে উঠে নিভে গেল। একরাশ ধোঁয়ায় তাঁর মুখ চাপা পড়ে গেল অল্প সময়ের জন্যে। ধোঁয়া সরে গিয়ে তাঁর মুখ স্পষ্ট হতেই তিনি আবার শুরু করলেন।

'বুঝলে নবেন্দু, আমিও একটি বৈদ্যুতিক মানুষ, ইলেকট্রিক ম্যান, ঈল মাছের কায়দাতেই আমি ডিরেক্ট কারেণ্ট তৈরী করছি। ঈল মাছের মেরুদণ্ডের দুপাশে সাজানো তড়িৎ কোষ খুলে বৈজ্ঞানিকরা আঠার মত চটচটে একধরনের পদার্থ পেয়েছেন।

www.BanglaBook.org

এই জেলিই মাছের প্রাণ-তরঙ্গে বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে বলে অনুমান। আমার শরীরেও আমি অস্ত্রোপচার করে অণু-তাড়িৎ-কোষ প্রধান রক্তবাহী নালীর দুপাশে সাজিয়ে রেখেছি। আমার এই দুটো আঙুলের একটা ধনাত্মক, পজিটিভ পোল; অন্যটা ঋণাত্মক, নেগেটিভ পোল। ধাবমান রক্তের প্রচণ্ড বেগ ও উত্তাপে ওই সব কোষে বিদ্যুৎ তৈরী হয়ে এই দুটো আঙুলের মাথায় এসে জমছে। দুটো আঙুল এক করে যাকে আমি স্পর্শ করব তার অবস্থা হবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ওই ঘোড়ার মত। যন্ত্রণায় ছিটকে পড়ে যাবে। মরবে না, সারা শরীর তার অবশ হয়ে পড়বে।'

ডাক্তার আবার অন্য জগতে চলে গেলেন। চোখ বুজিয়ে চেয়ারে পিঠ এলিয়ে দিয়েছেন। ঠোঁটের ডগায় পাইপ ঝুলছে। সরু ধোঁয়া বেরোচ্ছে। আমরা সকলে উন্মুখ শ্রোতা। ডাক্তার তাঁর সেই অন্য জগৎ থেকে ভারি গলায় বললেন, 'এই আমার বুকের বাঁদিকে সেই শক্তির উৎস, আমার হৃৎপিণ্ড, আমাদের হার্ট। পানের মত ছোট্ট এতটুকু একটা পেশীময় আকৃতি। ধমনীর এক প্রান্ত দিয়ে হু হু করে লাল রক্তের স্রোত বয়ে আনছে এক প্রকোষ্ঠ থেকে আর এক প্রকোষ্ঠে, সেখানে রয়েছে বহু অশ্বশক্তিসম্পন্ন একটা পাম্প। সেই পাম্প প্রচণ্ড চাপে সমস্ত রক্ত ঠেলে দিচ্ছে শরীরের গোদাবরীতে, কৃষ্ণা, কাবেরীতে। শরীরের সমস্ত সেচ-ক্ষেত্রের পাশ দিয়ে প্রবাহিত নদী ছোটো ছোটো শাখায় সেই ধারাকে প্রবাহিত করে দিচ্ছে। তাই আমরা সফলা, সুফলা, সবুজ, তরুণ, যৌবনের জোয়ার। এই তো, কান পেতে শোনো, অনবরত শব্দ করে পাম্প চলেছে। সেই রক্তনদীর স্রোতের মাঝখানে বসিয়ে রেখেছি আমার নিজের হাতের তৈরি ছোট্ট একটা টারবাইন। ঘুরছে, ঘুরছে সেই টারবাইন। তৈরি হচ্ছে বিদ্যুৎ। সেই বিদ্যুৎ চলে আসছে আমার কৃত্রিম কোষে, আমার একাধিক পাওয়ার হাউসে। হাঃ হাঃ, আমি এক সচল বিদ্যুৎ কেন্দ্র।' ডাক্তার হঠাৎ ঝাঁকানি দিয়ে উঠে বসলেন।

আমরা একটু চমকে উঠলুম। সত্যি ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলুম। সাংঘাতিক মানুষকে বিশ্বাস নেই। গায়ে এতটুকু আঙুল ছুঁইয়ে দিলেই আমরা কাত। ডাক্তারের চোখে উদার হাসির ঝিলিক, মনে

www.BanglaBook.org

হচ্ছে যেন মিশনারী ফাদার। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'নাও বয়েজ, লেট আস বিগিন আওয়ার একস্‌পিডিসান নাম্বার টু। অপারেশান গিনিপিগ।' নবেন্দুর কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'আমার সেই গিনিপিগ। যারা এতক্ষণ সারা স্টেশনে ছড়িয়ে পড়েছে। মাই পুওর অ্যানিমেলস।'

কফিখানা ছেড়ে আবার আমরা স্টেশনে। লোক ছুটছে। মানুষের মাথায় মাল ছুটছে। বিশাল ঘড়ির কাঁটা আটকে আছে বারোটার ঘরে। মাইকে গল্যর প্রতিধ্বনি। 'আওয়ার নেকসট ট্রেন ফর পাঞ্জাব।' এতক্ষণ যেন আমরা অন্য জগতে ছিলাম। রিপ ভ্যান উইঙ্কলের মত একটা ঘুম দিয়ে ২২শে মের সকাল বারোটায় কলকাতা অথবা হাওড়া স্টেশনের প্লাটফর্মে জেগে উঠেছি।

পরেশ হঠাৎ নিচু হয়ে একটা ফলের ঝুড়ি উল্টে দিল। প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে কি যেন খুঁজছে। কোমরে দুহাত রেখে ডাক্তার বললেন, 'কি হল পরেশবাবু। মোহর নাকি।' হাতের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে পরেশ উঠে দাঁড়িয়ে বোকার মত হেসে বললে, 'নেই!'

—'কি নেই?'

—'গিনিপিগ।'

—'মাই গড! তুমি কি ভেবেছিলে ওরা তোমার জন্যে ওর তলায় অপেক্ষা করে বসে আছে! হাও ফানি মাই বয়।'

পরেশ হন্তদন্ত হয়ে আর এক দিকে ছুটছিল। ডাক্তার খপ করে তার হাত চেপে ধরে বললেন, 'নো নো, মাই বয়। ওভাবে নয়। সবকিছুরই একটা মেথড আছে। অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্যাট?'

আমরা ডাক্তারকে ঘিরে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লুম। সত্যিই তো! কোথায় তারা আছে। কিভাবে আছে। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম বিশাল এই স্টেশনে তারা ছড়িয়ে গেছে। হোয়াট ইজ দি মেথড?

মেথড! আমরা সকলে মেথডের অপেক্ষায় গিনিপিগ ধরা ভুলে ডাঃ ল্যাঙের চার পাশে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছি। প্রকাণ্ড স্টেশনের কোথায় কে ঘাপটি মেরে বসে আছে কে জানে! একমাত্র ভগবান ছাড়া কারুর ক্ষমতা নেই সহজে তাদের উদ্ধার করে।

নবেন্দু বললে: 'মেথডটা বলুন।' ডাক্তার ল্যাং হাতঘড়ির

www.BanglaBook.org

দিকে তাকিয়ে একটু মৃদু হাসলেন, তারপর বললেন, 'আর দু মিনিট অপেক্ষা কর। ডোণ্ট মুভ। যে যেখানে আছ সেইভাবে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাক। লেট আস প্রে ফর দেম।' ডাক্তার নীচু হয়ে খাঁচার দরজাটা খুলে উত্তরমুখো পায়ের কাছে বসিয়ে রাখলেন। খুবই রহস্যজনক ব্যাপার। ব্যস্ত স্টেশনে মালপত্র, লোকজন চারপাশ দিয়ে স্রোতের মত হু হু করে ছুটে চলেছে আর আমরা একটা দল স্থির হয়ে পেঙ্গুইন পাখির মত চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি। দূর থেকে দেখলে মনে হবে আমরা ক'জন কোনো প্রিয়জনের মৃত্যুতে দু মিনিট নীরবতা পালন করছি যেন।

হঠাৎ সাদা মত একটা কি ঝড়ের বেগে খাঁচায় ঢুকে গেল। প্রথমে মনে হয়েছিল বন্দুকের নলের মুখ থেকে বুঝি ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছিটকে এল। দেখতে দেখতে আর একটা, তারপর আবার একটা। পটা-পট একের পর এক খাঁচায় এসে ঢুকছে ঝড়ের বেগে। ঢুকেই লুটিয়ে পড়ছে অবশ হয়ে। নবেন্দু চুপ করে থাকতে না পেরে বলেই ফেলল, 'কি রে বাবা, ভূতুড়ে ব্যাপার নাকি!' ডাক্তার নবেন্দুর পিঠে আদরের হাত রেখে বললেন, 'অনেকটা তাই। প্রকৃতির শক্তি আর সাধারণ নিয়মকানুনের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারলেই তুমি ভৌতিক শক্তির অধিকারী হবে। যেমন ধর, এই মুহূর্তে আমি যদি মাধ্যাকর্ষণ শক্তি জয় করে গ্যাস বেলুনের মত আকাশে ভাসতে থাকি, তুমি ভাববে আমি ভূত হয়ে গেছি। আমি যদি হঠাৎ ঝাপসা হতে হতে অদৃশ্য হয়ে যাই, তোমরা ভয় পেয়ে যাবে। ভেবো না এসব একেবারে অসম্ভব ব্যাপার। ভূতে যা পারে মানুষও তা পারে। তবে হ্যাঁ, সাধনা চাই শিক্ষা চাই।' কথা বলতে বলতে ডাক্তার নীচু হয়ে খাঁচাটা দেখতে লাগলেন। গুনে-গেঁথে বললেন, 'ওয়ান শর্ট। আর এক ব্যাটা গেল কোথায়?'

প্রফুল্লদা বললেন, 'একটা যে কুকুরের পেটে গেছে।'

'দ্যাটস রাইট, থ্যাঙ্ক ইউ মাই ফ্রেণ্ড।' ডাক্তার খাঁচার দরজাটা বন্ধ করে সোজা হলেন আর ঠিক সেই মুহূর্তে সারা স্টেশন কাঁপিয়ে একটা কুকুর ঘাঁউ ঘাঁউ করে ডেকে উঠল। বিশাল একটা অ্যালসেশিয়ান আমাদের দিকে তেড়ে আসছে, পেছনে চেন ধরে

www.BanglaBook.org

ঘষটাতে ঘষটাতে আসছেন কুকুরের মালিক। সামাল সামাল রব উঠেছে চারদিকে! কুলিরা মাল ফেলে পালাচ্ছে। যাত্রীরা ভয়ে এ ওর ঘাড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ছেন। খাঁচার সামনে এসে কুকুর শান্ত হল।

ডাক্তার বললেন, 'এসেছিস। দে, আমার মাল বের করে দে। খাবার সময় মনে ছিল না, কান ধরে টেনে আনবো!' ক্ষতবিক্ষত মনিবের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কি, কতদূর থেকে টেনে নিয়ে এল? খুব তো বোলচাল মেরেছিলেন তখন, এখন সামলানো ঠ্যালা!'

ভদ্রলোক হাঁপাতে হাঁপাতে জামা-কাপড়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, 'মশাই সবে স্টেশন থেকে বেরিয়ে শিবপুরের দিকে পা বাড়িয়েছি, কুকুরটা বেশ যাচ্ছিল সামনে সামনে, হঠাৎ কি হল— চনমন চনমন করে উঠল কয়েকবার, কান দুটো খাড়া হয়ে উঠল, এদিক ওদিক তাকাল, ফোঁস ফোঁস করে মাটি শুঁকলো কয়েকবার। তারপর উল্টো দিকে মারল এক হ্যাঁচকা টান। তৈরি ছিলাম না তো, উল্টে পড়ে গেলুম। ভাগ্যিস ছেড়ে যায় নি হাত থেকে। কোনো রকমে উঠলুম। সামলানো যায়, এত বড় কুকুর! সেই থেকে হিড় হিড় করে টেনে আনছে। রাসকেল কুকুর, অদ্যাই তোর শেষ রজনী।' ভদ্রলোক রেগে গিয়ে কুকুরকে জুতোপেটা করতে যাচ্ছিলেন। ডাক্তার থামিয়ে দিলেন, 'করছেন কি! কুকুর কিংবা মানুষ কারুকেই মারধোর করা উচিত নয়। দ্যাট্স ভেরি ব্যাড। শিক্ষা দেবার ওটা ঠিক রাস্তা নয়। তাছাড়া কুকুরের তো দোষ নেই। দোষ ওর আহারের। পুওর ক্রীচার! লোভে পড়ে সেই গিনিপিগ খেয়ে মহা বিপদে পড়েছে। গিনিপিগ হজম হয়ে যাবে, হজম হবে না হাই ফ্রিকোয়েনসি রিসিভিং সেটটা। যতদিন ওটা পেটে থাকবে ততদিন ওকে ছটফট করতে হবে।'

ভদ্রলোক প্রায় আঁতকে উঠলেন, 'অ্যাঁ, বলেন কী! রেডিও খেয়ে ফেলেছে! রেডিও কি খাবার জিনিস? শুনেছি ছাগলে কি না খায়! কুকুরেও কি তাই!'

ডাক্তার বললেন, 'রেডিও খেয়েছে বললে ওই মূক জন্তুটির প্রতি অবিচার করা হবে। আসলে আপনার কুকুর

www.BanglaBook.org

গিনিপিগের ক্যাপসুলে একটি ছোট সেট গিলে ফেলেছে। চিবিয়ে ফেললে অসুবিধে ছিল না। গিলে ফেলায় সেটটির কর্মশক্তি অটুট আছে। এবং দীর্ঘকাল তাই থাকবে। এবং—'ডাক্তার এই এবং দিয়ে এমন একটা পরিস্থিতি তৈরী করলেন যার অর্থ—বোঝো বাছা কত ধানে কত চাল!'

ভদ্রলোক করুণ মুখে ডাক্তারের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বললেন, 'একটা কিন্তু ভাল হবে। সারাদিন ঘেউ ঘেউ না করে হাঁ করলেই বিবিধ ভারতী বেরোবে। কি মজা, কি মজা।' কুকুরের মালিকের শিশুর মত আনন্দ দেখে পরেশ আহ্লাদে আটখানা। থাকতে না পেরে বলেই ফেললে, 'কুকুরটা আপনার বহুব্রীহি সমাস হয়ে গেল, কুকুরও যে রেডিও ও সে—ইজ ইকোয়াল টু রেডিও কুকুর বা কুকুর রেডিও।' নবেন্দু পরেশের পাণ্ডিত্য থামিয়ে দিল।

আমার মত নবেন্দুর মাথাতেও নানা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। কিভাবে গিনিপিগগুলো ফিরে এল আপনা আপনি, কুকুরটাই বা দৌড়ে এল কেন? বুদ্ধি দিয়ে তো এর ব্যাখ্যা করা চলে না। পায়েড পাইপার অফ হ্যামলিনে অবশ্য পড়েছি, বাঁশী বাজিয়ে সমস্ত ইঁদুর বের করে আনার কথা। সেখানে সুর ছিল, সুরের আকর্ষণ ছিল, কিন্তু এখানে? শব্দ নেই, সুর নেই, চুপচাপ আমরা শোক প্রস্তাব নেবার ভঙ্গীতে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম আর চোখের সামনে ঘটে গেল অত্যাশ্চর্য ব্যাপার! নবেন্দু প্রশ্নটা চেপে রাখতে পারল না। 'কি করে কি করলেন আমাদের একটু বুঝিয়ে দিন!'

ডাক্তার ডানহাতের একটা আঙুল উঁচু করে বললেন, 'বলব, বলব, সময় মত সব বলব; তার আগে এই কুকুরটা বিদায় করি। তা না হলে এই কুকুরও আমাদের নিয়ে যেতে হবে নবেন্দু।'

'নিয়ে যাবেন', কুকুরের মালিক যেন হাতে চাঁদ পেলেন। 'বেশ তো, বেশ তো, যান না নিয়ে, এই চেন আর বগলস সুদ্ধই নিয়ে যান, আমার কোনো আপত্তি নেই। এই প্যাকেটটাও আমি ফ্রী দিয়ে দিচ্ছি?' ভদ্রলোক পকেট থেকে ডগবিস্কুটের একটা প্যাকেট বের করলেন। কুকুরকে শান্ত করার জন্যে এইমাত্র হয়তো কিনেছিলেন। ডাক্তার ল্যাংকে ছেলে ভোলাবার মত

www.BanglaBook.org

করে ভুলিয়ে-ভালিয়ে দামড়া একটা অ্যালসেশিয়ান গছাতে চান আর কি!

ডাক্তার বললেন, 'কোন প্রয়োজন নেই, আপনার কুকুর আপনারই থাকবে। আমার সংগ্রহে পঁচাত্তর রকমের দুশো একটা কুকুর আছে। কয়েক বছরের মধ্যেই চারশো চারটে হবে। আমার কুকুর নিবাসে আপনার এই আনট্রেন্ড কুকুর চলবে না।'

'মাই গড!' ভদ্রলোক বড় বড় চোখ করে বারো নম্বর প্লাটফর্মের ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে নিজের মনেই বললেন, 'টু হান্ড্রেড ওয়ান এন্ড ফোর হান্ড্রেড ফোর!' তারপর হালভাঙা নাবিকের মত করুণ অসহায় গলায় বললেন, 'একে নিয়ে যাবো কি করে, থেবড়ে বসে আছে খাঁচার সামনে। একে সামলাবো কী ভাবে!'

'সে ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি। ডোন্ট ওয়ারি। সুড়সুড় করে মুষিকের মত এই বিটকেল কুকুর আপনার পেছনে পেছনে বাড়ি চলে যাবে।' ডাক্তার এই কথা বলতে বলতে কোটের ডান পকেট থেকে ছোট্ট একটা স্প্রেয়ার শিশি বের করলেন। শিশিটা দেখে ভদ্রলোক একটু ভয় পেলেন মনে হল। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন তার আগেই ডাক্তার সিঁ সিঁ করে খানিকটা আরক ভদ্রলোকের গায়ে ছিটিয়ে দিয়েছেন। অদ্ভুত একটা গন্ধ! সেন্টের সুবাস নয়। কেমন যেন একটা গন্ধ, একটা কুকুর-কুকুর গন্ধ।

'একি করলেন?' ভদ্রলোকের অভিযোগের গলা।

'কিছুই করিনি, কিছুক্ষণের জন্য আপনাকে কুকুর করে দিলুম।' ডাক্তার অমায়িক হেসে পিঠ চাপড়ে দিলেন, 'নাও ইউ আর এ ডগ স্বভাবে নয়, গন্ধে! শত চেষ্টা করলেও স্বভাবে কুকুর হতে পারবেন না। কুকুরের মত অত গুণ মানুষের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়। যান, এবার আস্তে আস্তে বাড়ি চলে যান। বাট বি কেয়ারফুল।'

'কেন, কেয়ারফুল হতে বলছেন কেন?'

'কেয়ারফুল হতে হবে এই কারণে, রাস্তায় নিশ্চয়ই আরো অনেক কুকুর আছে!'

www.BanglaBook.org

'তা নেই! শিবপুরের রাস্তায় নেড়ী কুকুরের ছড়াছড়ি। অনবরতই লটাপটি ঝগড়া।'

'তবেই বুঝছেন কেন সাবধান হতে বলছি। মানুষ যেমন চোখ দিয়ে মানুষ চেনে, কুকুর চেনে ঘ্রাণ দিয়ে। নবেন্দু, সেই ছড়াটা কি?' নবেন্দু সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'রতনে রতন চেনে ভাল্লুকে চেনে শাকালু।' ডাক্তার বললেন, 'তোমার আই কিউ তো খুব ভাল, ভেরি গুড। তোমার ওই ছড়াটাকে একটু অন্যরকম করে দিই কেমন? কুকুরে কুকুর চেনে, ভৃত্য চেনে মনিব। পরেশ, ইংরেজী কর দেখি!'

পরেশ এতক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে একঝুড়ি কলার দিকে তাকিয়ে অল্প অল্প ঢোঁক গিলছিল, চমকে ফিরে তাকাল হঠাৎ যেন ধরা পড়ে গেছে! আসলে মনে মনে পরেশ কলা খাচ্ছিল। প্রশ্নটা পরেশের কানেই ঢোকেনি। ডাক্তার বিরক্ত হয়ে বললেন, 'এতক্ষণ ছিলে কোথায়, কোন্ জগতে শুনি?'

'ও ছিল কলার জগতে'—না বলে পারলুম না।

'কলা? মানে আর্ট?' ডাক্তার বেশ অবাক হলেন।

'মানে প্ল্যানটেন, ওই যে ঝুড়িতে, বড় বড় সবুজ।'

'আই সি, আই সি, বানানা, বেবুন লাইক ইনস্টিংকট।' হৈ হৈ করে হেসে উঠলেন। 'যাক, ইংরেজীতে আর দরকার নেই, খুব হয়েছে, নাও লেট আস মুভ।' ডাক্তার গিনিপিগের খাঁচাটা হাতে তুলে নিলেন। সামনে জিভ বের করে বসে থাকা অতবড় একটা কুকুরকে একটুও ভয় করলেন না।

ভদ্রলোক একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করলেন, 'তা হলে আমি!'

'আপনিও এবার বাড়ীমুখো। একটু সাবধান, আপনার সামনে সামনে চলবে আপনার কুকুর, পেছন পেছন আরো গোটা-কতক অনুসরণ করতে পারে, প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে কামড়াকামড়ি করতে পারে। ভয়ের কি আছে? হাসপাতাল আছে, তলপেটে ইনজেকসানের ব্যবস্থা আছে। নিয়ে নেবেন চোদ্দটা কি চব্বিশটা।' দ্বিতীয় কোনো কথা না বলে ডাক্তার হন হন করে এগিয়ে চললেন ইয়ার্ডের দিকে। ডাক্তার যখন বেশ কিছু দূর এগিয়ে

www.BanglaBook.org

গেছেন নবেন্দু চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল, 'আমরা, আমরা তা হলে যাই।'

'তোমরা, তোমরা আমার অতিথি হতে পার।' ডাক্তার পা দুটো অল্প ফাঁক করে আমাদের দিকে ফিরে তাকালেন, 'চলে এস, চলে এস, কাম অন মাই বয়েজ। ইয়ার্ডে অপেক্ষা করছে আমার সেলুন কোচ, প্রচুর জায়গা, প্রচুর খাবার, অনেক বিস্ময়, অনেক প্রশ্ন, অনেক উত্তর।'

প্রফুল্লদা ফিসফিস করে বললেন, 'অচেনা লোকের সঙ্গে যাবে খোকাবাবু! লোকটা বড় সাংঘাতিক। কি বলতে কি করে দেবে।' প্রফুল্লদা এত আস্তে বললেন—অতদূর থেকে এই ব্যস্ত কলরবময় প্লাটফর্মে ডাক্তারের শুনতে পাবার কথা নয়। ডাক্তার কিন্তু হাত নেড়ে বললেন, 'আর অচেনা নেই। অনেকক্ষণ আমাদের পরিচয় হয়ে গেছে। লোক আমি সাংঘাতিক, তবে ছেলেধরা নই; আমি একজন বিজ্ঞানী। নবেন্দু, আসতে চাও তো চলে এস তোমার দলবল নিয়ে। তোমরা না অ্যাডভেনচারের সন্ধানে বেরিয়েছো!' ডাক্তার মিলিটারী কায়দায় ঘুরে দাঁড়িয়ে সোজা সোজা পা ফেলে এগিয়ে চললেন।

নবেন্দু বললে, 'আমি যাবই। তোমার ভয় থাকলে বাড়ি ফিরে যেতে পার।' অত দূরে ডাক্তার অথচ কানের পাশে গুনগুনে মাছির মত গলা শুনলুমঃ 'এই তো চাই, সাবাস নবেন্দু! উপনিষদে পড়েছো না, "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য।" দুর্বল হলে, ভীরু হলে জীবনের কাছ থেকে কিছু পাওয়া যায় না।'

খাতার পাতায় যেমন পাশাপাশি অজস্র লাইন থাকে, হাওড়ার রেল ইয়ার্ডে ঠিক সেই ভাবে পাশাপাশি পাতা আছে ইস্পাতের সরল রেখা, বাঁকা রেখা। পরেশের খাতার জ্যামিতির হিজিবিজির মত। মাঝে মাঝে রোদে ঝলসে উঠছে। সময় সময় আপনা-আপনিই লাইনে লাইনে খটখটাস করে জোড়া লেগে যাচ্ছে। কী যে সব কাণ্ড হচ্ছে বোঝার উপায় নেই। দূর থেকে দেখতে ভালই লাগে। মাঝে মাঝে এক একটা লাইন ধরে এক একটা বগি আপন মনে নিরুদ্দেশে চলেছে।

ডাঃ ল্যাং উঁচু প্লাটফর্ম থেকে তিড়িং করে লাফিয়ে লাইনে

www.BanglaBook.org

নামলেন। জোড়া রেল লাইন পেরোতেই বুক কেঁপে যায় আর এতো জোড়া জোড়া লাইন। আমাদের দিকে না তাকিয়েই পেছন দিকে হাত নেড়ে বললেন, 'কাম অন বয়েজ।' নবেন্দুর দেখাদেখি আমরাও পটাপট লাফ মারলুম। পরেশটা ভয়ে দোনামনা করছে।

'কী রে আয়? যাবি না?'

'যদি কাটা পড়ি!'

'পড়লে আমরা সবাই একসঙ্গে পড়বো। ভাবিসনি, ঝাঁপিয়ে পড়। ভাবলেই মরবি। টকা-টক লাইন পেরিয়ে চলে আয়। ওই দেখ ওরা কত দূরে চলে গেছে।'

শুকনো মুখে পরেশ একবার তাকিয়ে দেখল। লাল একটা বগি দূরে আপন মনে গড়িয়ে চলেছে। সাঁতার না জানা ছেলের মত পরেশ ইয়ার্ডে লাফিয়ে পড়ল। এপাশে ওপাশে ছোটো ছোটো কেবিন। দোতলাটা কাঁচের। জাহাজের কাপ্তেনের ঘরের মত। বুক পর্যন্ত একটি করে লোক কি কলকাঠি নেড়ে চলেছে! সারাদিন লাইনে লাইনে জোড়া ল্যাগানোর খেলা। দূরে একটা ট্রেন ঢুকছে। কেন্নোর মত গুটিগুটি এঁকে বেঁকে। কোন লাইনে আসবে কে জানে। ডাঃ ল্যাংই আমাদের ভরসা, আমাদের গাইড। জোড়া জোড়া লাইনের মাঝে মাঝে ঘাসে ঢাকা জমি। মাটির ফুটখানেক ওপর দিয়ে সারি সারি তার চলে গেছে। একটু অন্যমনস্ক হলেই ল্যাং খেয়ে আছড়ে মরতে হবে। পরেশ আর একটু হলেই পড়ে মরছিল। আমার কাঁধে ভর রেখে সামলে গেল।

একটু দূরেই একটা সাদা ধবধবে বগি দাঁড়িয়ে। চারপাশে নীল সুন্দর বর্ডার। সমস্ত জানালার শাটার বন্ধ। কাচের গায়ে ঝাপসা হয়ে আছে যেন ভোরের কুয়াশা। মনে হল, ডাঃ ল্যাং ওই দিকেই চলেছেন। উনি যে কত দ্রুত হাঁটতে পারেন! এক ফুট দেড় ফুট উঁচু তারের রেখা শিশুর মত লাফিয়ে অতিক্রম করে যাচ্ছেন। কিছুই না যেন, খেলা। নীল বর্ডার দেওয়া সাদা ধবধবে বগিটা যেন রহস্যের মত ইস্পাতের ঝকঝকে জোড়া লাইনে অক্ষরের মত দাঁড়িয়ে। ভেতরে হিম কুয়াশা। প্রফুল্লদা আরো

www.BanglaBook.org

একবার ফিসফিস করে বললেন, 'ব্যাপারটা ভাল ঠেকছে না হে। বগিটার রং দেখেছো! এই রকম রঙের বাক্সে বরফের চাঙড়ার ওপর মৃতদেহ শুইয়ে রাখে। আমি বহুদিন স্বপ্নে এই রকম গাড়ি দেখেছি। ভেতরে বরফের গুহা, বিশাল একটা সাদা ভাল্লুক নখ দিয়ে আঁচড়ে আঁচড়ে একটা শরীরের খানিকটা পা বের করে ফেলেছে। পা-টা মোমের মত সাদা।'

প্রফুল্লদার কথা শুনে পরেশ লাইনের ওপর দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ছুটে পালাতে যাচ্ছিল ভয়ে। প্রফুল্লদা খপ করে হাত চেপে ধরলেন। আর ঠিক সেই সময় পাশের লাইন দিয়ে একটা দূর পাল্লার ট্রেন দিক্‌বিদিক কাঁপিয়ে স্টেশনের দিকে চলে গেল। হাওয়ার ঝাপটায় চুল পোশাক এলোমেলো হয়ে গেল। ডাঃ ল্যাং তিরস্কারের গলায় বললেন, 'মানুষ ভয়েই মরে, বুঝলে পরেশ চন্দ্র। ভয়টা কিসের শুনি?' পরেশ নিজেকে বাঁচাবার জন্য বেমালুম বলে দিল, 'প্রফুল্লদা বললেন, ওই সাদা বগিটার মধ্যে বরফের চাঙড়ায় ডেড বডি শোয়ান আছে।'

ডাঃ ল্যাং হো হো করে হেসে উঠলেন। হাসতে হাসতেই পকেট থেকে সিগারেট বাক্সের মত ছোট্ট একটা বাক্স বের করলেন। বাক্সটার গায়ে টেলিফোন ডায়ালের মত ছোটো একটা গোল চাকা লাগানো। চাকাটা বার কতক ঘোরালেন। সঙ্গে সঙ্গে বগিটায় ঢোকার দরজা চিচিং ফাঁকের মত দুপাশে শব্দ করে সরে গেল। সেই ভীষণ গরমেও একটা হিম ঠাণ্ডা বেরিয়ে এসে আমাদের কাঁপিয়ে দিল।

সাইবেরিয়ার ভাল্লুক

কেটে রাখা রেলের কামরার ভেতরটা নীল, ভোরের কুয়াশা ঢাকা আকাশের মত ঝাপসা। দরজা খুলে যেতেই কে একজন দু পাশে হেলে দুলে এগিয়ে এল। বিশাল দরজা জোড়া চেহারা। কে রে বাবা কোনো পালোয়ান নাকি ডাঃ ল্যাং বললেন, 'আলি,

www.BanglaBook.org

মিট মাই ফ্রেন্ডস।' আলির মুখে এই মোটা একটা চুরুট। গল গল করে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। গায়ে যেন একটা সাদা ফারের কোট পা পর্যন্ত নেমে এসেছে। আলি হাত বাড়িয়ে দিল করমর্দনের জন্যে। সামনেই নবেন্দু। তাকেই আগে শেকহ্যান্ড করতে হবে। ওই হাতের সঙ্গে হাত মেলাতে ভয় হবারই কথা। কালো ভাল্লুক রাস্তায় দেখেছি ভাল্লুক নাচওলা যখন নাচাতো। এ একেবারে সাদা। নবেন্দু হাতে হাত মেলালো। আলি চুরুট মুখেই হুম হুম করে দু বার শব্দ করল। চিড়িয়াখানায় শিমপাঞ্জিকে চুরুট খেতে দেখেছি। ভাল্লুকও চুরুট খায়! গ্যালোস দিয়ে প্যান্ট পরে! দু পায়ে দাঁড়ায়! এমন ঘটনা সার্কাসেও দেখি নি। ভাল্লুকের সঙ্গে হাত মেলাতে হবে ভেবে পরেশ আমাকে জড়িয়ে ধরে ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলল। 'তোরা আমাকে বাড়ী রেখে আসবি চল; ওর সঙ্গে এক কামরায় যাওয়ার মানে জানিস তুই! এক এক ঘাবলা করে আমাদের সব ক'টাকে খেয়ে শেষ করে ফেলবে। ওরে, আমি বাঁচতে চাই। বিশ্বাস কর, এবার থেকে খুব মন দিয়ে লেখাপড়া করব।'

আমাকে কিছু বলতে হল না। ডাক্তার পরেশের কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'আবার ভয়! জানো, সাইবেরিয়ার এই আলির স্বভাব মানুষের চেয়ে অনেক ভাল! অনেকটা দেবতার মত। মাছ, মাংস, ডিম ছোঁয় না। মধু, দুধ, ফল ভেজিটেবিল খায়। ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে চুরুট খায়, গান শোনে। মাঝে মাঝে আইসক্রিম খায়। সময় সময় একটু নাচে। গেট ইন বয়েজ! আর মাত্র আধ ঘন্টা সময় আছে। তারপর মেন লাইনের ট্রেনের সঙ্গে এই বগি জুড়ে যাবে। তারপর? তারপর বলতে পার কি হবে নবেন্দু?

নবেন্দু বললে, 'যাত্রা হবে শুরু।'

আমরা একে একে সেই শীতল সুন্দর ঘরে ঢুকে পড়লুম। ইতিমধ্যে ডাক্তার আমাদের গরম জামা পরিয়ে দিয়েছেন। কোথা থেকে একটা সিঁ সিঁ শব্দ বেরোচ্ছে। আলি আরাম-কেদারায় বসে আছে। মনে হচ্ছে পরেশের দিদিমা শীতের দুপুরে গায়ে

www.BanglaBook.org

সাদা কম্বল জড়িয়ে দেশের দাওয়ায় বসে ফোকলা মুখে পরেশের মার থেঁতো করে দেওয়া পান চিবোচ্ছে আয়েস করে।

আলি

আমরা সবাই বেশ গুটিসুটি বসেছি। ট্রেন তখন চলতে শুরু করেছে। ডোরাকাটা একটা ক্যাম্প-চেয়ারে আলি বসেছে। শিমপাঞ্জি মানুষের মত অনেক কিছু করে শুনেছি, ভাল্লুক যে তার ওপরে যায়, না দেখলে বিশ্বাস হতো না। সারা কামরায় গোল চৌকো হরেক রকমের কাঁচের পাত্র। প্রত্যেকটা পাত্রেই নানা ধরনের প্রাণী। কয়েক রকম সাপ, বিষাক্ত বিছে, যেমনি লাল তেমনি চওড়া, গিরগিটি, টিকটিকি। এক গাদা খাঁচা, খাঁচায় পাখি আছে, কাঠবেড়ালীর মত অদ্ভুত সুন্দর এক ধরনের প্রাণী, গায়ে সিল্কের জামা। সত্যি কথা বলতে কি, বেশ ভয় ভয় করছে। সাপ আর বিছেরা যদি হঠাৎ বেরিয়ে আসে কাচের জার ভেঙে তাহলে আর রক্ষে থাকবে না।

পরেশ ফিস ফিস করে বললে, 'ভীষণ শীত করছে রে।'

—'শীত করছে?' ডাক্তার অপরাধীর মত মুখ করে বললেন। 'তোমাদের কষ্ট হচ্ছে তাই না! আমার কিন্তু শীত করছে না।'

আলি ভরাট গলায় হেসে উঠলো। ভাবখানা এই—রে বালক, এই তোদের মুরোদ! এই শীতেই শীত।

ডাক্তার বললেন—'আচ্ছা দাঁড়াও, আমি তোমাদের গরম করে দিচ্ছি। ওয়ান, টু থ্রি। তোমাদের ঘাম বের করে ছেড়ে দিচ্ছি। সব চোখ বুজোও।'

আমরা ভয়ে ভয়ে চোখ বোজালুম। ঘাড়ের কাছে মনে হল ছোট্ট একটা লাল পিঁপড়ে কামড়ালো যেন। সমস্ত শরীরটা মনে হল চাবুকের ঘায়ে জ্বলে উঠলো। ভয়ে চোখ খুলে ফেললুম —'একি করলেন? একি করলেন আপনি!'

ডাক্তার অদ্ভুত শব্দ করে হেসে উঠলেন। যেন ইস্পাতের

www.BanglaBook.org

ঠোঁটের ঠোকাঠুকিতে হাসিটা বেরিয়ে এল। লোকটি কি নিষ্ঠুর! আমাদের কি মানুষ গিনিপিগের মত ব্যবহার করতে চান! আমরা কী ধরা দিয়ে ভুল করেছি! প্রফুল্লদার কথাই কি তাহলে ঠিক! পরেশ গরমে উফ্ উফ্ করতে করতে সোয়েটার খুলে ফেলেছে।

নবেন্দু সন্দেহের চোখে ডাক্তারের দিকে তাকাচ্ছে। মনে হয় আমি যা ভাবছি নবেন্দুও তাই ভাবছে।

ডাক্তার গৌতম বুদ্ধের ভঙ্গিতে ডান হাতের চেটোটা তুলে বললেন—'মাভৈঃ। আমি কিছু করিনি, শুধু—' ডাক্তার শুধু বলে রহস্যজনকভাবে চুপ করে গেলেন। নবেন্দু অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'শুধু কি!'

ডাক্তারের চোখ দুটোয় দুষ্টুমি।—'শুধু কি! বলবেন তো!' নবেন্দুর তাগাদা।

শুধু এইটা তোমাদের ঘাড়ের কাছে একটা শিরায় পুট করে একটু ফুটিয়ে দিয়েছি। অল্প একটু।

ডাক্তারের হাতে বাবলা কাঁটার চেয়ে সরু কালো একটা হুলের মত জিনিস।—জিনিসটা কি! জিনিসটা কি বলবেন তো!—অবশ্যই বলবো। তার আগে বলো তোমাদের এখনো কি আগের মত শীত করছে?

শীত! আমরা সমস্বরে বললুম, কোথায় শীত! এখন রীতিমত ঘাম বেরোচ্ছে! ডাক্তার শব্দ করে একটু হাসলেন। দেখছো তাহলে শীত আর গ্রীষ্ম জিনিসটা কত আপেক্ষিক! শরীরের বিশেষ একটা অবস্থা মাত্র। আমি হিমালয়ের বরফে কত সাধু সন্ন্যাসী দেখেছি যাঁরা সম্পূর্ণ খোলাগায়ে তুষার-ঝঞ্ঝার মধ্যে নির্বিকার ধ্যানে বসে আছেন। সূর্য তখনো ভাল করে উঁকি দেয়নি গোমুখীর বরফ গলা জলে মহানন্দে স্নান করছেন। কেমন করে সম্ভব হয় এ সব!

কেমন করে! আবার আমাদের সমস্বরে প্রশ্ন।

মন। মন। বুঝেছো নবেন্দু, বুঝেছো পরেশ। মনের খেলা। আমাদের মস্তিষ্কের যে অংশে শীত গ্রীষ্ম, ব্যথা বেদনার বোধ, সেটার ওপর প্রভুত্ব করতে জানলে মানুষ আর মানুষ নয়,

www.BanglaBook.org

সে রাজা, সে তখন দেবতা, অতিমানব। এই প্রভুত্ব দু ভাবে করা যায়, এক কৃত্রিম উপায়ে, দুই, যোগের সাহায্যে। সেই গল্পটা তোমরা নিশ্চয়ই জানো ?

কোনটা ! কোনটা !

প্রচণ্ড শীতের রাত। মুর্শিদাবাদে নবাব সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন লর্ড ক্লাইভ। গরম কোট প্যাণ্ট হোস, মাফলার টুপি পরেও গঙ্গার হু হু হাওয়ায় ক্লাইভ সাহেব কাঁপছেন। নবাব সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন, ফিন্‌ফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি পরে পান চিবোতে চিবোতে। ঠোঁটের ওপর বিন্দু বিন্দু ঘাম। একজন শীতে কাঁপছেন আর একজন ঘামছেন। রহস্যটা কি ! রহস্য হল পান !

পান ! আমরা চেঁচিয়ে উঠলুম। আলি খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে উঠলো।

ইয়েস মাই বয়েজ, পান। এক খিলি পানের দাম এখনকার দিনের একশো টাকার সমান। মুক্তাভস্ম দিয়ে সাজা। তোমাদের কলকাতার ছাতুবাবু-লাটুবাবুর গল্প জানো ?

না।

অনেকটা একই রকম। তখন কলকাতায় হাড়-কাঁপানো শীত পড়তো। সেই শীতের রাতে দু ভাই ছাতু আর লাটু খোলা গায়ে ছাদে পায়চারি করতেন আর বলতেন, উফ্ বেজায় গরম, বেজায় গরম ! না, মুক্তাভস্ম নয়। মুরগির মাংস। প্রথমে একটা মুরগিকে গোখরো সাপের ছোবল মারানো হত। সেই মুরগির রক্ত ইঞ্জেকসান করা হত আর একটাকে। সেটার রক্ত আর একটাকে। এইভাবে শেষ যে মুরগিটা বেঁচে যেত সেটাকে কেটে কাবাব করে দু ভাই খেতেন। আর গরমে তাঁদের রক্ত টগবগ করে ফুটতো।

আমাদের কি হয়েছে !

তোমাদের কেসটা অন্য। তার আগে দেখি পিঁপড়ে সম্পর্কে তোমাদের কার কি জ্ঞান। বল তো পৃথিবীতে ক'জাতের পিঁপড়ে আছে ?

সুড়সুড়ি, লাল গোঁদো, ডেঁও, কাঠ।

www.BanglaBook.org

উত্তরটা বড় ভাসা ভাসা হল হে। তবে শোনো, সারা পৃথিবীতে ছ হাজারেরও বেশি জাতের পিঁপড়ে আছে। সবই হয়তো মোটামুটি একরকমের দেখতে, কোনো জাতের পিঁপড়ে আকৃতিতে বড়, কোনো জাতের পিঁপড়ে ছোট অথবা মাঝারি। সামাজিক জীব। এরা হল হাইমেনোপেটেরা জাতীয় কীট। পৃথিবীর সর্বত্র এদের পাবে। মরুভূমিতে, সুমেরু কিম্বা কুমেরুতে, বর্ষার বনভূমিতে, শহরে, নগরে। এরা নিজেদের কলোনিতে দল বেঁধে থাকে। আমাদের সমাজের মত এদের সমাজেও জাতিভেদ আছে, শাসনব্যবস্থা আছে। এক একটা কলোনিতে পাবে—রাণী, পুরুষ আর শ্রমিক পিঁপড়ে। রাণী হলেন আকৃতিতে সবচেয়ে বড়। এনার আবার ডানা আছে। পুরুষ পিঁপড়েরা রাণীর চেয়ে আকৃতিতে ছোটো। এদেরও ডানা আছে। যে কোনো কলোনিতে শ্রমিক পিঁপড়ের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি আর এদের ডানা নেই।

নবেন্দুর মনে হয়, কিছু প্রশ্ন ছিল। উসখুস করছিল। ফাঁক পেয়েই প্রশ্ন করল, শীত গ্রীষ্মের কথা থেকে পিঁপড়ের কথা আসে কি করে?

আসে আসে। কেন আসে আর একটু ধৈর্য ধরলেই বুঝতে পারবে। এখন শোনো, আর একরকম পিঁপড়ে আছে এদের বলা হয় অ্যাণ্টলায়ন বা সিংহ-পিঁপড়ে। এরা হলো নিউরোপটেরা প্রজাতির কীট। সিংহ-পিঁপড়ে থাকে শুকনো বালি বালি জায়গায়। অতি সাংঘাতিক প্রাণী হে। তেমনি বুদ্ধিমান। এরা কি করে জানো, চমৎকার ফাঁদ পেতে অন্যান্য পোকামাকড় ধরে। বালিতে ফানেলের মত গর্ত করে তলায় ঘাপটি মেরে বসে থাকে। গর্তের গা বেয়ে হড়কে এই সব পোকা সোজা তলায় চলে আসে। তারপর যেই গা বেয়ে বাইরে পালাবার চেষ্টা করে সিংহমশাই তখন প্রবল বিক্রমে বালির বন্দুক ছুঁড়তে থাকে নিজের মাথা দিয়ে। সেই বালির মেশিনগানে ঘায়েল হয়ে বেচারা চিৎপাত হয়ে পড়ে, তখন সিংহমশাই মহানন্দে তার রক্ত-শুঁড় দিয়ে পোকাটির প্রাণ-রস শুষে নিয়ে খোলসটি গর্তের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। সাধারণ পিঁপড়ের যম এই সিংহপিঁপড়ে।

এইবার শোনো আগুনে পিঁপড়ের কথা যার ইংরাজী নাম

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফায়ার অ্যাণ্ট। ফায়ার অ্যাণ্ট বলার সঙ্গে সঙ্গে আলি পটাপট করে হাততালি দিয়ে উঠলো। এরা আসলে দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসী। এদের দংশনে শুধু জ্বালা নয়, মারাত্মক বিষক্রিয়ায় মৃত্যু পর্যন্ত অস্বাভাবিক নয়। তোমরা পিঁপড়ের ঢিবি হয়তো দেখেছো। আগুনে পিঁপড়ের ঢিবি দেখোনি! তিন থেকে চার ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়। শক্ত পাথরের মত। যে জমিতে এই ধরনের ঢিবি দেখা যায় তার ধারে-কাছে ভয়ে কেউ যেতে চায় না। চাষ করার চেষ্টা তো দূরের কথা। গোটা কতক পিঁপড়ে যদি তোমাদের এখন কামড়ায়, মিনিট পনের লাগবে তোমাদের শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করতে। দক্ষিণ আমেরিকায় প্রতি বছর বহু পশু পাখি, এমন কি মানুষের বাচ্চা এই আগুনে পিঁপড়ের কামড়ে মারা পড়ে। আমি কিছুই করিনি, কেবল তোমাদের ঘাড়ের কাছে বিশেষ একটি নার্ভে টুক করে একটু ফুটিয়ে দিয়েছি। —কি ফুটিয়ে দিয়েছেন? আমরা একসঙ্গে সকলে ভয়ে চিৎকার করে উঠলুম। পরেশটা একেই ভীতু; আরো যেন কেমন হয়ে গেল। মনে হলো এক্ষুণি যেন মারা যাবে।

ডাঃ ল্যাং পকেট থেকে গোল চ্যাপ্টা মত একটা কৌটো বের করলেন। অনেকটা জর্দার কৌটোর মত। ঢাকনায় ছোটো ছোটো গোল গোল অজস্র ফুটো। ঢাকনাটা খুলে ফেলে কৌটোটা সামনের টেবিলে যেমনি রাখতে গেলেন, ট্রেনটা হঠাৎ ঝাঁকুনি দিয়ে উঠলো আর কৌটোটা ছিটকে কামরার মেঝেতে পড়ে গেল। এক ঝলকে যেন দেখলাম ঠিক লালও নয় কালোও নয় একটা পোকার মত কি খড় খড় করে একটা আসনের তলায় গিয়ে ঢুকলো। ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে বললেন—কেয়ারফুল মাই বয়েজ, ডেঞ্জার ডেঞ্জার। সবাই আসনের ওপর উঠে দাঁড়াও, প্যাণ্টের ফোল্ডে আর শরীরের পেছন দিক সামলাও। সুড় সুড় করলেই জোরে ঝাড়া দাও। ও ভেরি ডেঞ্জারাস। ওটাকে পাকড়াও না করা পর্যন্ত এই কামরা বড়ই বিপজ্জনক। সঙ্গে সঙ্গে পরেশ 'ওরে বাবারে' বলে একটা লাফ মেরে আলির কোলে গিয়ে ছিটকে পড়ল।

লখিয়ারা সন্ধ্যের দিকটা বাংলোর হাতায় বড় পিপুল গাছটার নিচের কোয়ার্টারে থাকে। এলোমেলো খাটিয়া ছড়ান। একটা ওর

www.BanglaBook.org

বাবার একটা ওর মায়ের। লখিয়ার বাবার বাতের অসুখ। সারা-দিনের খাটুনির পর এই সময়টা তার একটু আরামের। লখিয়া তখন মস্‌মস্‌ করে গা হাত পা টিপতে থাকে আর বকবক করে বকে। মাঝে মাঝে আবার বাবাকে বকে দেয়। লখিয়ার বাবার যেন কত অপরাধ! মেয়ের কাছে বকুনি খেতে খেতে বুড়োর জীবন যায়! সে কেবল ঘুমজড়ানো চোখে বলতে থাকে—হাঁরে বিটিয়া, হাঁরে বিটিয়া!

মায়ের কাঁপা কাঁপা গলার ডাক শুনে লখিয়া যেই উত্তর দেয়—আতা হ্যায় মায়ী, বাবা অমনি হুপ করে রান্নাঘরে লাফিয়ে পড়েন। মা অমনি আমাকে জাপটে ধরে উ করে উঠতেন। বাবা হাসতে হাসতে বলতেন—ম্যাডাম এই তোমার সাহস! আমাকে বলতেন—তোর ব্যাটা কোন সাহস নেই, শিকারী হবি কি নিয়ে। বাপকো বেটা সিপাহীকো ঘোড়া, কুছ নেহি হ্যায় তো থোড়া থোড়া।

কোথায় গেল আমার সেসব দিন! জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে রেলের নতুন লাইন পাতা হচ্ছে। ওই সময়টা বাবাকে ক্যাম্পে থাকতে হত। একদিন রাতে আদিবাসীরা কি কারণে জানা নেই ক্যাম্পের ওপর চড়াও হয়ে তীর চালাতে শুরু করল। বাবা আহত হলেন। স্পেশাল ট্রেনে শহরে আনার আগেই বাবা মারা গেলেন। সন্ধ্যে হয়ে এলেই আমার বাবার কথা মনে পড়ে। হাফ প্যান্ট, হাঁটু অবধি মোজা, হাফ সার্ট, মাথায় শোলার হ্যাট, মুখে পাইপ, এতখানি চওড়া বুক, মোটা হাতের কবজি। হাসলে মনে হত সমস্ত বাড়িটা যেন সুখে কেঁপে উঠছে। মেরে না ফেললে এখনও বাবা বেঁচে থাকতেন।

ট্রেনটা আবার একটা ব্রিজের ওপর দিয়ে যাচ্ছে, গুমগুম করে শব্দ হচ্ছে। পৃথিবীটা আসলে বড় নির্জন জায়গা। বেশীর ভাগই যেন জঙ্গল, পাহাড়, নদী। এই ব্রিজটাও হয়ত কবে কোনদিন বাবাই তৈরী করে গিয়েছিলেন রেলের লোকলস্কর এনে। আসতে আসতে কতগুলো যে ব্রিজ পড়ল! ডাক্তার কি একটা বই পড়ছিলেন, আলির চেয়ারে পা তুলে দিয়ে। বইটা হঠাৎ কোলের ওপর ফেলে দিয়ে আমার দিকে তাকালেন। চোখ

www.BanglaBook.org

দেখে মনে হল বহু দূর অতীতে চলে গেছেন। ঠোঁটের কোণে অল্প একটু হাসি—কিসের দুঃখ। পৃথিবীতে কত কি ঘটে জান। তোমার বাবার মত আমার বাবাও খুন হয়েছিলেন।

আমি অবাক হয়ে গেলুম। আশ্চর্য ব্যাপার! ডাক্তার কি করে আমার মনের কথা বুঝতে পারলেন। অদ্ভুত ক্ষমতা তো! শুনেছি সাধু-সন্ন্যাসীদের এই রকম ক্ষমতা থাকে। জানালার দিকে তাকিয়ে বললেন—আমার বাবা ছিলেন ইংরেজ, আমার মা ছিলেন বাঙালী। যুদ্ধের আগে আমার বাবা খড়গপুরের রেলের কারখানায় জেনারেল ম্যানেজার ছিলেন, মা ছিলেন রেল হাসপাতালের ডাক্তার। আমার জন্ম ওইখানেই। যুদ্ধের পর আমার বাবা আর ইংলণ্ডে ফিরলেন না। বললেন, ভারতে থেকে রোদ ভালবেসে ফেলেছি, চল সিসিলিতে গিয়ে বাকি জীবনটা কাটাই। অলিভগাছ, ভূমধ্যসাগরের সবুজ জল, প্রাচীন ইতিহাস। মা-ও রাজী হয়ে গেলেন। উঃ সিসিলি কি জায়গা! ভারত আমার মাতৃভূমি। ইংল্যাণ্ড আমি দেখেছি। নিজের জন্মভূমির ওপর সকলেরই মায়া থাকে। বাবারও হয়ত ছিল। বাবা যেহেতু ইংরেজদের ওপর ভীষণ চটে গিয়েছিলেন, বলতেন বেনের জাত, সেই হেতু সিসিলিকে যেন জোর করে ভালবেসে ফেলেছিলেন। আমার আর কি বল, আমি তো আর ইংল্যাণ্ডে জন্মাইনি। সিসাল তো আমার ভাল লাগবেই। চোখ বুজলেই আমি আমার কৈশোরের দিন দেখতে পাই। ভূমধ্যসাগরের তীরে ইতিহাস দিয়ে সাজান আমার স্বপ্নের সিসিলি।

নবেন্দু বললে—জানেন, পৃথিবীর নানা দেশ আমার ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করে। আমি যখন বড় হব তখন আমি আপনার মত ভূপর্যটক হয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াবো!

—ভেরি গুড। এরচে ভাল হবি আর কিছু নেই নবেন্দু। দেশ, মানুষ, প্রকৃতি, পৃথিবী যে কত বড় নবেন্দু, এক জীবনে মানুষ দেখে শেষ করতে পারবে না। সিসিলিতে আমার বাবার কেনা বাংলোটা এখনও আছে। সিমেতো নদীর ধারে। আমার মা সেখানে আছেন। বয়স হয়েছে। ডাক্তারি করেন তবে জোর করে কেউ ধরে না নিয়ে গেলে রুগী দেখেন না। ছোটো একটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাগান আছে। সেখানে আঙুর হয়, কমলালেবু পাকে শীতে, পীচ, বাদাম, পেস্তা, পাতিলেবু, ডুমুর, অলিভ গাছ আছে। বাংলোর বারান্দায় বসে মা তাকিয়ে থাকেন পোলোরিতান, নেব্রোদিয়ান, মাদোনিয়ান পর্বতশৃঙ্গের দিকে। মাউণ্ট এটনার নাম শুনেছো তোমরা?

ডাক্তার প্রশ্নটা করে, মোটা একটা চুরুট ধরাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। ট্রেনটা ভীষণ দুলছে। সেই দোলায় আমরাও দুলছি। দুলছে সাপের বেতের ঝুড়ি দুটো। ছোট্ট একটা খাঁচাও দুলছে, যার মধ্যে লাল একটা পাখি ডানায় মুখ গুঁজে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। কখন কখন মুখ তুলে ঠোঁট দিয়ে ডানা চুলকে নিচ্ছে। চুরুট দেখে আলির মাথা খারাপ হয়ে গেছে। নাকের পাটা ফুলিয়ে ফোঁস ফোঁস করে ধোঁয়া নিচ্ছে নাকে। ডাক্তার একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—পাবে পাবে। ডোণ্ট বি ইমপেশেণ্ট। ইউ উইল গেট ইওর শেয়ার।

মাউণ্ট এটনা, কত বড় আগ্নেয়গিরি! আমাদের বাংলোর বারান্দায় বসলে দেখা যেত আকাশের গায়ে উদ্ধত 'মাউণ্ট এটনা'। বিশাল আগ্নেয়গিরি। দশ হাজার সাতশো চল্লিশ ফুট উঁচু। কি তার শোভা! লোহার মত কালো। জ্বালামুখটা যেন খুবলে নেওয়া পুডিং-এর মত। চাঁদিনী রাতে পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবতুম—হে আগ্নেয়গিরি! আর একবার তুমি জেগে ওঠ। অন্ধকার আকাশে মেলে দাও আগুনের লকলকে শিখা। ছিটিয়ে দাও স্ফুলিঙ্গ, ছুঁড়ে দাও আগুনের গোলা। সিসিলি যে কি জায়গা, তোমাদের বোঝাতে পারব না। সিসিলি মাই লাভ! সিসিলি মাই লাইফ!

ভূমধ্যসাগরের সবচেয়ে বড় দ্বীপ সিসিলি। কত বড় জান—ন'হাজার নশো পঁয়ত্রিশ বর্গ কিলোমিটার। মাঝখানটা সমতল। চারপাশে পাহাড়। সিমেতো নদী বয়ে চলেছে কুলুকুলু করে। এই সমভূমির নাম কাতানিয়া। পলি ফেলে ফেলে সমুদ্রের দিকে চলে গেছে। সেখানে আঙুরের বাগানে সিসিলির মেয়েরা বেতের ঝুড়িতে সাবধানে থোকা থোকা আঙুর সাজিয়ে রাখছে। গাছে গাছে হলদে হয়ে আছে পাকা পীচ ফল।

www.BanglaBook.org

বাবার সঙ্গে প্রথম যেদিন পালেরমোতে গেলুম, সেদিনটা আজও আমার মনে আছে। সিসিলির রাজধানী। ইতালীর ষষ্ঠতম শহর এবং বন্দর। সমুদ্র যদি দেখতে চাও নবেন্দু ভূমধ্যসাগরের ধারে দিন কতক থেকে এস। মেসিনার নাম শুনেছ নবেন্দু! আর একটি বড় বন্দর। ১৯০৮ সালের বিশাল ভূমিকম্পে মেসিনা একেবারে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। পৃথিবীর সামান্য একটু গা-ঝাড়া—৭৭ হাজার মানুষের মৃত্যু। সেই শহর, সেই বন্দর আবার গড়ে উঠেছে। হাওয়ায় বিশাল অলিভের পাতা কাঁপছে, জীবন চলছে স্বপ্নের মত, বলা যায় না হঠাৎ কখন এটনা ফুঁসে উঠবে, ভূপৃষ্ঠ একটু কেঁপে উঠবে, সব—সব আবার ভূমিসাৎ! সন্ধ্যেবেলার সিসিলি তুমি ভুলতে পারবে না। সমুদ্রের দিক থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে, ওদিক থেকে আসছে সাহারার শুকনো গরম বাতাস। সে বড় মজার অভিজ্ঞতা! তোমার সব সময় মনে হবে গরম আর ঠাণ্ডা জলের স্রোত ভেঙে তুমি হেঁটে চলেছো। গরম হাওয়া হালকা হয়ে ওপর দিকে উঠছে. তলার দিকে প্রবাহিত হয়ে চলেছে শীতল বাতাস। সাহারার এই গরম বাতাসকে ওদেশে কি বলে জান—'সিরোক্কো'।

ওদেশটা তো আমার মাতৃভূমি নয়, পিতৃভূমিও নয়, তবু এত ভালবেসে ফেলেছিলুম। পালেরমোর বিশ্ববিদ্যালয় কত প্রাচীন জান? ১৭৭৯ সালে প্রতিষ্ঠিত। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি পড়েছি। সেই গ্যারিবলডির দেশে আমার যৌবন কেটেছে। খ্রীষ্টের জন্মেরও আটশ বছর আগে গ্রীকরা এখানে এসেছিল রাজত্ব করতে। গ্রীকদের তৈরী মন্দির, প্রাসাদ, থিয়েটারের ধ্বংসাবশেষ। তাওরমিনায় গ্রীক থিয়েটারের সেই ভগ্নাবশেষে কতদিন চাঁদের আলোয় এক পাগল প্রফেসারকে দেখেছি—সারারাত ঘুরছেন অতীত ইতিহাসের পাতায়। একমাথা সাদা চুল, মুখে নিভে যাওয়া একটা চুরুট। অত্যাচারী দ্বিতীয় হিয়েরোর তৈরী বেদীতে রাতের বেলার সেই বেহালাবাদককে মৃত্যুর শেষ দিন পর্যন্ত মনে থাকবে। কোনও দিনও ভুলতে পারব কি! সমুদ্রের হু হু হাওয়ার ওঠাপড়ায় বেহালার সুর অলিভ অরণ্যের মধ্যে কেঁদে বেড়াচ্ছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এই সিসিলিতেই আমার বাবা খুন হলেন 'মাফিয়াদের' হাতে। মাফিয়াদের সম্পর্কে কিছু জান তোমরা! বিখ্যাত গুপ্তসমিতি। যারা ফ্যাসিস্টদের অত্যাচার আটকাবার জন্যে জীবনপণ করে লড়েছে। হিটলার ও মুসোলিনি চক্রান্তের কিছু কিছু তোমরা নিশ্চয় জান। বাবার ভীষণ মাছধরার নেশা ছিল। মাঝে মধ্যে রাতের বেলাও খাঁড়িতে ছিপ ফেলে বসে থাকতেন।

ইতালির মূল ভূখণ্ড থেকে সিসিলিকে আলাদা করে রেখেছে মেসিনা খাঁড়ি। সামুদ্রিক জীবের সবচেয়ে প্রিয় বিচরণ ক্ষেত্র। ওই মেসিনা স্টেটেই বাবা যেতেন মাছ ধরতে। সঙ্গে থাকত তাঁর প্রিয় কুকুর—অ্যাপোলো। সেদিনটা ছিল শনিবার। ইতালির মানুষ শনিবার সারারাত জেগে থাকে। সপ্তাহের শেষ! শুধু স্ফূর্তি আর উল্লাস। পরের দিনটা তো রবিবার, ভয় কি! সন্ধ্যের মুখে বাবা বেরোলেন। রাতের দিকে সমুদ্রে জোয়ার আসবে। সেই সময় খাঁড়িতে কতরকমের মাছ ঢুকবে—সার্ডীন, টুনা, ম্যাকারেল।

বাবা সাধারণত ভোরের দিকে ফিরে আসতেন। দূর থেকেই আমরা অ্যাপোলোর ঘেউ ঘেউ ডাক শুনতে পেতুম। মাঝে মাঝে বাবার গলা—হেল্প মি অ্যাপোলো, হেল্প মি, ডোণ্ট বি এ নটি বয়! মা অমনি আমাদের বসার ঘরের জানালার সাদা পর্দাটা সরিয়ে সুপ্রভাত জানাতে চাইতেন। পর্দাটা সরালেই বর্ষার ফলার মত রোদ এসে পড়ত ঘরের কার্পেটে।

সেদিন সাতটা বাজল, আটটা বাজল, তবু বাবা ফিরলেন না। মা ঘর-বার করছেন। জানালার পর্দা সরিয়ে বারে বারে দেখে আমাকে এসে বলছেন—কি করা যায়, কি করা যায়! হঠাৎ বহুদূরে যেন অ্যাপোলোর ডাক শোনা গেল। আমরা দুজনেই জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। ঢালু বেয়ে অ্যাপোলো উঠে আসছে—মুখে যেন একটা কি। আরো কাছে এল। মুখে বাবার একপাটি জুতো।

অ্যাপোলোই আমাদের নিয়ে গেল সেই জায়গাটায়। ছিপ, হুইল, খাবারের বাক্স, ফ্লাস্ক চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে। নাইলন নেটে বাবার জীবনে ধরা সবচেয়ে বড় মাছ। পা দুটো জলে,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শরীরটা বালির ওপর, বাবা মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন। পিঠে এতখানি একটা ছোরা ঢুকে আছে। ছোরার সঙ্গে একটা কার্ড —দিস ইউ ডিজার্ভড—মাফিয়া ইউনিট নম্বর সেভেন বাই ওয়ান বাই থ্রি।

সেই দিনটা আমি কোনও দিন ভুলতে পারবো না অপূর্ব। জীবনের সমস্ত স্বপ্ন সিসিলির সেই ভোরে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, বাবা মাফিয়াদের হাতে খুন হয়েছেন এই খবরটা ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সবাই আমাদের ছি ছি করতে লাগল। আমাদের জানা নেই বাবার হয়তো এমন কোনও গুপ্ত জীবন ছিল। গুপ্ত যোগাযোগ ছিল। এই ভুল ধারণাটা তো সহজে পাল্টানো শক্ত। কে বিশ্বাস করবে আমাদের কথা। একে আমরা সবে গিয়ে বসবাস শুরু করেছি। আমাদের অতীতটা কেউ দেখেনি। বর্তমানটাই দেখেছে।

সব দেশের পুলিশই তো সমান। ইতালীর পুলিশ বোধহয় অপদার্থতায় সব দেশকে ছাড়িয়ে যাবে। কিছুই করল না। আসলে করতে পারল না। পুলিশের উৎপাতে অপরাধী অতিষ্ঠ না হয়ে আমরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠলুম। মনে হল আমরাই অপরাধী। শেষে সিসিলি থেকে আমাদের পালাতে হল। সেন্ট সিবাস্তিয়ান চার্চের ক্রিমেটোরিয়ামে, প্রাচীন এক অলিভগাছের তলায় আমার বাবাকে শুইয়ে রেখে আমরা চলে এলুম। সমস্ত জিনিসপত্র যেখানে যা ছিল সব বিলিয়ে দেওয়া হল। বাড়িটা খুব কম দামে এক জেলেকে প্রায় দান করেই দেওয়া হল।

হঠাৎ ট্রেনের স্পিডটা কমে এল। ডাক্তার ল্যাং বললেন, অতীত, বুঝলে নবেন্দু, সকলের অতীতই দুঃখ-সুখের টানা-পোড়েনে বোনা। মন দিয়ে সবকিছু জয় করতে শিখবে। বুঝলে, মন। মনটাই সব। মন হবে সৈনিকের মত। ফরওয়ার্ড মার্চ। কমান্ডার বলেছেন—এগিয়ে যেতে হবে নো লুক ব্যাক। পেছনে তাকাবে না। পরাজিত হয়ে ফিরে আসবে না। পালিয়ে আসবে না। পলাতকের পুরস্কার—কোর্ট মার্শাল।

ডাক্তার হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। ঠিক আটটা বেজেছে। আমাকে অবাক করে দিয়ে আমার ভাবনাটাকেই ডাক্তার বললেন—হ্যাঁ, আটটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বেজেছে। নাও ইট ইজ টাইম ফর ডিনার। তোমরা কেউ চান-টান করবে! নবেন্দু বললে, আমি করব। আমার একটু উপাসনার কাজও আছে।

—ভেরি নাইস। তোমার আছে আমারও আছে। দেন লেট আস অ্যাডজাস্ট। তুমি আগে যাও, চানটা সেরে এসো। ওই নীল কাঁচের দরজাটার ওপাশে চলে যাও। তারপর আমি যাবো। তোমরা কেউ যাবে না?

—হ্যাঁ, আপনারা সেরে নিন। তারপর আমরা একে একে যাবো।

—কিন্তু মনে রেখো নটার মধ্যে আমাদের শেষ করতে হবে। দশটার কিছু পরে আমরা পৌঁছে যাবো।

BanglaBook.org

নীল কাঁচের স্নানঘর

বেশ মজা লাগছিল চলন্ত ট্রেনে 'শাওয়ারের' তলে দাঁড়িয়ে স্নান করতে। আরও ভাল লাগছিল এই কারণে, পুরো স্নানঘরটা গাঢ় নীলরঙের। নীলরঙের মেঝে, দেয়াল, কাঁচ। তার মাঝে সাদা 'বেসীন', ঝকঝকে নিকেলের কলের মাথা। সারাদিনের পর শরীরটা যেন জুড়িয়ে গেল। শাওয়ারটার এত জোর, মনে হচ্ছে মাথা ছ্যাঁদা হয়ে যাবে। পা বেয়ে জল নেমে যাচ্ছে ফ্যানা ফ্যানা হয়ে। সারা বাথরুমে ছড়িয়ে আছে মিষ্টি একটা ফুলের গন্ধ!

স্নান সেরে অস্বচ্ছ নীল কাঁচের দরজা খুলে বাইরে আসতেই মনটা যেন ভরে গেল। অনেক ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে চার্চে গিয়ে এইরকম সংগীত শুনেছিলুম। কখন মনে হচ্ছে সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ছে, কখন মনে হচ্ছে বিশাল অরণ্যে ঝড় বইছে। ডাঃ ল্যাং সাদা একটা গাউন পরে হাঁটু মুড়ে 'নিল ডাউন' হয়ে বসে প্রার্থনা করছেন। বুকের কাছে দুহাতে ধরে আছেন সোনার তৈরী একটা ক্রশ। নবেন্দু অবশ্য পদ্মাসনে বসে আছে

www.BanglaBook.org

আমাদের পরেশচন্দ্র যার জীবনে আহার আর নিদ্রা ছাড়া দ্বিতীয় কোনও সূক্ষ্ম ব্যাপার নেই সেও এই পরিবেশে অন্যরকম হয়ে গেছে। অবাক হয়ে একপাশে বসে আছে চুপ করে। আলি ইজিচেয়ারে চোখ বুজে চুপ করে বসে আছে। আমিও পাশে একটু জায়গা করে নিয়েছি। আমার সেই—ভবসাগর তারণ স্তোত্র এখানে সুরে মিলবে না। তবে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রার্থনা —খণ্ডন ভব বন্ধন জগ—মিলবে মনে হচ্ছে।

কতক্ষণ ওই ভাবে চোখ বুজিয়ে বসেছিলুম বলতে পারব না সময়ের কোনও হিসেব ছিল না। গাউনের খসখস আওয়াজে চোখ মেলতেই দেখলুম, ডাক্তার উঠে দাঁড়িয়ে। গম্ভীর গলায় বললেন—ও খ্রাইস্ট। সংগীতটা তখনও বন্ধ হয়নি। ডাক্তার এগিয়ে গিয়ে টেপ-রেকর্ডারটা বন্ধ করে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কানে এল, ট্রেনের সেই একঘেয়ে শব্দ। লাইনে চাকায় ঐকতান।

ডাক্তার সাদা গাউনটা খুলে ফেলে, গুছিয়ে রাখতে রাখতে জিজ্ঞেস করলেন—কেমন লাগছে তোমাদের ?

নবেন্দু বললে—ভীষণ ভাল লাগছে। এত সুন্দর সংগীত কখনও শুনিনি।

ডাঃ ল্যাঙের মুখে প্রশান্ত হাসি। হাসতে হাসতেই চৌকো একটা বাক্সর সামনের পাল্লাটা খুলে ফেললেন। সমস্ত কামরাটা খাদ্যের সুগন্ধে ভরে গেল। বাক্সটার ভেতরে মৃদু একটা লাল আলো জ্বলছে। সেই ঠাণ্ডা ঘরেও একটা গরম তাপ অনুভব করতে পারছি। ওই চৌকো বাক্সটার ভেতর থেকে খাদ্যের গন্ধের সঙ্গে বেরিয়ে আসছে। ডাক্তার বললেন—নবেন্দু, তুমি আমাকে একটু সাহায্য কর। ওই ফোল্ডিং খাবার টেবিলটা তুমি পেতে ফেল। অপূর্ব, তুমি নবেন্দুকে সাহায্য কর ডিশ, প্লেট, বোলগুলো ঠিকঠাক করে সাজিয়ে। ভাঙবে না, অযথা শব্দ করবে না। খেয়াল রাখবে আমরা চলন্ত ট্রেনে বসে আছি।

মাঝারী আকারের টেবিল। পরিষ্কার ঝকঝকে। বিশেষ বিশেষ কয়েকটা জায়গায় ছোট ছোট গোল খাঁজকাটা। প্রথমটা বুঝতে পারিনি কেন এমন করা। একটু পরেই বোঝা গেল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডাক্তার প্রথমেই স্যুপের বড় জায়গাটা একটা খাঁজে বসিয়ে দিলেন। তলাটা খাপে খাপে বসে গেল। ট্রেন যতই দুলুক পাত্রটা সরতে সরতে পড়বে না। এই ভাবে সবকটা পাত্রই জায়গায় জায়গায় বসে গেল। সব কিছুই মাপে মাপে তৈরি। আলির গলায় বুকের সামনের দিকে ছোটো একটা তোয়ালে বেঁধে দিয়েছেন। তার কোলে স্টেনলেস স্টিলের বাটিতে দুধ পাঁউরুটি। বেশ বড় একটা চামচে। পাশেই এক জোড়া বেশ বড় সাইজের কলা। একটা লাল টকটকে আপেল।

—এত সব খাবার আপনি কখন তৈরি করলেন কাকা?

—কাকা! আ মাই ডিয়ার সন। এতক্ষণে তোমাদের সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক তৈরি হল। আ মাই ডিয়ার সনস্। তোমাদের মত ছেলেরা যে দেশে আছে সে দেশের এত দুঃখ কেন হবে! হবে না। যদিও ভারতটা ঠিক আমার দেশ নয়, তবু এই ভারতের চেহারা আমি পাল্টে দেবো, দেবোই দেবো।

এক হাতে ছুরি, আর এক হাতে কাঁটা ডাক্তার দু'হাত আকাশে তুলে তাঁর প্রতিজ্ঞাটাকে অনেক উঁচুতে তুলে দিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা নামল।

—আঙ্কল, আপনার চোখে জল কেন?

—জল, ইজ ইট? আমি কাঁদছি! সত্যি আমি কেঁদে ফেলেছি। বাট মাই সনস, এ দুর্বলের কান্না নয়। এটা আমার আবেগ, জীবনের অনেক কিছু করতে চাওয়া আর করতে না পারার আবেগ চোখের কোণে জল হয়ে জমেছে। আমি যদি বেঠোভেন, বাক, হ্যাণ্ডেল হতে পারতুম, আমি যদি গ্যালিলিও, কোপার্নিকাস হতে পারতুম, আমি যদি ফ্লেমিং, রাসেল, আইনস্টাইন হতে পারতুম! পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যত সেরা সেরা মানুষ এসেছেন, সব মিশিয়ে যদি নিজেকে তৈরি করতে পারতুম!

—কিন্তু আঙ্কল আপনি যে কত বড় বৈজ্ঞানিক!

—বৈজ্ঞানিক? আমি? আমি সামান্য একটা জোনাকি। আমার বিজ্ঞান কার কি কাজে লেগেছে! তবে, ইয়েস লাগাতে হবে। আমি পৃথিবীর মুখের চেহারা পাল্টে দিতে চাই। এমন সব মন তৈরি করতে চাই, যে মনে সব সময় বেঠোভেনের নাইন্থ

www.BanglaBook.org

সিমফনি বাজছে। যে মন নদী নয়, নালা নয়, নর্দমা নয়। বিশাল সমুদ্র, বিশাল উচ্ছ্বাস, বিশাল ঝড়। আই উইল বি এ মেকানিক অফ মাইণ্ড। নাও নাও, ফুডস আর গেটিং কোল্ড।

ডাক্তার চিকেনের একটা ঠ্যাং ধরে টানাটানি করতে লাগলেন—কী রকম রেঁধেছি বল? হাউ আই কুক? তোমরা একবারও কেউ কিছু বললে না!

আমরা সমস্বরে চিৎকার করে উঠলুম—চমৎকার! চমৎকার!

আলি মহানন্দে একটা কলা ওপর দিকে ছুঁড়ে দিয়েই লুফে নিল। ক্রিকেটার হলে একটা ক্যাচও মিস করত না।

শেষরাত

ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে গেল। কেন ভাঙল! ট্রেনের দুলুনিটা থেমে গেছে। চলছে না, কোথাও একটা দাঁড়িয়ে পড়েছে স্থির হয়ে। চোখের সামনে সেই অদ্ভুত ঘড়িটা। স্বপ্নের মায়াবী ঘড়ি যেন। ডায়ালটা মস্ত একটা গোল কাঁচ। গাঢ় নীল। হালকা মেঘ ভাসছে। আলোর অক্ষরে সময় ভেসে উঠছে। তিনটে পনের, ষোল, সতের। তাকাতে না তাকাতেই সময় সরে যাচ্ছে, নদীর জলের মত। পশ্চিমের চাঁদ অস্ত যাচ্ছে, পূর্বে সূর্য উঠছে। সূর্য এখন কোথায়, ঘড়ি দেখলেই বোঝা যায়। পৃথিবীর কোথায়, কোন দেশে সন্ধ্যা নামছে, কোথায় ভোর হচ্ছে, আজ কোন আকাশে চাঁদ, তারারা কে কোথায় আছে, আকাশের মত ওই গোল ডায়ালে সব ভেসে উঠছে।

'আঙ্কল, আমরা কোথায়?'

'আমরা বিহারে! এইবার একটা ছোট ইঞ্জিন আমাদের অন্য লাইনে টেনে নিয়ে যাবে।' ডাক্তার পাশের বাঙ্ক থেকে শুয়ে শুয়েই জবাব দিলেন।

'কার নাক ডাকছে আঙ্কল?'

'আলির। ওর ভীষণ নাক ডাকে।'

www.BanglaBook.org

'আমরা কখন পেঁাছোব ?'

'ভোরের একটু পরেই।'

ঘটাংঘট করে ভীষণ একটা শব্দ হল। কামরাটা দুলে উঠল।

'অপূর্ব, ইঞ্জিন জুড়ল। এইবার আবার আমরা চলতে শুরু করব।'

আমাদের কামরার আর একপাশে আর একটা বড় কাঁচের পর্দা ছিল। কেন ছিল, কি তার কাজ বুঝিনি আগে। এখন চোখ পড়তেই অবাক হয়ে গেলুম। ছোট ছোট আলোর টিপ একটা কোণে ঝাঁক বেঁধেছে। আগে ছিল না। হলফ করে বলতে পারি ছিল না। বিন্দুগুলো হঠাৎ পরস্পর পৃথক হয়ে কাঁচের গায়ে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। অবাক হয়ে দেখছি। আমার ঘাড়টা বালিশ থেকে উঠে পড়েছে। হঠাৎ কোথা থেকে ছোট ছোট সাদা সাদা পরীদের মত কি এক কোণ থেকে আর এক কোণে উড়ে চলেছে। ঠিক দেখছি তো ? হ্যাঁ পরীই তো।

'আঙ্কল, ও কি, কাঁচের পর্দায়, কি যেন উড়ে যাচ্ছে ! একের পর এক পাখির মত ভেসে চলেছে।'

'যা দেখছ তাই। দে আর সোলস্।'

'সোলস্, আত্মা, তারা মানে ! ফ্যানটাসি ! আপনার তৈরি !'

'না অপূর্ব, আমার তৈরী নয়, যন্ত্রটা আমার তৈরি ঠিকই। বাট দে আর সোলস্। রাতের পরিক্রমা শেষ করে ওরা এক গোলার্ধ থেকে আর এক গোলার্ধে চলেছে। দিন ওদের সহ্য হয় না তাই রাতের দিকে ছুটে চলেছে।'

নবেন্দু উঠে পড়েছে। পরেশ গ্যাট হয়ে উঠে বসেছে। নবেন্দু বললে, 'কেমন যেন বিশ্বাস হয় না।'

নবেন্দুর কথা শুনে ডাক্তার উত্তেজিত হয়ে উঠে বসলেন, 'কেন বিশ্বাস হয় না মাই ডিয়ার নবেন্দু ! তুমি টেলিভিসান বিশ্বাস কর নিশ্চয়ই ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, কর্রি।'

'আচ্ছা, তুমি রাডারের নাম শুনেছ ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আচ্ছা, একস্ রে গামা রে চোখে দেখা যায় ?'

'আজ্ঞে না।'

'আলট্রা ভায়লেট রে দেখা যায় ?'

'আজ্ঞে না।'

'তুমি নিশ্চয়ই জান, এমন শব্দ-তরঙ্গ আছে যা কানে শোনা যায় না।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'অথচ এরা আছে। কেমন তো।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'এইবার আমি যদি বলি, ওই যন্ত্রটা আমার এমন কায়দায় তৈরি যে কায়দায় আমাদের অদৃশ্য জগতের আলোক-কম্পন সহজেই ধরা পড়ছে। যা আমাদের চোখের বাইরে দিয়ে চলে যায় তাই যেন হঠাৎ সত্য হয়ে উঠছে। অলৌকিক, ভৌতিক বস্তু সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে। পরেশ, তুমি বল তো ভূত শব্দটার মানে কি ?'

পরেশ সবে ঘুম থেকে উঠে চোখ ছানাবড়া করে বসেছিল। প্রশ্ন শুনে, প্রথমে ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস করে খানিক মাথা চুলকাল, তারপর ফ্যাল ফ্যাল করে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললে, 'ভূত মানে ভয়।'

'ব্র্যাভো, ব্র্যাভো মাই ফ্রেন্ড।' ডাক্তার দু আঙুলে টুসকি বাজালেন। কাঁচের পর্দাটা ইতিমধ্যে কালো হয়ে গেছে!

'আঙ্কল, পর্দায় আর কিছু নেই কেন ?'

'যে দৈর্ঘ্যের আলোকতরঙ্গ ওই যন্ত্রের পক্ষে ধরা সম্ভব ওরা হয় তার চেয়ে বড় দৈর্ঘ্যে সরে গেছে কিংবা ছোট হয়ে গেছে। শোন পরেশ, ভূত মানে ভয় নয়, ভূত দেখলে ভয় হতে পারে, তবে ভূত কখনও ভয় দেখাতে চায় না, আমরাই ভয়ে মরি। ভূত হল আমরা যা দেখি, শুনি, অনুভব করি তার মূল উপাদান অর্থাৎ ক্ষিতি অপ তেজঃ মরুৎ ব্যোম। পঞ্চভূত। আকাশ, বাতাস, পৃথিবী, আগুন, জল। কোন জীবই মরে না। মৃত্যু হল এক ধরনের রূপান্তর। এক অবস্থা থেকে আর এক অবস্থায় চলে যাওয়া।'

পরেশ বিশাল একটা হাই তুলল। ডাক্তার বললেন, 'নাও, আর একটু শুয়ে নাও তোমরা।' সেই অদ্ভুত ঘড়িটার দিকে চোখ চলে গেল। মনে হল সূর্য যেন দিগন্তের আরও কাছে চলে এসেছে।

www.BanglaBook.org

ডায়ালে সমুদ্রের ঢেউ। ডাক্তার বললেন, 'ওই দেখ, সমুদ্রে জোয়ার আসছে।'

টিংলিং, টিংলিং করে অদ্ভুত একটা মিষ্টি শব্দ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। কিসের শব্দ!

'আঙ্কল, কিসের শব্দ?'

'যদি বলি পৃথিবীর অক্ষপথে ঘোরার শব্দ, বিশ্বাস করবে?'

'হ্যাঁ করব। আপনি যা বলবেন, তাই বিশ্বাস করব।'

'তবে মনে রাখবে—প্রণিপাতেন, পরিপ্রশ্নেন, সেবয়া।'

ট্রেনের ঝাঁকুনিতে আবার যেন ঘুম জড়িয়ে আসছে চোখে। খাঁচার পাখিরা বোধহয় টের পেয়েছে ভোর হয়ে আসছে। কিচির কিচির করে ডাকছে। ডাক্তার বললেন, পাখিদের ভাষা বোঝ নবেন্দু?'

'আজ্ঞে না।'

'আচ্ছা তোমাকে শিখিয়ে দেবো। আমি একটা অভিধান তৈরী করেছি।'

BanglaBook.org

পাহাড়তলি

একসঙ্গে গোটাচারেক সাদা স্টেশান ওয়াগন পর পর ছুটছে। রাস্তা কখনও খাড়া ওপর দিকে উঠেছে। কখনও গোঁত করে নীচে নামছে। চারপাশে শাল সেগুনের বন ঝিম ঝিম করছে পাহাড়ী রোদে। যাঁরা গাড়ি চালাচ্ছেন তাঁদের নীল পোশাক। যাঁরা নিতে এসেছেন তাঁদের সাদা। সাদা আর নীল পাশাপাশি এত সুন্দর দেখাচ্ছে!

আমাদের গাড়িতে ডাক্তার ল্যাং নেই। তাঁর বদলে আমরা পেয়েছি ডক্টর শিলারকে। জার্মান ভদ্রলোক। পরিষ্কার বাংলা বলেন আমাদের সঙ্গে চলেছে সবচেয়ে মারাত্মক জিনিস। বিষাক্ত বিষাক্ত অসংখ্য সাপ গোল ছোট বেতের ঝাঁপিতে। ডক্টর শিলার হলেন সাপের বিষ বিশেষজ্ঞ। শিলার বললেন, 'আমার প্রথম কাজই

www.BanglaBook.org

হবে সমস্ত সাপের বিষদাঁতের কোটর থেকে বিষ ঢেলে নেওয়া। বড় শক্ত কাজ। এই বিষে যেমন মানুষ মরে তেমনি ঠিকমত ব্যবহার করতে পারলে বহু মারাত্মক অসুখ সেরে যায়।'

ডক্টর শিলারের কথা শেষ হয়েছে কি হয়নি গাড়িটা হঠাৎ হুড়মুড় করে বাঁদিকে কাত হয়ে পড়ে স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে ওপর থেকে ছিটকে পড়ল একটা বেতের ঝাঁপি। ডালাটা খুলে গেছে। ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসছে একটা কালো সাপ।

শিলার বললেন, 'একদম ভয় পাবে না। মনে রাখবে যিনি বেরোচ্ছেন তিনি কেউটে। গোলমাল একেবারে পছন্দ করেন না।'

আমরা ভয়ে আসনের ওপর পা তুলে নিয়েছি। সাপটা প্রায় পুরো শরীরটাই বের করে ফেলেছে। দেখেই কেমন গা শির শির করছে। শিলার একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন, সাপটার গতিবিধি দেখছেন। গাড়িটা কাত হয়ে থেমেই আছে। চলবে বলে মনে হয় না। কি হল কে জানে! গাড়ি ওল্টান থেকে বাঁচলেও সাপের কামড় থেকে বাঁচব কিনা ঈশ্বরই জানেন।

শিলার পকেট থেকে একটা রবারের রড বের করলেন। কালো কুচকুচে রঙ। সেই রবারের ডান্ডাটা সাপের মাথের কাছে ধরতেই, সাপটা ছোবল মারার জন্য ফণা তুলল। মাথাটা হেলছে, দুলছে। লিকলিক করে জিভ বেরোচ্ছে ঢুকছে। আতঙ্কে আমাদের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে। ডক্টর শিলার হঠাৎ ডান হাত দিয়ে সাপটার গলার কাছটা ঝপ করে চেপে ধরলেন। বজ্র মুঠি। সাপটাকে মেঝে থেকে সোজা হাতখানেক ওপরে তুলে ধরেছেন। শূন্যে লিকলিক করে শরীরটা ঝুলছে। প্রথমে আমরা চোখ বুজিয়ে ফেলেছিলুম। শিলারের গলা পেলুম, ওপন ইওর আইস বয়েজ, দি ক্লাইসিস ইজ ওভার।'

সাপটাকে ফের ঝাঁপিতে ভরে ফেললেন। সেও এক অদ্ভুত কায়দা! মাথাটা ছেড়ে দিলেই তো ছোবল মারবে। মাথাটাকে প্রথমে ঢোকালেন, ন্যাজটাকে বাঁহাতে গোল করে গুটিয়ে গুটিয়ে বেশ সুন্দর করে দড়ি গুছোবার মত করে রাখলেন। মাথাটা

www.BanglaBook.org

ছাড়লেন সব শেষে। বিদ্যুৎগতিতে ঢাকনাটা বন্ধ করে দিলেন। ভেতর থেকে হিস হিস শব্দ বেরোতে লাগল।

শিলারের সারা মুখে ঘাম ফুটেছে। নিজের হাতের আঙুলগুলো ভাল করে দেখতে দেখতে বললেন, 'জান তো, সাপ নিয়ে যাদের কারবার, তারা সাপের হাতেই মরে।'

'ডক্টর, আজ কোন বিপদ হতে পারত।'

'ইয়েস, একে এই ছোট জায়গা, আমার হিসেবে একটু ভুল হলেই আমাকে মেরে দিতে পারত। কিন্তু সাপ ধরায় ভীষণ মজা আছে।'

ড্রাইভার বললেন, 'এইবার আপনাদের একটু নামতে হবে।'

গাড়ির বাঁ পাশের সামনের চাকাটা একটা গর্তে পড়েছে। নাকটা ঠেকে গেছে একটা পাথরে। পাথরটা না থাকলে আমরা চলে যেতুম শ'খানেক ফুট নিচে। একসঙ্গে তালগোল পাকিয়ে যেতুম। উদ্ধারের কি উপায় কে জানে! ড্রাইভার বললেন, 'গাড়িটাকে আর একটা গাড়ির সঙ্গে মোটা তার দিয়ে বেঁধে পেছন দিক থেকে টানতে হবে।' আগের গাড়িগুলো আমাদের ফেলে সামনে এগিয়ে গেছে।

ডক্টর শিলার বললেন, 'ওয়্যারলেসে যোগাযোগ কর।'

ড্রাইভারের সামনের আসনে একটা চৌকো বাক্স ছিল। তার গায়ে ঝুলছে টেলিফোন। সামনের গাড়িগুলো বহু দূরে। তবু যোগাযোগ হয়ে গেল নিমেষে। 'ইয়েস উই আর কামিং। এখুনি আসছি, ভেব না কিছু।'

শিলার হাসিহাসি মুখে বললেন, 'পাহাড়ী পথে এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটে। ভয় পাবার কিছু নেই।'

আমরা কিন্তু সত্যিই ভয় পেয়েছি। পাথরে ঠেকে না গেলে আমাদের খুঁজে পাওয়া যেত কয়েক শ' ফুট নিচে তালগোল পাকানো অবস্থায়। নবেন্দু খাদটা উঁকি মেরে দেখছে। জংলা গাছ, কাঁটা ঝোপ ধাপে ধাপে নেমে গেছে। অনেক নিচে একটা গাড়ি কাত হয়ে পড়ে আছে। ভাঙা-চোরা জং ধরা। নবেন্দু আর আমি দুজনেই দেখছি। এই ভাবেই গাড়িটা একদিন ছিটকে পড়েছিল।

শিলার বোধহয় আমাদের মনের কথা বুঝেছেন, 'একবছর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আগের একটা দুর্ঘটনার সাক্ষী। এই জায়গাটাকে আমরা ডেঞ্জারাস পয়েন্ট বলে থাকি। কোনও কারণ নেই, তবে কেন যে এই জায়গাটায় মাঝে মাঝে দুর্ঘটনা ঘটে যায়! ওটা আমাদের একটা গাড়ি। ওই গাড়িটাতেও অনেক সাপ ছিল। ডক্টর চন্দ্র মারা গিয়েছিলেন ওই দুর্ঘটনায়। বহু মারাত্মক সাপও ছাড়া পেয়েছিল। এখন তারা সংখ্যায় আরও বেড়েছে নিশ্চয়!'

দূরে একটা গাড়ি আসছে। আমাদেরই গাড়ি। আমাদের উদ্ধার করতে আসছে। ডক্টর ল্যাং লাফিয়ে নামলেন। তাঁর মুখে লেগে আছে মিষ্টি একটা হাসি।

'ডক্টর শিলার, দি সেম পয়েন্ট!'

'ইয়েস ডক্টর। এই জায়গাটার একটা কিছু ব্যাপার আছে।'

'ব্যাপারটা আমাকে ইনভেসটিগেট করতে হবে। আমি একদিন সারারাত এখানে বসে থাকব। নিশ্চয়ই এখানে কোন স্পিরিট আছে।'

'আমি যে ওসব বিশ্বাস করি না।'

'কিন্তু আমি যে করি।'

শিলার হো হো করে হাসলেন।

মোটা তার নয়, বিশাল একটা ম্যাগনেট দিয়ে গাড়িটাকে সরিয়ে আনা হল। বাধ্য ছেলের মত সুড়সুড় করে পেছনে সরে এল।

ডক্টর ল্যাং বললেন, 'নেক্সট টাইম এখানে আমি একটা ক্রশ পুঁতে দেবো। এখানে একটা ইভল স্পিরিট কাজ করছে।'

যে যার গাড়িতে উঠে পড়লুম। আমাদের যাত্রা আবার শুরু হল। দুলতে দুলতে, লাফাতে লাফাতে গাড়ি চলেছে। রাস্তাটা তেমন ভাল নয়। বেতের ঝাঁপিগুলো এদিক ওদিক দুলছে। আবার না ছিটকে পড়ে।

দূর থেকে প্রথমেই চোখে পড়ল একটা চার্চের চূড়া। নীল আকাশের গায়ে যেন খোঁচা মারছে! কানে এল ঘণ্টার শব্দ। শিলার বললেন, 'আমরা এসে গেলুম। আজ শুক্রবার, তাই চার্চের ঘণ্টা বাজছে। আজ প্রেয়ারের দিন।'

পাহাড়ের গায়ে থাকে থাকে বাড়ি উঠে গিয়েছে। কোথা থেকে যেন একটা আলো ঝলসে উঠছে মাঝে-মাঝে। বিশাল একটা আয়না

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থেকে আলো ঠিকরে পড়লে যেমন হয়। বিশাল দুটো বেলুন উড়ছে আকাশের গায়ে। একটার রঙ হলদে আর একটা লাল।

সামনেই একটা সাইনবোর্ড—হিলসাইড রিসার্চ স্টেশান। ট্রেসপাসারস্ উইল বি ইন ডেঞ্জার। ডেঞ্জার মানে তো বিপদ। কেউ হঠাৎ বিনা অনুমতিতে ঢুকে পড়লে বিপদে পড়বে কেন? কি বিপদ!

রাস্তাটা হঠাৎ অসাধারণ ভাল হয়ে গেল। মসৃণ, চকচকে, কালো পিচ মোড়া। দু পাশে সাদা সাদা পাথরের খাড়াই। আমরা এখন ঢালু পথে নিচের দিকে নেমে চলেছি। মাঝে মাঝে পথের পাশে ছোট ছোট গুমটি ঘর। পাহারাদার পাহারা দিচ্ছে। হাতে বন্দুক নয়, এক ধরনের কালো নলের মত জিনিস! মুখের কাছে চকচকে রিং লাগান। দু' পাশ দিয়ে দু' সার করে তার চলে গেছে। একটা ছোট নালা বয়ে চলেছে পাশ দিয়ে তরতর করে। স্বচ্ছ জল। মাঝে মাঝে কালভার্ট। কালভার্টের তলায় টিয়ার ঝাঁক জায়গাটাকে সরগরম করে রেখেছে। দূরে আকাশের গায়ে পাহাড়ের ঢেউ ঝাপসা হয়ে আছে। দেখলেই কেমন যেন মন কেমন করে ওঠে। কত দূরে! কত অজানা! গভীর বন। হরিণ, চিতা, হায়না!

পথের একটা জায়গায় বাস গাড়িটা থেমে গেল। ডক্টর শিলার বললেন, 'বয়েজ, এবার তোমাদের নামতে হবে। আমি গাড়িটাকে নিয়ে পাতালে চলে যাব। বাসুকিদের রাজত্বে। তোমাদের গাইড করে নিয়ে যাবে 'আমাদের গার্ড'।'

আমরা আমাদের জিনিসপত্র নিয়ে নেমে পড়লুম। সামনেই একজন সুন্দর মানুষ দাঁড়িয়ে। অলিভ রঙের পোশাক পরে। রাস্তার পাশেই একটা লোহার হাতল। লিভারের মত দেখতে। সেটাতে চাপ দিতেই ওপরের রাস্তাটা সরে গেল। নিচে বেরিয়ে পড়ল আর একটা রাস্তা। সোজা নেমে গেছে ঢালু হয়ে। মোটেই অন্ধকার নয়, সেখানেও দিনের আলোর মত ঝলমল করছে আলো। গাড়িটা সেই পথে নেমে যেতেই ওপরের দুভাগ রাস্তাটা আবার জুড়ে গেল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আর তো দ্বিতীয় কোন গাড়ি নেই। আমরা কিভাবে যাব। সঙ্গে এত মালপত্তর! বাড়িগুলোও অনেক দূরে। আমাদের গাইড সাহেব মুখ দেখেই মনের কথা পড়ে ফেলেছেন। হেসে বললেন, 'হাঁটতে হবে না। তোমরা দাঁড়িয়ে থাকবে, রাস্তাটাই চলতে থাকবে। কাম হিয়ার। কাম টু দিস সাইড অফ দি রোড।'

আমরা মালপত্তর নিয়ে বাঁপাশে সরে গেলুম। পায়ের কাছে সুটকেস। গাইড সাহেব বললেন, 'আমি সঙ্গে যাচ্ছি না, ওপাশে তোমাদের যিনি রিসিভ করবেন, তাঁকে আমি ফোনে জানিয়ে দিচ্ছি। তোমরা শুধু ডানপাশের এই সাদা রেখাটায় পা লাগাবে না। রেডি ওয়ান, টু, থ্রি।'

সাঁ করে মৃদু একটা শব্দ হল। আমরা এগোতে লাগলুম সামনের দিকে। পরেশ বললে, 'অপূর্ব, আমার মাথাটা ঘুরছে রে, তোর কাঁধ দুটো ধরছি।'

নবেন্দু বললে, 'আমি পড়েছি, বিদেশে এইরকম চলমান রাস্তা আছে। কি মজা লাগছে! তাই না?' পরেশ কাঁদকাঁদ গলায় বললে, 'হ্যাঁ কী ভীষণ মজা!'

চোখ-ধাঁধান আলোর রহস্যটাও যেন হঠাৎ পরিষ্কার হয়ে গেল। চোখে পড়ল বিশাল একটা গোল গম্বুজ। গম্বুজের বাইরের রঙটা আয়নার পেছনের মত। মাথাটা খোলা। ভেতরটা নিশ্চয়ই খুব গভীর। খোলা মুখে সূর্যের আলো পড়ে ঠিকরে বাইরে বেরিয়ে আসছে। মনে হয় ভেতর দিকটা আয়নার মত কোন বস্তু দিয়ে তৈরী। আমরা গম্বুজটার অনেক দূর দিয়েই চলেছি, তবু মনে হল ভেতরে যেন কেমন একটা বগবগ শব্দ উঠছে।

'নবেন্দু, ওটা কি বল তো?'

'মনে হচ্ছে সোলার রি-অ্যাকটার। এরা সূর্যের আলোকে সূর্যের তেজকে কাজ লাগাচ্ছে! কি কাজে লাগাচ্ছে তা জানি না।'

আমাদের গতি ধীরে ধীরে কমে আসছে। সামনেই একটা সাদা গুমটি ঘর, গায়ে হলুদের ডোরা। সাদা রঙের একটা মানুষ-সমান উঁচু লোহার বেড়া আমাদের পথ আগলে আছে। ঢং করে একটা ঘণ্টার শব্দ হতেই চলমান রাস্তা স্থির হয়ে গেল। ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন আর একজন গার্ড। সেই অলিভ রঙের পোশাক।

www.BanglaBook.org

হাত বাড়িয়ে আমাদের সঙ্গে হাত মেলালেন। এঁর হাতেও সেই ফাঁপা নলের মত একটা কি। মুখটা চকচকে ধাতুর রিং দিয়ে মোড়া।

বেড়ার ওপাশে বিশাল একটা প্রাঙ্গণ। পাথরের ইঁট বসান। ঝাউ ইউক্যালিপটাস, বোগেনভ্যালিয়া, গন্ধরাজ গোল করে ঘিরে রেখেছে। সামনেই দূর থেকে দেখা যায় সেই চার্চ। কয়েকটা নতুন চকচকে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। চার্চের জানালায় নানা রঙের কাঁচ বসান। কাঁচের গায়ে আঁকা যীশুর জীবনের নানা ঘটনা।

গার্ড বললেন 'তোমাদের জিনিস এখানে থাক। আমি তোমাদের মালপত্র গেস্ট হাউসে পাঠিয়ে দেবো। তোমরা সোজা চার্চে চলে যাও। ওখানেই সকলকে পাবে।'

BanglaBook.org

চার্চে অদ্ভুত সব মানুষ

নবেন্দু বললে, 'ওই যে উঁচু বেদী বা প্ল্যাটফর্মের মত জায়গাটা, ওটাকে বলে পালপিট। আর সাদা পোশাক পরা ওই মানুষটি হলেন বিশপ।'

অর্গানের সুরে ভেতরটা গমগম করছে। সঙ্গে সমবেত কণ্ঠের গান :

Holy, holy, holy is the Lord God
Almighty.
Who was, who is, and who is to come.

আমরা সবার পেছনের সারিতে দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের প্রত্যেকের সামনে উঁচু একটা ডেস্ক। তার ওপর একটা করে বাইবেল। মলাটে সোনার জলে লেখা—বাইবেল। আমাদের সামনে আর যারা সব দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁদের দেখে আমরা সকলেই খুব ভয় পেয়ে গেলুম। কেউই স্বাভাবিক মানুষ নয়। ডানপাশের শেষের সারিতে দাঁড়িয়ে আছেন যাঁরা, তারা যেমন লম্বা তেমনি চওড়া, ঠিক দৈত্যের মত। একেবারে সামনের সারিতে

www.BanglaBook.org

যারা, তারা সব ক্ষুদে মানুষ। উচ্চতায় দু ফুট-আড়াই ফুটের বেশি হবেন না। আমাদের সামনে যারা তাদের প্রত্যেকের পিঠেই একটা করে বিশাল আকারের কুঁজ। তাদের পাশেই যারা দাঁড়িয়ে আছেন তাদের কেমন যেন গেঁটে গেঁটে চেহারা। ঠিক যেন কাঠের তৈরী পুতুল।

প্রেয়ারের সময় কথা বলতে নেই। আমরা পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকাচ্ছি। মনে মনে কথা হচ্ছে, এঁরা কারা! এমন অদ্ভুত সমাবেশ এখানে হল কি করে! অর্গানের সুর কখনও উঠছে, কখনও পড়ছে। রঙীন কাঁচের বাইরে পাহাড়ী রোদ ক্রমশ প্রখর হচ্ছে।

সুর থেমে গেল। বিশপ প্রার্থনা করলেন,

I will pour out my spirit upon all men.
Your sons and your daughters will prophesy,
Your young men will see visions,
And your old men will dream dreams.

আমরা একে একে চার্চ থেকে বেরিয়ে এলুম। ডাক্তার ল্যাং বোধহয় সামনের দিকে ছিলেন। তিনি বেরিয়ে এলেন সবশেষে। আমাদের অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ব্যাপারটা বুঝেছেন, তাই হাসতে হাসতে বললেন, 'অদ্ভুত সব মানুষ, তাই না নবেন্দু!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, তাকিয়ে দেখার মত।'

'এই রহস্য তোমাদের কাছে আমি পরিষ্কার করে দেবো আজ রাতে। এখন তোমরা আমার সঙ্গে চল। বেশ বেলা হয়েছে। একটার সময় লাঞ্চ। তার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে।'

গেস্ট হাউস

এত সুন্দর গেস্ট হাউস খুব কম দেখা যায়। তবে ক'টা গেস্ট হাউসই বা আমরা দেখেছি। চারপাশে গোলাপ ফুলের বাগান। নানা রঙের বড় বড় গোলাপ ফুটে আছে। মাঝখানে একটা

www.BanglaBook.org

ফোয়ারা। হাল্কা ধারার জল উঠে চারপাশে যখন ছড়িয়ে পড়ছে, তখন মাঝে মাঝে রামধনু তৈরি হচ্ছে। এত বড় বড় ভোমরা ফুলের কিছুটা দূরে শূন্যে দাঁড়িয়ে কখনও স্থির, কখনও খোঁচা মারছে ফুলের গর্ভকেশরে। কেমন একটা একটানা ভোঁ ভোঁ শব্দ।

আমাদের প্রত্যেকের জন্যে একটা করে আলাদা ঘর। পরেশের সবেতেই ভয়।

'কি করে একলা একটা ঘরে শোব রে অপূর্ব! চার্চে যাদের দেখলুম, তারা যদি রাতে জানালা ধরে উঁকি মারে, ভয়ে মরে যাব রে নবেন্দু।'

'তোর মরে যাওয়াই ভাল রে পরেশ। তোর সবেতেই ভয়। মানুষেও ভয়।'

'আচ্ছা বল, ওরা কি মানুষ!'

'মানুষ না তো কি? এক জায়গায় অতগুলো কদাকার মানুষ দেখা যায় না এই যা!'

নবেন্দু চান করতে চলে গেল। আমরাও চানে যাব। প্রত্যেকের ঘরের সঙ্গেই একটা করে বাথরুম।

ওঃ! চানের জন্যেও যে এত আয়োজন থাকতে পারে জানা ছিল না। একেবারে সাদা বাথরুম। বিশাল বাথটাব। শাওয়ার। মেঝেতে এটা আবার কি? পায়ের চাপ দিয়ে দেখি। আরে, চাপ দিতেই তলা থেকে ফিনকি দিয়ে জল উঠছে ফোয়ারার মত। বেশ মজা তো! ওপরে শাওয়ার থেকে জল পড়ছে, নিচে ফোয়ারা থেকে জল উঠছে। আঃ কি আরাম রে! একটা কৌটোর গায়ে লেখা, বাথসল্ট। বাথ মানে স্নান, সল্ট মানে নুন। পুরো মানেটা তাহলে হল চানের নুন। সেটা আবার কি জিনিস। যেখানকার জিনিস সেখানেই থাক বাবা। হাত দিয়ে কাজ নেই।

গেস্ট হাউসের বারান্দায় খসখসের পর্দা নেমেছে। একজন লোক পিচকিরি দিয়ে জল দিচ্ছে। ছোট্ট এতটুকু মানুষ। দেখলেই কেমন মজা লাগে। পরেশ দেখলে ভয় পাবে। খসখসের মিষ্টি গন্ধে মনটা যেন জুড়িয়ে গেল। বিহারী গরম ফুটছে। ঘাম নেই, গা-জ্বালা। লোকটি আমাকে দেখে বললে, 'গুড মর্ণিং মাস্টার, মাস্টার.....'

www.BanglaBook.org

'অপূর্ব ।'

'ইয়েস মাস্টার অপূর্ব । আমার নাম টমাস ।'

'মর্ণিং মাস্টার টমাস ।'

মাস্টার বলেই খেয়াল হল, দেখতে ছোট হলেও বয়েসে অনেক বড় । ভুল শুধরে নিলুম, 'মর্ণিং মিস্টার টমাস ।'

লোকটি চলে যেতে যেতে ঘাড় ঘুরিয়ে হাসল, 'রাইট ইউ আর, আমার বয়েস এখন ফর্টি সিক্স ।'

নবেন্দু পাশে এসে দাঁড়িয়েছে । মিষ্টি গন্ধ বেরোচ্ছে ।

'কি মেখেছিস রে নবেন্দু !'

'কেন, বাথ সল্ট !'

'বাথটাবে জল ভরবি তারপর বাথ সল্ট মিশিয়ে বেশ করে ফেনা করে তার মধ্যে শুয়ে পড়বি ।'

'তাই নাকি, তাহলে আর একবার চান করে আসি ।'

'সে কি রে !'

'হ্যাঁ, তুই করলি আমি করব না ! কি সুন্দর জায়গা নবেন্দু । আমি আর এখান থেকে যাব না ।'

'তোকে রাখবে কেন ?'

'আমি আঙ্কলকে রিকোয়েস্ট করব ।'

'আচ্ছা, পরেশটার কি হল বল তো ?'

'ঠিক বলেছিস । অনেকক্ষণ তার কোনও সাড়া শব্দ পাচ্ছি না । চল তো ওর ঘরে ।'

পূর্বদিকের শেষ ঘরটা পরেশের । ঘরের দরজা হাট করে খোলা । জামাটামা সব খোলা । চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে । বাবু বাথরুমে ঢুকেছেন । নবেন্দু ডাকলে, 'পরেশ, পরেশ ।'

বাথরুম থেকে একটা চাপা কান্নার শব্দ এল ।

'কি হল রে নবেন্দু, পরেশ কাঁদছে মনে হচ্ছে ।'

'হ্যাঁ তো রে, কান্নারই তো শব্দ ! পরেশ, কি হল, এই পরেশ ।'

বাথরুম থেকে পরেশের কান্না জড়ান চাপা গলা ভেসে এল, 'বাথরুমের দরজাটা যে খুলতে পারছি না রে নবেন্দু । সেই থেকে আটকে বসে আছি ।'

'সে আবার কি রে ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'হ্যাঁরে, কিছুতেই খুলছে না ভাই।'

'উঃ তোকে নিয়ে তো মহা বিপদ হল। তুই ছিটকিনিটা বাঁদিকে ঘুরিয়ে দরজাটা তোর দিকে জোরে টান। দরজার ল্যাচ এইভাবেই খুলতে হয়। ট্রেনের ল্যাভেটারির কায়দা তো তুই দেখেছিস, ডানদিকে ঘোরালে বন্ধ হয়, বাঁদিকে ঘোরালে খোলে।'

'আরে তখন থেকে তাই তো করছি। কমসে কম হাজার বার করেছি।'

'তাও খুলছে না?'

'না।'

নবেন্দু আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'কি ব্যাপার বল তো অপূর্ব!'

নবেন্দু দরজাটা ভাল করে দেখে হো হো করে হেসে উঠল। পরেশ ভেতর থেকে বললে, 'আমার এই বিপদে তুই হাসছিস নবেন্দু!'

'হ্যাঁ, হাসছি ইডিয়েট। তুই একটা ইডিয়েট!'

নবেন্দু হাতল ধরে দরজাটা নিজের দিকে টানতেই খুলে গেল। পরেশ গামছা পরে দাঁড়িয়ে আছে। গা দিয়ে বিন বিন করে ঘাম বেরোচ্ছে। মুখে একমুখ হাসি।

'কি করে খুললি নবেন্দু! তুই যাদু জানিস।'

'হ্যাঁ, যাদু জানি। মূর্খ, এ দরজাটা বাইরের দিকে খোলে, তুই তো দরজাটা ঠেলে দেখবি! তা না, তখন থেকে নিজের দিকেই টেনে চলেছিস!'

পরেশের মুখটা হাঁ হয়ে গেল, জানলি নবেন্দু, বিপদে মানুষের বুদ্ধি নষ্ট হয়ে যায়। আমি না কেমন বোকার মত তখন থেকে ছিটকিনিটা কেবল ঘোরাচ্ছি আর দরজাটা টানছি। কি রকম ঘেমে গেছি দেখ। আর একবার চান করে নিই। কি বল অপূর্ব!'

হ্যাঁ, তাই নাও ভাই। তবে বেরোতে পারবি তো!'

পরেশ একগাল হেসে বললে, 'আর ভুল হবে না, এবার শিখে গেছি।'

www.BanglaBook.org

মরা টিয়া

বারান্দায় সুন্দর করে সাজান বেতের চেয়ার টেবিল। খসখসের পর্দার ভেতর দিয়ে গরম হাওয়া পথ করে নেবার সময় কিছুটা উত্তাপ হারিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গন্ধ মেখে গায়ে এসে লাগছে। আমরা পাশাপাশি বসে আছি অলস ভঙ্গিতে। কিছু করার নেই। কিছু পড়ার নেই।

সাদা পোশাক পরে একজন লোক এলেন, হাতে একটা কার্ড। কার্ডটা লাঞ্চের মেনু।

'আপনারা কি সবাই ভেজিটেরিয়ান, না ননভেজ, না মেশান?'

আমাদের আপনি বলায় একটু অবাক হয়ে গিয়েছিলুম। নবেন্দুই উত্তর দিলে, 'আমরা সবাই ননভেজ।'

'ভেরি গুড।'

'চিকেনে আপত্তি আছে?'

'না না।'

'ভেরি গুড। তা হলে একটার সময় ডাইনিং হলে চলে আসবেন। সোজা উত্তরে হেঁটে যাবেন, সামনেই ডাইনিং হল।'

লোকটির হাতের তালু দুটো কুচকুচে কালো আমরা সবাই হাতের দিকে তাকিয়ে আছি, নবেন্দুই জিজ্ঞেস করলে, 'আপনার হাতে কি কোনও রঙ লেগেছে!'

'ও নো নো। এইটাই আমাদের ফ্যামিলির বৈশিষ্ট্য। হেরিডিটিও বলতে পারেন। আমাদের দু'ভায়েরই হাতের তালু এইরকম কাল। আমাদের বাবা বা মায়ের কাল ছিল না, তবে শুনেছি আমাদের গ্রেট গ্রেট গ্র্যাণ্ড ফাদারের হাতের তালু দুটো এইরকম ছিল। আচ্ছা, গুডবাই, থ্যাঙ্ক ইউ।'

লোকটি গটমট করে চলে গেল।

পরেশ বললে, 'কি অদ্ভুত জায়গায় নিয়ে এলি নবেন্দু! অবাক অবাক সব ব্যাপার!'

'ঘরকুনো হয়ে বসে থাকলে এই সব দেখতে পেতিস?'

'তা পেতুম না, তবে আমার কিরকম ভয় ভয় করছে।'

'তোর ভয়ে গুলি মার। তুই তো আরশোলা দেখলেও ভয়ে আঁতকে উঠিস।'

www.BanglaBook.org

দেখতে দেখতে সাড়ে বারোটা বেজে গেল। নবেন্দু বললে, 'চল এবার বেরিয়ে পড়ি। বসে বসে ঝিম ধরে গেল।'

বাইরে যেন আগুন ছুটছে। গোলাপগুলো ঝিমিয়ে পড়েছে। ভোমরারা সব ছায়ায় সরে গেছে। দূরের পাহাড়ের রেখা যেন আরও অস্পষ্ট ধোঁয়াটে। বাগানে একটা বাঁশের গায়ে থার্মোমিটার বাঁধা। নবেন্দু দেখে বললে, 'একশো তেরো ডিগ্রি। উঃ গরম বটে! খুব পেঁয়াজ খেতে হবে।'

'মাথায় একটা করে ভিজে তোয়ালে চাপিয়ে এলে মন্দ হত না।'

'ঠিক বলেছিস। চ ফিরে যাই।' প্রায় মাঝ রাস্তায় এসে পরেশ আবার ফিরতে চায়। এই না হলে পরেশ!

নবেন্দু বললে, 'হ্যাঁ, তুই ফিরে যা। ভিজে তোয়ালে মাথায় দিয়ে আসতে আসতেই আমাদের খাওয়া শুরু হয়ে যাবে!'

নবেন্দু হঠাৎ রাস্তা ছেড়ে বাঁ-পাশের ঝোপঝাড়ের দিকে সরে গেল। কিছু একটা চোখে পড়েছে।

'অপূর্ব, এদিকে আয়। দেখে যা! ওই দেখ। দেখেছিস!'

চার-পাঁচটা টিয়া পাখি একটা পেয়ারাগাছের তলায় মরে কাঠ হয়ে পড়ে আছে। গাছে পাকা পাকা পেয়ারা ঝুলছে।

'কি ব্যাপার বল তো? আহা অত সুন্দর সুন্দর পাখি!'

'গরমে মরেছে বলে মনে হয় না। একশো তেরো ডিগ্রি এখানে এমন কিছু গরম নয়। কেউ মেরেছে বলেও মনে হয় না।'

'তা হলে কি? কি করে মরল তা হলে?'

'সন্দেহজনক ব্যাপার রে!'

আবার আমরা চলতে শুরু করলুম। মাথায় ঘুরছে মরা টিয়া।

পরেশ বললে, 'গরমেই মরেছে রে! লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। এন্তার পেয়ারা খেয়ে কলেরা হয়ে মরেছে।'

'ঠিক বলেছিস। তুই চুপ কর পরেশ। কেবল মনে রাখিস, এখানে সব গুরুপাক খাদ্য। একটু ভেবেচিন্তে খাস।'

ডাইনিং হল

ভারি সুন্দর ঠাণ্ডা ভেতরটা। এয়ারকণ্ডিশানড। চমৎকার সাজান। ছোট ছোট টেবিল। সাদা টেবিলক্লথ। প্রত্যেক

www.BanglaBook.org

টেবিলেই গলা সরু, ঝকঝকে একটা করে ফুলদানি। কোনটায় নীল ফুল, কোনটায় হলুদ ফুল। কোনটায় লাল ফুল। মুখোমুখি গদি আঁটা চেয়ার। চারপাশের দেয়ালে ভাল ভাল ছবি আঁকা। ডক্টর ল্যাং আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন।

'বাঃ তোমাদের খুব ফ্রেশ দেখাচ্ছে। এখানে কিছুদিন থাকলেই তোমাদের চেহারা ফিরে যাবে। পরিষ্কার হাওয়া, তেমনি ভাল জল।

আমরা হাসি হাসি মুখে ঘাড় নাড়লুম। নবেন্দু বললে, 'আঙ্কল, আসার সময় বাগানে একটা স্যাড দৃশ্য দেখলুম।'

'কি দৃশ্য!'

'একটা পেয়ারাগাছের তলায় চার-পাঁচটা বড় বড় টিয়া মরে পড়ে আছে।'

'সে কি!'

আমরা সমস্বরে বললুম, 'ইয়েস আঙ্কল। মরে কাঠ হয়ে পড়ে আছে।'

'আমি দেখতে চাই। আমার এখানে মৃত্যুর বিরুদ্ধে লড়াই চলছে, সেখানে মরাপাখি, সাংঘাতিক কথা? আই মাস্ট সি। চল চল।'

ঘরে আরও অনেকে এসেছেন। যে যাঁর টেবিলে বসে পড়েছেন। চীনে মেম সায়েবরা প্লেট হাতে ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঘুরছেন। ডাক্তার বললেন, 'লেডিজ অ্যাণ্ড জেণ্টলমেন, আপনারা শুরু করুন, আমরা এখনি আসছি।'

ঠাণ্ডা ঘর থেকে বাইরে আসতেই গরমে সারা শরীর জ্বলে গেল। মনে হল, গরম জলের নদীর মধ্যে দিয়ে হাঁটছি। সেই পেয়ারা গাছটার তলায় এসে আমরা অবাক হয়ে গেলুম। মরা পাখি ক'টা অদৃশ্য হয়ে গেছে। আমরা অবাক হয়ে এ ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছি। ডাক্তার বললেন, 'কই, কোথায় তোমাদের পাখি! ভুল দেখেছ তোমরা। ওরা হয়তো বসে ছিল, উড়ে গেছে।'

'না আঙ্কল, আমরা মরা পাখি চিনি। মরে কাঠ হয়ে পড়েছিল ঠিক ওই জায়গাটায়।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অনেক খোঁজা হল। পাখিদের ডেডবডি পাওয়া গেল না। আমরা সকলেই চিন্তিত মুখে খাবার ঘরে ফিরে এলুম।

প্রচুর খাওয়া হল। স্যুপ দিয়ে শুরু, পুডিং দিয়ে শেষ। অনেকে এই গরমেও কফি খেলেন। ডক্টর ল্যাং বললেন, 'দুপুরে তোমরা রেস্ট নাও, বই-টই পড়। ঘুমোতেও পার। চারটের সময় চা। তারপর তোমাদের বেড়াতে নিয়ে যাব। সন্ধ্যেবেলা আমার রিসার্চ ল্যাবরেটারি দেখাব। গুড বাই বয়েজ।'

পরেশ এত খেয়েছে নড়তেই পারছে না। ধরে ধরে নিয়ে যেতে পারলেই যেন ভাল হয়।

'এত খেলি কেন পরেশ?'

'ওঁরা দিলেন তাই খেলুম। জীবনে এরকম রান্না কখনও খাইনি রে নবেন্দু! পাগলা করে দিয়েছে।'

'তা দিয়েছে তবে পেট ছেড়ে দিলে কি করবি!'

'এখানে পেট ছাড়বে! এক এক গেলাস জলই তো হজমি। ও তোরা ভাবিসনি কিছু। আমার হজম যন্ত্রটা এমনিই ভাল চলে।'

পরেশ ঘুমিয়ে পড়ল। আমি আর নবেন্দু চুপচাপ বসে রইলুম, খসখস ফেলা বারান্দায়। বাইরে ধোঁয়া ধোঁয়া দুপুরের রোদ ঝিম ঝিম করছে। নবেন্দু বললে, 'ব্যাপারটা কি হল বল তো! পাখিগুলো সত্যিই কি মরেনি?'

'মরা পাখি অত সহজে চিনতে ভুল হবে! আচ্ছা নবেন্দু, খাবার ঘরে ডক্টর শিলারকে তো দেখা গেল না!'

'হ্যাঁ ঠিক বলেছিস। অপূর্ব, শিলার মানুষটিকে তোর কি রকম মনে হচ্ছে?,

'কেমন যেন চাপা মানুষ। চোখ মুখ দেখলে মনে হয় বেশ নিষ্ঠুর।'

'ধরেছিস ঠিক। সাপ নিয়ে থাকেন বলেই বোধ হয় অমন মনে হয়। পাখির রহস্যটা পরিষ্কার করতেই হবে। তা না হলে আঙ্কল ভাববেন, আমরা মিথ্যেবাদী।'

'এখন বেরোবি একটু! অনেকক্ষণ তো বিশ্রাম হল।'

'মন্দ বলিসনি, বাগানটা একটু ঘুরে দেখলে হয়।'

রোদের তাপ থেকে বাঁচার জন্যে আমরা একটা করে কপাল

www.BanglaBook.org

চাপা টুপি পরে নিয়েছি। রোদ আর সোজা এসে চোখে লাগছে না। তা হলেও বাইরেটা ঝাঁ-ঝাঁ করছে। হলকা এসে শরীর পুড়িয়ে দিচ্ছে। নবেন্দুর কথামতো ভরপেট জল খেয়ে নিয়েছি। সহজে লু লাগবে না।

অনেক দূর পর্যন্ত বাগান চলে গেছে। ফুল বাগান নয়। বড় বড় ফলের গাছ। লম্বা লম্বা হাঁটু সমান ঘাস গাছ। সাপ থাকতে পারে। শিলার বলেছিলেন, সাপ সহজে মানুষকে কামড়ায় না। ভয় পেলে তবেই ছোবল মারে। উঁচু নিচু জমি। মাঝে মাঝে পাথরের চাঁই পড়ে আছে। ঘাসের মধ্যে দিয়ে সরসর করে কি যেন একটা চলে গেল লম্বা মত। মনে হল শরীরটা বেশ বিশাল। ঘাসের মাথাগুলো দুলতে লাগল। জমিটা ক্রমশই ঢালু হয়ে নিচের দিকে গড়িয়ে নেমে চলেছে। বহু দূরে পাহাড়ের কোলে জল চিকচিক করছে। একটা নদী। নদীর ওপরে রেল ব্রিজ।

এক জায়গায় দেখা গেল ঘাস নেই। পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আর সেই জায়গাটায় বেশ বড় মাপের একটা চৌকো কাঁচ বসানো। কি একটা পাখির কঙ্কাল পড়ে আছে। একটা গিরগিটির হাড়। অদ্ভুত দৃশ্য। নবেন্দু বললে, 'শুনেছি ড্রাগনের নিঃশ্বাসে সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ড্রাগন আছে না কি রে অপূর্ব!'

'কি জানি ভাই। এই দুপুর বেলাতেই আমার কি রকম গা ছমছম করছে। গিরগিটির কঙ্কালটা দেখ নবেন্দু। দেখলেই ভয় করে।'

'এই পুরু প্লেট-গ্লাসটা কি ভাবে বসান দেখেছিস। হঠাৎ এইভাবে এখানে কাঁচ লাগিয়ে রেখেছে কেন?'

'কি জানি ভাই। নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য আছে!'

এখন আর তেমন গরম লাগছে না। বড় বড় সেগুন, কাঁটো বাদাম আর শালগাছের তলায় তলায় বুনো আগাছার ঝোপ। একটা গাছের তলায় কাঠবিড়ালীরা গাদা গাদা বাদাম জড়ো করেছে। নবেন্দু বললে, 'না, এখানে কিছু পাওয়া যাবে না। কোথায় খুঁজব পাখির ডেডবডি! কিন্তু ব্যাপারটা বড় রহস্যজনক। আচ্ছা, ওই ঘাসপোড়া জায়গাটায় আর একবার চল তো অপূর্ব!'

আবার আমরা সেই জায়গাটায় এলুম। নবেন্দু নিচু হয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অনেকক্ষণ দেখল। পাখির সেই হাড়ের মাথাটা হাতে তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। সরু বাঁকা ঠোঁট।

'বুঝলি অপূর্ব, এটা টিয়ার মাথা। আমার সন্দেহ হচ্ছে।'

'কি বল তো!'

'এইখানেই একটু আগে পাখি পাঁচটাকে পোড়ান হয়েছে!'

'তা হলে আর সব হাড়গোড় গেল কোথায়!'

'হয় পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, না হয় ওই কাঁচের তলায় লোপাট করে দিয়েছে।'

'লোপাট করবে কেন! পাখি কি মানুষ! পাখি মরেছে, কোন কারণে মরেছে। তা নিয়ে কার কি মাথাব্যথা থাকতে পারে!'

'তোর কথাই হয়তো ঠিক। তবু আমার মন বলছে। চল চায়ের সময় হয়ে গেল।'

BanglaBook.org

শ্যারন অসুস্থ

ডাইনিং হলের চায়ের টেবিলে আঙ্কলকে দেখতে পেলুম না। একজনকে জিজ্ঞেস করলুম, 'আমাদের আঙ্কল ডক্টর ল্যাং কোথায়? তিনি চা খাবেন না?'

'তিনি হসপিটালে। শ্যারন ভীষণ অসুস্থ।'

'শ্যারন কে?'

'ও'র রিসার্চ অ্যাসিসটেন্ট।'

'আমরা একবার যেতে পারি?'

'কেন পার না! আমিও তো যাব চা খেয়ে।' যিনি বললেন তিনি একজন প্রবীণ মানুষ। বাঙালী। স্বাভাবিক চেহারা। লম্বা নন, বামন নন। শরীরে কোন বিকৃতি নেই।

'আপনিও কি ডাক্তার?'

'ডাক্তার বলতে পার। তবে আমি রেডিওলজিস্ট। নানা রকম 'রে' নিয়ে আমার কারবার, একস্ রে, গামা রে, কোবাল্ট রে।'

ডাইনিং হল থেকে বেরিয়ে আমরা পাশাপাশি হাঁটছি। বাইরের

www.BanglaBook.org

হাওয়ায় রোদের তাপ অনেক কমে এসেছে। বিকেল হয়েছে। আকাশ নীল। দূরের পাহাড় বেশ স্পষ্ট হয়েছে। আবার পাখিটাখি দেখা যাচ্ছে।

'তোমাদের কিন্তু একটু ক্লাইম্ব করতে হবে। হসপিট্যালটা একটু উঁচু জায়গায়।'

'সে আমরা পারব। গত বছর আমরা স্কাউট থেকে ট্রেনিং-এ গিয়েছিলুম।'

'এবারে তোমরা এখানে এলে কি করে!'

'হঠাৎ স্টেশানে ডক্টরের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। উনি নিয়ে এলেন।'

'ভীষণ ভাল মানুষ। প্রকৃত খ্রীষ্টান। দেবতার মত! একা এতবড় একটা ফাউণ্ডেশান চালাচ্ছেন। বড় কঠিন বিষয়। গবেষণা যদি সফল হয় পৃথিবীতে বিকলাঙ্গ প্রাণীর জন্মের ঠিক ঠিক কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে। তোমাদের নাম কি?'

'আমার নাম নবেন্দু।'

'আমার অপূর্ব।'

'আমার পরেশ।'

'আমি ডক্টর বোস।'

হসপিট্যালের সামনে বিশাল একটা বাঁধান চত্বর। সাদা একটা অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে আছে। আর একটা সাদা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, চারপাশ চাপা। গায়ে লেখা ডিপ-ফ্রিজ।

একেবারে সর্বাধুনিক হাসপাতাল। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। যে ওয়ার্ডে শ্যারন রয়েছেন ডক্টর বোস আমাদের সেখানে নিয়ে এলেন। ডক্টর ল্যাং চিন্তিত মুখে একপাশে দাঁড়িয়ে। বেডে যিনি শুয়ে আছেন, অসাধারণ সুন্দরী। জ্ঞান আছে বলে মনে হল না। মুখটা নীল হয়ে আছে।

'আঙ্কল, কি হয়েছে!'

'পয়েজনিং।'

'বিষ! বিষ খেয়েছেন?'

'না, খেয়েছিলেন পাকা পেঁপে।'

'পেঁপে খেয়ে···।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'হ্যাঁ নবেন্দু, পেঁপেতে স্নেক ভেনম পাওয়া গেছে। যে গাছের পেঁপে সেই গাছের সব ক'টা ফল আমরা টেস্ট করেছি, সবক'টাই ডেডলি। সাপের বিষ সারা গাছটায় ছড়িয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, তোমরা যে পেয়ারা গাছটার তলায় মরাপাখি দেখেছিলে, সেই গাছের সমস্ত ফল সাপের বিষে বিষাক্ত হয়ে গেছে। অদ্ভুত ব্যাপার!'

'আংকল, দিদি বাঁচবেন!'

'খুব চেষ্টা হচ্ছে। লেট আস সী। শোন, তোমাদের একটা ওয়ার্নিং দিয়ে রাখি, এখানকার কোন গাছের ফল খাবে না, ফুল শুঁকবে না, কিচেনে বলে দিয়েছি এখানকার কোন ভেজিটেবিল ইউজ করবে না।'

'আংকল, অনেক সাপ ছড়িয়ে পড়েছে বুঝি?'

'পরে বলব। আমি নিজেই জানি না। তবে সাবধানে থেক। অবশ্যই মশারি ফেলে শোবে। হাতের কাছে টর্চ রাখবে। সন্ধ্যের পর বাঁধান রাস্তা ছেড়ে একটুও এদিক ওদিক যাবে না। তোমাদের সঙ্গে এখন আমি বেরোতে পারছি না। ডক্টর বোস, আপনি ওদের সামান্য একটু বেড়িয়ে দেখেন?'

'ওঃ মোস্ট গ্ল্যাডলি। হেডকোয়ার্টের অবস্থা?'

'যমে মানুষে টানাটানি চলেছে।'

ডক্টর বোস আমাদের নিয়ে হাসপাতালের বাইরে এলেন। সাপের বিষ খেলে মানুষের কি কি হতে পারে।

'ওই ভদ্রমহিলার কি হ ডাক্তারবাবু?'

'সাপের বিষে মানুষ দু ভাবে মারা যেতে পারে ভাই। এক ধরনের সাপ আছে যার বিষে মানুষের স্নায়ু অবশ হয়ে যেতে থাকে। আর এক ধরনের বিষে রক্ত জমাট বেঁধে শরীরে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। কি যে এখন হবে বলা শক্ত। আমি অনেকবার বলেছি, ডক্টর শিলারকে বিশ্বাস করবেন না। ও সাপের চেয়েও সাংঘাতিক মানুষ। সাপ নিয়ে পাতালে থাকতে থাকতে নিজেই সাপ হয়ে গেছে।'

আমরা চারজনে কথা বলতে বলতে অনেক দূরে চলে এসেছি। সামনেই কিছু দূরে সেই বিশাল কাঁচের ডোম। এতক্ষণ যেটাকে

www.BanglaBook.org

আমরা দূর থেকেই দেখেছি। একটা বিশাল কাঁচের গামলা যেন উপুড় হয়ে আছে।

'এটা কি জিনিস ডাক্তারবাবু?'

'আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, এর নিচে আর একটা রাজত্ব আছে, শিলারের রাজত্ব। এই কাঁচের গোলকের মাথটা খোলা, ভেতরে বিভিন্ন কোণে আয়না বসান। এর মধ্য দিয়ে সেই পাতাল-পুরীতে হাওয়া, আলো আর উত্তাপ ঢুকছে। মাঝে মাঝেই দেখবে মাটিতে কাঁচ বসান। ওই একই কারণ। আলো ঢোকার ব্যবস্থা।'

'আপনি কখনও পাতালপুরীতে গেছেন?'

'না ভাই, আমার সাহস নেই। কয়েক লক্ষ সাপ কিলবিল করছে।'

BanglaBook.org

দৈত্য

প্রথমে ভেবেছিলুম গাছতলায় একটা দৈত্য দাঁড়িয়ে আছে। দৈত্য নয় মানুষ। ডাক্তার বললেন, 'হ্যালো জেমস?' দৈত্য উত্তর দিলেন, 'হ্যালো ডক্টর।' আমরা প্রত্যেকেই এঁর কাছে যেন শিশুর মত। ডাক্তারবাবু বড় জোর কোমরের কাছে কি তার একটু ওপরে পড়বেন। আমরা সব পেটের তলায় পড়ে আছি। মুখ দেখতে হলে পেছন দিকে ঘাড় হেলাতে হবে।

ডক্টর বোস পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'জেমস এখন পৃথিবীর সব চেয়ে লম্বা মানুষ। জেমস, এই ছেলেরা আমাদের অতিথি।'

জেমস হাসলেন। হেসে বললেন, 'আমি এখন বড় ব্যস্ত। আমার ওপর ভার পড়েছে, সব গাছের ফল সংগ্রহের। শুনলুম আমাদের বাগানের সমস্ত ফল বিষাক্ত হয়ে গেছে।'

জেমসের পিঠে একটা বাসকেট। বিভিন্ন ফলে ভরে উঠেছে।

জেমসের কাছে বিদায় নিয়ে আমরা সামনে এগিয়ে চললুম। ডকটর বোস বললেন, 'রাশিয়ায় একজন দৈত্য ছিলেন, নাম

www.BanglaBook.org

মাথনভ। হাইট ছিল ন'ফুট চার ইঞ্চি। ওজন ছিল ১৮২ কেজি। এক একটা হাতের চেটোর দৈর্ঘ্য ছিল ১৩ ইঞ্চি। পায়ের পাতার মাপ ছিল ২০ ইঞ্চি। দক্ষিণ আফ্রিকায় এই রকম একজন মুষ্টিযোদ্ধা ছিলেন, নাম এওয়ার্ট পটগিটার। আমাদের জেমস তাঁদের সকলকে ছাড়িয়ে গেছেন। জেমসের হাইট প্রায় একতলা উঁচু। প্রকৃতির কি অদ্ভুত খেয়াল। তাই না!'

'সত্যিই তাই।'

আমরা একটা গুহার মুখে এসে দাঁড়িয়েছি। খুব ঘেঁসঘেঁস লোহার সিক দিয়ে মুখটা বন্ধ। সামনেই একটা নোটিস ঝুলছে।

'সাবধান!'

'এ গুহার মধ্যে কি আছে ডাক্তারবাবু? বাঘ!'

'বাঘের চেয়েও মারাত্মক জিনিস, ভ্যাম্পায়ার। ভ্যাম্পায়ার কাকে বলে জান?

'আজ্ঞে হ্যাঁ রক্তচোষা বাদুড়। এমন জিনিস রাখার কারণ?'

'কারণ একটা কিছু আছে নিশ্চয়। জানেন ডাক্তার ল্যাং। ভ্যাম্পায়াররা কোথায় জন্মায় জান? মধ্য আর দক্ষিণ আমেরিকায়, এদের প্রধান খাদ্য হল রক্ত। ধারাল দাঁত দিয়ে শিকারের চামড়া ছিঁড়ে জিভ দিয়ে রক্ত চেটে চেটে খায়। এদের মুখ দেখলেই ভয় করে।'

নবেন্দু বললে, 'একবার দেখা যায় না?'

পরেশ ভয়ে থেমে পড়েছে, 'ডাক্তারবাবু, কোনরকমে বেরিয়ে আসবে না তো!'

'না, বেরিয়ে আসার কোন উপায় নেই। দেখছ না লোহার সিক বসান।'

নবেন্দু আবার বললে, 'একবার দেখা যায় না?'

'আচ্ছা, ক্লোজড সার্কিট টিভিতে তোমাদের দেখাব।'

অনেকটা হাঁটা হয়েছে। পথের পাশে একটা কালভার্টে আমরা বসলুম। শুকনো হাওয়া বইছে। সারা শরীরটা যেন চনমন করছে। দুপুরের অত খাওয়া কখন হজম হয়ে গেছে। ডক্টর বোস পাইপ ধরাতে ধরাতে বললেন, 'তাহলে লড়াই এবার সত্যিই শুরু হল।'

www.BanglaBook.org

জেমস্ এখন পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা মানুষ (পৃঃ ৯৫)

www.BanglaBook.org

'কিসের লড়াই ?'

'ডক্টর ল্যাং আর শিলারের লড়াই।'

'তার মানে ?'

'ক্ষমতার লড়াই। এতবড় একটা ফাউণ্ডেশান, প্রচুর টাকা। একজন গবেষণা করছেন জীবন নিয়ে, আর একজন মৃত্যু নিয়ে।'

'শিলার কেন লাঞ্চে এলেন না ?'

'কেন আসবেন ? তিনি থাকেন পাতালে। পাতালের রাজা। সেখানে তাঁর আলাদা ব্যবস্থা, আলাদা লোকজন। বেশ কিছু বেদে আর বেদেনী আছে তাঁর পাতাল পুরীতে। বছরে একবার সর্প-উৎসব হয়। সে এক দেখবার জিনিস। এই শিলার চাইছেন ডক্টর ল্যাঙকে হটাতে। তোমরা বড় খারাপ সময়ে এসে পড়লে।'

সাঁ করে ভীষণ একটা শব্দ হল। আমরা চমকে উঠেছিলুম। একটা ধোঁয়ার রেখা সোজা উঠে গেল মাটি থেকে আকাশে। ডক্টর বোস বললেন, 'ভয় পাবার কিছু নেই। রকেট। এখান থেকে মাঝে মাঝে রকেট ছোড়া হয়। পেনসিল রকেট। ওই দেখ কতদূরে উঠে যাচ্ছে। আশেপাশের লোককে একটু ভয় দেখাবার জন্যে মাঝেসাঝে এইসব করা হয়। আকাশে আগুন ছোড়া হয়।'

ধীরে ধীরে আকাশের আলো কমে আসছে। আকাশের গায়ে পাহাড়ের রেখা ক্রমশঃ কালো হয়ে আসছে। নবেন্দু প্রশ্ন করলে, 'আশেপাশের লোককে ভয় দেখাতে হবে কেন ?'

'তা না হলেই উৎপাত করবে। একবার এখানে ডাকাত পড়েছিল।'

'ডাকাত !'

'হ্যাঁ গো ডাকাত। ওই যে দূরের পাহাড়। ওখানে কি না আছে ? বাঘ আছে, ময়াল সাপ আছে, ডাকাতদের আড্ডা আছে।'

পাহাড়ের মাথার ওপর একটা তারা ফুটেছে। সামনের পথটা সোজা টিলার ওপর উঠে গেছে। সেখানে একটা গোল গম্বুজ বাড়ি।

'ডাক্তারবাবু, ওই গোল বাড়িটায় কি আছে ?'

'ওটা একটা অবজারভেটারি। একটা টেলিস্কোপ বসান আছে। আকাশ দেখা হয়। ওই যে দেখলে লম্বা জেমস্, ও একজন মস্ত

www.BanglaBook.org

বড় জ্যোতির্বিদ। সারারাত জেগে জেগে তারা দেখে। ওর ধারণা দিনের পর দিন আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলে হঠাৎ নতুন কিছু দেখতে পাওয়া যাবে। মাঝরাতের, শেষরাতের আকাশে ও নাকি অনেক অদ্ভুত জিনিস দেখেছে। একদিন ওর কাছেই শুনে নিও।'

আমরা উঠে পড়লুম। অনেকটা পথ ফিরে যেতে হবে। কলোনিতে একে একে নানা রকমের আলো জ্বলে উঠছে। জোর, কম জোর, নীল, লাল, সাদা। চার্চের চূড়োয় জ্বলছে নীল আলো। একটা টিপ টিপ আলোর মালা এপাশ থেকে ওপাশে চলে গেছে।

ডক্টর বোস বললেন, 'তোমরা রাতের বেলা, রাত বারোটার পর ভুলেও ঘরের বাইরে বেরোবে না। সময় সময় পাহাড় থেকে বাঘ কি হায়না নেমে আসে। এই গুহাটা থেকে ভ্যাম্পায়ারদেরও ছেড়ে দেওয়া হয় শিকার ধরার জন্যে। চার্চের ঘড়িতে যেই বারোটা বাজবে, শুনতে পাবে, সঙ্গে সঙ্গে সাবধান হয়ে যাবে। আমি নিজেই একবার ভীষণ বিপদে পড়েছিলুম। সে গল্প তোমাদের আর একদিন বলব।'

BanglaBook.org

সন্ধ্যা

আমাদের গেস্ট হাউসের বারান্দায় তিনজন বসে আছি, চানটান করে ঠাণ্ডা হয়ে। অল্প অল্প বাতাস আসছে ফুলের গন্ধ মেখে। নবেন্দু বললে, 'দেখ অপূর্ব, ডক্টর বোসকে আমার তেমন সুবিধের মানুষ বলে মনে হচ্ছে না। এখানে কি একটা যেন ষড়যন্ত্র চলেছে!'

'ঠিক বলেছিস। আচ্ছা তোর কি বিশ্বাস হয়, রাত বারোটার পর রক্তচোষা বাদুড় ছেড়ে দেওয়া হয়!'

'কি জানি ভাই। ছেড়ে দিলে আবার ধরে কি করে!'

'তাও তো ঠিক কথা। ছাড়লে তো আবার ধরতে হবে?'

'তবে হ্যাঁ, একটা ব্যাপার হতে পারে, বাদুড়গুলো হয়তো দিনের আলো ফুটলে নিজেরাই গুহায় ফিয়ে যায়।'

www.BanglaBook.org

'তা হতে পারে।'

হঠাৎ চার্চের ঘণ্টা বেজে উঠল। এই সময় তো ঘণ্টা বাজার কথা নয়। ঘণ্টার শব্দ কেঁপে কেঁপে সারা পাহাড়গুলিতে ছড়িয়ে পড়ছে করুণ আর্তনাদের মত।

নবেন্দু বললে, 'লক্ষণ ভাল নয়। কেউ মারা গেলেই এই ভাবে ঘণ্টা বাজে। শ্যারন বোধহয় মারা গেলেন রে অপূর্ব!'

'তা হলে তো আমাদের একবার যেতে হয়।'

'হ্যাঁ, যেতে তো হবেই। চল বেরিয়ে পড়ি।'

চার্চের মাথার নীল আলোটা জ্বলছে। বহু দূরে হাসপাতাল। পেছনে একটা গাড়ির শব্দ পেলুম আমরা। ছোট্ট একটা স্কুটারভ্যান আসছে। সামনের আসনে ড্রাইভারের পাশে বসে আছেন ডক্টর বোস। আমাদের পাশে এসে গাড়িটা থামল। ডক্টর বোস প্রশ্ন করলেন, 'কোথায় চললে তোমরা?'

পরেশ বললে, 'আঙ্কেলের কাছে।'

'আঙ্কল! সে আবার কে?'

'ডক্টর ল্যাং।'

'ও তোমাদের আঙ্কল হন বুঝি! ভাল ভাল।' ডক্টর বোস অদ্ভুত শব্দ করে হাসলেন। হেসে বললেন, 'চল তোমাদের পৌঁছে দি। নাও পেছন দিকে উঠে পড়ো।'

পেছনের আসনে বসে তাঁর ঘাড়টা আমরা দেখতে পাচ্ছি। ঘাড়ে তিন থাক চর্বি, তার ওপর এক থাবা কাঁচা পাকা চুল। কেমন যেন গুণ্ডা গুণ্ডা দেখতে।

হাসপাতালের সামনে অনেকের জমায়েত। সকলেরই পরনে কালো পোশাক। বিশপ এসেছেন। শ্যারনের বিছানার মাথার দিকে দাঁড়িয়ে আছেন ডক্টর ল্যাং। বিষণ্ণ, করুণ মুখ। পাতলা চশমার তলায় ছলছলে দুটো চোখ। বুকের ওপর ঝুলছে সোনার ক্রশ। আমাদের দেখে বললেন, 'শি ইজ ডেড! বাঁচান গেল না। এই হত্যার জন্যে কে দায়ী! হেট দি সিন, নট দি সিনার। তা হলেও আমি অপরাধীকে ছাড়ব না।'

আঙ্কলের কথা শেষ হল, ওয়ার্ডে ঢুকলেন ডক্টর শিলার। বিছানার পাশে নতজানু হয়ে বসে বুকে দুবার ক্রশ আঁকলেন। উঠে

www.BanglaBook.org

দাঁড়ালেন মাথা হেঁট করে। ডক্টর ল্যাঙের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এ কেস অফ সুইসাইড।'

'নো, এ কেস অফ মার্ডার।'

'মার্ডার, স্বপ্ন দেখছেন ডক্টর ল্যাং।' শ্যারন বরাবরই হোমসিক ছিল। এই পরিবেশে সে মানিয়ে চলতে পারল না। 'ইউ নো ইট বেটার দ্যান মি।'

ডক্টর শিলার ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন। সারা ঘর নিস্তব্ধ। জুতোর শব্দ ক্রমশ দূরে মিলিয়ে গেল।

মাঝরাতে শ্যারনকে সমাধি দেওয়া হল একটা ছোট টিলার নিচে সমাধি ক্ষেত্রে। আকাশে মরা চাঁদ। ফিকে জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে পাতলা কাপড়ের পর্দার মত। সমাধির গর্তে মাটি ফেলার শব্দ হচ্ছে ঝুপ ঝুপ করে।

আঙ্কলের একটা হাত আমার কাঁধে আর একটা হাত নবেন্দুর কাঁধে।

'চল, তোমাদের পৌঁছে দি। আমার মনটা ভীষণ ভেঙে গেছে।'

পরেশ হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'আঙ্কল, ভ্যাম্পায়ারদের কি এখন ছেড়ে দেওয়া হয়েছে?'

'ভ্যাম্পায়ার?' ডক্টর ল্যাং যেন একটু আশ্চর্য হলেন, 'ভ্যাম্পায়ার এখানে আসবে কোথা থেকে? কে বলেছে তোমাদের এসব উদ্ভট কথা!'

'ডক্টর বোস।'

'ও। হঠাৎ এইভাবে তোমাদের ভয় দেখাবার মানে?'

'আঙ্কল, ওই গরাদ বসান গুহাটায় তাহলে কি আছে!'

'আরে দূর, ওটা হল পাগলা গারদ। এখানে কিছু পাগলও আছে। আমাদের পরীক্ষার কাজে লাগে।' কথা বলতে বলতে আমরা গেস্ট হাউসে এসে পড়েছি। বাইরের বারান্দার আলোটা জ্বলছে। একটু ছিটকে এসেছে গোলাপ বাগানে।

ডক্টর ল্যাং ধপাস করে একটা বেতের চেয়ারে বসে পড়লেন। বড় ক্লান্ত। বসে বললেন, 'বাতিটা নিভিয়ে দাও, চারদিকে নেমে আসুক নরম অন্ধকার। আর কিছু পরেই ভোরের আলো ফুটবে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পরেশ আলোর সুইচটা অফ করে দিল।

ডক্টর ল্যাং হাঁটুর ওপর হাত রেখে বসে আছেন। আমরা বসতেই বললেন, 'তোমাদের এমন একটা সময়ে এখানে নিয়ে এলুম যে সময়ে এখানকার পরিবেশটা একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে।'

'কেন এমন হল আঙ্কল ?'

'পাওয়ার পলিটিকস্। ক্ষমতার লোভ। আর একটা জিনিস জানবে তোমরা, মানুষের উপকার করলেই মানুষ তার শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। এই যে ডক্টর শিলার, হি ইজ মাই এনিমি নাম্বার ওয়ান।'

'কেন আঙ্কল ?'

'ডক্টর শিলার এখন রিসার্চ ছেড়ে ষড়যন্ত্রের নায়ক হয়েছেন। এই বিশাল প্রতিষ্ঠানের সর্বময় কর্তা হতে চাইছেন। অথচ এই শিলারকে আজ থেকে সাত বছর আগে আমিই এনেছিলুম ইতালি, থেকে।

BanglaBook.org

ডক্টর শিলার

ডক্টর শিলারের বাবা ছিলেন হিটলারের নাজি বাহিনীতে। যুদ্ধ অপরাধী হিসেবে তাঁর প্রাণদণ্ড হয়। তিনিও ছিলেন জীব-বিজ্ঞানী। হিটলারের নির্দেশে তিনি এমন একটা জিনিস নিয়ে গবেষণা করছিলেন যার প্রয়োগে মানুষ বিকলাঙ্গ হয়ে যায় কিংবা অমানুষ হয়ে যায়। শিলার পালিয়ে এলেন প্রথমে গ্রীসে, তারপর জাত লুকিয়ে ছিলেন ইতালিতে। ইতালিতেই আমার সঙ্গে পরিচয়। থাকতেন একটা বস্তিতে। দু বেলা ভাল করে খাবার জোটে না। কোন রোজগার নেই। এই ধরনের ছোট ছোট বিষাক্ত সাপ নিয়ে সন্দেহজনক একটা ছোট কাফেতে এসে সন্ধ্যে বেলা বসে থাকতেন। যে কোন মানুষের জিভে এইসব ছোট্ট সাপের ছোবলে এক ধরনের নেশা হয়। শিলার এই ভাবেই পুলিশের নজর এড়িয়ে সাপের নেশার কারবার করে সামান্য টাকা

www.BanglaBook.org

রোজগার করতেন। অথচ পণ্ডিত মানুষ। সেই শিলারকে সুস্থজীবনে ফিরিয়ে নিয়ে এলুম। ভাবলুম, মানবকল্যাণে তার পাণ্ডিত্যকে কাজে লাগাব। কিন্তু যার বংশের ধারাতেই পাপ, সে পাপ ছাড়া থাকে কি করে। জান নবেন্দু, এই বংশের ধারা নিয়েই আমার গবেষণা। মানুষ কেন লম্বা হয়, বেঁটে হয়, ফর্সা হয়, কালো হয়, চোখের মণি কেন বেড়ালের মত হয়, চুল কেন বাদামী হয়, কুঁচকে যায়, কেন শয়তান হয়, পাগল হয়, সাধু হয়।'

হঠাৎ একটা কাশির শব্দ কানে এল। বারান্দার শেষ কোণে একটা বেতের চেয়ার, এতক্ষণ তো ওই চেয়ারে কেউ ছিলেন না। কে যেন বসে আছেন, সাদা মত। বুক পর্যন্ত ঝুলে থাকা লম্বা লম্বা সাদা দাড়ি। এক মাথা সাদা চুল। আলোটা জ্বালতে উঠলুম। ডাকতার বারণ করলেন, 'নো লাইট মাই বয়েজ।'

ডক্টর ল্যাং উঠে দাঁড়ালেন। এগিয়ে গেলেন চেয়ারটার দিকে। হাঁটু মুড়ে বসলেন বৃদ্ধের পায়ের কাছে। বৃদ্ধ তাঁর হাত রাখলেন আশীর্বাদের ভঙ্গীতে ডাকতারের মাথায়। অনেকক্ষণ কথা হল দুজনে। শেষরাতের মরা চাঁদ নেমে এসেছে পশ্চিমের পাহাড়ের মাথার ওপর। অনেক তারাই আকাশ থেকে অদৃশ্য। একটি মাত্র সাহসী তারা এখনও তরল অন্ধকারের গায়ে লেগে আছে।

কানে এল বৃদ্ধ বলছেন, 'আই মাস্ট গো নাও। দি ডে ইজ ব্রেকিং আউট।'

ডাকতার উঠে দাঁড়ালেন। বৃদ্ধ ধীর পায়ে বারান্দা থেকে নেমে পড়লেন। হাঁটছেন। ধীরে ধীরে সমাধি ক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ কেমন ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে গেলেন। ডাকতার সেই দিকে তাকিয়ে বুকে ক্রশ চিহ্ন আঁকলেন।

'আঙ্কল উনি কে? কে এসেছিলেন! কি বলে গেলেন!'

নবেন্দুর প্রশ্নে ডাকতার চেয়ার টেনে আবার বসলেন। হাত দুটো হাঁটুর ওপর মোড়া।

'নবেন্দু তোমরা বিশ্বাস করবে? উনি কোনও জীবিত মানুষ নন। মৃত। আজ থেকে সাতবছর আগে উনি এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। আমি আজকে যা হয়েছি তা হতে পেরেছি

www.BanglaBook.org

ওনার চেষ্টায়, শিক্ষায়, দীক্ষায়। আমার গুরু। একটু আগে আমি মনে মনে ও'কেই স্মরণ করছিলুম। ডক্টর ডেভিস, আমার জীবনের সব।'

পরেশ চেয়ার উল্টে আমাদের ঘাড়ে এসে পড়ছিল। শরীর কাঁপছে, 'ভূ, ভূ, ভূত।'

ডাকতার একটু অসন্তুষ্ট হলেন, 'ভূত শব্দটা বড় নিকৃষ্ট শব্দ। ডোন্ট ইউজ ইট! সে স্পিরিট। তুমি জেনে রাখ পরেশ, মৃত্যুতেই আমরা শেষ হয়ে যাই না, যেতে পারি না। মানুষকে অত সহজ করে নিও না। সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে জীবনের রহস্য জানা যায় না। আমরা কি, আমরা নিজেরাই তা জানি না। পৃথিবীর যে দিকেই তাকাবে সেদিকেই দেখবে বিশাল একটা ইচ্ছার রূপ। লেট দেয়ার বি লাইট অ্যান্ড দেয়ার ওয়াজ লাইট। সেই বিশাল ইচ্ছাশক্তির সামান্য অংশও যদি আমরা পেয়ে যাই, আমরা সব করতে পারি। আমার ইচ্ছেতেই কোন সুদূর থেকে উনি এসেছেন। মানুষ ইচ্ছে করেছে তাই আকাশে উড়েছে। চাঁদে গেছে, গ্রহান্তরে গেছে, নদীকে বেঁধেছে, পর্বতকে নামিয়ে এনেছে।'

নবেন্দু জিজ্ঞেস করলে, 'ডক্টর ডেভিস কি বলে গেলেন আঙ্কল!'

'ভয়ঙ্কর এক ষড়যন্ত্রের কথা! আজ থেকে ঠিক সাতদিন পরে বৃষ্টি নামবে এই পাহাড়তলিতে! ঠিক তার তিন দিন পরে ডক্টর শিলার সর্পবাহিনী নিয়ে আমাদের আক্রমণ করবেন। তছনছ করে দেবেন এই গবেষণাকেন্দ্র। আমার বড় বিপদের দিনে তোমরা এসে পড়লে। তোমরা বরং আজই চলে যাও নবেন্দু। এখানে আর থেকে কাজ নেই।'

'তা হয় না আঙ্কল। আপনাকে বিপদে ফেলে চলে যাব! আপনার পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করব। আপনি কিছু ভেবেছেন কি, কিভাবে রক্ষা পাওয়া যায়!'

'হ্যাঁ, ডক্টর ডেভিস বলে গেলেন।'

'কি বলে গেলেন?'

'তোমরা আমার সোলার ওভেন দেখেছ?'

'দূর থেকে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ওই ওভেনে সাতদিন ধরে শুধু কাচ তৈরি হবে। এখানকার পথঘাট সব কাচ দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। মসৃণ কাঁচ। জান তো সাপ মসৃণ জায়গায় চলাফেরা করতে পারে না। এক জায়গায় পড়ে-পড়ে নড়বে, কিলবিল করবে কিন্তু একচুল এগোতে পারবে না। এই ভাবেই ব্যর্থ করে দিতে হবে শিলারের হানা।'

'তার আগেই আমরা যদি হামলা চালাই! পাতালপুরী আক্রমণ করি!'

'না, শত্রুকেই আগে এগিয়ে আসতে দাও। আক্রান্ত হয়ে আত্মরক্ষা করব। সেইটাই হবে আমাদের ধর্ম।'

ডক্টর ল্যাং উঠে দাঁড়ালেন। সারারাত জেগে আছেন কিন্তু চেহারা দেখে কিছুই মনে হয় না, যেন তাজা ফুল। বারান্দার এমাথা থেকে ওমাথা একবার পায়চারি করে এলেন। লাল হয়ে উঠেছে পুবের আকাশ। বুকে হাত মুড়ে সেই দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। শেষে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তাহলে তোমরা থাকছ?'

নবেন্দু উঠে দাঁড়িয়েছে। সে বললে, 'নিশ্চয় থাকছি। শুধু থাকছি না, আপনাকে সাহায্যও করছি। অবশ্য আমাদের ক্ষমতা অনুযায়ী।'

'ভেরি গুড! আমি তাহলে এখন যাই। তোমাদের ঘরে আমার সঙ্গে যোগাযোগের টেলিফোন আছে, সেইটা ব্যবহার করবে।'

'আচ্ছা আঙ্কল।'

'সাতটায় ব্রেকফাস্ট। গেট রেডি। চান করে ফেল, ভাল লাগবে।'

ডক্টর ল্যাং এগিয়ে চলেছেন সোজা পুব দিকে। দীর্ঘ শরীর। লম্বা লম্বা পা ফেলে ক্রমশঃ দূর থেকে দূরে চলে গেলেন।

পরেশ

গভীর রাতে আমাদের সভা বসেছে ডক্টর ল্যাং-এর নিজের ঘরে! বেশ কিছু বিশ্বাসযোগ্য কর্মী চাই। ডক্টর শিলারের

www.BanglaBook.org

সঙ্গে কারা কারা হাত মিলিয়ে বসে আছেন বোঝা যাচ্ছে না। কর্মী বাছাই করতে হবে। কিন্তু কি ভাবে? একজন গুপ্তচর চাই। আমি আর নবেন্দু গুপ্তচর হতে রাজি আছি। বড় শক্ত কাজ। সকলের সঙ্গে ভাল মানুষের মত মিশতে হবে। নজর রাখতে হবে। তাদের কথাবার্তা লুকিয়ে লুকিয়ে শুনতে হবে। সে সময় কোথায়! ডক্টর ল্যাং বললেন, 'ঠিক বলেছ, অত সময় কোথায়! আমাকে একটু নিষ্ঠুর হতে হবে। কিছু ফন্দী তৈরি করি।'

'কি ভাবে করবেন? বন্দুক ধরে!'

'না। ওষুধ খাইয়ে।'

'সে আবার কি?'

'বিজ্ঞান, নবেন্দু, বিজ্ঞান। এমন কিছু ওষুধ আছে যা খেলে মানুষের স্মৃতি নষ্ট হবে সাময়িক ভাবে কিন্তু কাজ করার ক্ষমতা ঠিকই থাকবে। বাধ্য বালকের মত যা করতে বলব তাই করবে।'

'আঙ্কল, তাহলে তাই করুন।'

'কাল সকালের লাঞ্চে চা এবং কফিতে ওই ওষুধ থাকবে।'

'আমরাও খাব?'

'না, তোমরা কেন খাবে? তোমাদের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা। সোনালী টিপট থেকে তোমরা কিছু খাবে না। তোমাদের জন্যে টেবিলে থাকবে ছোট্ট সাদা একটা পট। গুড নাইট। আজ তাহলে শুয়ে পড়। তোমরা যেতে পারবে তো! ভয় করবে না!'

'না আঙ্কল।'

'বেশ, তাহলে আমাদের যাত্রা হল শুরু।'

বাইরের আকাশে চাঁদ। ছায়া ছায়া ধোঁয়া ধোঁয়া আশেপাশে মাটিতে যেখানে কাচ বসানো সেখান থেকে নীল আলো ঠিকরোচ্ছে।

এমন সুন্দর স্বপ্নময় জায়গা কী রকম অসুন্দর হতে চলেছে! দূরে পাহাড়ে কি যেন ডাকছে। নবেন্দু বললে, 'ফেউ ডাকছে। বোধহয় বাঘ বেরিয়েছে রে!'

নবেন্দুর কথা শুনে পরেশ আমার হাত চেপে ধরল। আমাদের সঙ্গে এসে পরেশটা মহা বিপদে পড়েছে।

কিছু দূরে পথের পাশের সাঁকোয় কে যেন বসে আছে। মানুষ

www.BanglaBook.org

না প্রেতাত্মা! এখানে এমন এক বিশ্বাস অবিশ্বাসের জগৎ তৈরি হয়ে আছে আমাদের সবকিছু গুলিয়ে যাচ্ছে যেন! থেমে পড়লে চলবে না, সাহস করে এগিয়ে যেতেই হবে।

একটা টিলায় বসে আছেন ডক্টর বোস। এত রাতে কি করছেন! ডক্টর বোস বললেন, 'আরে এত রাতে তোমরা কোথা থেকে? চাঁদের আলোয় বেড়াতে বেরিয়েছ বুঝি!'

নবেন্দু বললে, 'ঘুম আসছে না কিছুতেই!'

'স্বাভাবিক, নতুন জায়গা তো! আমারই ঘুম আসছে না! এস একটু বসে যাও। এমন সুন্দর রাত! পাহাড়ে আবার ফেউ ডাকছে, তার মানে বড় মিঞা আজ শিকারে বেরিয়েছেন!'

ডক্টর বোসের পাশে একটু বসতেই হল। মুখে পাইপ। তামাকের গন্ধ, ফুলের গন্ধ, ইউক্যালিপটাস পাতার গন্ধ সব মিলিয়ে অদ্ভুত একটা গন্ধময় পরিবেশ।

ডক্টর বোস ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, 'কাল পূর্ণিমা।'

কথা বলতে গিয়ে পাইপটা মুখ থেকে খুলে মাটিতে পড়ে গেল। ডক্টর বোস নিচু হলেন পাইপটা কুড়োবার জন্যে। ডক্টর বোস যেই সোজা হলেন, পাশেই বসেছিল পরেশ, পেছন দিকে উল্টে পড়ে গেল ঝপাত করে। পেছন দিকেই ঢালু জমি, আগাছা, জঙ্গল। আমরা দুজনেই উঠে দাঁড়িয়েছি, কি হল পরেশের! নবেন্দু ঢালু জমি বেয়ে নামতে গেল।

ডক্টর বোস গম্ভীর গলায় বললেন, 'তোমরা এক পাও নড়বে না। বিপদ হবে। পরেশকে পাবে না। তোমাদের এই কারণেই বসতে বলেছিলুম। আচ্ছা গুড নাইট।'

ডক্টর বোস উঠে দাঁড়ালেন!

নবেন্দু বললে, 'তার মানে।'

'তার মানে পরেশ এখন আমাদের হাতে!'

'আমাদের হাতে মানে?'

'আমাদের হাতে মানে, তোমাদের আওকেলের হাতের বাইরে। ওই হাঁদা বোকা ছেলেটা এখন আমাদের টোপ। ওই টোপকে বঁড়শিতে গেঁথে এখন বড় মাছটাকে ধরতে হবে। বুঝলে কিছু!'

www.BanglaBook.org

ডক্‌টর বোস পাইপ টানতে টানতে চলে গেলেন। আমরা দুজনেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছি।

'কি হবে নবেন্দু!'

'তাই তো ভাবছি রে! মহা বিপদ হল বোকা ছেলেটাকে নিয়ে। আমাকে নিয়ে গেল না কেন?'

'আমাকেও তো নিতে পারত।'

ফেউয়ের ডাক যেন আরও কাছে এগিয়ে এসেছে। নবেন্দু বললে, 'এখানে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। চল, আঙ্কেলের কাছে ফিরে যাই।'

একটা গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ কানে এল। দূর থেকে ক্রমশঃ দূরে চলে যাচ্ছে। বোধহয় পরেশকে ওরা সর্পরাজত্বে ওই গাড়িতে করেই নিয়ে গেল। ডক্‌টর বোসকে ছেড়ে দেওয়াটা কি ঠিক হলো!

'নবেন্দু, ডক্‌টর বোসকে হঠাৎ পেছন দিক থেকে আক্রমণ করলে কেমন হত! আমাদের তো অনেক স্কাউটের প্যাঁচ জানা ছিল।'

'আমার কাছে কয়েক গজ দাঁড় থাকলে একবার দেখে নিতুম রে! এখন আর উপায় নেই।'

ডক্‌টর ল্যাঙের ঘরে বাতিদানে বাতি জ্বলছে। টেবিলের ওপর নীল মলাটের একটা মোটা বই। মলাটে সোনালী অক্ষরে লেখা বাইবেল। তার ওপর একটা ছোট্ট ক্রশ।

'তোমরা ফিরে এলে।'

'পরেশকে ওরা হঠাৎ ধরে নিয়ে গেল!'

'সে কি? কি ভাবে? কারা ধরে নিয়ে গেল?'

'ডক্‌টর বোসই আসল লোক। দলে আর কে কে ছিলেন বোঝা গেল না।'

নবেন্দু পুরো ঘটনাটা বলে গেল। ডক্‌টর ল্যাং সারা ঘরে পায়চারি করতে করতে সব শুনলেন। শেষে স্থির হয়ে বসলেন চেয়ারে।

'পরেশকে কিভাবে উদ্ধার করা যাবে আঙ্কল?'

'যেমন করেই হোক করতে হবে। বাঁচিয়ে ফিরিয়ে আনতে হবে।'

ঘরের কোণের টেলিফোনটা হঠাৎ ঝনঝন করে বেজে উঠল।

www.BanglaBook.org

টেলিফোনটার পাশেই একটা চৌকো বাক্স, সেই বাক্সটার একটা সুইচ টিপে ডক্টর ল্যাং রিসিভারটা কানে তুলে নিলেন, 'হ্যালো, ডক্টর ল্যাং বলছি।' ওদিক থেকে যিনি কথা বলছেন তাঁর গলা আমরাও স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি।

'শিলার বলছি। গুড আফটারনুন ডক্টর। ঘুম আসছে না কিছুতেই। ছেলেটা ভয়ে এত চিৎকার করছে। ভীতু কাঁহাকা। ওই যে শুনুন।'

পরেশের ভীষণ ভয়ের চিৎকার কানে এল। আবার শিলারের গলা।

'কিছুই না, ওকে একটা জালের খাঁচায় রেখেছি। তার চারপাশে অজস্র সাপ কিলবিল করছে। ছেলেটা এমন করছে যেন জীবনে কখনও সাপ দেখে নি। ওই ছেলেটার ওপরেই আমার একটু পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাবার ইচ্ছে আছে। সম্প্রতি বোরাসাপ থেকে আমি এক ধরনের বিষ আবিষ্কার করেছি। ভারি সুন্দর জিনিস। মানুষের রক্তে অল্প অল্প করে মেশালে গায়ের চামরা সাপের চামড়ার মত হয়ে যায়। হাউ নাইস, হাউ নাইস। আজ রাতটা যাক, কাল থেকে শুরু করব। ওহে খোকা ঘুমোও ঘুমোও, তুমি আমার মানুষ গিনিপিগ।'

পরেশের চিৎকার আর শিলারের হাসি একসঙ্গে ভেসে এল।

ডক্টর ল্যাং জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি চাইছেন?,

'আমি চাই কিংডোম অফ গড। ভগবানের রাজত্বের অধীশ্বর হতে চাই।'

'হোয়াট ইজ দ্যাট? সেটা আবার কি!'

'আমি পড়ে আছি পাতালে। উঠতে চাই মর্ত্যে। সেখান থেকে স্বর্গে।'

'উঠুন না, কে বাধা দিচ্ছে!'

'ইউ ইউ, আপনি বাধা দিচ্ছেন।'

'আমি?'

'ইয়েস। একই বনে দুটো বাঘ থাকতে পারে না। ইউ মাস্ট গো। আপনাকে যেতে হবে।'

'কোথায় যাব?'

www.BanglaBook.org

'জাহান্নামে। শ্যারন গেছে। পরেশও যাবে। একে একে সবাই যাবে। আমি যে কলকাঠি নেড়েছি তাতে কে কখন যাবে আমি নিজেই জানি না।'

'আমি থাকলে অসুবিধেটা কি হচ্ছে? আমি আছি আমার গবেষণা নিয়ে, আপনারা আছেন আপনাদের নিয়ে। গোলমালটা কোথায়?'

'গোলমাল ক্ষমতা নিয়ে। আপনি আমাদের মাথার ওপর বসে আছেন সব ক্ষমতার অধীশ্বর হয়ে। সেইটাই আমাদের সহ্য হচ্ছে না।'

'আমাদের মধ্যে কে কে আছেন? বহুবচন ব্যবহার করছেন কেন?'

'তার কারণ আমার দলে আপনি ছাড়া সবাই আছেন।'

'তাই নাকি? তাহলে আসুন আমরা সকলে বসে ঠিক করি কি ভাবে কাজকর্ম চলবে, কে চালাবে?'

'বসাবসির কি আছে! ঠিকই হয়ে গেছে; আমিই হব সর্বেসর্বা।'

'বেশ তাই হবে। তার জন্যে শুধু শুধু একটা নিরীহ ছেলেকে কষ্ট দিচ্ছেন কেন?'

'আমার রাজত্বে আপনাকে আসতে হবে। একটা চুক্তিপত্রে সই করতে হবে। তারপর মাথা নিচু করে এই প্রতিষ্ঠান ছেড়ে চলে যেতে হবে।'

'বেশ তাই হবে। তা হলে পরেশকে ছেড়ে দিন।'

'পাগল না কি।' আগে দেখাসাক্ষাৎ হোক। লেখালেখি হোক। তারপর মুক্তি। কাল রাত বারোটা। কেমন! ততক্ষণ বোকা ছেলেটাকে নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করি। গুড নাইট। কালই হবে লাস্ট সাপার।'

কট্ করে একটা শব্দ হল। শিলার লাইন কেটে দিলেন। ডক্টর ল্যাং রিসিভারটা নামাতে নামাতে বললেন, 'ঈশ্বর এই অপরাধীকে ক্ষমা করুন।'

নবেন্দু বললে, 'স্কাউনড্রেল।'

ডক্টর ল্যাং বললেন, 'উত্তেজিত হবে না। বিপদে মাথা ঠাণ্ডা

www.BanglaBook.org

রাখতে হবে। একেই বলে দাবা খেলা। এক পাশে জীবন অন্য পাশে মৃত্যু। খুব সাবধানে খেলতে হবে এ খেলা।'

আমি আর চুপ করে থাকতে পারলুম না, 'আংকল, আপনার নিজের এত ক্ষমতা এত শক্তি, আপনি কিছু করতে পারছেন না কেন?'

'পারছি না গোটাকতক কারণে। প্রথম কারণ, পরেশ। পরেশ ওদের হাতে বন্দী। দ্বিতীয় কারণ, সৃষ্টি বড় শক্ত কাজ। ধ্বংস তার চেয়ে অনেক সহজ ব্যাপার। একটা জীবন সৃষ্টি করতে পারি না, সহজে মেরে ফেলি কি করে! ডক্টর শিলারের রাজত্ব তছনছ করে দিতে আমার কয়েক মিনিট সময় লাগবে।'

নবেন্দু খুব চিন্তিত ভাবে বললে, 'তাহলে কি হবে?'

'কিচ্ছু ভেব না তোমরা। আজকের রাতটা তোমরা আমার ঘরে কাটাও। আমি একবার সমাধি থেকে ঘুরে আসি।'

'আমরাও যাব।'

'কেন, ভয় করছে?'

'না ভয় নয়। আপনাকে আর একলা ছাড়ব না।'

'বেশ চল।'

বাইরের ঝাপসা ভাবটা কেটে গিয়ে চাঁদের আলোর জোর বেশ যেন বেড়ে গেছে। মা এই রকম জ্যোৎস্না দেখলে বলেন, ফিনিক ফুটছে। মন ভাল থাকলে এমন চাঁদের আলোয় গান গেয়ে উঠতে ইচ্ছে করে।

'তোমরা এইখানে একটু দাঁড়াও, আমি আসছি।'

ডক্টর ল্যাং সারি সারি ক্রশের মধ্যে দিয়ে পথ করে করে এঁকে বেঁকে এগিয়ে গেলেন। কোথায় গেলেন, কেন গেলেন কিছুই বললেন না। সমাধি ক্ষেত্রটা নেহাত ছোট নয়। অনেক মৃত্যু হয়েছে এখানে বছরের পর বছর ধরে। কেন এত মৃত্যু!

'নবেন্দু, এখানে মানুষ মরে বেশি, তাই না। কত ক্রশ দেখেছিস?'

'আমার মনে হয় এটা অনেক পুরনো কালের সমাধি। হয়তো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাল থেকেই এই সমাধিতে মানুষকে কবর দেওয়া হচ্ছে। হয়তো সৈন্যবাহিনীর ছাউনি ছিল!'

www.BanglaBook.org

'হ্যাঁ, তা হতে পারে।

ডক্টর ল্যাংকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না। চোখের সামনে আকাশের গায়ে পাহাড়ের রেখা। বাতাস বইতে শুরু করেছে জোরে। হিস হিস শব্দ হচ্ছে। কি হবে, কি হতে চলেছে কে জানে! পাহাড়ের দিকে এক পাল কুকুর ডাকছে।

দূর থেকে সাদা একটা মূর্তি এগিয়ে আসছে।

নবেন্দু বললে, 'ওই যে আঙ্কল আসছেন।'

ঠিকই বলেছে। আঙ্কল আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। মুখে প্রশান্ত হাসি। যেন স্বয়ং যীশু দাঁড়িয়ে আছেন আমাদের সামনে।

'পেয়ে গেছি নবেন্দু, পেয়ে গেছি দাবার শেষ চাল। আর ভাবনা নেই। চল চল, রাতটা কোন রকমে কাটিয়ে দি। কাল মধ্য রাতে হবে শেষ খেলা।'

আমরা আবার ফিরে এলুম আঙ্কেলের ঘরে। ইলেকট্রিক কেটলিতে গরম জল চাপল।

'এক কাপ করে কফি খাওয়া যাক, কি বল! এমন রাতে কফি না খেলে হয়!'

দেয়ালের গা থেকে চাপা আলো ঠিকরোচ্ছে। কেমন যেন একটা স্বপ্নের জগৎ। কফি খাওয়া হল।

'নাও তোমরা এবার একটু শুয়ে পড়। আমি বসে বসে তোমাদের বেহালা বাজিয়ে শোনাই।'

সুরে ঘর ভরে গেল। মনে হল কে যেন দূর থেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কখনো মনে হল পাতার মধ্যে দিয়ে বাতাস বইছে।

কখন ঘুমিয়ে পড়লুম এক সময়ে, আমার মনে নেই, নবেন্দুরও মনে পড়ে না।

শেষ ভোজ

ঠিক কাঁটায় কাঁটায় রাত বারোটা। পাতালপুরীতে নামার সেই দরজা দিয়ে কিছু আগেই আমাদের গাড়ি নেমে এসেছে। নবেন্দু

www.BanglaBook.org

সামনে বসেছিল। আমি বসেছিলুম পেছনে। আমার পাশে ছোট একটা বাক্স আর আংকলের বেহালা। ডক্টর ল্যাং গাঢ় নীল রঙের স্যুট পরেছেন। চোখে সোনালী ফ্রেমের চশমা।

গোল একটা ঘরে আমরা বসেছি। লম্বা টেবিল সাদা কাপড়ে ঢাকা। চাপা আলো চারপাশ থেকে একটা আভার মত বেরিয়ে আসছে। শিলার পরেছেন ম্যাজিসিয়ানদের মত কালো গাউন। বুকের ওপর গলা থেকে ঝুলছে চেন দিয়ে বাঁধা দাঁতের মত সাদা একটা কি জিনিস। ডক্টর বোস বসে বসে পাইপ টানছেন। আর যাঁরা রয়েছেন তাঁদের আমরা আগে দেখিনি।

শিলার টেবিলের মাথার দিকে দাঁড়িয়ে আছেন। শয়তানের ছবি দেখিনি। মনে হয় এই রকমই দেখতে ছিল। শিলার বললেন, 'ঠিক বারোটা। দিন বদলে গেল, তারিখ বদলাল। এইবার বদলে যাবে আমাদের দু'জনের ভাগ্য।'

শিলার হাত বাড়িয়ে একটা সুইচ টিপলেন। কিছু দূরে একটা কাচের পর্দায় ঝিরঝির করে আলো কেঁপে উঠল। ভেসে উঠল পরেশ। পরেশ একটা চেয়ারে বসে আছে। দু হাত দূরে তারের জালের গায়ে অসংখ্য সাপ কিলবিল করছে।

আমি চিৎকার করে বললুম, 'আমাদের পরেশ।'

শিলার বললেন, 'হ্যাঁ, তোমাদের পরেশ। এইবার আমার তৈরি কয়েকটা জিনিস দেখাই। মানুষের রূপান্তর।' দৃশ্য পালটে গেল। পর্দায় মধ্যবয়সী একটি মানুষের মুখ। সারা মুখে লাল অসংখ্য ফুসকুড়ি। দেখলেই গাটা কেমন করে ওঠে।

'এক নম্বর মানুষ। এর নাম রেখেছি মিঃ ওয়ার্ট। এক ধরনের সাপের বিষ ধীরে ধীরে শরীরে প্রবেশ করিয়ে আমি এই মানুষটির চামড়ায় রূপান্তর এনেছি।'

পর্দায় ভেসে উঠল দ্বিতীয় আর একটি মুখ। সারা মুখে চাপড়া চাপড়া লাল দাগ। নাকটা থেবড়ে গেছে। চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসছে।

'দু'নম্বর মানুষ। নাম রেখেছি, মিঃ লেপার। এক ধরনের কুষ্ঠ। ওই সাপের বিষেরই কেরামতি।' ডক্টর ল্যাং বললেন, 'এই সব বীভৎস পরীক্ষা আমাদের দেখাবার মানেটা কি! আমি

www.BanglaBook.org

তো প্রস্তুত হয়েই এসেছি। পরেশকে এনে দিন আমরা পাহাড়তলি ছেড়ে চলেই যাই।'

শিলার হাসতে হাসতে বললেন, 'মাত্র দুটো দেখেই ভয় পেয়ে গেলেন, এখনও তো অনেক আছে। যেমন ধরুন, আমার পায়ের কাছে একটা বোতাম আছে, সেটাতে চাপ দিলেই আপনারা যে দিকটায় তিনজনে বসে আছেন সেই মেঝেটা চেয়ার সমেত সাঁ করে পেছনের দেয়ালে ঢুকে যাবে, আর সেখানে আছে, এই দেখুন।'

পর্দায় ভেসে উঠল একফালি ঘর, মেঝেতে থিক থিক করছে ছোট ছোট মিশকালো সাপ।

'এরা তাজা মানুষকে চুমু খেতে বড় ভালবাসে।'

ডক্টর ল্যাং বললেন, 'তাই নাকি?'

'তাছাড়া যে চেয়ারে বসে আছেন, সেই চেয়ারের তলায় আছে একটা করে চৌকো বাক্স। তার মধ্যে আছে একটা করে কেউটে সাপ। এমন কায়দা করা আছে. বাক্সটা বের করে না নিলে চেয়ার ছেড়ে ওঠা যাবে না, উঠতে গেলেই ফোঁস করে কামড়ে দেবে পেছনে। ভীষণ বিষাক্ত। মাসখানেকের জমা বিষ রয়েছে দাঁতে।'

ডক্টর ল্যাং মনে হল ভীষণ ভয় পেয়েছেন। আমি তো ভয়ে কাঠ হয়ে গেছি; নবেন্দুর মুখ দেখে কিছু বুঝতে পারলুম না। আসলে ভয়ে আমার মাথাটাই যেন কেমন হয়ে গেছে। বেশ বুঝতে পারছি, মৃত্যু সুনিশ্চিত। এখান থেকে বেঁচে বেরোতে পারব বলে মনে হয় না। মায়ের জন্যে মনটা কেমন যেন ছটফট করে উঠল। মন ছটফট করলেও শরীরটাকে স্থির রাখতে হবে, তা না হলেই ফোঁস করে পাছায় কামড়ে দেবে।

ডক্টর ল্যাং বললেন, 'তা হলে পরীক্ষা করে দেখতে হয় আপনার বিষ কেমন। যে কোনও বিজ্ঞানীর কাজই হল বিশ্বাস করার আগে পরীক্ষা করে দেখা। এক্সপেরিমেন্ট, অবজারভেশন, ইনফারেনস। ভয় পেলে তো চলবে না।'

শেষ কথাটা বলেই ডক্টর ল্যাং ঝড়াস করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। আমি ভয়ে চোখ বুজিয়ে ফেলেছি। চোখ বুজিয়ে বুজিয়েই ফোঁসের বদলে হাসির শব্দ শুনছি। তীক্ষ্ণ, ধারাল হাসি। ডক্টর ল্যাং হাসছেন আর বলছেন, 'ডক্টর শিলার, হয়

www.BanglaBook.org

আপনার সাপ ঘুমিয়ে পড়েছে, কিংবা আপনার হিসেবের ভুলে চেয়ার বদলে গেছে, অথবা আপনার আদেশ অমান্য করছে। মনে হয় শেষটাই ঠিক।'

ডক্টর শিলারের মুখে চোখে বিব্রত ভাব।

ডক্টর ল্যাং বললেন, 'তোমরাও উঠে দাঁড়াও।'

উঠে দাঁড়াতে পারলেই তো আমরা বেঁচে যাই। আমরা দু'জনেই কলের পুতুলের মত উঠে দাঁড়ালুম। কিছুই হল না।

ডক্টর ল্যাং হেসে উঠলেন, 'ডক্টর শিলার, এইবার আপনাকে আর একটা সংবাদ দি। আপনার আর একটি ব্যর্থতা। পরেশ এই মুহূর্তে বাইরে আমার গাড়িতে বসে আছে। আপনার খাঁচা এখন শূন্য।'

'মিথ্যে কথা। হতেই পারে না।'

'বেশ তো আপনার টিভি চালু করুন।'

ডক্টর শিলার সুইচ টিপলেন। পর্দায় ভেসে উঠল শূন্য খাঁচা। খাঁচার গায়ে আর সাপ কিলবিল করছে না। ডক্টর শিলার হতভম্ব হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে পাগলের মত বললেন, 'নো নো, দ্যাট কান্ট বি। হতেই পারে না।'

'হয় হয়, অনেক কিছুই হতে পারে। যেমন এই মুহূর্তে আপনার পেছন দিকের দেয়ালটা খুলে পড়ছে আর···।

ডক্টর শিলার পেছন দিকে তাকাতেই একটা চোখ ঝলসান আলো সারা ঘরে খেলে গেল। যেন বাজ পড়ল। দেয়ালে একটা বিশাল গর্ত তৈরি হয়েছে। প্রথমেই সেই গর্ত দিয়ে গলে এল ভাল্লুক আলি। সে এসেই দু হাতে শিলারকে জাপটে ধরল। তার পেছনেই এল বিশাল লম্বা জেমস্। দেখতে দেখতে ঘর ভরে গেল ডক্টর ল্যাঙের অনুচর বাহিনীতে।

শিলার চিৎকার করে বললেন, 'ডক্টর বোস, আমাদের সমস্ত সাপ ঘরে ছেড়ে দিন। ওয়াটসন, ওয়াটসন!' ডক্টর বোস বসে বসে যেমন পাইপ টানছিলেন সেই রকমই পাইপ টানতে লাগলেন। মৃদু মৃদু হাসছেন। ডক্টর ল্যাং বললেন, 'আপনার সব সাপ মরে গেছে ডক্টর শিলার। চব্বিশ ঘণ্টা সময় একজন মানুষের আত্মরক্ষার প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি সময়।'

www.BanglaBook.org

মোটা মানুষ বিজয়ার দিন যে ভাবে কোলাকুলি করে সেই ভাবে আলি ডক্‌টর শিলারকে তখনও জাপটে ধরে আছে। শিলার রাগে গড়গড় করতে করতে বলছেন, 'ন্যাস্টি বেয়ার, ইউ স্মেল গার্লিক। আমি পকেটে হাত ঢোকাতে পারছি না তাই, তা না হলে তোর ফুসফুস এখনই আমি ছেঁদা করে দিতে পারতুম।'

ডক্‌টর ল্যাং আদেশের সুরে বললেন, 'মিস্টার জেমস, গিভ হিম এ শট।'

জেমসের হাতে সেই ইঞ্জেকসান লাগাবার জেটগান। ছ্যাঁক করে একটা শব্দ হল। ডক্‌টর শিলার যেন একটু কেঁপে উঠলেন।

ডক্‌টর ল্যাং বললেন, 'এখন আপনার প্রয়োজন প্রচণ্ড ঘুম সম্পূর্ণ বিশ্রাম এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের মত মেলামেশা। আর সাপ নয়, সাপের বিষ নয়। এবার পাখি আর ফুল। ওয়াটসন, ওয়াটসন।'

'ইয়েস স্যার।'

ধবধবে সাদা পোশাকে ঘরে এলেন ওয়াটসন! চোখে গোল্ড ফ্রেমের চশমা।

'ডক্‌টর ওয়াটসন, চলুন তা হলে, এঁকে অ্যাসাইলামে রেখে আসি। দীর্ঘ চিকিৎসার প্রয়োজন, তা না হলে ডক্‌টর শিলার একজন উন্মাদ খুনী হয়ে যাবেন।'

ডক্‌টর বোস উঠে দাঁড়ালেন। তখনও তাঁর মুখে পাইপ। ডক্‌টর ল্যাং টেবিলের ওপাশ থেকে হঠাৎ তাঁর ডান হাতটা সামনে বাড়িয়ে দিলেন। ডক্‌টর বোস দু'হাত দিয়ে সেই হাতটা চেপে ধরে জোরে জোরে ঝাঁকাতে লাগলেন।

ডক্‌টর ল্যাং বললেন, 'আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। এই প্রতিষ্ঠান আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। চলুন, লেট আস গো আপ।'

গোল গর্তটার মধ্যে দিয়ে আমরা একে একে বেরিয়ে এলুম। কিছু দূর এগোতেই মনে হল বাইরের ঠাণ্ডা বাতাস এসে গায়ে লাগছে। আরে, ওই তো মাথার ওপর তারায় ভরা আকাশ। আমরা একে একে উঠে এলুম সেই সমাধি ভূমিতে। সব শেষে বেরিয়ে এলেন ডক্‌টর বোস আর ডক্‌টর ল্যাং। মাটির ওপর একটা ক্রশ শুয়ে ছিল। ডক্‌টর ল্যাং দু'হাত দিয়ে সেটাকে সোজা করে দিতেই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গর্তের মুখটা বন্ধ হয়ে গেল। একটা গাড়ি আসছে। ইঞ্জিনের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। গাড়িটা থামল। একটু পরেই দেখি কে যেন ছুটতে ছুটতে আসছে। আমরা সকলেই চিৎকার করে উঠলুম, পরেশ, পরেশ!'

ডক্টর ল্যাং বললেন, 'আমাদের হিরো।' দু'হাতে পরেশকে বুকে চেপে ধরলেন।

কি হলো

ডক্টর শিলারের অবসন্ন দেহটাকে ওঁরা ধরাধরি করে সেই গুহাটায় নিয়ে গেলেন, যে গুহায় ডক্টর বোস বলেছিলেন ভ্যাম্পায়ার আছে। ব্যাপারটা তাহলে কি হল। ডক্টর বোস সম্পর্কে আমাদের ধারণা তাহলে পাল্টাতে হচ্ছে।

'নবেন্দু, সব কেমন যেন গুলিয়ে গেল!'

চার্চের সামনে বেশ বড় একটা জমায়েত। চাঁদের আলো। চার্চের ছায়া। নীল আকাশের দিকে চূড়োটা উঠে গেছে।

'ঠিক বলেছিস অপূর্ব। সবই যেন কেমন গুলিয়ে গেল। কি ভাবে কি হল! ডকটর বোসকে আমরা সন্দেহ করেছিলুম। ডক্টর ল্যাং কি তাহলে আমাদের সঙ্গে অভিনয় করলেন?'

'সেই রকমই তো মনে হচ্ছে।'

চার্চে ঢোকার সিঁড়ির উঁচু ধাপের আলোছায়ায় ডক্টর ল্যাং দাঁড়িয়েছেন, যেন সভা হচ্ছে। ডক্টর ল্যাং সকলকে উদ্দেশ করে বললেন, 'ফ্রেন্ডস, আমি আজ আপনাদের ছেড়ে বিদায় নিচ্ছি। বিদায় নিচ্ছি চিরকালের জন্যে। ফর এভার, ফর এভার।'

সকলে সমস্বরে বলে উঠলেন, 'সে কি? সে কি?'

'হ্যাঁ, আমার যাবার সময় হয়েছে। আপনারা আমাকে নানা ভাবে সাহায্য করেছেন এতকাল। আমি কৃতজ্ঞ। এক সময়ে আমাকে সকলেই ভালবাসতেন। এখন কারুর কারুর মনে আমার সম্পর্কে ঘৃণা জন্মেছে, সন্দেহ জেগেছে আমার ক্ষমতা সম্পর্কে। আমার মনেও প্রশ্ন জেগেছে বিজ্ঞান বড়, না মানুষ বড়। প্রশ্ন

www.BanglaBook.org

জেগেছে সমস্যা আর তার সমাধান বড়, না ক্ষমতার লড়াই বড়। সাধনা বড়, না ব্যক্তিগত ক্ষমতা বড়। উত্তর আমি আজ পেয়েছি। মানুষের তৈরি প্রতিষ্ঠান কখনও নির্দোষ হতে পারে না, মানুষ কখনও ভগবান হতে পারবে না। একদিন শয়তান এসে মানুষকে স্বর্গোদ্যান থেকে তাড়িয়েছিল, ওইটাই মানুষের নিয়তি। ফেট। আমাকে শেষ মুহূর্তে ডক্টর বোস একসঙ্গে বহু প্রাণ বাঁচাবার কাজে সাহায্য করেছেন। অবশ্য নিঃস্বার্থ ভাবে নয়। তাঁর সঙ্গে আমার চুক্তিই হয়েছিল বিনা রক্তপাতে এই গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠান শেষ পর্যন্ত রক্ষা পাবে এবং সব ছেড়ে আমাকে চলে যেতে হবে। ভদ্রলোকের চুক্তি। একটা কারণে আমি সুখী, ডক্টর শিলারের কর্তৃত্বে আপনাদের থাকতে হচ্ছে না! তিনি মানসিক বিকলতায় ভুগছেন। কেন ভুগছেন তাও আমি জানি। বংশের ধারা। এক পুরুষ থেকে আর এক পুরুষে কিছু বিকলতার ধারা এই ভাবেই প্রবাহিত হয়। ডক্টর বোসের কাছে আমার শেষ অনুরোধ, কিছু শিক্ষিত, স্বেচ্ছাচারী লোক বিজ্ঞানের নামে জীব-জগতের ওপর ভীষণ অত্যাচার চালাবার ছাড়পত্র নিয়ে বসে আছেন, সেই অত্যাচারের কিছু নির্দোষ শিকার আমার অজান্তেই এখানে বন্দী হয়ে আছেন। তাদের তিনি শুধু মুক্তিই দেবেন না, তাদের সুস্থতাও ফিরিয়ে দেবেন। আমি জানি মৃত্যু যত সহজে আনা যায় জীবন তত সহজে আনা যায় না। সেই জীবনকে প্রয়োজন হলে জীবন দিয়েও বাঁচাতে হবে। আপনারা সুন্দরের সাধনা করুন। বিদায়।'

সামনে সহজ পথ

ডক্টর ল্যাং গাড়ির স্টিয়ারিং ধরে বসে আছেন। সামনে সোজা পথ চাঁদের আলোয় খুলছে, ক্রমশ খুলছে। সঙ্গে সেই বাক্স আর বেহালা। সামনে নবেন্দু, পেছনে আমি আর পরেশ। নবেন্দু হঠাৎ বললে, 'আপনি হেরে গেলেন আংকল!'

www.BanglaBook.org

'হেরে ? কই, না তো। আমাদেরই তো জিত হল।'

'আমরাই জয়ী।'

'কেন ? হ্যাঁ জয়ী, তবে অন্যভাবে। আমাকে তোমরা বাঁচিয়েছ। তা না হলে ওরা ষড়যন্ত্র করে শ্যারনের মত আমাকেও একদিন হত্যা করত।'

'হত্যা !'

'হ্যাঁ, হত্যা। ক্ষমতার লোভে, অর্থের লোভে সারা পৃথিবীতে প্রতিদিন কত মানুষ জীবন দিচ্ছে জান কি ?'

'আপনার গবেষণার কি হবে ?'

'আমার রিসার্চ শেষ হয়ে গেছে নবেন্দু। আমি সত্যি আবিষ্কার করে ফেলেছি, মানুষ মানুষই থাকবে। পৃথিবী যেভাবে চলছে ঠিক সেই ভাবেই চলবে। পরিপূর্ণ সুন্দর মানুষ আসবে, বিকৃত, বিকলাঙ্গ আসবে, দেবতা আসবে, শয়তানও আসবে। এ খেলা চলতেই থাকবে আবহমান কাল ধরে।'

'আংকল, আপনি এখন কোথায় যাবেন ?'

'প্রথমে কলকাতায় তোমাদের নামিয়ে দোব। কোন একটা হোটেলে রাত কাটিয়ে প্লেন ধরে চলে যাব সিসিলি। সেখানে অনেক অনেক দিন ধরে একজন মা তাঁর ছেলের জন্যে অপেক্ষা করে আছেন।'

গাড়ির গতি ক্রমশঃ বাড়ছে। পথ কখনও বেঁকেছে, কখনও সোজা। দু'পাশে বন। মাঝে মাঝে পাহাড়। মাঝে মাঝে গ্রাম।

আজও মনে পড়ে আমাদের সেই অভিযানের কথা। আজও চোখের সামনে ভাসছে, আংকল ল্যাং, ডক্টর ল্যাঙের মুখ। সেই মুখ। সেই পাহাড়ী পথে, চাঁদের আলোছায়া আর তাঁর সেই শেষ কথা ঃ

'তোমরা হলে ঈশ্বরের প্রিয়পুত্র। তাঁর মতই হবার চেষ্টা কর। অনুশীলন ছাড়া কিছুই হয় না, হবার নয়। প্রেম দিয়ে জীবনকে বাঁধবার চেষ্টা কর। যীশু আমাদের ভালবেসে জীবন দিয়েছিলেন। আমরা সবাই একদিন ঝরে যাব, তাহলে সুগন্ধী ফুলের মত পূজার অর্ঘ্য হয়েই ঈশ্বরের পদতলে ঝরে পড়ি না কেন !'

www.BanglaBook.org

বালির ওপর গোল

মান্দারহিলে আমরা বেড়াতে গেছি। শীতের সময়। সঙ্গে আছেন আমার কাকা। ভীষণ ডাকাবুকো মানুষ। সাহস খুব বেশি হলে বলা হয়, দুঃসাহস। বাইরে চেঞ্জে গেলে সকাল-বিকেল বেড়াতেই হবে। না বেড়ালে চেঞ্জে এসেছ কেন? কেউ না প্রশ্ন করুক, নিজেদের বিবেকই প্রশ্ন করবে।

বেলা তিনটের সময় কাকাবাবু বললেন, গেট রেডি। কোট পরো। মোজা চাপাও। মাফলারে মাথা মোড়ো। আজ আমরা বহুদূরে যাবো। হাঁটার রেকর্ড করব। দুধ খেয়েচো?

তখন সস্তাগণ্ডার বাজার। দুধের বন্যা বইছে। রোজ সকালে বিশাল এক বালতিতে দুধ আসে। এত দুধ যে, তাইতে রূপকথার রাজপুত্রের মত স্নান করা যায়। বাড়ির আশেপাশে অসংখ্য বাঁশ আর বেতের ঝাড়। সেই বাঁশঝাড় থেকে কচি বাঁশ কেটে এনে, দুধ মন্থনের যন্ত্র তৈরি হয়েছে। মুখের দিকটা ডাল-ঘোঁটার কাঁটার মত ছেতরে দেওয়া হয়েছে। নীলচে সবুজ কচি বাঁশ যে কী সুন্দর দেখতে! একটা থামের পাশে দুধভর্তি বালতি। থামের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা সেই বাঁশের টুকরো দুধে ডুবে আছে। বাঁশে প্যাঁচানো আর একটা দড়ির দু-প্রান্ত ধরে টানো। কাঁটা অমনি বনবন করে দুধের মধ্যে ঘুরতে লাগল তরঙ্গ তুলে। সে এক আশ্চর্য খেলা! যত ঘোরে ততই মাখন ভেসে ওঠে, ছোটো ছোটো টুকরো টুকরো। সারা সকাল দুধ মন্থন করেই কেটে যায়।

সেই দুধ এক গেলাস চোঁ চোঁ করে খেয়ে আমরা তিনটে সাড়ে-তিনটের সময় বেরিয়ে পড়লুম। কাকাবাবুর হাতে একটা

www.BanglaBook.org

পাচ শেলের বিরাট টর্চ। সূর্য পাটে বসার আয়োজন করছে। সারাদিনের পর ছুটির সময় আসছে। আবার দেখা হবে কাল সকালে। দূরে আকাশের গায়ে মান্দারহিল লেগে আছে। সমুদ্র মন্থনের সময় ওই পাহাড়কেই দেবতা আর অসুরেরা মন্থন দণ্ড হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। পাহাড়ের গায়ে নিচের দিকে দড়ি বাঁধার দাগ গোল হয়ে আছে, আমরা দেখে এসেছি, একদিন। দড়ি নয় বাঁধা হয়েছিল বিশাল ময়াল সাপ। দেবতারা ধরেছিলেন ল্যাজের দিক, অসুরেরা ধরেছিলেন মুখের দিক। টানাটানির চোটে সাপের মুখ দিয়ে বেরিয়েছিল কলসি কলসি গরল। সেই গরল ধারণ করেছিলেন মহাদেব। গলার কাছটা নীল হয়ে গেল। মহাদেব হলেন নীলকণ্ঠ।

আমরা দু-জনে হাঁটছি আর হাঁটছি। কাকাবাবু হাঁটছেন নেচে নেচে। হাঁটার বেগও তেমনি। আমাকে মাঝে মাঝে দৌড়তে হচ্ছে। এই পাণ্ডববর্জিত দেশেও একটা পিচের রাস্তা সোজা চলে গেছে। কখনও উঠছে ওপরে, কখনও নামছে নিচে। চারপাশে ফাঁকা মাঠ। ছড়ানো পাথর। ছোটো, বড়, মাঝারি। যেন দৈত্যদের লড়াই হয়ে গেছে।

বেশ কিছুটা হাঁটার পর আমার পা ধরে গেল। আর পারছি না হাঁটতে। কাকাবাবু বললেন তুই এখানে বসে থাক। আমি মাইল দশেকের আগে থামবো না।

চারপাশে ফাঁকা মাঠ। বাবলাগাছের ঝোপ। রাশি রাশি পাথর। ছোট-বড় টিলা। সূর্য নেমে যাচ্ছে হু হু করে পাহাড়ের আড়ালে। শীত আসছে হিল হিল করে সাপের মত। কাকাবাবু কথা কটা বলেই যে গতিতে হাঁটছিলেন, সেই গতিতেই এগিয়ে চললেন সামনের দিকে। দূরত্ব বেড়েই চলেছে। ভয়ে বুক কাঁপছে।

চিৎকার করে ডাকলুম, কাকাবাবু!

প্রতিধ্বনি ঘুরে এল। যতবার ডাকি ততবারই আমার গলা, আমার ডাক বড় ছোটো ঢেউয়ের আকারে ফিরে ফিরে আসে। ভীষণ ভয়ে ছুটতে শুরু করলুম। যে পা হাঁটতে পারছিল না, সেই পা দৌড়োচ্ছে দেখে অবাক!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বেশ খানিকটা ছুটে কাকাবাবুকে ধরে ফেলে হাঁপাতে লাগলুম। রাগে, অভিমানে চোখে জল এসে গেছে। কাকাবাবু পিঠে হাত রেখে বললেন, কি বুঝলি? দেহের জোরে নয়, মনের জোরে মানুষ সব পারে। পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে।

আমি না এলে আপনি আমাকে ফেলে চলে যেতেন?

না রে পাগল? আমি তোকে সাহসী করতে চাই, কষ্টসহিষ্ণু করতে চাই।

এইবার আমরা দু'জনে হাত ধরাধরি করে হাঁটতে লাগলুম। কাকাবাবু গান ধরলেন, দুর্গম গিরি । গানের ফাঁকে ফাঁকে আমি কেবল বলতে লাগলুম, সন্ধে হয়ে গেলে কী হবে!

ঘোড়ার ডিম হবে। দুর্গম গিরি··

আমরা ফিরবো কি করে?

ফিরবো না, কান্তার মরু·

আমার কোনো কথাই শুনতে চাইছেন না। হঠাৎ দূর আকাশের গায়ে একটা ব্রিজ দেখা গেল। দিন-শেষের সোনালী রোদ পড়ে, রুপোর মত ঝক ঝক করছে।

আরেব্বাস ব্রিজ রে। বলে কাকাবাবু ছুটতে লাগলেন।

আশ্চর্য, ব্রিজ কোথা থেকে এলো! নদী কই? আমি আনন্দে ছুটলুম।

তখন কি জানতুম, ব্রিজের ওপারে কি আছে? ব্রিজের তলায় কী আছে? ভাগ্যে কি আছে?

চকচকে অ্যালুমিনিয়াম রঙের ব্রিজ পড়ে আছে বিশাল এক মজা নদীর ওপর। একফোঁটা জল নেই। শুধু সাদা বালি। শেষ দিনের আলোয় রুপোর দানার মত চক চক করছে। কাকাবাবু ব্রিজের মাঝখানে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে নিচের দিকে তাকালেন।

কম উঁচু নয়। অনেক নিচে বালির নদী। তাকালেই ভয় করে। নদীর সব জল কে যেন শুষে নিয়েছে। সামনে পেছনে যতদূর তাকানো যায় ধু ধু করছে শুধু বালি।

এ আবার কেমন নদী? জল নেই একফোঁটা?

জল নেই কি রে, সব জল ভেতরে চলে গেছে। এ নদীর নাম

www.BanglaBook.org

ফল্গু নদী। নাম শুনেছিস? তাকিয়ে দেখ। যেখানটা খুঁড়বি সেখান থেকেই পরিষ্কার জল বেরোবে। কাচের মত টলটলে।

কাকাবাবুর হাতে পাঁচ শেলের এক বিরাট টর্চ। সেই টর্চ বাড়িয়ে দেখাতে লাগলেন, ওই দেখ জায়গায় জায়গায় গর্ত খোঁড়ার চিহ্ন রয়েছে। দেহাতিরা এসে জল নিয়ে গেছে। দেখেছিস?

দেখেছিস বলার সঙ্গে সঙ্গে, অসাবধানে তাঁর হাত ফসকে টর্চটা নিচে পড়ে গেল। এত উঁচুতে আছি, টর্চটা পড়তে কত সময় লাগল ঘড়ি ধরে দেখা থাকলে অঙ্ক কষে উচ্চতা বলা যেত। জিনিসটা নরম বালিতে পড়ে দেবে গেল।

যাঃ পড়ে গেল, বলে কাকাবাবু আমার দিকে তাকালেন, কী হবে? ফেরার সময় যে অন্ধকার হয়ে যাবে।

কী করে ফেললেন?

ইচ্ছে করে। বিজ্ঞানীরা মাধ্যাকর্ষণ পরীক্ষা করে একটা সূত্র বের করার জন্যে পিসার টাওয়ার থেকে নানা ওজনের জিনিস নিচে ফেলতেন। ঘড়ি ধরে দেখতেন কত সময় লাগল। বড় হলে পড়বি, ল অফ গ্র্যাভিটি। নিউটন সায়েবের নাম শুনেছিস, যিনি সেই গাছ থেকে আপেল পড়া দেখেছিলেন।

হ্যাঁ শুনেছি।

আজ আমি সেই নিউটন। সেদিন ছিল আপেল। আজ হল টর্চ। এইবার ফেলবো তোমাকে। টাক-ডুমাডুম-ডুম।

কাকাবাবু ব্রিজের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিউটন হয়ে নাচতে লাগলেন। কাকাবাবু সব পারেন। হঠাৎ হঠাৎ দুম করে এমন সব কাজ করেন, ভাবলে ভয় হয়। তারপর সামাল দিতে জীবন বেরিয়ে যায়। এইতো এখানে বেড়াতে আসার সপ্তাহখানেক আগে আমাদের গ্রামের বাড়িতে গিয়ে এক কাণ্ড করে এলেন। ঝাঁকড়া একটা রঙ্গনগাছে থলের মত বিরাট একটা কী ঝুলছে। তার ওপর একগাদা মাছির মত পোকা বিজ বিজ করছে। কাকাবাবু বললেন, এটা কি জানিস?

দেখে মনে হয়েছিল, মৌচাক। বললুম, মৌচাক।

বলেছিস ঠিক। মৌচাকে খোঁচা মারলে কি হয় জানিস?

আজ্ঞে হ্যাঁ, উড়ে এসে কামড়ে দেয়।

www.BanglaBook.org

মোমাছির কামড় কোনদিন খেয়েছিস ?

আজ্ঞে না।

আম খেয়েছো, জাম খেয়েছো, মৌমাছির কামড় খাওনি খোকা। একটু খেয়ে দেখো।

খেয়ে দেখো, বলেই মৌচাকে মারলেন এক খোঁচা। তারপর কি হোলো, আমি বলতে পারবো না। অন্যের মুখে যেমন শুনেছি। যেভাবে শুনেছি সেই ভাবেই বলি। ঘণ্টাখানেক পরে, আমরা দু-জনে আমাদের বাড়ির উঠানে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। ভিজে বেড়ালের মত চেহারা। মাথা থেকে পা পর্যন্ত সারা গায়ে ঝুলছে ঝাঁঝি আর পানা। মা জিজ্ঞেস করছেন, একী চেহারা ? কী করে এমন হোলো ? এই তো দু-জনে বেশ সেজেগুজে বাগান দেখতে বেরোলে।

মায়ের প্রশ্নের উত্তর আমাদের দিতে হল না। উত্তর দিলেন উদ্ধারকারী গ্রামের মানুষেরা। তাঁরা বললেন—দেখলুম মা, এই ছেনকোটা, এই বড়বাবুটা মাঠ ভেঙে পাঁই পাঁই করে ছুটছে। পেছনে আকাশ কালো করে ছুটে আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি। আমরা মা বলতে লাগলুম, পানা পুকুরে ডুবে পড়ো, ডুবে পড়ো, নইলে মরবে, কেউ বাঁচাতে পারবে না।

কাকাবাবুকে কেউ না চেনে তো আমি চিনি হাড়ে হাড়ে। কখন কি করে বসবেন কেউ জানে না। আমি পায়ে পায়ে ধার ঘেঁষে ঘেঁষে যেদিক থেকে এসেছিলুম, সেইদিকেই সরতে লাগলুম। আজ নিউটন হয়েছেন। সেদিন প্যাসকেল হয়ে আমাকে জলে ডোবাতে চেয়েছিলেন। জলের ঊর্ধ্ব-চাপের পরীক্ষা হচ্ছিল! আমার পায়ে পায়ে পাশে সরে যাওয়ার চেষ্টা কাকাবাবুর নজর এড়ায়নি। পালাচ্ছিস কোথায়, বলে খপ করে আমার হাত চেপে ধরলেন।

পালাতে চাইলেও কী পালাবার উপায় আছে! আর পালিয়ে যাবই বা কোথায়! নিচে ধু ধু বালির নদী। চারপাশে গভীর জঙ্গল। কালো পিচের রাস্তা ক্রমশই উঁচু হয়ে হয়ে আকাশের দিকে চলে গেছে। এতক্ষণ আমরা দাঁড়িয়ে আছি, একটিও মানুষ চোখে পড়ল না। এমন নির্জন জায়গা পৃথিবীতে আর দুটি নেই।

www.BanglaBook.org

পালাবার তালে আছিস? কোথায় পালাবি? একা একা যেতে পারবি?

কাঁদো কাঁদো গলায় বললুম, আমাকে ফেলে দেবেন না কাকাবাবু। মারা যাবো।

হ্যাঁ, মারা যাওয়া অত সোজা! ধপাস করে নরম বালির ওপর গিয়ে পড়বি, দেখবি কেমন আরাম লাগবে!

না, প্লিজ না।

প্লিজ-ফ্লিজ জানি না। এক্সপেরিমেন্ট ইজ্ এক্সপেরিমেন্ট। টর্চটাকে তো তুলতে হবে, পয়সার জিনিস।

ফেললেন কেন?

তুলবো বলে।

তুলে আনুন।

আমি কেন তুলবো? তোলাতুলির কাজ ছোটদের।

আমি আবার উঠে আসব কি করে?

সে আমি জানি না। আমার কাজ ফেলা। তোমার কাজ ওঠা। বাঃ, তার মানে টর্চ আর আমি দুজনেই একসঙ্গে যাই। টর্চও গেল, আমিও গেলুম।

আমি দড়ি ঝুলিয়ে দোব, তুই ধরে ধরে উঠে আসবি।

দড়ি পাবেন কোথায়?

সে আমি কাছাকাছি কোনও গ্রাম থেকে নিয়ে আসবো।

অত বড় দড়ি পাবেন?

সে দুশ্চিন্তা আমার। তোমাকে সে-জন্যে ভাবতে হবে না। দড়ি আর কথা, যত খুশি ততই লম্বা করা যায়। লম্বা দড়ি, লম্বা বাত।

কাকাবাবু নিচের দিকে তাকিয়েই চমকে উঠলেন, আরে! তাজ্জব কী বাত। টর্চটা তো আর নেই। তাহলে, তাহলে কি···?

তাহলে কি কাকাবাবু?

যা সন্দেহ করেছিলুম।

চোর?

আজ্ঞে চোর নয়, চোরা বালি। ইস্! আমার তো আবার সব বদবিটকেলে খেয়াল, তোকে যদি দুম্ করে সত্যি সত্যিই ফেলে

www.BanglaBook.org

দিতুম, তাহলে কী সর্বনাশ হোতো বলতো? তুই ধীরে ধীরে তলিয়ে যেতিস।

চোরা বালি আবার কি জিনিস? আমি তো শুনেছি, চোরা না শোনে ধর্মের বাণী।

চোরা বালি বড় সাংঘাতিক জিনিস। পরীক্ষা করে দেখতে চাস্?

না বাবা। দেখতে গিয়ে মরি আর কি?

তুই মরবি কেন? আমি মরে তোকে দেখিয়ে যাবো। পড়িসনি বিজ্ঞানী নিজের ওপর পরীক্ষা চালাতে গিয়ে জীবন দান করেছেন। এভারেস্টে উঠতে গিয়ে কত দুঃসাহসী আর ফিরে আসেন নি। জীবন বড়, না আবিষ্কার বড়! সত্য বড়, না ভয় বড়! দেখ তাহলে!

কথা শেষ করেই কাকাবাবু ব্রিজের রেলিঙের ওপর ঝাঁ-করে উঠে পড়লেন। সরু রেলিঙে ঠিকমত দাঁড়াতে পারছেন না। লগবগ, লগবগ করছেন। যে কোনও মুহূর্তে নিচে পড়ে যাবেন? পড়া মানেই চোরা বালিতে তলিয়ে যাওয়া।

আমি আতঙ্কে চিৎকার শুরু করলুম, ও কাকাবাবু লাফাবেন না, ও কাকাবাবু লাফাবেন না।

কে কার কথা শোনে! হাত দুটো পেছন দিকে ঝুলিয়ে বিশাল এক লাফ মারার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন, আর কোনও উপায় না দেখে আমি তারস্বরে 'বাবা, বাবা' বলে কাঁদতে শুরু করলুম।

কান্নায় কাজ হল। কাকাবাবু সামনে লাফ না মেরে পেছনে লাফ মারলেন। শরীরটাকে সোজা করে আমার দিকে ঘুরে বললেন, ভীরু, কাপুরুষ। তোর দ্বারা কিস্সু হবে না।

বাঃ, আপনি লাফ মেরে মরে যাবেন, আর আমি একটু কাঁদব না?

আগে দেখবি তো, আমি সত্যিই মরছি কী না। সেই ইংরেজী কথাটা বুঝি ভুলে গেছিস, ভীরুরা প্রকৃত মরার আগে হাজার বার মরে?

পোলের ওদিক থেকে বিরাট আকারের একটা কুকুর গুটিসুটি মেরে চালে আসছে। চোখ সেদিকে চলে গেল। ইয়া হাঁড়ির মত

www.BanglaBook.org

গোব্দা মুখ। বেড়ালের মত লম্বা লম্বা গোঁফ। কুকুরের গোঁফ হয়! ঠিক মনে পড়ছে না। এসব প্রশ্নের উত্তর কাকাবাবুই দিতে পারেন। তাঁর অনেক জ্ঞান। আমি তো বোকা।

কাকাবাবু কুকুরের গোঁফ হয়?

সেই স্বাস্থ্যবান কুকুরটা তখন হেলতে-দুলতে আমাদের সামনে এসে গেছে। হাঁটছে দ্যাখো, যেন চেঞ্জারবাবু বেড়াতে বেরিয়েছে। গায়ের রঙটাও কী সুন্দর। এমন কুকুর আমাদের দেশে দেখিনি। ভাল খাওয়া আর জলবায়ু পেলে কী না হয়!

কাকাবাবু বললেন, এটা ব্যাটাছেলে কুকুর, তাই গোঁফ বেরিয়েছে। জায়গাটা কিরকম দেখেছিস, একটা সাধারণ কুকুর, তারও স্বাস্থ্য দেখ্।

কুকুরটা একবার থমকে দাঁড়াল। ভ্যাঁচ করে একবার হাঁচল। তারপর যে পথে যাচ্ছিল, সেই পথেই এগিয়ে চলল হেলে-দুলে। আমরা চলেছি এদিকে, ও চলেছে ওদিকে।

কাকাবাবু বললেন, ব্যাটা খুব খেয়েছে। নড়তে পারছে না। নাও আর হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকো না। আমাদের কম করে আরও অন্তত মাইল-পাঁচেক হাঁটতে হবে। তা না হলে দূর করে দেবে।

কে দূর করে দেবে?

ওরে বাবা, জানিস না বুঝি? চেঞ্জারদের ওপর স্থানীয় লোকের খুব নজর। না হাঁটলে, ভাল হজম হবে না, হজম না হলে খাওয়া কমে যাবে, খাওয়া কম হলে বিক্রি কমে যাবে, ব্যবসা মরে যাবে, মোটা না হলে জায়গার নাম কমে যাবে। সব এক সুতোয় বাঁধা। নে, নে, আর দেরি নয়, জোরে জোরে হাঁট।

পোলটা বেশ বড়। আমরা প্রায় শেষে এসে গেছি। রাস্তা সোজা চলে গেছে, দূরে একটা পাহাড়ের দিকে। দু-পাশে বাবলা গাছ। পেছনে কারা যেন ছুটে আসছে! একপাল গরু, ল্যাজ তুলে ছুটে আসছে। এখুনি আমাদের গুঁতিয়ে ফেলে দেবে। একপাশে সরে দাঁড়ালুম।

এত গরু একসঙ্গে ছুটে আসছে কেন?

দ্যাখো, দ্যাখো, দেখে শেখো। এদেশে গরুরাও চুপ করে বসে থাকে না, বিকেলে দল বেঁধে ছুটতে বেরিয়েছে। মানুষের দুটো

www.BanglaBook.org

কাজ, বুঝলে, এক দেখে শেখা, আর এক ঠেকে শেখা। চল্ আমরাও দৌড়ই।

গরুর পালের পেছনে, লাঠি উঁচিয়ে এক রাখাল আসছে পাগলের মত ছুটতে ছুটতে। গরুতে, মানুষে রেস হচ্ছে যেন।

কাকাবাবু হেঁকে উৎসাহ দিলেন, বহুত আচ্ছা জী, বহুত আচ্ছা।

রাখাল হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, আচ্ছা নেহী জী, শের নিকালা, ইধারসেই উধার গিয়া। দেখা নেহী? কথা কটা বলতে বলতেই রাখাল বহুদূরে চলে গেল।

শের কি জিনিস কাকাবাবু? ওজন? এক সের, দু-সের!

তোমার মুণ্ডু! শের মানে, বাঘ। ওরে···

কাকাবাবু কথা শেষ না করেই ছুটতে শুরু করলেন। আমিও ছুটছি। ছুটতে আমি ভালই পারি।

ছুটতে ছুটতে কাকাবাবু বললেন, মনে পড়েছে, মনে পড়েছে। কুকুরের গোঁফ হয় না। ওটা কুকুর নয়, কেঁদো একটা বাঘ। উরে বাবারে। খুব বাঁচা বেঁচে গেছি? ছোট্ ছোট্। চাচা আপনা প্রাণ বাঁচা! কাকাবাবু ছুটছেন লম্বা লম্বা পা ফেলে! তাঁর সঙ্গে আমি পারবো কেন? তবে আমারও খুব স্পীড এসে গেছে। ছুটতে ছুটতে আমার একবার মনে হল। অলিম্পিকে দৌড়োবার সময় পেছনে যদি একটা বাঘ লেলিয়ে দেওয়া হয় তাহলে আমি ভারতের জন্যে একটা স্বর্ণপদক আনতে পারি।

মানুষ বিপদে পড়লে কেউ কারুর নয়। কাকাবাবু একবারও পেছন ফিরে তাকাচ্ছেন না। শুধু ছুটেই যাচ্ছেন। এমন সময় দূরে সেই বাঘটা বারকয়েক ডেকে উঠল। কি বিশ্রী হেঁড়ে ডাক। আকাশ-বাতাস যেন ফেঁড়ে ফেলছে। দুটো কান চুলবুল করে উঠল। সেই ডাকে গাছে গাছে পাখির ঝাঁক ভয়ে কিচির-মিচির করে আরও আতঙ্ক ছড়িয়ে দিল। কী বোকা রে বাবা! তোরা তো আছিস গাছে! বাঘ কী গাছে উঠবে? বাঘ কী বেড়াল, যে পাখি ধরে খাবে!

পোল শেষ হয়ে গেল। কাকাবাবু আমার থেকে প্রায় বিশ

www.BanglaBook.org

বাইশ গজ এগিয়ে গেছেন। ভয়ে ভয়ে, কাঁপা কাঁপা গলায় বললুম, 'আমাকে ফেলে পালাবেন না কাকাবাবু।

কাকাবাবু যে বেগে দৌড়চ্ছিলেন সামনের দিকে ঠিক সেই বেগে পেছন দিকে দৌড়ে এসে ছোঁ-মেরে আমাকে কাঁধে তুলে নিয়ে আবার সামনের দিকে ছুটতে শুরু করলেন। এখন আমার বেশ মজা লাগছে। মনে হচ্ছে ঘোড়ায় চেপেছি। সেই ছড়াটা মনে পড়ছে, টাট্টু ঘোড়া খুব ছুটেছে। ঠাকুরদাদার চুল পেকেছে। ডামাডোলের দিন পড়েছে। ঢাকের পিঠে পালক নাচে। সাহসও খুব বেড়ে গেছে। এত উঁচুতে যখন আছি, বাঘে আমার আর কী করবে! ধরলে কাকাবাবুকেই ধরবে!

এতটা দৌড়ে আমার জিভ বেরিয়ে গেছে। কাকাবাবুও বেশ হাঁপাচ্ছেন।

টং থেকে বললুম, আর দৌড়ে কী হবে! এবার তো থামলে হয়।

কথা শেষ হতে না হতেই সামনের দিক থেকে চার পাঁচজন আমাদের দিকে তীরবেগে দৌড়ে এলো। একজনের হাতে আবার লণ্ঠন। ছোটার তালে তালে দুলছে।

কাকাবাবু থেমে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করলেন, ক্যা হুয়া ভাই?

তারা দূর থেকে বললে, শুনা নেহি, শের নিকালা?

যা বাব্বা, শের তো পিছে নিকালা।

নেহি জী চক্কর মারকে সামনা আগিয়া।

তব্ তো মাটি কর দিয়া রে বাবা!

আমরা যেদিক থেকে এসেছিলুম কাকাবাবু আবার সেদিকেই ছুটতে লাগলেন। পোলের ঢাল বেয়ে উঠতে এবার জীবন বেরোচ্ছে।

কিছুটা ছুটেই দেখা গেল একটি দেহাতি লোক বেশ আপনমনে লাঠি ঠুক্ ঠুক্ করে আরামসে চলেছে। বাঘ-টাঘ তার কাছে যেন কিছুই নয়। পিঠে একটা পুঁটলি দুলছে চলার তালে তালে।

কাকাবাবু তার কাছে এসে বললেন, শুনা, শের নিকালা।

লোকটি গম্ভীর গলায় বললে, নিকালা তো কেয়া হুয়া!

www.BanglaBook.org

তোমকো খা লেগা।

লোকটি ভীষণ রেগে বললে, তোম নেহি আপ বোলো জী।

আপকো খা লেগা।

খানে দেও।

লোকটি উদাস গলায় খানে দো, বলে যে চালে হাঁটছিল সেই চালেই হাঁটতে লাগল। আবার গান ধরেছে, রাম নাম সুখদায়ী।

কথা বলার জন্যে কাকাবাবু একটু থেমেছিলেন। লোকটি গান ধরতেই আবার ছুটতে শুরু করলেন। ছুটতে ছুটতে বললেন, যাও বা বাঁচার আশা ছিল, গান ধরে সব মাটি করে দিলে। বাঘ এবার নিশানা ঠিক করে এই দিকেই তেড়ে আসবে।

পোল আবার ফুরিয়ে গেল। পোলের বেশ মজা। একেবারে সমান মাপ। এ-পাশেও যতটা ও-পাশেও ততটা। ধনুকের মত পড়ে আছে, বালিতে দু-পাশ ঢুকিয়ে। আমরা এখন বাড়িমুখো। অন্ধকার হয়ে এলেও, আকাশের নিচের দিকটা লালচে হয়ে আছে। গাছের মাথা-টাথাগুলো বেশ কালো দেখালেও নরম একটা আলো বেরিয়ে এসেছে। বেশ গা ছমছমে সন্ধ্যে। চারপাশ নির্জন। ধু ধু মাঠ। ঝোপ-ঝাপ, পাথরের চাঁই। আকাশের গায়ে নীলচে রঙের যেসব পাহাড় লেগেছিলো, সেগুলো একেবারে জমাট অন্ধকারের স্তূপের মত দেখাচ্ছে। বাবলাগাছের কাঁটা ছুঁয়ে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের মত বাতাস আসছে সিন্ সিন্ শব্দে।

পোল থেকে নেমে কাকাবাবু সবে হাঁপাতে হাঁপাতে বলেছেন, নে এবার কাঁধ থেকে নাম! অমনি সামনের দিকে যারা গিয়েছিল, দেখা গেল তারা আবার উর্ধ্বশ্বাসে ফিরে আসছে।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কেয়া হুয়া জী? ফির কেয়া হুয়া?

শের নিকালরে বাপ, শের নিকালা।

কাকাবাবু রেগে গিয়ে বললেন, মারে গা এক ঝাপ্পড়। রসিকতা পা গিয়া। একবার বোলতা হায় উধার, আর একবার বোলতা হায় ইধার। মামার বাড়ি পা গিয়া?

কাকাবাবুর কথা কে শুনবে! তারা তখন কোথায় চলে গেছে। পেছনে শোনা গেল লাঠির ঠুক্ ঠুক্ শব্দ। আর সেই গান। রাম নাম সুখদায়ী।

www.BanglaBook.org

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কি করি বল তো ?

সারা রাতই কী এই পোলের এধার থেকে ওধার, আর ওধার থেকে এধার ছোটাছুটি করে বেড়াতে হবে ? তাহলে আর বাঁচবো না রে ! তার ওপর তুই চেপে আছিস কাঁধে। ওজন তো কম নয় তোর !

আমাকে এবার নামিয়ে দিন কাকাবাবু। এবার আমার লজ্জা করছে।

যাক তোরও তাহলে লজ্জা আছে ?

কাকাবাবু ধীরে ধীরে আমাকে কাঁধ থেকে মাটিতে নামিয়ে দিলেন। পায়ে যেন কোনও জোর নেই। এখন বাঘ এলে আর দৌড়তে পারব না। কী আর করব, বাঘের পায়ে ধরব। সেই পথিক লাঠি ঠুক্ ঠুক্ করে আপনমনে আমাদের পাশ দিয়ে চলেছে।

কাকাবাবু কিছু ভেবে না পেয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কেয়া করে গা জী ?

লোকটি উদাস গলায় বললে, আরাম করো, আরাম করো রামজীকা নাম করো !

কাকাবাবু আমাকে বললেন, লোকটার সাহস দেখেছিস ? ভগবানের নামের জোর দেখ !

চলুন আমরাও রাম-নাম নিতে নিতে পেছন পেছন যাই।

আমরা যাবার জন্যে পা বাড়াতেই লোকটি গম্ভীর গলায় বললে, ঠারিয়ে !

কাকাবাবু বললেন, কেন ?

কল্কেতে কী একটা ভরতে ভরতে লোকটি যা বলল, তার বাংলা করলে দাঁড়ায়, তোমরা যদি দু'জন ওদিকে যাও, তাহলে বিপদ হতে পারে ! একটু অপেক্ষা কর ! আমি ধূমপান করে নি ! বাঘটার খিদে পেয়েছে, তাই অমন ঘোরাঘুরি করছে ! বাঘটাকে আমি চিনি ! খুব ভাল ছেলে ! মানুষ ও খায় না। একটা গরু বা মোষ পেলেই ও পাহাড়ের দিকে চলে যাবে !

কথা শেষ করে লোকটি কল্কেতে টান লাগাল ! আগুন ঝিলিমিলি করছে ! আর একটু জোরে টান মারার সঙ্গে সঙ্গে রূপ

www.BanglaBook.org

করে আগুন জ্বলে উঠল! আগুনের গোল একটা বল ঠিকরে আকাশের দিকে উঠে গেল! এমন দৃশ্য আগে কখনও দেখিনি!

কাকাবাবু ভয়ে চমকে উঠে বললেন, বাপ্! এ যে ভৌতিক কাণ্ড!

পথিক পাঁচবার গাঁজায় দম দিলেন। পাঁচটা আগুনের গোলা আকাশের দিকে উঠে গেল। সন্ধ্যা শেষে রাত নেমে গেছে চারপাশে। সব কিছুই কেমন যেন ভৌতিক হয়েছে। ঝোপঝাড়, বড় গাছ, ছোট গাছ, টিলা, পাহাড়। সব কিছুই যেন একটা উদ্দেশ্য নিয়ে ওঁত পেতে বসে আছে। পথের পাশ থেকে মাঝে মাঝে একটা দুটো আলগা পাথর ছড়্ ছড়্ শব্দ করে ঢালু বেয়ে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। শব্দে আমরা চমকে উঠছি। ভাবছি বাঘ বুঝি এসে গেল।

পথিক কল্কে ঠুকে গাঁজার আগুন পথের পাশে ফেলে দিলেন। বাতাসে আগুনের ফুলঝুরি খেলে গেল। পথিক তার ঝোলাটি আমাদের সামনে ফাঁক করে ধরে বললে, 'সব এর মধ্যে ফেলে দাও।'

কাকাবাবু বললেন, 'কী ফেলবো?'

তোমাদের অহংকার, হিংসা, পাপচিন্তা, মনের মধ্যে যা যা ময়লা আছে, সব, সব ফেলে দাও এর মধ্যে।

আমার মনে কিছু হিংসে ছিল, রাগ ছিল, লোভ ছিল, মনে মনে সব বিসর্জন দিলুম পথিকের তালিমারা ঝুলিতে। কাকাবাবু কী ফেললেন জানি না। তবে কিছু একটা ফেললেন।

পথিক ঝোলা মুড়ে বললে, আর শের তোমাদের কিছু করতে পারবে না। শুধু শের কেন কেউ কিছু করতে পারবে না। নাও, এবার আমার সঙ্গে চলো।

আমরা তিনজনে উঠে দাঁড়ালুম। দূর আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ঝড় জল হবে না কি? আজ কার মুখ দেখে আমরা বেড়াতে বেরিয়েছিলুম কে জানে? আমি আয়নায় আমার মুখই দেখেছিলুম। চলতে চলতে পথিক জিজ্ঞেস করল, কী, এখন শরীরটা বেশ হাল্কা লাগছে না?

হ্যাঁ, বেশ হাল্কা লাগছে। কাকাবাবু বললেন।

আমি অবশ্য তেমন কিছু বুঝছি না। কাকাবাবু সাধু-সন্তে,

www.BanglaBook.org

তুকতাকে ভীষণ বিশ্বাস রাখেন। জ্যোতিষচর্চা করেন। মাঝে মাঝে প্রেতচক্র বসান। গভীর রাতে ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। বলেন, অনেক রকম অলৌকিক জিনিস দেখা যায়। গাছেরা নাকি ফিসফিস করে কথা বলে। জড়পদার্থেরা হেঁটে-চলে বেড়ায়।

পথিক পিঠে ঝোলা নিয়ে সামনে নুয়ে পড়ে টুকটুক করে হেঁটে চলেছে। আমরা চলেছি পাশে পাশে। কিছুই তেমন দেখা যাচ্ছে না। চারপাশে পাতলা অন্ধকার। বাতাসের সন সন শব্দ। বাঘের গর্জন থেমে গেছে। হয়তো শিকার পেয়েছে। সামনে ঝাঁকড়া মত বিশাল একটা গাছ। তলায় তলায় আলকাতরার মত আঁধার। ধক্ ধক্ করে দুটো আলো জ্বলছে। মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, কি রে বাবা?

পথিক বললে, ডরো মাৎ? এই সেই শের।

মট্ করে একটা শব্দ হল? কাকাবাবু বললেন, হাড় ভাঙার শব্দ। কী করব আমরা এগোব? কাকাবাবুরও গলাটা যেন একটু কেঁপে গেল। আমার পা দুটো অবশ হয়ে আসছে।

পথিক জ্বলজ্বলে চোখ দুটো লক্ষ্য করে এগিয়ে যেতে যেতে বললে, তোমরা আমার পেছন দিয়ে আস্তে আস্তে গাছতলাটা পেরিয়ে চলে যাও, আমি আসছি।

পথিক বাঘের খুব কাছে গিয়ে বললে, ক্যা মস্তান শিকার মিল গিয়া?

বাঘ উত্তরে একটা চাপা গর্জন ছাড়ল। দুবার ল্যাজ আছড়াল পটাপট শব্দে। আমরা যতটা সম্ভব দ্রুত গাছতলাটা পেরিয়ে গেলুম। আর একবার হাড় ভাঙার শব্দ হল। পথিক লাঠি ঠুক ঠুক করে এগিয়ে এল। কিছুই যেন হয়নি। যেন বড় একটা বেড়াল আদর করে এল। গুন্‌গুন্ করে সেই একই গান ঠোঁটে লেগে আছে।

প্রায় মাইলখানেক হাঁটার পর আমরা লোকালয়ে এসে পড়লুম। কিছু কিছু দোকানপাট রয়েছে। মিঠাইওয়ালা লাড্ডু পাকাচ্ছে। গরম কচুরি ভাজার গন্ধ আসছে নাকে। থাক থাক প্যাঁড়া সাজানো রয়েছে। বড় কড়ায় দুধ ফুটছে। পথিককে দেখে সেই বাজার

www.BanglaBook.org

মত জায়গাটার সমস্ত মানুষ একবাক্যে হই হই করে উঠল, আইয়ে মহারাজ আইয়ে।

পথিক শুধু উদাত্ত গলায় বললে, জয় রামজী কি জয়, জয় রাম।

আমরা এত হেঁটেছি যে পা যেন আর চলছে না। মিঠাই-ওয়ালার দোকানের বাঁশের বেঞ্চিতে কাকাবাবু আর আমি থেসকে বসে পড়লুম। মনে হচ্ছে শুয়ে পড়ি। স্থানীয় লোকেরা পথিককে ছেঁকে ধরল। মহারাজের কী খাতির। কাঁচা শাল-পাতায় লাড্ডু আর প্যাঁড়া এসে গেল। খাঁটি ঘিয়ে কচুরি ভাজা হচ্ছে। কি তার গন্ধ! বাঘের হাত থেকে প্রাণে বেঁচে এখন পেটে চন-চনে খিদে। ভেবেছিলুম, আমরা হয়তো বাদ পড়ে যাব। না, এরা ভদ্রতা জানে। আমাদের জন্যেও খাবার এসে গেল।

মহারাজের কাছে নানা লোকের নানা বায়না। কারুর বোখার হয়েছে, কারুর পেটে দরদ। কারুর বাত। মহারাজ সকলকেই ওষুধ দিচ্ছেন। ওষুধ আর কিছুই নয়—প্রসাদ। মুখ থেকে বের করে দিচ্ছেন কাউকে এক টুকরো প্যাঁড়া, কাউকে লাড্ডু। মুখে ফেলামাত্রই অসুখ সেরে যাচ্ছে। মহারাজের জয়ধ্বনিতে দিগ্‌বিদিক কেঁপে উঠছে। মিঠাইওয়ালা বেশ বড় তিন ভাঁড় দুধ পাঠিয়ে দিলেন। মোটা সর ভাসছে। কাকাবাবু ভীষণ খেতে ভালবাসেন। মুখ দেখে মনে হল ভীষণ খুশি হয়েছেন। চুমুকে চুমুকে দুধটা মেরে দিয়ে, তিনিও জয়ধ্বনি দিলেন, জয় মহারাজের জয়।

কাকাবাবু বললেন, তুই সোজা বাড়ি চলে যা। আমি একটু সাধুসঙ্গ করে যাই। মহারাজের কাছে অনেক জিনিস। একটু সেবা করে দেখি। যদি কিছু পাওয়া যায়।

এই অন্ধকারে আমি একলা যাবো কি করে?

কি যে বলিস! এই তো একটু মাত্র পথ। সোজা গান গাইতে গাইতে চলে যা। ভয় কি? পুরুষ মানুষের আবার ভয় কী?'

শোনা গেল, মহারাজ আজ এখানেই রাত কাটাবেন। আর একটু পরেই দূরে ওই গ্রামে রামলীলা হবে। মহারাজ সেই লীলা দেখবেন। ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে দলে দলে হ্যাজাক লাইট চলেছে। কালো কালো ছায়া চলেছে সার বেঁধে, মেয়েপুরুষের

www.BanglaBook.org

দল। আকাশ ফুঁড়ে একটা বাজি উঠল। ফট্ করে ফেটে তারার ফুল ঝরতে লাগল। চারপাশ আলোয় আলো।

মিঠাইওয়ালার দোকানের পাশ থেকে অন্ধকারে কে যেন ফোঁস ফোঁস করে কেঁদে উঠল। প্রথমে ভেবেছিলাম সাপ। বাঘের হাত থেকে বেঁচে এইবার নাগের হাতে মৃত্যু। মিঠাইওয়ালা বললে, মহারাজ আমার বহু কাঁদছে।

মহারাজ বললেন, আও বেটি ইধার আও।

মহিলা মহারাজের পায়ের কাছে এসে বসলেন। মাসখানেক হল একমাত্র শিশুটি মারা গেছে। তাই ভীষণ দুঃখু। মহারাজ তার মাথায় হাত রাখতেই ফুলে ফুলে কান্না থেমে গেল। মহারাজ মৃদুস্বরে বললেন, জয় রামজীকি জয়!

মহারাজ ঝোলার মধ্যে হাত চালিয়ে একটা পাকা পেয়ারা বের করে মহিলার হাতে দিয়ে বললেন, যাও বেটি ঘরে যাও। এই ফল খেলে তোমার সব দুঃখ চলে যাবে। তুমি আনন্দ পাবে।

মহিলা ধীরে ধীরে চলে গেলেন। কাকাবাবু সাধুজীকে বললেন, মহারাজ, আমি আপনার চেলা হতে চাই।

মহারাজ অন্ধকারে চুপ করে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। হ্যাজাকের আলো এসে পড়েছে মুখের একপাশে। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে আগুনের টুকরোর মত। এতক্ষণ মানুষটিকে আমরা সাধারণ পথিক ভেবেছিলুম, এখন মনে হচ্ছে ভীষণ শক্তি আছে ভেতরে। খুব ইচ্ছে হচ্ছে, আমিও একবার চেপে ধরি। সামনে পরীক্ষা। একটু শক্তি পেলে হয় তো ফার্স্ট হয়ে যাব। সকলের তাক লেগে যাবে। অঙ্কে একশোর মধ্যে একশো। ইংরিজীতে মিনিমাম সত্তর। বাঙলায় আশি।

পাহাড়ের দিকে বিদ্যুৎ ঝিলিকের সঙ্গে সঙ্গে বাজ-পড়ার বিশাল শব্দে বনস্থলী কেঁপে উঠল। হঠাৎ পাগলা হাতির মত আকাশ-পাতাল তোলপাড় করে গাছপালা মড়মড়িয়ে বাতাস ছুটে এল। বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়ছে। ধুলো উড়ছে। বন্দুকের ছররার মত কাঁকর, বালি গা ঘষে চলেছে। মিঠাইওয়ালার দোকানের ত্রিপল ভটাস করে উড়ে চলে গেল জাদু-কার্পেটের মত। সবাই ছুটছে আশ্রয়ের জন্যে এদিকে-ওদিকে।

www.BanglaBook.org

সেই পথিক মহারাজ নিশ্চল। কোনও চঞ্চলতা নেই। আমাদের দু-জনের দিকে তাকিয়ে মহারাজ বললেন, ডরো মাত। সব ঠিক হো যায়গা।

মহারাজের একটা হাত কাকাবাবুর কাঁধে। তিনি বসে রইলেন। অলৌকিক কিনা জানিনা, আমাদের চারপাশে বৃষ্টি হয়ে চলেছে অঝোরে, আমরা তিনজনে গোলাকার একটা শুকনো জায়গায় বেমালুম বসে আছি যেন অদৃশ্য একটি ছাদ আমাদের মাথার ওপর রয়েছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ ঝলসাচ্ছে বাজ অট্টহাসি হাসছে পাহাড়ের মাথায়।

কাকাবাবু পরের দিন সকালে ইঁদারার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁতন করছেন। এই শীতে পরনে শুধু একটা গামছা। খালি গা। ফরসা শরীরে বিজকুড়ি বিজকুড়ি শীতকাঁটা। আমার পরনে প্যাণ্ট, শোয়েটার, মোজা, জুতো। গলায় সাতপাট মাফলার। মাথায় হনুমান টুপি। এত কিছুর দরকার ছিল না। ঠাণ্ডা লাগবে, ঠাণ্ডা লাগবে বলে মা পরিয়ে দিয়েছেন। কাকাবাবুর আজ এ অবস্থা কেন?

আপনার শীত করছে না?

দাঁত থেকে দাঁতন সরিয়ে বললেন, না।

কেন শীত করছে না?

সে অনেক ব্যাপার।

তার মানে?

তোর মনে আছে কালকের সেই সাধুর ঝুলি?

খুব মনে আছে।

কাল সেই ঝুলির মধ্যে কি কি ফেলেছি জানিস?

না।

শীত ফেলেছি, গ্রীষ্ম ফেলেছি, দুধ খাবার লোভ ফেলেছি। ভাল ভাল জামা কাপড় পরার ইচ্ছে, সব ফেলে দিয়েছি।

হঠাৎ হঠাৎ যা খুশি তাই করার ইচ্ছে, সেই ইচ্ছেটা ফেলেছেন?

যাকে তোর মা বলে পাগলামি?

ওই আর কি।

www.BanglaBook.org

না রে সেটা ফেলতে ভুলে গেছি। ওটা ফেলে দিলে বাঁচব কি নিয়ে ?

ফেললে ভালো হত। আমি তাহলে বেঁচে যেতুম।

তোকে মারবে কে রে গাধা ? তুই দেড়শো বছর বাঁচবি।

মানুষ দেড়শো বছর বাঁচে নাকি ? একমাত্র কচ্ছপ বাঁচে তিনশো বছর।

তুই কিস্যু জানিস না। গজকচ্ছপ বাঁচে দেড়শো বছর।

গজকচ্ছপ কি জিনিস ?

ঠিক তোর মত দেখতে, তোর মত স্বভাব, ভীতু শীতকাতুরে, একেবারে অবিকল তোর মত।

ভীষণ রাগ হয়ে গেল। কথা না বাড়িয়ে ইঁদারার কাছ থেকে সরে এলুম। সাধুর ঝুলিতে আরও অনেক কিছু ফেলার ছিল। বেলা দশটার সময় কিছু না খেয়ে, ধুতি আর শার্ট পরে কাকাবাবু হন হন করে কোথায় বেরিয়ে গেলেন।

মা জিজ্ঞেস করেছিলেন, কিছু খাবে-টাবে না ? দুধ, সোহনভোগ ?

মৃদু হেসে কাকাবাবু বলেছিলেন, আমার আর খাওয়ার প্রয়োজন নেই বউদি। চিরকালের মত আমার পেট ভরে গেছে।

মা হেসেছিলেন, দেখা যাবে বেলা একটা দেড়টার সময়। যখন বেড়িয়ে ফিরে আসবে।

একটা বাজল, দুটো বাজল, তিনটে বাজল, কাকাবাবুর আর দেখা নেই। আমার ভীষণ মন খারাপ হচ্ছে। ঘর-বার করছি। মা একবার বাইরে আসছেন, একবার ভেতরে যাচ্ছেন। অত সব রান্না, কারুরই খাওয়া হয়নি। বিদেশ বিভুঁই জায়গা। কারই বা সাহায্য পাওয়া যাবে ? মা গালে হাত দিয়ে গেটের পাশে রকে বসলেন। বেলা ক্রমশই পড়ে আসছে। শীত আসছে চেপে।

মা জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যেতে পারে বল তো ?

মনে হয় সেই সাধুর আস্তানায় ?

কোথায় সেই আস্তানা ?

তাতো জানি না মা।

কাল সেই সাধুকে তোরা কোথায় পেয়েছিলিস ?

ওই দূর গ্রামে। একটা মিঠাইয়ের দোকানে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চল তাহলে একবার যাই।

সে তো মা অনেক দূরে।

তা হোক। তুই টর্চটা নে। ঘরে বসে ভেবে ভেবে মরার চেয়ে বাইরে খুঁজে আসাই ভাল।

দরজায় তালা মেরে মা আর আমি বেরলুম। আমাদের বাড়িতে যে কাজ করে সেই সুখিয়াও সঙ্গে চলল। কাকাবাবু ফিরছেন না দেখে তার ভীষণ মন খারাপ হয়েছে। মাঝে মাঝেই আঁচলে চোখ মুছছে।

মা হাঁটতে হাঁটতে এক সময় রাগ করে বললেন, এই সব মানুষের সঙ্গে কেউ বিদেশে আসে, তোর বাবার যে কি কাণ্ড! রোজই চিঠি দিচ্ছে, আজ আসছি আর কাল আসছি। আমাকে এরা সব পাগল করে ছাড়বে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক হাঁটার পর আমরা সেই মিঠাইওয়ালার দোকানে এসে পৌঁছলুম। আজও পুরি ভাজা হচ্ছে। বড় বড় লাড্ডু সাজানো দোকানে। অমৃতি তাকিয়ে আছে স্নেহের চোখে। ভীষণ খিদে। আজ আর কে খাওয়াবে। কাকাবাবুও নেই। সাধুবাবাও নেই।

মাকে দেখেই মিঠাইওয়ালা দোকান থেকে নেমে এল। কেয়া হুয়া মাঈজী।

মা সব বললেন। মিঠাইওয়ালার দোকানে কাকাবাবু সকালে একবার এসেছিলেন। সাধুবাবার খবর নিয়ে সোজা পাহাড়ের দিকে চলে গেছেন।

পাহাড়? সে কত দূর?

ওই যে মা, আকাশের গায়ে আঁকা। এখান থেকে চার পাঁচ ক্রোশ তো হবেই।

আমরা অন্ধকারে আকাশের গায়ে লেগে থাকা পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে রইলুম। আজ আর যাওয়া যাবে না।

ভোরের ট্রেনে বাবা এলেন। সব শুনে বললেন, বিকাশ তাহলে সত্যিই সাধু হয়ে গেল। এর আগেও একবার সাধু হয়ে গিয়েছিল।

সাধু হয়ে গেল, কি বাঘের পেটে গেল, জানলে কি করে?

মান্দারহিলে বাঘ। হাসালে তোমরা।

www.BanglaBook.org

পরশু বাঘ বেরিয়েছিল। আর সেই বাঘই হল কাল।

চা, জলখাবার খেয়ে বাবা আমাকে নিয়ে পুলিশ চৌকিতে চললেন। দারোগাবাবু সব শুনে বললেন—মিস্টার যে সাধু হয়ে গেছে তাকে আমরা গ্রেপ্তার করি কি করে! আমরা যে চোরই ধরি। সাধুকে কি ধরা যায়। তবু একটা ছবি দিয়ে যাবেন। তালাস করে দেখবো।

মহাসমস্যা। কাকাবাবুর কোনও ছবি নেই।

মা বললেন, আর্টিস্টকে বলে আঁকিয়ে দাও। বলো এইরকম নাক, এইরকম চোখ। মানুষের চোখ আর নাকই তো আসল।

বাবা বললেন, চেহারা তো আমার চোখে আসছে। আমিই তো এঁকে দিতে পারি।

সাতদিন মান্দারহিলে কাটিয়ে আমরা কলকাতায় ফিরে এলুম। কাকাবাবুর কোনও খোঁজ নেই। কোথায়ই বা সেই সাধুবাবা। সব তোলপাড় হয়ে গেল তবু কাকাবাবুর কোনও সন্ধান নেই। এক মাস গেল, দুমাস গেল। এক বছর গেল দুবছর গেল। কাকাবাবুর হাতঘড়ি দেরাজের ওপর টিকটিক করে। মা এখনও দুপুরে পা ছড়িয়ে বসে চোখের জল ফেলেন। অনেকে তীর্থ থেকে ফিরে এসে বলেন, একজন সাধুর সঙ্গে দেখা হল, ঠিক বিকাশের মত দেখতে। অমনি আমরা ছুটি সেই তীর্থে। বেড়ানো হয় কিন্তু কাকাবাবুকে ধরা যায় না।

কত বড় হয়ে গেলুম। কাকাবাবুর পাঞ্জাবি এখন আমার গায়ে ঠিক হতে পারে। কাকাবাবু বলেছিলেন, সাহসী হবি, পরোপকারী হবি। মনটাকে জলের মত পরিষ্কার রাখবি। আমার সাহস অনেক বেড়েছে। অন্যের উপকার করার চেষ্টা করি। আর মন! সেই সাধুর ঝোলার মধ্যে মনের সব নোংরা জিনিস তো ফেলেই দিয়েছি।

রোজ রাতে এখনও আমি স্বপ্ন দেখি। প্রতিদিন দেখি। বালির নদী পড়ে আছে নিচে। সেই বালিতে পড়ে আছে ঝকঝকে একটা রুপোর টর্চ। আর সোনার তৈরী একটা পোল কোথায় যেন চলে গেছে নীল একটা পাহাড়ের কোলে। পোলের মাঝখানে পা

www.BanglaBook.org

ছাড়য়ে বসে আছে বিশাল একটা বাঘ। আর বাঘটার কিছু দূরে স্থির হয়ে বসে আছেন সেই সাধুবাবা আর আমার কাকাবাবু।

ছাঁৎ করে ঘুম ভেঙে যায়। দেখি মাঝরাত? আর ঘুমোতে পারি না। জেগে শুয়ে থাকি। আর তখনই জানতে পারি আমি একা নই, মা আর বাবা দু'জনেই জেগে। আর জেগে আছে সেই পোল। বালির ওপর শুয়ে আছে পোল। মাথার কাছে বসে আছে পাহাড়! সেই পাহাড়ের মাথায় জ্বলছে হোমের আগুন। আকাশ টক-টকে লাল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিজের ঢাক নিজে পেটালে

বড়মামা বললেন, 'এবার আমি নিজের ঢাক নিজেই পেটাব।'

মেজমামা চায়ের কাপে চিনি গোলাতে গোলাতে বললেন, 'সে আবার কী?'

মাসিমা কাপে চা ঢালতে ঢালতে বললেন, 'তার মানে লণ্ডভণ্ড আবার একটা কিছু করে ছাড়বে। ইলেকশানে দাঁড়াতে চাইছ নাকি বড়দা?'

'ইলেকশান? ও ভদ্রলোকের ব্যাপার নয়।'

মেজমামা বললেন, 'তাহলে কি ধর্মগুরু হবে?'

'সে শক্তি নেই। ধর্ম নিয়ে ছেলেখেলা চলে না।'

মাসিমা বললেন, 'তাহলে ঢাকটা পেটাবে কী করে? কী ভাবে?

'আমি নিজেই আমার জন্মদিন করব। তোরা তো কেউ কিছু করলি না!'

মেজমামা বললেন, 'জন্মদিন! বুড়ো বয়েসে জন্মদিন? লোকে তোমাকে পাগল বলবে।'

'সারা গ্রামের মানুষকে আমি পেটপুরে খাওয়াব সারাদিন সানাই বাজবে। ফুল, ফুলের মালা। এলাহি ব্যাপার করে ছেড়ে দোব। দেখি লোকে কেমন পাগল বলে! সেদিন সারাদিন আমি ফ্রিতে চিকিৎসা করব। একটাও পয়সা নোব না। ফ্রি ওষুধ।'

মেজমামা বললেন, 'মরবে, একেবারে হাড়-মাস আলাদা করে রেখে যাবে। তোমার জয়ঢাকের মতো পেট ফাঁসিয়ে দেবে।'

'দেখা যাক।'

মাসিমা বললেন, 'কে রাঁধবে? কে পরিবেশন করবে?'

www.BanglaBook.org

'তোকে কিছু করতে হবে না। কলকাতা থেকে সাতজন হালুইকর আসবে। আমার বিশজন চ্যালা পরিবেশন করবে।'

'এ করে কী লাভ হবে। এর মধ্যে কোনও নতুনত্ব নেই। লোকে বলবে ডাক্তার সুধাংশু মুকুজ্যে রুগিমারা পয়সা ওড়াচ্ছে। লোকের চোখ টাটাবে। নামের বদলে বদনামই হবে। তার চেয়ে তুমি বরং জন্মদিনে পশুভোজন করাও। একেবারে নতুন আইডিয়া। একদিকে গ্রামের যত গোরু। আর একদিকে ছাগল। আর একদিকে বেড়াল। আর একদিকে কুকুর। আর ভোরবেলা পাখি। পৃথিবীর কেউ কোনওদিন যা ভাবতে পারেনি। বিশ্বাসঘাতক মানুষ, অকৃতজ্ঞ মানুষকে খাওয়ানো মানে ভূত-ভোজন। এ যদি তুমি করতে পার, আমি তোমার দলে আছি।'

বড়মামা চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে মেজমামাকে পেছন দিক থেকে জড়িয়ে ধরলেন। 'তুই আমার ভায়ের মতো ভাই। আমি রাম, তুমি লক্ষ্মণ।'

মাসিমা বললেন, 'আহা, কী স্বর্গীয় দৃশ্য!'

বড়মামা চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, 'কিন্তু মেজো, কী ভাবে ওদের নেমন্তন্ন করা হবে। মানুষকে তো চিঠি দিয়ে করে! একটা গোরু, একটা ছাগলে তো জমবে না। একপাল চাই। বাগান যেন একেবারে ভরে যায়। সেটা কী ভাবে হবে?'

'মাথা খাটাতে হবে।'

মাসিমা বললেন, 'কবে হবে।' তার আগের দিন আমি বাড়ি ছেড়ে পালাব।'

বড়মামা বললেন, 'সে আমি জানি। কোনও ভাল কাজে তোমাকে পাওয়া যাবে না।'

মাসিমা উঠে চলে গেলেন। মেজমামা বললেন, 'তোমার জন্মদিন কবে?'

'সেটা আমাকে দেখতে হবে।'

'সেটা তুমি আগে খুঁজে বের করো। আমি ইতিমধ্যে প্ল্যানটা ছকে ফেলি। জিনিসটা যদি করা যায় বড়দা, ফাটাফাটি হয়ে যাবে।'

'আচ্ছা মেজো, নেমন্তন্ন মানেই তো ভাল-মন্দ খাওয়া।

www.BanglaBook.org

মানুষের খাওয়ার মেনু আমরা জানি। পশুর ভাল খাওয়া কী হবে? মেনুটা কী হবে?'

মেজমামা কিছুক্ষণ ভাবলেন, তারপর বললেন, 'পাখির ভাল-মন্দ খাবার হল, ফল, মেওয়া। গোরুর হল, ভাল বিচিলি, আখের গুড়, ছোলা, সবুজ ঘাস, গাছের পাতা। ছাগলের বটপাতা, কাঁঠালপাতা! কুকুরের হল মাংস।'

বড়মামা বললেন, 'দুধ, বিস্কুট।'

'মেনুটা আমরা পরে ঠিক করে ফেলব বড়দা।'

মেজমামা উঠে চলে গেলেন। কলেজে আজ আবার সকালেই ক্লাস। বড়মামা আমার হাত ধরে নিজের ঘরে টেনে নিয়ে গেলেন। ড্রয়ার খুলে খুঁজে খুঁজে একটা কোষ্ঠী বের করলেন।

'বুঝলি, জন্মতারিখটা খুঁজে বের করতে হবে। তুই কোষ্ঠী দেখতে জানিস?'

'আমি? আমি তো ওসব জানি না বড়মামা।'

'কী জানিস তুই? নে, এটাকে খোল। ধর।'

কোষ্ঠী খুলছে। খুলতে খুলতে ঘরের এ-মাথা থেকে ও-মাথায় চলে গেলুম। কত বড় কোষ্ঠী রে বাবা!

'বড়মামা, ঘর যে শেষ হয়ে গেল! দেয়ালে ঠেকে গেছি। আর যে যাবার জায়গা নেই! একে কী কোষ্ঠী বলে বড়মামা?'

'একে বলে গাছ-কোষ্ঠী। গাছের ডালে বসে ন্যাজের মতো ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে দেখতে হয়। ভাটপাড়ার তর্কপঞ্চাননের তৈরি রে ব্যাটা! এতে সব আছে। নে, মাথার দিকটা মেঝেতে পেতে বইচাপা দিয়ে এদিকে চলে আয়।'

চাপা দিয়ে চলে এলুম। আর সঙ্গে সঙ্গে ঘরে এসে ঢুকল বড়মামার পেয়ারের কুকুর লাকি। বড়মামা সাবধান করলেন, 'লাকি, কোষ্ঠী নিয়ে ইয়ারকি কোরো না। চুপ করে একপাশে বোসো।'

লাকি ফোঁস ফোঁস করে কোষ্ঠী শুঁকে চেয়ারে গিয়ে বসল জিভ বের করে।

বড়মামা বললেন, 'নে, হামাগুড়ি দিয়ে মাথার দিক থেকে দেখতে দেখতে নিচের দিকে নেমে আয়। দেখবি এক জায়গায় লেখা আছে,

www.BanglaBook.org

কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়স্য, প্রথম পুত্র জাতবান। ওই জায়গায় লেখা থাকবে মাস, দিন, সাল, তারিখ, সময়।'

'এ খুব কঠিন কাজ যে বড়মামা! আপনার মনে নেই কবে, কোন্ দিন, কোন্ সালে জন্মেছেন?'

'ধুস, নিজের জন্মদিন মনে থাকে? নে নে, হামাগুড়ি দিয়ে দেখতে দেখতে নেমে আয়। কষ্ট কী রে? হামা দিতেও কষ্ট। ছেলেবেলায় কত হামা দিয়েছিস!'

পড়তে পড়তে নিচের দিকে নামছি। সব কি আর পড়ছি, না পড়া যাচ্ছে? কত রকমের নকশা আঁকা। ছবি আঁকা। ছক কাটা। মানুষের ভাগ্য যে কী ভীষণ জটিল! নামতে নামতে পেটে নেমে এলুম। কোথায় সেই জাতবান! সব আছে, ওইটাই নেই।

'বড়মামা, তর্কপঞ্চাননমশাই ওটা লিখতে ভুলে গেছেন।'

'সে কী রে! আমি কি রামচন্দ্র! আমার জন্মাতেই রামায়ণ লেখা হয়ে গেল!'

'লিখতে মনে হয় ভুলে গেছেন।'

'তাহলে এটা কার কোষ্ঠী! ভাল করে দ্যাখ রে গবেট। জন্মতারিখ, দিন, সময় ছাড়া কোষ্ঠী হয় না।'

'আপনি একবার দেখুন, আমার চোখে পড়ছে না।'

'এদিকে আয়, ন্যাজটা চেপে ধর। চেপে না ধরলে গুটিয়ে যাবে।'

বড়মামা হামা দিয়ে কোষ্ঠী পড়ছেন, ঘরে এলেন কবি করুণাকিরণ। বড়মামার চেয়ে বয়েসে অনেক বড়। বড় বড় কবিতা লেখেন। মাথায় বড় বড় কাঁচাপাকা চুল। ইদানিং বড়মামার কাছে প্রায়ই আসেন। শরীরে হাজারটা ব্যামো। কখনও পেট ভুটভাট। কখনও মাথাধরা। কখনও বুক ধড়ফড়, হাত-পা কাঁপা। কবি বলে বয়স্ক বলে বড়মামা খুব খাতির করেন। বিনা পয়সায় চিকিৎসা চলে। ফ্রি ওষুধ। আজ আবার কী রোগ নিয়ে এলেন কে জানে? এখুনি জানা যাবে।

কবি করুণাকিরণ বললেন, 'কী হে ডাক্তার, আবার নতুন করে হামা দেওয়া শিখছ না কি? দ্বিতীয় শৈশব এরই মধ্যে ফিরে এল?'

'আজ্ঞে না, নিজের জন্মতারিখ খুঁজছি।'

www.BanglaBook.org

'ওটা কোষ্ঠী বুঝি? বাঃ, বেশ পেল্লায় ব্যাপার তো! খুঁজে পেলে?'

'আজ্ঞে না।'

'সরো, আমি খুঁজে দিচ্ছি।'

আমরা তিনজনেই মেঝেতে হামাগুড়ি দেবার অবস্থায়। কবি করুণাকিরণ খুঁজে খুঁজে বের করলেন, বড়মামার জন্মদিন পয়লা আষাঢ়। মেঝে থেকে বীরের ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'বড় শুভদিনে জন্মেছ হে ডাক্তার। আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে, প্রথম পুত্র জাতবান। তোমাকে আটকায় কে? ধর্মে, অর্থে, মোক্ষে তরতর, তরতর করে ওপর দিকে উঠে যাবে।'

ধপাস করে একটা চেয়ারে বসে পড়ে বললেন, 'মাথাটা বোঁ করে ঘুরে গেল কেন? ডাক্তার, একবার প্রেশারটা চেক করো তো!'

মেজমামা আজকাল রাতে খই-দুধ ছাড়া অন্য কিছু খান না। ভুঁড়ি হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া রাতে গুরুভোজন করলে তাড়াতাড়ি ঘুম পেয়ে যায়। বেশি রাত অবধি লেখাপড়া করা যায় না। দুধে খই ভেজাতে ভেজাতে বললেন, 'তোমার জন্মদিন তাহলে পয়লা আষাঢ়!'

বড়মামা বললেন, 'হ্যাঁ। এসে গেল। প্ল্যানটা ভেবেছিস কী ভাবে কী হবে?'

'ক'দিন ধরেই খুব ভাবছি, বুঝলে? পাখি আর কুকুরের জন্যে চিন্তা নেই। জানো তো, বাংলায় একটা প্রবাদ আছে, ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না।'

'তুই কাককে পাখির মধ্যে ফেলছিস?'

'ও মা, সে কী! কাক পাখি নয়! দুটো ডানা, উড়তে পারে। পাখি ছাড়া আবার কী?'

'ডাক আর স্বভাব দুটোই ভারী বিশ্রী।'

'তুমি রূপ দেখো না দাদা, গুণটাও দ্যাখো। ইংরিজিতে বলে নেচারস্ স্ক্যাভেঞ্জার। তাছাড়া পায়রা আছে, চড়াই আছে। আমাদের ঠাকুরদালানেই শ-খানেকের বেশি পায়রা আছে। একমুঠো দানা ছড়ালেই সব ফরফর করে নেমে আসবে।'

'আরে দূর, সে তো সব গোলা পায়রা!'

www.BanglaBook.org

'গোলা পায়রা, পায়রা নয়! তুমি যে কী বলো দাদা! তোমার জন্যে জাপান থেকে ন্যাজঝোলা পায়রা কে আনবে দাদা! পাখি বলতে তুমি কী বোঝো?'

'ধর, টিয়া, ময়না, দোয়েল, বুলবুলি, ফিঙে, বউ-কথা-কও, নীলকণ্ঠ, কোকিল, বাবুই, চাতক, শালিক। মানে সব জাতের পাখি, যারা গান গাইতে পারে।'

'দ্যাখো দাদা, অমন দুই দুই কোরো না। সব পাখিই ঈশ্বরের সৃষ্টি। ওই দিন একঝাঁক ছাতারে যদি ধরতে পারি, সভা একেবারে জমে যাবে।'

'প্লিজ মেজো, ছাতারে আমদানি করিসনি। ভীষণ ঝগড়াটে পাখি। চিল্লে বাজার মাত করে দেবে।'

'আরে, ভোসসেবা একটু সরগরম না হলে মানায়! বিয়েবাড়িতে দ্যাখোনি যত না খাওয়া হয় তার চেয়ে বেশি হয় চিৎকার।'

মাসিমা তাড়া লাগালেন, 'তোমরা দয়া করে টেবিল ছেড়ে উঠবে? রাত কটা হল খেয়াল আছে?'

বড়মামা করুণ মুখে বললেন, 'তুই সব সময় অমন অসহযোগিতা করিস কেন কুসি? তোর সামান্য একটু সহানুভূতি পেলে, আমরা দু'ভাই পৃথিবী জয় করতে পারি।'

'থাক, তোমাদের আর পৃথিবী জয় করে কাজ নেই। সব মাথায় তুলে এখন জন্মদিন হচ্ছে। তাও কী রকম জন্মদিন, না পশুভোজন। লোকে শুনলে তোমাদের দুজনকেই পাগলা গারদে দিয়ে আসবে।'

মেজমামা বড়মামার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'উঠে পড়ো বড়দা। এখানে বিশেষ সুবিধে হবে না। কুসিটার মাথায় কোনও আইডিয়া নেই। একেবারেই স্টিরিও।'

দুই মামা ছাদে এসে ঢাউস দুটো বেতের চেয়ারে গা এলিয়ে বসলেন। মাথার ওপর এক-আকাশ তারা। কোণের দিকে এক-ফালি চাঁদ ঝুলছে। মনে হচ্ছে, কে যেন ছবি এঁকে রেখেছে। মাঝে মাঝে বাতাস বইছে। দূরে, বহুদূরে একপাল কুকুর চিৎকার করছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মেজমামা বললেন, 'বড়দা, শুনছ। এই গ্রামে ওই রকম কয়েক পাল কুকুর আছে।'

'তুই ওদের নেমন্তন্ন করবি নাকি ?'

'নিশ্চয়। তাছাড়া তুমি কুকুর পাবে কোথায় ?'

'ওরা তো লেড়ি রে ?'

'তোমার বড়দা বড় জাতিভেদ। বর্ণবৈষম্য দূর করো। ভগবানের রাজত্বে সবাই সমান।'

'ওদের স্বভাব তুই জানিস না মেজো, ম্যানেজ করতে পারবি না। শেষে পুলিশ ডাকতে হবে।'

'হ্যাঃ, পুলিশ ডাকতে হবে! কী যে তুমি বলো বড়দা। স্রেফ ইট মেরে ভাগিয়ে দোব।'

'গোরু আর ছাগলের জন্যে তা হলে কী করবি ?'

'নিমন্ত্রণপত্র ছাড়ব। বয়ানটা আমি এখুনি লিখে দিচ্ছি। ভাগনে!'

'বলুন মেজমামা ?'

'লেখ তো।'

কাগজ আর কলম নিয়ে বসতেই মেজমামা বলতে শুরু করলেন ঃ

সবিনয় নিবেদন,

আগামী পয়লা আষাঢ় আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ডাঃ সুধাংশু মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিবস পালিত হবে মদীয় ভবনে সাড়ম্বরে, যথোচিত উৎসব সহযোগে। উক্ত পুণ্যদিবসে এই উপলক্ষে আয়োজিত পশুভোজসভায়, স-শাবক আপনার গৃহপালিত গোরু/ছাগলকে উপস্থিত থাকার জন্যে ও প্রীতিভোজে অংশগ্রহণের জন্যে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাই। উপহারের বদলে আশীর্বাদই প্রার্থনীয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অতিথি-নিয়ন্ত্রণবিধি অনুসারেই ভোজের আয়োজন করা হবে। ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের দীর্ঘজীবন কামনা করে তাঁকে জনসেবার সুযোগ দান করুন।

ভবদীয় শান্তিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

নির্ঘণ্ট ঃ প্রাতে সানাই সহযোগে উৎসবের সূচনা। স্নান, পূজাপাঠ, হোম। অনুষ্ঠান-মণ্ডপের উদ্বোধন, মাঙ্গলিক সংগীত। পক্ষী-উৎসব। ডাক্তার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মুখোপাধ্যায় স্বহস্তে পক্ষিভোজন করাবেন। ক্ষণ-বিরতি। দ্বিপ্রহরে, গো ও ছাগ উৎসব। সাড়ম্বরে, গোরু ও ছাগলদের সুখাদ্য বিতরণ করা হবে। রাতে কুকুরসেবা। স্বস্তিবাচন। উৎসবের পরিসমাপ্তি।

নিমন্ত্রণপত্র লেখা শেষ হল। বড়মামা গদগদ স্বরে বললেন, 'বাঃ, চমৎকার! তোর মাথাটা মেজো বেশ ভালই খেলে। সাধে তুই নামকরা অধ্যাপক!'

'নাও, এখন শুয়ে পড়ো। বড় বড় হাই উঠছে। কাল সকালে ভোলাবাবুকে প্রেসে দিয়ে আসতে বোলো, আর বেশি সময় নেই। শ-দুয়েক কপি ছাপালেই হবে।'

মেজমামা গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে ঘরের দিকে চলে গেলেন।

শ্যামল হাজরার খড়ের গোলা। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। হাজরামশাই ধুনোর ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার করে, গদির ওপর পা তুলে গ্যাঁট হয়ে বসে আছেন। সামনে লাল ক্যাশ বাক্স। মেজমামা আর আমি দোকানে ঢুকতেই, হাজরামশাই ভদ্র হয়ে বসতে বসতে বললেন, 'আসুন, আসুন, মেজবাবু, কী সৌভাগ্য আমার।'

হাজরামশাই কাশতে লাগলেন। একঢোক ধুনোর ধোঁয়া গিলে ফেলেছেন।

মেজমামা গদির ওপর ঝুলে বসলেন। চোখ জ্বালা করছে। মেজমামা বললেন, 'আপনার কাছে একটা খবরের জন্যে এলুম।'

হাজরামশাই কাশি সামলে বললেন, 'কী খবর মেজবাবু?'

'আচ্ছা, আপনার গোলা থেকে যাঁরা খড় নেন, তাঁদের নাম-ঠিকানা সব আমায় দিতে পারেন?'

হাজরামশাই সন্দেহের চোখে তাকালেন, 'কেন বলুন তো? আমায় ভাতে মারতে চান?'

'ভাতে মারতে চাইব কেন?' মেজমামা আশ্চর্য হলেন।

'বলা যায় না, হয়তো পাশাপাশি আর একটা গোলা খুলে বসলেন!'

www.BanglaBook.org

'পাগল হয়েছেন ? প্রোফেসারি ছেড়ে গোলা খুলতে যাব কোন্ দুঃখে ?'

'বলা যায় না মেজবাবু। ছেলে-চরানো, আর গোরু-চরানো প্রায় এক জিনিস। শেষে হয়তো ভাবলেন বিদ্যের বদলে খড় দেওয়াই ভাল। অনেক সহজ কাজ !'

মেজমামা হাসতে হাসতে বললেন, 'তা যা বলেছেন ! ব্যবসা করতে জানলে তাই করতুম। না, সে কারণে নয়। আমি জানতে চাইছি অন্য কারণে।'

মেজমামা সব ভেঙে বললেন। বড়মামার অভিনব জন্মদিন পালনের কথা। গোরুদের সবান্ধবে নিমন্ত্রণ করতে হলে গোরুর মালিকের নাম-ঠিকানা জানা দরকার। সব শুনে হাজরামশাই হাঁ হয়ে গেলেন।

'মেজবাবু, আপনি রসিকতা করছেন না তো ! এ-রকম কথা কেউ কখনও শোনেনি।'

'আমার দাদা পশুভক্ত। সারাজীবন গোরু, ভেড়া, ছাগলেরই সেবা করে গেল। সাত-সাতটা কুকুর। সেই ভালবাসা পরিবারের বাইরে ছড়িয়ে দেওয়া আর-কি ! বুঝলেন না হাজরামশাই !'

'সবই বুঝলুম' তবে এই দুর্মূল্যের বাজার। মানুষই খেতে পাচ্ছে না।'

'তাহলে বুঝুন, পশুরা কী অবস্থায় আছে ? কটা গোরু ভালভাবে খেতে পায় ? কটা ছাগল খাবার পর পরিতৃপ্তির ঢেকুর তোলে ! কটা ছাড়া কুকুরের খাবার স্থিরতা থাকে ? পশু বলে কি তারা মানুষ নয় !'

হাজরামশাই হাসলেন। হাসতে হাসতে মোটা একটা খাতা খুললেন, 'নিন, আমি বলে যাই, আপনি লিখে নিন। চা খাবেন মেজবাবু ?'

'তা একটু হলে মন্দ হয় না।'

হাজরামশাই কর্মচারীকে ডেকে চায়ের হুকুম দিলেন। নাম-ঠিকানা লেখা চলতে লাগল। অনেকেরই গোরু আছে। মেজমামার খুব আনন্দ। আমাকে ফিসফিস করে বললেন, 'গোরুতেই মাত

www.BanglaBook.org

করে দেবে। কুকুরের আর দরকার হবে না। বাড়িটা বৃন্দাবন হয়ে যাবে। দাদা আমার রাখালরাজা হয়ে গো-সেবা করবে।'

মাসিমা জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের পাগলামির দিনটা তাহলে কবে ঠিক হল?'

বড়মামা আর মেজমামা দুজনেই বসে ছিলেন। একসঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠলেন, 'পাগলামি মানে? জীবসেবা মানে শিবসেবা। পড়িসনি?'

'পড়েছি দাদা। তবে এখন পড়েছি পাগলের হাতে। দিনটা কবে সেইটা শুধু বলে দাও। তার দু'দিন আগে আমি পালাব।'

'পালাবি মানে! বাড়িতে এতবড় একটা কাজ। শুধু কাজ নয়, সামথিং নিউ। তুই পালালে আমরা যাব কোথায়? তুই আমাদের অনুপ্রেরণা।'

'আমার ভূমিকা?'

'দর্শক। তুই হবি দর্শক। খবরের কাগজের লোক আসতে পারে। এমন তো হয়নি কখনও। তাদের একটু আদর আপ্যায়ন করবি। 'পশুপ্রেমী বড়দা' বলে আমরা একটা পুস্তিকা ছাপাচ্ছি। সেইটা জনে জনে বিতরণ করবি। মনে রাখবি—এটা সাধারণ বাড়ি নয়। তপোবন। আশ্রম।'

মাসিমা মুচকি হেসে চলে গেলেন। বড়মামা বিষণ্ণ মুখে বললেন, 'আমাদের পাগল বলে গেল!'

'আরে এ-পাগল সে-পাগল নয়। এ হল আদরের পাগল। প্রেমিক পাগল। যে-কোনও ভাল কাজ, অভিনব কাজের সূত্রপাতে লোকে পাগলই বলে। তোমার সেই ব্যাঙ-নাচানো সায়েবের গল্প মনে পড়ে? পাগলামি থেকে এল বিদ্যুৎ। পাগলামি থেকে এল বসন্তের টিকে। নাও, এসো, চিঠিগুলো খামে ভরে ফেলা যাক। আজই নিমন্ত্রণে বেরোতে হবে। বেশি সময় নেই।'

'তুই কি সত্যিই 'পশুপ্রেমী বড়দা' ছাপাবি?'

'ছাপাবি কী? ছাপতে চলে গেছে।'

'কী লিখলি, আমাকে একবার দেখালি না ভাই!'

'ছেপে আসুক। পড়লে তুমি অবাক হয়ে যাবে। শুরুটা আমার লাইন-দুয়েক মনে আছে—পশু না হলে পশুকে ভালবাসা

www.BanglaBook.org

যায় না। আমাদের পশুপ্রেমী বড়দা আশৈশব পশুপক্ষীর সঙ্গে বিচরণ করতে করতে এখন পশু-ভ্রাতা কি পশু-পিতার স্তরে চলে গেছেন।'

'এই সব লিখলি ? লোকে আমাকে ভুল বুঝবে না তো !'

'কেন, ভুল বুঝবে কেন ?'

'ওই সব লিখে আমাকেই তো পশু বানিয়ে দিলি।'

'মানুষের আর কোনও গৌরব নেই দাদা। এখন পশু হওয়াই গৌরবের। গোরু তবু দুধ দেয়। পাখি তবু গান গায়! কুকুর তবু পাহারা দেয়! তোমার মানুষ কী করে দাদা ? শুধু বদমাইশি।'

'তা ঠিক, তা ঠিক।' বড়মামা খামে চিঠি ভরতে লাগলেন আপনমনে।

সন্ধেবেলা আমি আর মেজমামা বেরিয়ে পড়লুম, ঠিকানা মিলিয়ে বাড়ি-বাড়ি ঘুরতে। বেশ মজা লাগছে। প্রথম বাড়ি। মেজমামা ডাকলেন, 'হরিদা আছেন, হরিদা ?'

হৃষ্টপুষ্ট, কালো চেহারার হরিদা বেরিয়ে এলেন। দেখলেই মনে হয় ডেলি সের দুয়েক দুধে খান। খাবেন না কেন ? বাড়িতে তিন-তিনটে গোরু। হাম্বা হাম্বা ডাক ছাড়ছে। ভদ্রলোকের দু'হাতের কনুই পর্যন্ত কুচো-কুচো খড় লেগে আছে। মেজমামাকে দেখেই বললেন, 'আরেব্বাবা, কী সৌভাগ্য ! মেজবাবু যে।'

'হরিদা, নিমন্ত্রণ করতে এলুম। আগামী পয়লা আষাঢ় দাদার শুভ জন্মদিন।'

'বাঃ বাঃ, ডাক্তারবাবুর জন্মদিন ! নিশ্চয় যাব। সপরিবারে, সবান্ধবে।'

'হরিদা, নিমন্ত্রণ আপনাকে নয়, আপনার তিনটি গোরুকে।'

'অ্যাঁ, সে আবার কী ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, দুপুরবেলা আপনার গোরু তিনটিকে বেশ সাজিয়ে-গুজিয়ে অনুগ্রহ করে নিয়ে আসবেন। মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ রইল। বলেন তো গোয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে প্রথামত ওদেরও বলে যাই।'

'মানুষের ভাষা যে ওরা বুঝবে না মেজবাবু !'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আপনি তাহলে ওদের বলে দেবেন। চিঠির তলায় অবশ্য লেখাই আছে, পত্রের দ্বারা নেমন্তণের ত্রুটি মার্জনীয়। আপনি তাহলে ঠিক সময়ে ওদের নিয়ে যাবেন, কেমন ?'

'আমার গোরু তিনটে মেজবাবু ভিন্-জাতের। একটু ভাল খায়।'

'কী খায় হরিদা ?'

'পাঁচ কেজি ছোলা এক-একজন···।'

'পেট ছেড়ে দেবে।'

'আজ্ঞে না, ওইটাই ওদের খোরাক, সম-পরিমাণ খোল-ভুসি আর খড়ের কুচো, এবেলা-ওবেলা মিলিয়ে এক ডজন' ভিটামিন ট্যাবলেট।'

'অ্যাঁ, বলেন কী ? মরে যাবে যে।'

'আপনি আপনার পেটের মাপে দেখছেন মেজবাবু। গোরুর পেট তো পেট নয়, জালা। বিদেশী গোরু মেজবাবু, খোরাকটি ঠিক রাখলে তবেই না দুধ ছাড়বে ! এবেলা-ওবেলা ষোল-সতের কেজি।'

'এই সাংঘাতিক খোরাক ম্যানেজ করেন কী করে ?'

'দুধ বেচে মেজবাবু।'

'আচ্ছা চলি তাহলে—বলে মেজমামা আমার হাতে টান মারলেন। উৎসাহ যেন ঘরে এসেছে। শ্যামল সাঁপুই বাড়ির রকে বসে কড়রমড়র করে লেড়ো বিস্কুট দিয়ে চুমুকে চুমুকে চা খাচ্ছিল। মেজমামা জিজ্ঞেস করলেন, 'শ্যামল, তোমার কটা গোরু !'

'সে তো একবার আমি বলে দিয়েছি, আবার কেন ?'

'কাকে বলেছ ?'

'কেন, ওই যে সরকারের লোক এসেছিল, কী বললে—সেনসাস না কী হচ্ছে। পশুগণনা।'

'আমি গণনা করতে আসিনি। নেমন্তন্ন করতে এসেছি। দাদার জন্মদিনে তোমার গোরুদের মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্যে আমন্ত্রণ জানাতে এসেছি।'

শ্যামল সাঁপুই হেসেই অস্থির। ভাবলে আমরা পাগলা হয়ে গেছি। 'এক-আধটা গোরু ! আমার সাত-সাতটা গোরু। সব কটাকে নিয়ে যাব ? দুটো বাছুরও আছে !'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সপরিবারে, সবান্ধবে যাবে।'

www.BanglaBook.org

রাত দশটার সময় ক্লান্ত হয়ে আমরা বাড়ি ফিরে এলুম। বড়মামা ডিসপেনসারি বন্ধ করে ছোট ছাদে বসে বাতাস সেবন করছিলেন। আর গুনগুন করে গান গাইছিলেন—'নেচে নেচে আয় মা শ্যামা—'

মেজমামা ধপাস করে বেতের চেয়ারে বসে বুকপকেট থেকে নোটখাতা বের করে, বিড়বিড় করে যোগ করতে শুরু করলেন, 'একশো-তিন। বুঝলে বড়দা।'

'আমি যে তোর সঙ্গে যাব···অ্যাঁ, কী বললি?'

'হান্ড্রেড থ্রি, দিশি, বিলিতি মিলিয়ে। ধরে নাও শ-খানেক গোরু আসবে। ইয়া-ইয়া সব চেহারা। খোরাক শুনলে তুমি লাফিয়ে উঠবে।'

'ভালই তো, ভালই তো। পেটপুরে সব খাওয়াব।'

'খোরাক শুনবে? পারহেড পাঁচ কেজি ছোলা, সম-পরিমাণ খোল-ভুসি, ছোলার চুনি, কুচো বিচিলি, ভেলি গুড়—আখের গুড় হলেই ভাল হয়। বারোশো ভিটামিন ট্যাবলেট।'

'হ্যাঃ, কোথা থেকে শুনে এলি, এসব চালিয়াতির কথা। মানুষই দু'বেলা খেতে পায় না, গোরু খাবে ছোলা, ভিটামিন ট্যাবলেট! এরপর বলবি, ছাগলে রাবড়ি খাচ্ছে।'

'যাদের গোরু তারা বলছে। আমি গোরুর কী জানি বল? একজন বললে, আমার গোরু আধ মাঠ কচি দুব্বো খায়, তা না হলে কনস্টিপেশান হয়।'

'ওসব চালের কথা, রাজনীতি করছে রে মেজ। আমাদের জব্দ করতে চায়। যে যাই বলুক, আমরা আমাদের মেনু অনুসারে খাওয়াব।'

'তা হয় না বড়দা। মানুষ হলে হত। লুচি, ছোলার ডাল, মাছের কালিয়া, পাঁপড়ভাজা। পশুদের এক-এক শ্রেণীর এক-এক প্রকার খাদ্য। যার যা খাবার তাকে তো তা দিতে হবে। কুকুরকে আলোচাল দিলে খাবে? ছাগলকে তার নিজের মাংস দিলে ছোঁবে? অশান্তি হয়ে যাবে বড়দা।'

'তা হলে তাই হবে। ছোলা কত লাগবে?'

'ধরো, ছশো কেজি। ছশো কেজি খোল, ভুসি, ছোলার চুনি, একশো কেজি ভেলি। বাইশটা বড় ছাগল আর বিয়াল্লিশটা ছানা

www.BanglaBook.org

আসবে। কুকুর আসবে ষাট-সত্তর, বিলিতি আরও দশ-বারোটা। ছটা তার মধ্যে অ্যালসেশিয়ান। বাকি ছটা স্পিৎস। দু'দল, না তিনদল। তিনদলের তিন রকম ব্যবস্থা। স্পিৎস খাবে কিমা। অ্যালসেশিয়ান খাবে খাব-খাবা মাংস, লেড়ি খাবে হাড়গোড়, ছাঁটছুট। ছাগলের জন্যে চাই পুরো একটা কাঁঠালগাছ আর বটগাছ।'

বড়মামা বেশ যেন নার্ভাস হয়ে গেছেন, 'মেজ, খরচের কথা বাদ দে। সে যা হবার হবে। কিন্তু জায়গা লাগবে বিশাল।'

'ম্যানেজ করার জন্যে অনেক লোকও লাগবে। শ-খানেক কাঠের ডাবর চাই, গোরুর জন্যে।'

'আচ্ছা মেজ, আজকাল তো সব খাওয়াবার ভার ক্যাটারারকে দিয়ে দেয় ?'

'সে মানুষ হলে হত! পশুদের জন্যে ক্যাটারার নেই, সাপ্লায়ার আছে।'

'কাল ভেটেরিনারি হসপিট্যালের ডাঃ সাহানাকে একবার ফোন করব। দেখি উনি কী ভাবে সাহায্য করতে পারেন।'

সাড়ে এগারোটার সময় সভা ভেঙে গেল।

বড়মামা সকালের চায়ে চিনি গোলাতে গোলাতে বললেন, 'ডিফিট, গ্রেট ডিফিট।'

মেজমামা এক চুমুক চা খেয়ে বললেন, 'আমি সারারাত ভেবে দেখলুম, ব্যাপারটা অশ্বমেধ যজ্ঞের মতো হয়ে যাবে। সামলানো যাবে না। লণ্ডভণ্ড হয়ে যেতে পারে। বিশাল জায়গা চাই, বহু লোকজন চাই। আইডিয়াটা ভাল ছিল। কাজে লাগানা গেল না, এই যা দুঃখ।'

মাসিমা বললেন, 'যাক বাবা, বাঁচা গেছে। কদিন ধরে ভগবানকে আমি কম ডেকেছি! যাই, পুজোটা দিয়ে আসি, মানত করেছিলুম।'

মেজমামা বললেন, 'ঝট করে আর-একটা নিমন্ত্রণপত্র ছাপিয়ে ফেলি। আপনার গৃহপালিত পশু নয়, সপরিবারে আপনারই নিমন্ত্রণ। ভাগ্নে ?'

'আজ্ঞে।'

www.BanglaBook.org

'ঝট করে দু'লাইন লিখে নাও। সবিনয় নিবেদন, অনিবার্য কারণে আগামী পয়লা আষাঢ়, আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ডাঃ সুধাংশু মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত কর্মসূচীর কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হয়েছে। পশুসেবার পরিবর্তে সন্ধ্যায় এক প্রীতি-ভোজের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত প্রীতিভোজে আপনার সবান্ধব উপস্থিতি কামনা করি। ভবদীয়।'

বড়মামা খুঁতখুঁত করে বললেন, 'অ্যাঃ, ব্যাপারটা গেঁজে গেল রে মেজো।'

আজ পয়লা আষাঢ়।

ভোর পাঁচটা থেকে সানাই শুরু হয়েছে। ভোরের সুর বাজছে। বাইরের বিশাল মণ্ডপ ফুলে-ফুলময়। কাল রাতে এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল। আজ একেবারে ঝলমলে রোদ। পুরোহিতমশাই এসে গেছেন। পুজোপাঠ, হোম-অর্চনা শুরু হল বলে। বড়মামার স্নান হয়ে গেছে। পরনে পট্টবস্ত্র, গায়ে উত্তরীয়। রূপ একেবারে খুলে গেছে। কাল থেকে চিঠি আর টেলিগ্রাম আসতে শুরু করেছে, দূর-দূরান্ত থেকে। সকলেই দীর্ঘজীবন কামনা করেছেন।

মাসিমা পুজোর আয়োজন করেছেন। ভোরবেলাতেই বাজার এসে গেছে। বড় বড় মাছ শুয়ে আছে রকের একপাশে। পুঁচকে একটা বেড়াল মাছের আকার দেখে ভয়ে থমকে পড়েছে, দেয়ালের একপাশে।

হালুইকর ব্রাহ্মণ হাতা, খুন্তি, ঝাঝরি, লটবহর নিয়ে এসে গেছেন। অ্যাসিসটেণ্টরা উনুনে আগুন দিয়েছেন। বাগানের দিকের আকাশে ধোঁয়া উঠছে পাকিয়ে পাকিয়ে।

ইলেকট্রিকের লোক এসে টুনি ঝোলাতে শুরু করেছে। তিনজন ঝাড়ুদার খচরমচর করে ঝাড়ু দিতে শুরু করেছে চারপাশে। আজ সব ছবির মতো হয়ে যাবে।

বেলার দিকে ফুলের তোড়া আসতে শুরু করল। হাসপাতাল থেকে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে। বড়মামার হাসি-হাসি মুখ। ধুতি আর পাঞ্জাবি পরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কপালে চন্দনের টিপ। দুপুরে মাছের মুড়ো দিয়ে ভাত খাবেন। ছোট্ট একবাটি ঘি

www.BanglaBook.org

খাবেন চুক করে চুমুক দিয়ে। সানাই মাঝে-মাঝে থামছে, মাঝে-মাঝে বেজে উঠছে। রান্নার শব্দ ভেসে আসছে। বাতাসে সুবাস ছড়াচ্ছে।

সন্ধে হতে-না-হতেই পুটুস-পুটুস করে আলোর মালা জ্বলে উঠল চারপাশে। তেমনি গুমোট গরম নেই। ভিজে-ভিজে বাতাস বইছে। জুঁই, বেল, রজনীগন্ধার সুবাস। একে একে নিমন্ত্রিতরা আসতে শুরু করলেন। সাড়ে সাতটার মধ্যে প্যাণ্ডেল কানায় কানায় ভরে গেল। বড়মামা, মেজমামা অভ্যর্থনায় ব্যস্ত। 'আসুন, আসুন, নমস্কার, নমস্কার' এই চলছে সন্ধে থেকে। কারুর হাতে চা, কারুর হাতে ঠাণ্ডা জলের বোতল। আমি বিতরণ করে চলছি, 'পশুপ্রেমী বড়দা।' জাফরানি রঙের মলাট। গোটা গোটা অক্ষর। কেউ পড়ছেন। কেউ মুড়ে রাখছেন।

টেবিলে টেবিলে পাতা পড়ে গেল। পাশ দিয়ে গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে খাবার ছুটছে। রাধাবল্লভী, ফিশফ্রাই। বিরিয়ানি গন্ধে পাগল করে দিচ্ছে। বড়মামা আর মেজমামা হাতজোড় করে সকলকে বলতে লাগলেন, 'এবার আপনারা অনুগ্রহ করে আহারে বসুন।'

সভা একেবারে পরিপূর্ণ। কবি করুণাকিরণ মাঝের একটি আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'শুরুর আগে আমি একটি কবিতা পড়তে চাই, "আজি তব জন্মদিনে, হে রাখাল/বীণা তব বাজে/জীবনের জয়গানে/থেমে থেমে/সেবার মূর্তি তুমি/তোমারে চুমি শতবর্ষ পার করে/হেসে হেসে/তুমি যবে যাবে অমর্তলোকে/অশ্রুজলে সিক্ত হবে/রিক্ত ধরণী।"

ফটাফট ফটাফট হাততালি।

হঠাৎ কোণের দিকে এক ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। বাজখাঁই গলায় বললেন, 'ওয়াক আউট। আপনারা সকলে প্রতিবাদে এখুনি এই সভা পরিত্যাগ করুন।'

'কেন? কেন?' সমবেত কণ্ঠে প্রশ্ন।

'কেন? আপনারা এই পুস্তিকাটা একবার পাতা উলটে দেখেছেন?'

'কী আছে, কী আছে?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'এই যত কিছু আয়োজন, সবই আমাদের অপমানের কৌশল। এক জায়গায় জড়ো করে পাইকারি দরে জুতো মারার বড়লোকি চাল।'

'কেন? কেন?'

'একটা অংশ পড়ে শোনালেই বুঝতে পারবেন আপনারা। পড়ছি, শুনুন।

শিবজ্ঞানে, জীব-সেবা যার জীবনের ব্রত, শৈশব থেকেই পশুপ্রেমে সে উতলা। গোরু, মোষ, ভেড়া, ছাগল, গাধা, কুকুর, পাখি. এদের নিয়ে জীবন কাটাতে পারলে আমার পশুপ্রেমী বড়দা আর কিছুই চায় না। মানবদরদি আমরা দেখেছি, এমন পশু-প্রেমী আমাদের দেশে কদাচিৎ চোখে পড়ে।

সেই পশুপ্রেমী বড়দার অভিনব জন্মদিনের, অভিনব আয়োজন এই পশুভোজসভা। একদিকে গোরু, আর একদিকে ছাগল, অন্যদিকে পাল-পাল কুকুর সেবা করছে, আর তারই জয়গান গাইছে সমস্বরে।'

'অপমান, অপমান!' সভা চিৎকার করে উঠল।

মেজমামা চেঁচাচ্ছেন, 'ছিছি, ভুল বুঝবেন না, প্রোগ্রাম চেঞ্জ করেছে, প্রোগ্রাম চেঞ্জ করেছে।'

বড়মামা বলছেন, 'এ কী বলছেন, এ কী বলছেন, আমি কখনও অপমান করতে পারি! লেখাটা ভুল হাতে পড়েছে।'

কে কার কথা শোনে! সব লণ্ডভণ্ড করে নিমন্ত্রিতরা বেরিয়ে গেলেন। সানাই তখনও বাজছে করুণ সুরে। রাধাবল্লভীর মহাশ্মশানে দুই মামা হাঁ করে দাঁড়িয়ে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফানুস

সেবার কালীপুজোয় আমি আর পিন্টু ঠিক করলুম, ঠিক সূর্যাস্তের সময় আমাদের বাড়ির দোতলার ন্যাড়া ছাদ থেকে রঙ-বেরঙের বিশাল একটা ফানুস ছেড়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দেবো। পিন্টুর বাবাকে আমরা কাকাবাবু বলতাম। কাকাবাবু সব জানতেন। তিনি কেমিস্ট ছিলেন। বাড়িতে একটা ছোট লেবরেটারিও ছিল। ছুটির দিন মাঝে মাঝে মন-মেজাজ ভাল থাকলে আমাদের ডেকে নানা কেরামতি দেখাতেন। আগের বছর আমাদের একটা হাউইয়ের ফর্মুলা দিয়েছিলেন। ফর্মুলার কোন দোষ ছিল না। আসলে খোলটা আমরা ঠিকমত তৈরী করতে পারি নি। পারলে হাউই আকাশের ব্রহ্মতালু ভেদ করতে নিশ্চয়ই। খোলের দোষে রকেট আকাশে না উঠে বোতলশুদ্ধ ছাদে শুয়ে শুয়েই ফুলকি কেটেছিল। কাকাবাবু বলেছিলেন, টেরিফিক ফোর্স হয়েছে হে, তবে সাধারণ কাগজের খোল বলে কেতরে পড়েছে। যে কাগজে নোট তৈরি হয়, সেই পার্চমেন্ট কাগজে খোল তৈরি করতে পারলে—দেখতে কান্ডটা হতো কী!

ফানুসের খোল নিয়েও প্রথমে একটু সমস্যা হলো। বিশাল একটা খোল চাই এস্কিমোদের ঘরের মতো। ধোঁয়া ঢুকবে সেই খোলে তবেই না তিনি আকাশে উঠবেন হেলে-দুলে। এ-সব ব্যাপারে চীনেরা ভারী একস্পার্ট। তারা ড্রাগন করে, লণ্ঠন করে, হাতি করে। কাগজ দিয়ে তারা কি না করতে পারে! আমাদের দৌড় ঠোঙা পর্যন্ত। চীনে গুরু পাই কোথায়, পাড়ায় একটিমাত্র চীনের জুতোর দোকান। হাফা-সায়েব আবার এ-সব জানেন না। তাঁর মা জানতেন, তিনি দু'বছর আগে মারা গেছেন।

www.BanglaBook.org

ঠোঙা তৈরির বিদ্যে নিয়েই আমি আর পিণ্টু বসলুম খোল বানাতে। ঘুড়ির কাগজ, এক বালতি আঠা আমাদের কাঁচা মাল। তৈরি হবে গোলগাল খোল।

পিণ্টু বললে, মোহনবাবুর চেহারাটা মনে রাখ। মোহনবাবুর পা-দুটো ছেঁটে মাথাটা নিচু করে দিলে যে চেহারাটা হবে, আমাদের খোলটা হবে ঠিক সেই রকম। মোটা মোহনবাবুর জ্যামিতি নিয়ে পিণ্টুদের বাড়ির বাইরের ঘরের মেঝেতে থেবড়ে বসে বেশ কিছুক্ষণ আমাদের গবেষণা চলল।

পিণ্টু বলল, আসলে আমাদের একটা গোল জালা বানাতে হবে। গলার দিকটা সরু, মোহনবাবু চিত হয়ে শুয়ে থাকলে তাঁর ভুঁড়িটা যে-রকম দেখায়, ওই রকম দেখতে হবে।

সবই তো বোঝা গেল। হাতের কাছে চার দিস্তে ঘুড়ির কাগজ, কাঁচি, আঠাও রেডি, কাটাকুটি শুরু করলেই হয়। সাহসের অভাব।

পিণ্টু বললে, এক কাজ করি চল্, মানদা মাসির কাছে একবার যাই। ঠোঙা তৈরির কায়দাটা শিখতে পারলেই মোটামুটি যা-হয় কিছু একটা দাঁড়াবে।

মানদা মাসি সারাদিনে হাজার হাজার ছোট বড় ঠোঙা তৈরি করে সংসার চালান। মাঝে মাঝে তাঁর পেয়ারের ছাগল ঠোঙা খেয়ে ফেলে। ছাগলের নাম বুধি। যদিও তার বুদ্ধি-সুদ্ধি কিছু আছে কিনা আমাদের সন্দেহ।

আমরা যখন মাসির বাড়ি গেলুম, বুধিকে নিয়ে মাসি তখন ভীষণ ব্যস্ত। বুধি একবাটি আঠা সহযোগে একদিস্তে খবরের কাগজ দিয়ে ব্রেকফাস্ট করে চোখ উল্টে পড়ে আছে। ঘটনাটা ঘটিয়েছে দড়ি ছিঁড়ে, মাসি যখন পুকুরে, তখন।

মাসি বুধিকে বলছেন ওঠ, বাবা ওঠ, যোয়ানের আরকটুকু খেয়ে নে মা, ঠিক হজম হয়ে যাবে। ও বুধি, বুধি!

ছাগলের চোখ এমনিই কি রকম ড্যাবা ড্যাবা মরা মানুষের মতো, তায় কাগজ খেয়ে মনে হচ্ছে যেন বোল্ড-টাইপে ছাপা শ্রাদ্ধের চিঠি।

মাসির কাছে কাজ আদায় করতে এসেছি, মাসির কাজে সাহায্য করলে মনটা যদি একটু ভেজে।

www.BanglaBook.org

আমরাও বুধির সেবায় লেগে গেলুম। পিণ্টু চোয়াল ধরে হাঁ করাবার চেষ্টা করছে। আমি আস্তে আস্তে গায়ে হাত বুলিয়ে তোয়াজ করার চেষ্টা করছি। জুতোর চামড়ায় কি আর সুড়সুড়ি লাগে, বুধির চোয়াল ফাঁক করে কার পিতার সাধ্য! অথচ মাসিকে ছাগল ছাড়া না করলে আমাদের কাজ বন্ধ। বুধি হঠাৎ তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে আমাদের সব কটাকে চার ঠ্যাঙের মোক্ষম লাথি ঝেড়ে, আরকের বাটি উল্টে দিয়ে, মাসির শোবার ঘরে ঢুকে গেল।

মাসি ধুলো ঝেড়ে মাটি থেকে উঠে আমাদের হাত ধরে তুলতে তুলতে বললেন, লাথির জোর দেখলি? তারপর একমুখ হেসে বললেন, আমার দুষ্টু মেয়ে। পিণ্টুর কপালের কাছটা লাল হয়ে ফুলে উঠেছে।

মাসি বললেন, তোদের লাগলো নাকি?

আমরা দুজনেই কাঁদো কাঁদো গলায় বললুম, বড্ড লেগেছে মাসি, ফ্যাকচার হয়ে গেছে।

আহা বাছা রে! কি করতে তোরা এই ছিলিস?

তোমার কাছে শিখতে।

হায় কপাল! আমি কী জানি যে তোদের শেখাবো রে! না জানি লেখাপড়া, না জানি নাচগান। আমি যে তোদের মুখ্যু মাসি রে।

তুমি যা জানো, আমরা জানলে আজ বর্তে যেতুম।

ধুর পাগল। তোদের মাসি একটা অপদার্থ।

ও-সব বোলো না মাসি, আমরা কিন্তু রেগে যাচ্ছি। তুমি আমাদের ফানুসের খোল তৈরী করে দেবে। ঘুড়ির কাগজ কিনেছি, আঠা তৈরী করেছি, তুমি ছাড়া আমাদের কে আছে মাসি!

গ্রামের একপাশে মানদা মাসির একলা আস্তানা, একটা ছোট্ট আটচালা, একটা ছাগল, একটা পেয়ারা গাছ, ব্যস আর কিছু নেই। ত্রিভুবনে মাসির কেউ আত্মীয়ও নেই। আমরা যেই বলেছি তুমি ছাড়া আমাদের কে আছে মাসি। মাসির চোখ দুটো ছলছল করে উঠল, ওরে আমার সোনা রে—ব'লে, পিণ্টু আর আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, নিয়ে আয় তোদের কাগজ। তা বাবা, আমি তো ঠোঙা তৈরির ইসপার্ট, আমি কি তোদের ফানুস মানুষ পারবো রে?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খুব পারবে মাসি। দেখতে হবে ঠিক মোহনবাবুর মতো।

পাজি ছেলে! আচ্ছা নিয়ে আয় তোদের কাগজ আর আঠা।

তৈরি হলো ফানুস। মন্দ হলো না। তবে ঠিক গোল না হয়ে একটু লম্বাটে হয়ে গেল, বিশাল একটা ঠোঙার মতো।

কাকাবাবু বললেন, থাক গে যা হয়েছে। একটু বেঢপ হলো বটে, তবে ধোঁয়াটা ধরে রাখা নিয়ে কথা। তা হবে'খন।

খোলা দিকটায় একটা তারের গোল রিং লাগানো হলো। মাঝখানে আড়াআড়ি দুটো তারে পাটে পাটে জড়ানো হলো কেরোসিন তেলে ভেজানো কাপড়ের ফালি আর রজন।

পিণ্টু বললে, যতটা পুরু করে পারিস জড়া। যত বেশি ধোঁয়া হবে তত উঁচুতে উঠবে, উঁচু আরো উঁচু, একেবারে স্বর্গে চলে যাবে রে!

কল্পনা ফানুসের আগেই উড়ছে। লক্ষ্য একেবারে চাঁদে গিয়ে পৌঁছনো। জিনিসটা বেজায় ভারী হয়ে গেল। —এত ভারী উড়বে তো রে?

কি যে বলিস! আগেকার দিনে ফানুসে মানুষ উড়তো।

তেলে ভেজানো একটা দশ হাত কাপড় উড়বে না?—পিণ্টুর অকাট্য যুক্তি কাকাবাবুও সমর্থন করলেন।

সন্ধে তখন হয় হয়। দীপাবলী, পশ্চিম আকাশ লালে লাল করে সূর্য ডুবছে। সমস্ত বাড়ির ছাদে ছাদে দিনের আলো নেভার আগেই আলসেতে মোমবাতি ফিট করার কাজ চলছে। এদিক-সেদিক থেকে ঠুসঠাস কয়েকটা পটকা ফাটার শব্দ হচ্ছে। নগেন একটা উড়োন তুবড়ি টেস্ট করল। প্রথম ফানুস উঠলো কামারপাড়ার দিক থেকে। কালো ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে হুস হুস করে আকাশে উঠে গেল। নভেম্বরের মাঝামাঝি। দমকা উত্তরের হাওয়ায় মাতালের মতো টলতে টলতে ফানুস নিরুদ্দেশ।

আমাদের দলবল ছাদে উঠেছে। পিণ্টুর হাতে লম্ফ, আমার হাতে প্যাকাটি। কাকাবাবু পাশে আছেন, অ্যাডভাইসার। আর আছেন পাঁচুদা, লম্বা মানুষ তিনি, দু'হাতে ফানুসটা মাথার ওপর তুলে ধরে থাকবেন। ধোঁয়া ঢুকে খোলটা ফুলে উঠবে। টান টান

www.BanglaBook.org

হয়ে উড়ে যাবার টান ধরবে, তারপর আপনা থেকেই আকাশের জিনিস আকাশে উড়ে যাবে।

পাঁচুদা লম্বা মানুষ। দু-হাত তুলে ফানুসে ধোঁয়ার টান ধরাচ্ছেন। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। খোলটাই না পুড়ে যায়! কাকাবাবু বললেন, রজন বড্ড বেশি হয়ে গেছে রে। যাক, দেখা যাক কি হয়! ভগবানকে ডাক।

আশে-পাশের বাড়ির ছাদে কৌতূহলী মুখ। উড়বে ফানুস, উড়ছে ফানুস। রোগা মানুষ পাঁচুদা মোটা ফানুস ওড়াচ্ছেন। মাথার ওপর দু-হাত তুলে কতক্ষণ দাঁড়াবেন! হাত টন টন করছে। তার ওপর আগুনের আঁচ। মুখ চোখ লাল। ফানুসটা একটু দুলে উঠতেই তিনি তোললাই মেরে ঠেলে দিলেন। প্রথমে বেশ হাত পাঁচেক উঠে, উত্তরের দমকা হাওয়ার ছাদের সীমানা পেরিয়ে গেল। তারপরই শুরু হলো তার আসল খেল। সামনেই একটা একতলা বাড়ি। জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড টলতে টলতে সেই বাড়ি টপকে গেল। তারপরই একটি পোড়ো দোতলা বাড়ি। ভাইয়ে-ভাইয়ে মামলা চলছে, কেউই মেরামত করে না। ভাঙ্গা ছাদে লম্বা লম্বা ঘাস গজিয়ে ছিল। শীতের মুখে শুকিয়ে ঝনঝন করছে। ফানুসটার ইচ্ছে সেইখানেই শুয়ে পড়ে।

কাকাবাবু বললেন, সর্বনাশ করেছে! ঘাসে আগুন লেগে গেলে লঙ্কাকাণ্ড হবে যে! তোরা সব উইল ফোর্স প্রয়োগ কর। আমরা চোখ বুজিয়ে, জয় মা কালী, জয় মা কালী—জপতে শুরু করলুম। একটু যেন কাজ হলো। ফানুসটা পাখির মতো বসতে গিয়েও ঝিকি মেরে হাতখানেক উঠে শুকনো ঘাসে আগুনের তাত লাগিয়ে চিলেকোঠা পেরিয়ে গেল। আমরা ভয়ে কাঠ! ফানুসের একি বাঁদরামি, অনেকটা মানুষের মতো ব্যবহার। পোড়ো বাড়িটার পর খেলার মাঠ। মাঠ দেখে যেন ফানুসের খেলতে ইচ্ছে করল। ওপরে না উঠে, একপাশে কেতরে ফানুস নামতে শুরু করল। এরপর আমরা আর কিছু দেখতে পেলুম না, বাড়ির আড়ালে আমাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে তার শয়তানি চলছে।

চারদিক অন্ধকার। সার সার আলো জ্বলে উঠছে বাড়িতে বাড়িতে। ঠুস ঠাস, ধুম ধাম—পটকা ফাটছে। মাইকে মাইকে

www.BanglaBook.org

গানের সোরগোল। পাঁচুদা বলছেন, যাক বাবা, মাঠে গিয়ে পড়েছে তবু রক্ষে! আর ঠিক সেই সময় মাঠের দিকে বাড়ির আড়ালে ধপ করে একটা আগুন লাফিয়ে উঠলো। মাঠের ওপাশে চিৎকার উঠলো—আগুন, আগুন! আমরা ভয়ে দরজা জানালা বন্ধ ক'রে বসে রইলুম। পুলিশ-কেস হতে পারে, জেল হতে পারে, ধোলাই হতে পারে। অল্প কিছু সময় পরেই দমকলের ঘণ্টা শোনা গেল।

রাত দশটা নাগাদ ছাগলের গলার দড়ি ধরে বগলে একটা পুঁটলি নিয়ে মানদা মাসি আমাদের বাড়িতে এলেন। ফানুস মাঠ পেরিয়ে তাঁর শুকনো খড়ের চালে ল্যাণ্ড করেছিল। তাঁর জিনিস তাঁরই কাছে ফিরে এসেছিল রাগে আগুন হয়ে।

যে ফানুস উড়লো না, সে ফানুসের দাম সাতশো টাকা। মানদা মাসির নতুন খড়ে-ছাওয়া বাড়ি করিয়ে দিলেন কাকাবাবু। আমাদের বললেন, ঘাবড়াও মাত্। আসচে বার আমি খোল তৈরি করব। এক্সপেরিমেণ্ট ইজ লাইফ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বয়স্ক কণ্ঠ ঃ ও বাব্বা, কুকুর আছে যে, মরেছে। অলেস্টারটা তাহলে খুলে ফেলাই ভাল। কুকুর আবার অলেস্টার সহ্য করতে পারে না। সেবার দেরাদুনের রাস্তায় কি কেলেঙ্কারী হয়েছিল। তিনটে তাগড়া কুকুর কিছুতেই পিছু ছাড়ে না। মাঙ্কিক্যাপটা কি করব? খুলে ফেলব, না থাকবে! কটা বাজল দেখি! দুটো বেজে পাঁচ—। সে কি রে বাবা! এই তো সবে ভোর হল। ট্রেনে বসে বসেই তো সূর্যোদয় দেখলুম। এরই মধ্যে দুটো পাঁচ।

[দরজা খোলার শব্দ। জোরে কুকুরের ডাক]

শান্ত হও। শান্ত হও বৎস। অত উত্তেজনা ভাল নয়।

নারী কণ্ঠ ঃ কাকে চাই?

বঃ কণ্ঠ ঃ তুমি কে?

নাঃ কণ্ঠ ঃ আমি কাজ করি।

বঃ কণ্ঠ ঃ আই সি, এমপ্লয়ী! ইউনিয়ান কর?

নাঃ কণ্ঠ ঃ মুখ্যু মানুষ। ইংরেজি জানি না বাবা।

বঃ কণ্ঠ ঃ ধম্মঘট কর?

নাঃ কণ্ঠ ঃ আজ্ঞে না। আপনি কি পুলিশের লোক?

বঃ কণ্ঠ ঃ আজ্ঞে না। আমি মিলিটারী ম্যান। মনোরমা কোথায়?

নাঃ কণ্ঠ ঃ মা বাথরুমে।

বঃ কণ্ঠ ঃ মার স্বামী কোথায়?

নাঃ কণ্ঠ ঃ বাজারে।

www.BanglaBook.org

বঃ কণ্ঠ ঃ লেড়কা-লেড়কিরা কোথায় ?

নাঃ কণ্ঠ ঃ বিছানায়।

বঃ কণ্ঠ ঃ বিছানায় ? কান পাকাড়কে আভি উতার দেও। দুটো পাঁচ বেজে গেল। আভিতক লেটকে পড়ে থাকা হায়। মামার বাড়ি পা গিয়া।

নাঃ কণ্ঠ ঃ দুটো পাঁচ কি বলছেন গো বাবু ? এই তো সবে আটটা বাজল।

মনোরমা ঃ কে গো শঙ্করীর মা ?

শঙ্করীর মা ঃ বুড়ো মত একটা লোক। মাথায় হনুমান টুপি। বলছেন মিলিটারী।

মনোরমা ঃ ওমা, দাদা তুমি ! কখন এলে ?

দাদা ঃ দুটো পাঁচে—। রাত কি দিন বলতে পারব না, ঘড়িতে লেখা থাকে না।

মনোরমা ঃ এই তো সবে আটটা বাজল গো দাদা। বাজনা শুনে বাথরুমে গেলুম। ভেতরে এসো, ভেতরে এসো।

দাদা ঃ নো নেভার। কুকুর থেকে আমি দূরে থাকতে চাই। দে আর ডেঞ্জারাস। কামড়ালেই পেটে ইঞ্জেকসান।

মনোরমা ঃ দাদা, এই তুমি মিলিটারী ম্যান ! কুকুরের ভয়ে কাবু ! সারা জীবন তাহলে কি লড়াই করলে ?

দাদা ঃ মেয়েদের মত বোকা বোকা কথা বলিসনি তো। আমি কি তোর বাড়িতে এতদিন পরে কুকুরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এলুম ? কি যে বলিস মনা ?

মনোরমা ঃ তুমি নির্ভয়ে ভেতরে এস। কুকুর বাঁধা আছে।

দাদা ঃ কি রকম বাঁধা ? খুলে বেরিয়ে আসবে না তো ? ডাক শুনে মনে হচ্ছে মানুষ-খেকো কুকুর।

মনোরমা ঃ মোটা চেন দিয়ে জম্পেস করে বাঁধা আছে !

দাদা ঃ ভেরি ওয়েল। আমাদের আর্মিতে কি বলে জানিস ? সাবধানের মার নেই।

মনোরমা ঃ আমাদের শাস্ত্র কি বলে জানো ? মারের সাবধান নেই। রাখে কেষ্ট মারে কে, মারে কেষ্ট রাখে কে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দাদা : সদরে চৌকাঠ কারসনি কেন? বাইরে থেকে সাপ-খোপ ঢুকতে পারে!

মনোরমা : আজকালকার হাল ফ্যাশানের বাড়িতে চৌকাঠ থাকে না দাদা।

দাদা : বড় ভয়ংকর কথা! জীবন নিয়ে খেলা।

মনোরমা : সুটকেসটা হাত থেকে নামাও। কি আশ্চর্য, তুমি কি দাঁড়িয়ে থাকবে সারাদিন!

দাদা : বসব কিরে! ফার্স্ট আমার একটা বাথরুম চাই, এক বালতি গরম জল চাই। এক শিশি disinfectant চাই। একটা ভাল সাবান চাই, একটা স্পঞ্জ চাই এবং একঘণ্টা সময় চাই। তারপর তুই আমাকে বসার অনুরোধ করবি। হ্যাঁ বিফোর দ্যাট এক গেলাস ভেরি ওয়ার্ম—ভেরি ওয়ার্ম চা চাই।

মনোরমা : চা আমি এখুনি সাপ্লাই করছি। বাথরুম তোমার চোখের সামনে। তোমার যা চাই সব ওখানে আছে।

দাদা : এইবার আমার গোটাকতক প্রশ্ন আছে—।

মনোরমা : করে ফেলো।

দাদা : তুই দরজা না খুলে তোমার কাজের লোক কেন দরজা খুলল! তার মানে আমার আসার জন্যে তোমরা প্রস্তুত ছিলে না। কেন ছিলে না? Why? ক্যা হাম অচানক আ গিয়া? অ্যাম আই আনওয়ান্টেড? রিপ্লাই। জবাব লাগাও।

মনোরমা : ও মা! তুমি যে আজই আসবে জানব কি করে দাদা?

দাদা : হোয়াই? তোকে আমি চিঠি দিয়ে জানিয়েছি। দিইনি?

মনোরমা : হ্যাঁ দিয়েছো, তবে চিঠি নয়, একটা প্রেসক্রিপশান। ওপরে ছাপমারা দেরাদুন মিলিটারি হসপিটাল। সেইটুকুই পড়া যায়। বাকিটা ডাক্তারেই পড়তে পারে। মানুষের কম্ম নয়।

দাদা : সে কিরে? চিঠিটা তাহলে কাকে পাঠালুম! সর্বনাশ

www.BanglaBook.org

করেছে, সেটা তাহলে প্রেসক্রিপশান ভেবে ছুটির দরখাস্তের সঙ্গে লাগিয়ে দিয়েছি। আমি চলুলম।

মনোরমা : সে কি কোথায় চললে ?

দাদা : দেরাদুনে। দরখাস্ত থেকে চিঠিটা খুলে প্রেসক্রিপশানটা লাগিয়ে দিয়ে আসি। তা না হলে আমার কোর্ট মার্শাল হয়ে যাবে।

(দরজা খোলার শব্দ)

মনোরমা-স্বামী : কি ব্যাপার, শশাঙ্কদা যে। কখন এলেন ?

শশাঙ্কদা : তোমাদের ঘড়ি অনুসারে আটটার সময়। আমার ঘড়ি অনুসারে দুটো বেজে পাঁচে। আচ্ছা তাহলে চলি।

মনোরমা-স্বামী : চলি মানে ? কোথায় যাবেন ?

শশাঙ্ক : দেরাদুনে সব গোলমাল করে ফেলেছি ভাই। ছুটির দরখাস্তের সঙ্গে যে প্রেসক্রিপশানটা অ্যাটাচ করার কথা ছিল সেটা মনোকে পাঠিয়ে দিয়েছি। আর মনোকে লেখা চিঠিটা দরখাস্তের সঙ্গে পিন আপ করে কর্নেল মোরোর টেবিলে রেখে এসেছি।

মনোরমা-স্বামী : তা কি করে হয় ? আপনি তো ছুটি মঞ্জুর করিয়ে এসেছেন ? তা নাহলে এলেন কি করে !

শশাঙ্ক : হ্যাঁ তাও তো ঠিক [হাসি]। ওরা তো আমাকে বললে—একমাস ছুটি মঞ্জুর করা হল। সে চিঠিটা তো আমার সঙ্গেই রয়েছে। ভাগ্যিস বললে উদয়ন। তা না হলে আবার আমাকে কলকাতা থেকে দেরাদুন ছুটতে হত। গড সেভ দি কিং। আচ্ছা তাহলে আমার দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব দে মনোরমা। তোর ছেলেমেয়েরা এত বেলা পর্যন্ত বিছানায় পড়ে আছে কেন ?

উদয়ন : টি ভি। টি ভি হেড-এক। কাল টি ভি-তে ফিল্ম ছিল সেই ছবিতেই কাত।

শশাঙ্ক : সে কি উদয়ন ? তোমার মত বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি বলে টি ভি ঢোকালে ? পড়ুয়াদের সর্বনাশ !

www.BanglaBook.org

উদয়ন ঃ আমি ঢোকাইনি দাদা। আপনার বোন আমদানি করেছে।

শশাঙ্ক ঃ না না মনোরমা, ওসব আমি অ্যালাউ করব না। আজই ওটাকে আমি অকেজো করে দোবো। মেজর শশাঙ্ক ওসব বরদাস্ত করবে না।

মনোরমা ঃ দাদা। বরং কন্ট্রোল করে দিও।

শশাঙ্ক ঃ আমি বাথরুমে ঢুকছি। ও দুটোকে ঠেলে তোল। তারপর আমি এসে দেখছি। এ বাড়িতে আর্মি ডিসিপ্লিন চালু করতে হবে। এত ঢিলে-ঢালা চলবে না বাপু।

মনোরমার ছেলে বোধয়ন ঃ কে এসেছেন মা ?

মনোরমা ঃ তোমার মামা এসেছেন। বড় মামা। সেই যাঁর গল্প তোমাদের করতুম। মিলিটারী মামা। ছ-ফুট লম্বা, ইয়া বড় বড় গোঁফ। তোমাদের ওপর ভীষণ রেগে গেছেন।

সোমা ঃ দাদা, দাদা দেখবি আয় কি বিরাট জুতো !

মনোরমা ঃ জুতো দেখা বেরোবে। মানুষটা বাথরুম থেকে বেরোক, তারপর তোমাদের মজা বেরোবে। বেলা নটা অবদি পড়ে পড়ে ঘুম।

বোধয়ন ঃ সোমা, মামার স্যুটকেসটা দেখেছিস ? তোকে শুইয়ে রাখা যায় ওর ভেতর।

মনোরমা ঃ তোমরা রেডি হয়ে খাবার টেবিলে চলে যাও। মামা এসে তোমাদের ধরবেন।

সোমা ঃ কি ধরবেন মা ? পড়া ?

বোধয়ন ঃ পড়া ধরবেন কেন রে বোকা। উনি কি মাস্টারমশাই ?

মনোরমা ঃ তোমাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করবেন। হ্যাণ্ডশেক করবেন।

শশাঙ্ক ঃ অ্যাবাউট টার্ন। হল না, হল না।

মনোরমা ঃ কি করে হবে দাদা ? তুমি যা জোরে চিৎকার করলে !

শশাঙ্ক ঃ অ্যাবাউট টার্ন কি আস্তে ফিস ফিস করে বলে ? ইংরেজিতে বলে শাউট ইওর অর্ডারস। তাও তো আমি গলা অনেক খাটো করে বলেছি।

www.BanglaBook.org

মনোরমা ঃ কই, তোমরা নমস্কার কর। প্রণাম কর।

শশাঙ্ক ঃ না না প্রণাম নয়। হাত মেলাও, শেক হ্যাণ্ডস। বাঃ তোর ছেলেটার হাতের গ্রিপ তো বেশ ভাল। এ হাতে রাইফেল বেশ ভাল জমবে। কি নাম রেখেছিস ?

মনোরমা ঃ বোধয়ন (কাশি), মেয়ের নাম সোমা।

শশাঙ্ক ঃ বোধয়ন। ইংরাজিতে নাম লিখতে গিয়ে চেত্তা খেয়ে পড়ে যাবে যে রে। এঃ। ছেলেটাকে নামের ফাঁদে ফেলে দিয়েছিস রে। হাঁপানির রুগী তো এ নাম ধরে ডাকতেও পারবে না।

মনোরমা ঃ আধুনিক নাম এইরকমই হয় দাদা। ওর বাবা নাম রাখার বই দেখে নিজের নামের সঙ্গে মিলিয়ে রেখেছে। ডাক-নাম বুড়ো।

শশাঙ্ক ঃ বাঃ এই নামটা বেশ হ্যাণ্ডি।

মনোরমা ঃ নাও চলো। ব্রেকফাস্ট তৈরী।

শশাঙ্ক ঃ ব্রেকফাস্ট ? দাঁড়া দাঁড়া, তার আগে আমাদের অনেক কাজ বাকি। প্রথমে চেক আপ। সোম আর বুধ এদিকে এস। ফল ইন।

সোমা ঃ ফল ইন মানে কি মামা ?

শশাঙ্ক ঃ তোমরা দুজনে পাশাপাশি আমার সামনে সোজা হয়ে পা জোড়া করে দাঁড়াও। মনা তুইও দাঁড়াতে পারিস। উদয়ন কোথায় ? সেও দাঁড়াতে পারে। ডাক তাকে। এই একমাসে তোদের স্বভাব আমি পাল্টে দোবো। বিলকুল চেঞ্জ করে দোবো। সব-কটাকে আমি কর্নেল বিশ্বাস বানিয়ে ছেড়ে দোবো।

বোধয়ন ঃ কর্নেল বিশ্বাস কে মামা ?

শশাঙ্ক ঃ বাঙালী বীর। বাঘের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করেছিলেন।

সোমা ঃ মল্লযুদ্ধ কি মামা ?

শশাঙ্ক ঃ কুস্তি। কুস্তি লড়েছিলেন।

মনোরমা ঃ যাঃ তুমি সব ভুল বলছ। কর্নেল বিশ্বাস ছিলেন ভূপর্যটক।

www.BanglaBook.org

শশাঙ্ক ঃ এইরে, তাই নাকি? তাহলে বাঘ মেরেছিল কোন বাঙালী? তুই ঠিক জানিস?

মনোরমা ঃ কি জানি বাবা। আমার তো তাই মনে হচ্ছে।

শশাঙ্ক ঃ ঠিক আছে। সন্দেহ হচ্ছে যখন ওটা ছেড়ে দাও। আরও বাঙালী আছে। আশানন্দ ঢেঁকিকে ধর। জেনারেল চৌধুরীকে ধর। নেতাজীকে ধর। স্বামীজীকে ধর। উদয়নটা আবার গেল কোথায়?

মনোরমা ঃ সে আবার বাজারে গেছে।

শশাঙ্ক ঃ ওর ভুঁড়িটাকেও কমিয়ে দিয়ে যেতে হবে। এই বয়েসে অত বড় পেট! আরে ছি ছি। তুই একটু নজর রাখিস না মনা। আচ্ছা এইবার চেক আপ। দেখি দাঁত দেখি। তোমরা সকলে ঈ কর। মনা কর। আরে দাঁত খিঁচো না। হ্যাঁ হ্যাঁ, জাস্ট লাইক দ্যাট। মনোরমা। তোর দাঁতের অবস্থা ভেরি ব্যাড। ভেরি ভেরি ব্যাড। ওয়ার্স্ট। তুই দাঁত থাকতেও দাঁতের মর্যাদা বুঝিসনি। এই দাঁত থেকেই বাত আসবে।

মনোরমা ঃ আসবে কি দাদা এসে গেছে।

শশাঙ্ক ঃ ছি ছি, তুই আমার বোন হয়ে আমাদের বংশের মুখ ডোবালি। বাবা আমাদের আটাত্তর বছর বয়েসেও দাঁত দিয়ে ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে আস্ত একটা আখ খেতেন। কিসের জোরে? দাঁতনের জোরে। নিম দাঁতন।

মনোরমা ঃ এখানে দাঁতন পাচ্ছি কোথায়?

শশাঙ্ক ঃ বুড়ো, তোমার দাঁত ভাল পরিষ্কার হয়নি। তোমার দাঁতও মার লাইনে যাচ্ছে। বি কেয়ারফুল। বেশি মিষ্টি খাচ্ছ। আজ থেকে নো সুইটস। খাবার পরই দাঁত মাজার অভ্যাস করবে। মনে রাখবে ওয়ার্ল্ডে হাতি তার দাঁতের জন্যেই বিখ্যাত। মিলিটারীতে বলে টাস্ক ফোর্স। টাস্ক মানে হাতির দাঁত। সোমা তোমার দাঁত এখনও ভাল আছে। বেস্ট অফ দি লট।

উদয়ন ঃ একি তোমরা সব দাঁত খিঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন?

শশাঙ্ক ঃ দেখি তোমার দাঁত। শো মি ইওর টিথ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উদয়ন ঃ দাদা আমার সে গুড়ে বালি। দুপাটিই ফল্‌স।

শশাঙ্ক ঃ ও তুমি তাহলে ফোকলা দিগম্বর। বয়েজ, লেট আস গো।

মনোরমা ঃ এখন কোথায় যাবে ?

শশাঙ্ক ঃ খোলা জায়গায়। সামান্য ব্যায়াম। ব্যায়াম ছাড়া কারুর আহারের অধিকার থাকে না। উদয়ন তোমার ল্যাঙোট আছে তো ?

উদয়ন ঃ ল্যাঙোট ?

শশাঙ্ক ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ লেঙ্গোটি।

উদয়ন ঃ ল্যাঙোট কি হবে দাদা ?

শশাঙ্ক ঃ তোমার ভুঁড়ি কমাব। তোমাকেও ব্যায়াম করতে হবে। দুদিনে তোমার শরীরের বাড়তি মেদ কমিয়ে দোবো। ওই কি একটা শরীর। গোলগাপ্পা।

উদয়ন ঃ এই বয়েসে আমি করব একসাইজ! অ্যাম আই ম্যাড— ?

শশাঙ্ক ঃ সেই নীতিবাক্যটি স্মরণ কর উদয়ন, আপনি আচরি ধর্ম। নিজেকে ঠিক না করলে তুমি এদের ঠিক করবে কি ভাবে! যাও যাও ল্যাঙোট না থাকে, জাঙিয়া পরে এস।

মনোরমা ঃ দাদা সাহস করে একটা কথা বলব ?

শশাঙ্ক ঃ বল!

মনোরমা ঃ আজ ওসব থাক। তুমিও ট্রেনে এলে এতটা পথ, আজ রেস্ট নাও। কাল থেকে সব হবে।

শশাঙ্ক ঃ কাল ? কাল কাল করে কালক্ষেপে পৃথিবীর কত মহৎ প্রচেষ্টা বানচাল হয়ে গেছে ? জীবন থেকে একটা দিন চলে গেলে তুই ফিরিয়ে দিতে পারবি ? নো কাল। আজ থেকেই শুরু হবে।

মনোরমা ঃ এসব ভোরবেলা করতে হয় দাদা। আজ অনেক বেলা হয়ে গেছে।

শশাঙ্ক ঃ ভোর! তোদের ভোরই তো হয় সকাল নটায় ? পড়েই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এলি সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে। জীবনে সূর্যোদয় আর দেখতে হল না। [হাসি] হাও ফানি! হাও ফানি!

মনোরমা ঃ ঠিক আছে দাদা। কাল থেকে ভোর ভোরই হবে।

শশাঙ্ক ঃ অলরাইট। তোদের কথায় আর একটা দিনও ডাস্টবিনে গেল। কি আর করা যাবে বল। অভ্যাস। হ্যাবিট। সহজে কি তাড়ান যায়? Habit সবচেয়ে বড় ক্রিমিন্যাল। বয়েজ, ফল আউট।

বোধয়ন, সোমা ঃ হো ও ও……

শশাঙ্ক ঃ হোয়াট ইজ দিস? চিৎকার করছ কেন। হঠাৎ এই উল্লাসের কারণ?

মনোরমা ঃ ওরা মাঝে মাঝেই এইরকম চিৎকার করে দাদা। ছোটো তো! ছোটোরা একটু চেঁচাবেই।

শশাঙ্ক ঃ তা বলে যখন-তখন চেঁচাবে? আমি চেঁচাবার অর্ডার দিয়েছি? আমি কি বলেছি ফল—আউট। আর্মি হলে এই ইন্‌ডিসিপ্লিনের জন্যে ব্রেকফাস্ট বন্ধ হয়ে যেত। ইস্-স্-স্। টেবিল ক্লথটা কি অপরিষ্কার, জায়গায় জায়গায় হলুদের ছোপ। কে যেন হাত মুছেছে। মোস্ট ইনডিসেন্ট!

উদয়ন ঃ আপনি একটু শান্ত হয়ে বসুন দাদা। যে কোন সংসারেই ওরকম একটু আধটু দাগ পাবেন। ওসব উপেক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

শশাঙ্ক ঃ টাইম টেবল আছে?

মনোরমা ঃ টাইম টেবল কি হবে দাদা?

শশাঙ্ক ঃ আজই চলে যাব। তোদের সঙ্গে আমার মিলবে না রে। অশান্তি হয়ে যাবে।

মনোরমা ঃ তুমি একটু ধৈর্য ধরে দেখোই না। কাল থেকে সব তোমার মনের মত হয়ে যাবে।

শশাঙ্ক ঃ ওকি, ওকি? ওই ফুলো ফুলো জিনিসগুলো কি আসছে!

উদয়ন ঃ লুচি। লুচি আপনি দেখেননি?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তোমার ভুঁড়ি কমাব। তোমাকেও ব্যায়াম করতে হবে। (পৃঃ ১৭১)

www.BanglaBook.org

শশাঙ্ক ঃ অ্যাঁ! লুচি? তোমরা লুচি খাও! বিষ। এ কাইণ্ড অফ পয়েজন। গুড লর্ড! শিশু হত্যার পরিকল্পনা!

বোধয়ন ঃ আমি লুচি আর আলুভাজা খেতে ভীষণ ভালবাসি।

সোমা ঃ আমি চাটনি আর চানাচুর।

উদয়ন ঃ আমি কাবাব আর পরোটা।

মনোরমা ঃ আমি মোগলাই পরোটা আর কষা মাংস।

শশাঙ্ক ঃ তোদের ইকমিক কুকার আছে? এই একমাস নিজের রান্না আমি নিজে করে নোবো। খাদ্যহীন খাদ্য আমি খেতে পারব না। এসব লুচি-ফুচি সরিয়ে নে। আমাকে প্লেন অ্যাণ্ড সিম্পল এক কাপ চা দে।

সোমা ঃ লুচি খেলে কি হয় মামা?

শশাঙ্ক ঃ স্বামী বিবেকানন্দের নাম শুনেছিস?

সোমা ঃ হ্যাঁ।

শশাঙ্ক ঃ তিনি বলে গেছেন বাঙালী লুচি আর পরোটা খেয়ে খেয়েই পরকালটা খাবে। গান্ধীজী বলে গেছেন চিনি হল হোয়াইট পয়েজন। এসব কুখাদ্য। খেতে খেতে এত বড় একটা লিভার হবে। অজীর্ণ, অম্বল, ইয়া ভুঁড়ি। বিবিধ্যাবে অকর্মণ্য শরীর। বাত, ন্যাবা অম্লশূল, পিত্তশূল।

মনোরমা ঃ লুচি ছুটির দিনেই হয় দাদা। অন্যদিন পাউরুটি, মাখন, জেলি।

শশাঙ্ক ঃ ফল ঢোকে বাড়িতে? না! সে সবের পাট নেই। সকালে ফল হল সোনা। একটা করে আপেল, কমলা, কলা, পেয়ারা। এক গেলাস দুধ—। বয়েলড ভেজিটেবলস, হাফ-বয়েলড ডিম, মধু, খেজুর, সোয়াবিন, কিসমিস। না ওসব মুখে রুচবে না।

সোমা ঃ দুধ রুগীর খাদ্য।

বোধয়ন ঃ সোয়াবিন রিয়েল অখাদ্য।

উদয়ন ঃ খাওয়াটা দাদা আপরুচি। অত পথ্য অপথ্য খাদ্যগুণ মেনে খেতে গেলে ওষুধ খাওয়াই ভাল।

www.BanglaBook.org

শশাঙ্ক ঃ ইয়েস, এই হল শিক্ষিত মানুষের ধরন। জ্ঞান পাপী। তাল কানা। মুখ্যুর মুখ্যু। শেম শেম।

উদয়ন ঃ যাই। আয়। আয়।

বহিরাগত ঃ বুঝলে কড়কড়ে বিলিতী তাস। ছেড়ে দিলে সবকটা সড়াক করে পিছলে যাবে। কি পালিশ!

উদয়ন ঃ ওরা কোথায়?

বহিরাগত ঃ সব আসছে। সব আসছে—

উদয়ন ঃ বস্, আমি আসছি—

শশাঙ্ক ঃ কি ব্যাপার? কারা এল?

মনোরমা ঃ তাসপার্টি, এইবার বেলা দুটো পর্যন্ত হই-চই চলবে।

সোমা ঃ মাঝে মাঝে দাঙ্গাও বেধে যায়।

উদয়ন ঃ তাস আর দাবাতে একটু দাঙ্গা-হাঙ্গামা হবেই। তা না হলে ঠিক জমে না।

শশাঙ্ক ঃ আই সি।

মনোরমা ঃ তুমি তাস খেলতে বসছ কিন্তু আজ দুটোর মধ্যে খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকোতে হবে। আমার সিনেমার টিকিট কাটা আছে।

উদয়ন ঃ সিনেমা সিনেমা আর সিনেমা। টি ভি তে সিনেমা, সিনেমায় সিনেমা।

বোধয়ন ঃ তুমি বেশ আছ মা। রবিবার হলেই তোমার সিনেমা।

সোমা ঃ চল দাদা, আমরাও আজ যাব।

বোধয়ন ঃ দাঁড়া না, আর একটু বড় হই!

মনোরমা ঃ (শাসনের গলায়) ছোটরা ছোটদের মত থাকবি। বড়দের কাজের সমালোচনা করতে আসবি না।

শশাঙ্ক ঃ আই সি।

বোধয়ন ঃ বাবা তুমি রেডিওর ব্যাটারি এনেছো?

উদয়ন ঃ এই যাঃ ভুলে গেছি রে। দু-দুবার বাজার গেলুম। ইস্ একদম মনে ছিল না

বোধয়ন ঃ বাঃ কি করে রীলে শুনব। আমি তাহলে সারাদিন আজ পার্থদের বাড়িতে থাকব।

মনোরমা ঃ না! পরের বাড়িতে রীলে শুনতে যেতে হবে না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বোধয়ন ঃ তাহলে ব্যাটারি আনিয়ে দাও।

মনোরমা ঃ ক্রিকেটের কি বুঝিস তুই। কাল ইস্কুল আছে। আজ সব টাস্ক বসে বসে তৈরি কর। একদিন রীলে না শুনলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।

বোধয়ন ঃ তোমাকেও তাহলে সিনেমা দেখতে যেতে দেবো না।

মনোরমা ঃ (ধমকের সুরে) বুড়ো।

বোধয়ন ঃ (একই রকম সুরে) কি!

মনোরমা ঃ বাপের আদরে বাঁদর তৈরি হচ্ছে।

উদয়ন ঃ এর মধ্যে আবার বাপকে ধরে টানাটানি কেন? ঠিক আছে, আমি শঙ্করীর মাকে দিয়ে ব্যাটারি আনিয়ে দিচ্ছি।

মনোরমা ঃ (ব্যাজার গলায়) হ্যাঁ তাই দাও। তবু ছেলেকে একটু শাসন করবে না।

শশাঙ্ক ঃ আই সি।

সোমা ঃ নাও সকালেই ঝগড়া শুরু হল। আঃ শান্তি নেই। দাদা তুই চুপ কর না বাপু।

বোধয়ন ঃ পাকামো করিসনি সোমা। মার আদরে বাঁদর তৈরি হচ্ছে।

সোমা ঃ বাঁদর নয়রে বোকা, বাঁদরী।

শশাঙ্ক ঃ আই সি!

বোধয়ন ঃ বাবা, আজ তুমি মুরগি এনেছো?

উদয়ন ঃ না রে আজ ...ঠাঁ—

বোধয়ন ঃ এঃ রোববারটাই মাটি করে দিলে।

শশাঙ্ক ঃ আই সি।

মনোরমা ঃ তোমাদের ভীষণ নবাবী অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে। এই খাই না, সেই খাই না।

উদয়ন ঃ কি যে বল না? ওদের তো এখন খাবারই বয়েস। তাজা লিভার, কি বলেন দাদা?

শশাঙ্ক ঃ আই সি।

মনোরমা ঃ কি দাদা? তখন থেকে তুমি আই সি, আই সি করে যাচ্ছ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শশাঙ্ক ঃ আই সি।

সোমা ঃ মা, আই সি মানে তো আমি দেখি, তাই না ?

বোধয়ন ঃ হ্যাঁ রে সোমা। মামা ওই একটা ইংরেজিই জানেন।

উদয়ন ঃ তুমি তাহলে বাইরের ঘরে চার পাঁচ কাপ চা পাঠিয়ে দিও।

(চেয়ার সরানোর শব্দ)

শশাঙ্ক ঃ আমি তাহলে বাগানের দিকের বারান্দায় ইজিচেয়ারে একটু বসি। ভাল বই-টই কিছু আছে ?

বোধয়ন ঃ ডিটেকটিভ বই পড়বেন মামা, থ্রিলার কমিকস্ !

শশাঙ্ক ঃ কেন, অন্য কোন বই নেই ? রামায়ণ আছে রে ?

মনোরমা ঃ না দাদা।

বোধয়ন ঃ আমার কাছে ছোটদের ইংরেজি রামায়ণ আছে। পড়বেন ?

শশাঙ্ক ঃ মহাভারত আছে রে ?

মনোরমা ঃ না দাদা—

শশাঙ্ক ঃ গীতা আছে ?

মনোরমা ঃ একটা পকেট সাইজ আছে।

শশাঙ্ক ঃ ভাল কোন জীবনী আছে ?

সোমা ঃ ফিল্ম ম্যাগাজিন পড়বেন মামা ?

শশাঙ্ক ঃ আই সি। তাহলে আজকের কাগজটাই দে।

বোধয়ন ঃ মামা আমি আগে খেলার পাতাটা একটু দেখেনি, প্লিজ !

শশাঙ্ক ঃ বেশ ! তোমার দেখা হয়ে গেলে আমাকে দিয়ে এস।

বোধয়ন ঃ আয় আয় শ্যামল আয়, পার্থ কোথায় রে ?

শ্যামল ঃ ওই তো আসছে। ওর বাবা ওকে একটা বাইক কিনে দিয়েছে।

বোধয়ন ঃ আয় না ভেতরে আয়।

শ্যামল ঃ কি চাপিয়েছিস রেকর্ড প্লেয়ারে ! আমার তো নাচতে ইচ্ছে করছে।

বোধয়ন ঃ নাচ না ! এটা তো নাচেরই মিউজিক।

পার্থ ঃ বোধয়ন—তোর কাছে কাটায় লাগাবার কোনও ওষুধ আছে রে ! তিনবার আছাড় খেলুম।

www.BanglaBook.org

বোধয়ন ঃ ভেতরে আয় না। দিচ্ছি লাগিয়ে।

পার্থ ঃ কি বাজাচ্ছিস ? একটা সিনেমার গান লাগা না।

বোধয়ন ঃ লাগাচ্ছি, লাগাচ্ছি তুই বস না—

পার্থ ঃ বেশিক্ষণ বসব না রে। সেলুনে চুল কাটতে যাব। দাদুটা ভীষণ ফ্যাচ ফ্যাচ করছে। বুড়োটা বড় চুল দেখতে পারে না।

বোধয়ন ঃ আমার মিলিটারী মামা এসেছে রে। মাথার চুল দেখলে তোদের হাসি পাবে। এইটুকু এইটুকু করে ছাঁটা। তেমনি মেজাজ। কাল থেকে আমাদের পিটি করাবে। ভোরবেলা বিছানা থেকে টেনে তুলবে! কোনদিন আমার চুলগুলোও কপচে দেবে রে।

শ্যামল ঃ তোর খুব বিপদ রে বোধয়ন।

বোধয়ন ঃ তেমনি মিলিটারী মেজাজ। ইয়া লম্বা। ইয়া গোঁফ!

পার্থ ঃ ছোটদের জীবনে কোন সুখ নেই রে। তোর যেমন মামা, আমার তেমনি দাদু। শ্যামল তোর কে রে ?

শ্যামল ঃ আমার সব ক্লিয়ার। আমি তো মামার বাড়িতেই পড়ে আছি। আমার বাবা তো মারা গেছেন ভাই। আমাকে কে আর শাসন করবে বল ? মা কেবল মাঝে মাঝে দুঃখু করে বলে, ভাল করে লেখাপড়া কর খোকা।

পার্থ ঃ তুই তো লেখাপড়ায় ভালই রে ভাই। অঙ্কে তুই তো একশোর মধ্যে একশো পাস!

শ্যামল ঃ আমি যে তেমনি ইংরেজিতে কাঁচা। তোরা সব ইংলিশ মিডিয়ামে পড়িস, আমাকে কে পড়াবে বল! তোদের সকলের টিউটর আছে, আমার কে আছে বল!

শশাঙ্ক ঃ তোমার ভগবান আর বিশ্বাস আছেন শ্যামল।

বোধয়ন ঃ মামা আপনি ? এই তো দেখলুম আপনি রোদে বসে আছেন।

শশাঙ্ক ঃ তুমি আমার পা দুটো বোধহয় দেখনি। মানে যে পায়ে মানুষ দেহটাকে খাড়া রাখে, চলে বেড়ায়। আমি তো উদ্ভিদ নই, যে এক জায়গায় গজিয়ে থাকবো। [শ্যামল বোধয়নের মামাকে গিয়ে প্রণাম করে] আরে

www.BanglaBook.org

থাক্ থাক্। তুমি দীর্ঘজীবী হও শ্যামল। তোমার এখনও সাবেক অভ্যেসটা আছে দেখছি। আধুনিক ছেলেরা তো কেউ মাথা নিচু করে না। তারা তো জন্মেই মিলিটারী।

শ্যামল ঃ আমার মা যে বলে দিয়েছেন গুরুজনদের প্রণাম করে মাথা পেতে আশীর্বাদ নেবে, তাতে তোমার ভাল হবে। রোজ সকালে আর ঘুমোবার আগে ভগবানকে ডাকবে, বাবাকে মনে মনে চিন্তা করবে। তিনি যেখানেই থাকুন তোমার পাশে এসে দাঁড়াবেন।

[শ্যামলের কথা শুনে বোধয়ন ও পার্থ হাসবে]

শশাঙ্ক ঃ তোমরা দুজনে হাসছ কেন ?

পার্থ ঃ ও কি রকম পাকা পাকা কথা বলছে। শ্যামল, তুই সেই কবিতাটাও আবৃত্তি কর। সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি। সারাদিন আমি যেন ভাল হয়ে চলি।

শশাঙ্ক ঃ তোমরা বুঝি ভগবান টগবান মান না !

পার্থ ঃ আমার দাদা বলেন ও সব কুসংস্কার। ভগবান আবার কি ? কারুর কাছে মাথা নিচু করবি না। সব সময় মাথা উঁচু করে চলবি। কেউ কারুর চেয়ে বড় নয়।

শশাঙ্ক ঃ তোমার দাদা কি করেন ?

বোধয়ন ঃ পলিটিকস্ করেন।

শশাঙ্ক ঃ আই সি ! তা তোমাদের সকালবেলা পড়াশোনা নেই ?

পার্থ ঃ রবিবার আবার পড়া কি। ছুটির বার।

শশাঙ্ক ঃ রবিবার তাহলে কি করো ?

পার্থ ঃ [মজা করে] বাবা গেছেন মাছ ধরতে। মা গেছেন মামার বাড়ি। আমরা এখন রীলে শুনব। হই হই করব !

শশাঙ্ক ঃ কেন, কত ভাল ভাল বই আছে। ইতিহাস, ভূগোল, জীবনী, ভ্রমণ কাহিনী, এসব পড়তে ভাল লাগে না ?

পার্থ ঃ ধুস্। ওসব বাজে। ভাল লাগে না মোটেই।

শ্যামল ঃ জানেন, আমি পড়ি। জীবনী, ভ্রমণ কাহিনী,

www.BanglaBook.org

ইতিহাস, ভূগোল পড়তে আমার ভীষণ ভাল লাগে। আমি বড় হলে সুইজারল্যাণ্ডে যাব।

পার্থ ঃ তুই গোবরডাঙ্গায় যাবি।

শশাঙ্ক ঃ কেন ও যেতে পারে না ?

বোধয়ন ঃ কি করে যাবে ! ও তো সাধারণ স্কুলে পড়ে। ভাল চাকরি-বাকরি পাবে না। স্কুল মাস্টারি করবে।

শশাঙ্ক ঃ তাই নাকি ? কে বলেছে !

বোধয়ন ঃ বাবা বলেছে।

শশাঙ্ক ঃ আই সি। তা শ্যামল তোমার ওই রীলে শোনার বাতিক নেই ? সারাদিন কানের কাছে রেডিও খুলে বসে থাকা ?

শ্যামল ঃ আমার ও সব ভাল লাগে না মামা। আমার বাবা বলতেন, সব সময় নিজেকে কাজে ব্যস্ত রাখবি। কাজ না থাকলে পড়ে পড়ে ঘুমোবি ও হুজুগে মাতবি না।

পার্থ ঃ সেই কথাটাও বলে দে। আইড্‌ল ব্রেন ডেভিলস্ ওয়ার্কশপ। মামা ও কিন্তু ভাল ক্রিকেট খেলে। ব্যাট ধরলে আউট করা যায় না। বল করলে সামনে দাঁড়ান যায় না।

শ্যামল ঃ না মামা, ও বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলছে। আমাকে কেউ খেলতে শেখায়নি।

শশাঙ্ক ঃ তবে তুমি ভাল খেল কি করে ?

শ্যামল ঃ আমার কি রকম একটা রোখ চেপে যায়। মনে হয় কিছুতেই হারব না।

শশাঙ্ক ঃ গুড্, ভেরী গুড্। তোমার হবে ভাগনে। তুমি জীবনে অনেক বড় হবে।

শ্যামল ঃ আমি এখন আসি। বাড়ি গিয়ে জামা কাপড় কাচতে হবে।

শশাঙ্ক ঃ তুমি বুঝি নিজেই নিজের জামাকাপড় কাচ, বাঃ ! সুন্দর অভ্যাস। বোধয়ন তুমিও তোমাদের টেবিল ক্লথটা কেচে ফেল না।

বোধয়ন ঃ না না, ওটা তো লণ্ড্রীতে যাবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি বড় হলে সুইজারল্যাণ্ডে যাব। (পৃঃ ১৮৩)

www.BanglaBook.org

শশাঙ্ক ঃ তাহলে চল না চারিদিকে ভীষণ ঝুল হয়েছে, ঝেড়ে ফেলা যাক্।

বোধয়ন ঃ ও তো শঙ্করীর মার কাজ।

শশাঙ্ক ঃ তাহলে চল বই গুছাই। চারিদিক বড় এলোমেলো হয়ে আছে!

বোধয়ন ঃ আমাদের তো ওই রকমই থাকে মামা।

শশাঙ্ক ঃ আই সি! তাহলে তোমরা মজা করে গানই শোন। কই কাগজটা তো আমাকে দিয়ে এলে না!

বোধয়ন ঃ ভুলেই গেছি মামা। ওই যে সোফার ওপর রয়েছে।

শশাঙ্ক ঃ ভুলে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। সকাল থেকেই বন্ধু, বান্ধব নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছ। নিষ্ঠার বড়ই অভাব।

[মামা চলে গেলেন]

পার্থ ঃ সত্যিই তোর মিলিটারী মামা। কি মেজাজ রে বাবা! ক-দিন থাকবেন?

বোধয়ন ঃ শুনছি একমাস।

পার্থ ঃ এই একমাস্ তোদের বাড়ি আর আসব না।

[দৃশ্য পরিবর্তন। উদয়ন বন্ধুদের নিয়ে তাস খেলছে]

উদয়ন ঃ টু হার্টস। তখন থেকে হাতে কি যে তাস আসছে। আজ গ্রহ লেগেছে। নাও কল দাও।

[মামার প্রবেশ]

শশাঙ্ক ঃ কি হে এখনও তোমাদের চলছে!

উদয়ন ঃ আরে দাদা যে, আসুন, আসুন।

শশাঙ্ক ঃ অনেক বেলা হল। এইবার রাখ না।

উদয়ন ঃ এই তো একটাই রবিবার দাদা। রোজই তো নাকে মুখে গুঁজে সকাল নটার সময় দৌড়োই।

শশাঙ্ক ঃ রবিবারটা তো আর একটু অন্যভাবেও খরচ করা যায় উদয়ন? যেমন ধর সপরিবারে কাছাকাছি কোথাও বেড়াতে গেলে। একটু আউটিং হল সকলের।

উদয়ন ঃ এ আপনি কি বলছেন? থিওরেটিক্যাল কথাবার্তা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উদয়নের বন্ধু ঃ এ যেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পারিবারিক প্রবন্ধ শুনছি। সারা সপ্তাহ বাস ঠেঙিয়ে কারুর ইচ্ছে করে মশাই, রোববার লটবহর নিয়ে রাস্তায় বেড়িয়ে নাচতে! ওই বছরে একবার চিড়িয়াখানা। আর মাঝে মধ্যে বিয়ে-টিয়ের নেমন্তন্ন। আরে মশাই, আর বছর খানেক পরে ওরা তো নিজেরাই হিল্লি-দিল্লী করবে।

শশাঙ্ক ঃ বেশ বাইরে না গেলেও বাড়িতে থেকেও তো ছেলে-মেয়েদের একটু সঙ্গ দেওয়া যায়। সারা সপ্তাহ দেখতে পার না, এই একটা দিন ওদের সঙ্গেই বই-টই নিয়ে একটু বসতে পার তো!

উদয়ন ঃ কেন? ভাল ইস্কুলে ভর্তি করে দিয়েছি, ভাল শিক্ষক রেখেছি! আমি বই নিয়ে বসে কি করব?

শশাঙ্ক ঃ পড়ার বই ছাড়াও তো অনেক ভাল বই আছে উদয়ন। আজকাল ভাল ভাল সচিত্র শিশুপাঠ্য ভূগোল, ইতিহাস, ভ্রমণ কাহিনী, সাধারণ জ্ঞানের বই বেরিয়েছে। সেই সব বই নিয়েও তো একটু বসা যায়, নানা দেশের গল্প বলা যায়। পড়ার একটা নেশা ধরিয়ে দেওয়া যায়। যায় না?

উদয়নের বন্ধু ঃ নাও, নাও, টু স্পেডস্।

উদয়ন ঃ আমার অত সময় কোথায় দাদা? নো কল।

শশাঙ্ক ঃ তা ঠিক। সময় কোথায়। সত্যিই তো সময় কোথায়!

[দৃশ্য পরিবর্তন—রাস্তার দৃশ্য]

(ঢং ঢং করে চারটা বাজল)

শশাঙ্ক ঃ বাঃ এদের বাড়ির কাছের এই রাস্তাটা বেশ ভাল। পড়ন্ত বেলার রোদ পড়েছে গাছের ফাঁক দিয়ে। যাই একটু বেড়িয়ে আসি।

শ্যামল ঃ মামা, কোথায় যাচ্ছেন?

শশাঙ্ক ঃ কে, শ্যামল? কোথায় গিয়েছিলে?

শ্যামল ঃ কেরোসিন তেল আনতে। বিশাল লাইন। দুটোর সময় লাইন দিয়ে এই পেলুম।

www.BanglaBook.org

শশাঙ্ক ঃ যাই একটু বেড়িয়ে আসি। তোমাদের এই রাস্তাটা ভারি সুন্দর।

শ্যামল ঃ হ্যাঁ মামা। এটা সোজা গঙ্গার দিকে চলে গেছে। একটু দাঁড়াবেন, আমিও তাহলে আপনার সঙ্গে যাব। টিনটা বাড়িতে ছুটে দিয়ে আসি। বেশি দেরি হবে না। ওই তো আমাদের বাড়ি।

শশাঙ্ক ঃ যাও, যাও, আমি দাঁড়াচ্ছি। [শ্যামল চলে গেল] ছেলেটি ভারি মিশুকে। বোধয়নকে বললুম চল না বেড়িয়ে আসি। কোন উৎসাহই দেখাল না। কি নিয়ে মেতে আছে তাও বুঝলাম না—নাঃ ছেলেটাকে ওরা নষ্ট করে ফেলল। আরে বাবা, ছেলে মানুষ করা কি অত সহজ! ত্যাগ চাই, নিষ্ঠা চাই।

শ্যামল ঃ (হাঁপাতে হাঁপাতে শ্যামলের প্রবেশ) চলুন মামা!

শশাঙ্ক ঃ তুমি যে হাঁপাচ্ছ!

শ্যামল ঃ খুব জোর দৌড়েছি তো পন পন করে। ছোলা খাবেন মামা?

শশাঙ্ক ঃ কোত্থেকে পেলে?

শ্যামল ঃ মা আমার জন্যে ভিজিয়ে রেখেছিলেন। নিয়ে এসেছি।

শশাঙ্ক ঃ দাও, দাও, ভিজে ছোলা অমৃত সমান।

শ্যামল ঃ ওই দেখুন। গঙ্গার জল দেখা যাচ্ছে—রোদ পড়ে কি রকম চক্‌মক্‌ করছে দেখুন মামা।

শশাঙ্ক ঃ একি শ্যামল, তুমি কাঁদছ কেন? তুমি কাঁদছ কেন বাবা? এসো এই ঘাটের পৈঠেটায় কিছুক্ষণ বসি। তোমার হাতের ছোলাগুলো সব রাস্তায় পড়ে গেল। এস বস। হঠাৎ কি মনে হল তোমার?

শ্যামল ঃ হঠাৎ আমার বাবার কথা মনে পড়ে গেল। এই রকম এক বিকেলে বাবা চলে গিয়েছিলেন হঠাৎ। ওই তো শ্মশান। ওই যে ধোঁয়া উঠছে। সেই দিন গঙ্গার জলে দাঁড়িয়ে আছি—চিতার ছাই নিয়ে, আর দেখছি টলটলে জলে শেষ বেলার রোদ খেলা করছে। ছাই-গুলো ভাসতে ভাসতে কোথায় চলে গেল। জানেন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মামা, বাবা আমাকে শ্যাম বলে ডাকতেন। মৃত্যুর আগের দিন রাতে আমাকে হঠাৎ কাছে ডেকে ফিস্ ফিস্ করে বললেন, শ্যাম জীবনে কখনও ভয় পাবি না। ভয়ই হল মৃত্যু!

শশাঙ্ক ঃ ঠিক বলেছেন। আসল কথাটাই তোমাকে বলে গেছেন। আমাদের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ উপনিষদে বারে বারে ওই একটি কথাই আছে। অভী! ভয়শূন্য হও। পৃথিবীতে যে কজন মানুষ বড় হয়েছেন তাদের সকলেরই ছিল দুর্জয় সাহস। তোমাকেও বড় হতে হবে শ্যামল। দেশে অনেক দিন তেমন সাহসী লোক জন্মাননি।

শ্যামল ঃ কি করলে বড় হওয়া যায় মামা ?

শশাঙ্ক ঃ মহাপুরুষের জীবনী পড়ে নিজের জন্যে একটা আদর্শ বেছে নাও। নিজেকে হারিয়ে ফেলো না। মিশিয়ে ফেলো না। সব সময় মনে রাখবে, তুমি এখানে এসেছো কিছু একটা করে যাবার জন্যে। স্বামিজী বলতেন, একটা দাগ রেখে যাও। আমাদের বেঁচে থাকার সময়টা বড় কম শ্যামল, ওই দেখ সূর্য ডুবলেই দিন শেষ। দিনের কাজ তাই দিনে দিনেই করে ফেলতে হবে। কাল করা যাবে বলে কিছু ফেলে রেখো না।

শ্যামল ঃ আমার মা বলেছেন, তুই পড় খোকা। যতদূর পড়া যায় তুই ততদূর পড়ে যা। আমি গয়না বাঁধা দিয়ে, লোকের বাড়ি কাজ করে টাকার ব্যবস্থা করব। আমার মা'র বড় কষ্ট। শীতকালে হাঁপানিটা বেড়ে যায়। ভোরবেলা উঠে রাঁধতে হয়। সকলের মা কেমন সুখে আছে, আমার মা'রই যত কষ্ট!

শশাঙ্ক ঃ তাই তো তোমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে, আমি বড় হবই। মাকে বলবে একটু ধৈর্য ধর মা, আমি আসছি। তখন তোমার কত সুখ। শ্যামল, আমাদের বড়মাও ভীষণ কষ্টে আছেন।

শ্যামল ঃ বড় মা ?

শশাঙ্ক ঃ আমাদের দেশমাতা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শ্যামল ঃ মাঝে মাঝে মনে হয় আমি বেশ সন্ন্যাসী হয়ে যাই। গেরুয়া পরে হাতে মস্ত একটা লাঠি নিয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াই। ওই দেখুন ওপারে সূর্য নেমে পড়েছে। মন্দিরের চূড়োটা কেমন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এখন কোথাও তো দিন হচ্ছে! কি মজা!

শশাঙ্ক ঃ তুমি বাইরে সন্ন্যাসী হবে কেন। মনে সন্ন্যাসী হও, ত্যাগী হও, লোভশূন্য হও, ভালবাসতে শেখ। সংসারে থেকেই তো তোমাকে সংসারের সমাজের কাজ করতে হবে। তোমাকে রাতেও চলতে হবে, দিনেও চলতে হবে।

শ্যামল ঃ মামা ভগবান কি আছেন?

শশাঙ্ক ঃ নিশ্চয়ই আছেন! সব ভালর মধ্যে, 'সু'-এর মধ্যেই ভগবান। তোমার মধ্যে আছেন। আমার মধ্যে আছেন। সকলের মধ্যে আছেন। ঘুমিয়ে আছেন! তাঁকে জাগাতে হবে। ভাল কাজের মধ্যে, ভাল চিন্তার মধ্যে তিনি জেগে ওঠেন। তোমাকে আমি যাবার সময় কিছু ভাল বই দিয়ে যাব। পড়বে। দেখবে পৃথিবীটা কত বিশাল।

শ্যামল ঃ আরতি হচ্ছে। যাবেন মামা—মন্দিরে যাবেন?

শশাঙ্ক ঃ চল চল। আজকের সন্ধ্যেটা ভারি সুন্দর। তুমি থাকাতে আরো সুন্দর হয়েছে।

[দৃশ্য পরিবর্তন—বাড়ির বাইরে]

মনোরমা ঃ কি গো দাদা। তুমি এখানে একা চুপ করে বসে আছ?

শশাঙ্ক ঃ তোদের এই বারান্দাটা বেশ ভাল। মাঝে মাঝে মানুষের একটু নির্জনে থাকা ভাল, মনের পক্ষে স্বাস্থ্যকর।

মনোরমা ঃ ভেতরে চল। খাবার দেওয়া হয়েছে।

শশাঙ্ক ঃ চল। কটা বাজল?

মনোরমা ঃ সাড়ে ন'টা বোধ হয়।

(কুকুরের ডাক)

www.BanglaBook.org

[শশাঙ্কর প্রবেশ—বাড়ির ভেতরে]

উদয়ন ঃ আসুন দাদা। আপনি যেন কেমন মিইয়ে পড়েছেন। বলুন, আপনাদের আর্মির গল্প একটু বলুন।

সোমা ঃ জান মা, মামার বোধহয় রাগ হয়েছে।

মনোরমা ঃ রাগ হবে কেন? তোরা রাগাবার মত কিছু করেছিস?

সোমা ঃ দাদার সঙ্গে একবার খালি ঝগড়া করেছি।

মনোরমা ঃ কি নিয়ে?

সোমা ঃ ওই শয়তানটা আমার পেনসিল নিয়ে নিয়েছে।

মনোরমা ঃ আবার শয়তান বলছ!

বোধয়ন ঃ কান ধরে তুলে দাও না মা!

মনোরমা ঃ তোমরা একদম অসভ্যতা করবে না। ভীষণ মাথা ধরেছে আমার। মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে।

উদয়ন ঃ মাথার আর কি দোষ! সিনেমা দেখলেই তো তোমার মাথা ধরে। চিরকালের রোগ।

মনোরমা ঃ রবিবার হলেই তো তোমার তাস! অবেলায় খাওয়া, রাতে পেটভার, অম্বল, সোমবার সকালে মেজাজ সপ্তমে। ওটাও তোমার চিরকালের রোগ।

সোমা ঃ মা, দাদাকে সাবধান কর। পা দিয়ে তখন থেকে আমার পায়ে খোঁচা মারছে।

মনোরমা ঃ (উত্তেজিত ভাবে) এই তোরা উঠে যা তো। দুজনেই বেরো। আমাদের একটু শান্তিতে খেতে দে।

উদয়ন ঃ দাদা! একটু গল্প-টল্প বলুন। ওয়ারের গল্প।

শশাঙ্ক ঃ এই তো ওয়ার। এখানেই হচ্ছে। শোনার চেয়ে দেখাই তো ভাল।

উদয়ন ঃ একে ওয়ার বলে না। এ হল স্কারমিশ, অনবরতই হচ্ছে।

শশাঙ্ক ঃ এইভাবেই তো যোদ্ধা তৈরি হয়। আমি উঠি।

মনোরমা ঃ সেকি! তুমি তো কিছুই খেলে না।

শশাঙ্ক ঃ আমি সন্ধ্যেবেলা একগাদা ভিজে ছোলা খেয়েছি।

www.BanglaBook.org

উদয়ন ঃ ছোলা ? পেলেন কোথায় ?

শশাঙ্ক ঃ ভালবেসে একটি ছেলে আমাকে খাইয়েছে, তার নাম শ্যামল।

উদয়ন ঃ ও, শ্যামল। নাইস বয়। আমার ছেলেটা যদি শ্যামলের মত হত !

শশাঙ্ক ঃ (হেসে) হ্যাড আই বিন দি উইংস অফ এ ডাভ। আমার যদি পাখির মত দুটো ডানা থাকত। তাহলে উড়তে পারতুম। গুড নাইট !!

শশাঙ্ক ঃ (গান গাইছে)—

যদি কুমড়োর মত ডালে ধরে রত
পাম্পুয়া শত শত
ওরে যদি কুমড়োর মত ডালে ধরে রত

(হাসি)

সব এই সি তো আয়ে গা—তা না উদয়ন। সব আই সি হো যায় গা। তুমি সারাদিন তাস পিটবে। তোমার স্ত্রী যাবে সিনেমায় তোমার ছেলেমেয়েরা একা একা বাড়িতে হুল্লোড় করবে। ছেলে মানুষ হচ্ছে। আবার ব্যঙ্গ করে বলা হচ্ছে আপনি ভূদেব মুখোপাধ্যায়। ভোগ বিলাসিতা প্রাচুর্য সব আছে, তবু এই শূন্য উদ্যান। ঠিক আছে, বুঝবে বুঝবে, কত ধানে কত চাল !

[দৃশ্য পরিবর্তন]

শশাঙ্ক ঃ শুয়ে পড়ি, গুড নাইট। আহা এক আকাশ তারা। আরে, আজ আবার একফালি চাঁদ উঠেছে।

* * * *

মনোরমা ঃ (চিৎকার) শঙ্করীর মা, শঙ্করীর মা।

শঙ্করীর মা ঃ যাই দিদি। কি বলছেন।

মনোরমা ঃ সবকটাকে ঘুম থেকে টেনে টেনে তোল তো। দাদা উঠেছে ! দেখো তো ও পাশের বারান্দায়। ডাকা-হাঁকা মানুষ, সাড়া শব্দ পাচ্ছি না কেন ?

www.BanglaBook.org

শঙ্করীর মা ঃ (দূরে থেকে) বারান্দায় নেই গো দিদি।

মনোরমা ঃ ঘরের দরজা ঠেলে দেখ তো।

শঙ্করীর মা ঃ দেখেছি। ঘর খালি গো দিদি—

মনোরমা ঃ সে কি? গেল কোথায়। বাথরুমেও তো নেই। চা হয়ে গেল। তুমি একবার সদরটা দেখ তো।

উদয়ন ঃ হল কি! দাদা মিসিং? এই নাও! চিঠিটা পড়।

মনোরমা ঃ কার চিঠি—

উদয়ন ঃ তোমার দাদার। খাবার টেবিলে চাপা দেওয়া ছিল।

মনোরমা ঃ চিঠি কেন? দাদা কোথায়?

উদয়ন ঃ পড়ছি, শোন। মনু, যেখান থেকে এসেছিলুম, সেখানেই ফিরে চললুম। যাবার পথে খুশীদের বাড়িতে কয়েকদিন থাকার চেষ্টা করব। জানি না থাকা যাবে কি না! আমরা পুরোনো আমলের মানুষ। আধুনিক কালটাকে বুঝতে পারি না বলেই বোধহয় সহ্য করতে পারি না। ভেবেছিলুম ভাগ্নের মধ্যে মামাকে দেখতে পাব। দেখলুম ভবিষ্যৎহীন একটি মানুষকে। তোমাদেরও মনে হল জেগে ঘুমোচ্ছ। আমাকে খুব অসহ্য মনে হবার আগেই সরে পড়লুম। ঘরের টেবিলের উপর শ্যামলের জন্যে কয়েকটা বই আছে। ডেকে দিয়ে দিও। এনেছিলুম আমার ভাগ্নে-ভাগনীর জন্যে। ওদের কাছে এ জিনিসের কোন দাম নেই। আমাকে ভাল না বাসলেও তোমাদের জন্যে ভালবাসা রইল!

শুনলে তো চিঠিটা? ফানি ম্যান! নাটকীয় প্রবেশ, নাটকীয় প্রস্থান। সাবেক কালের মাস্টারমশাইদের মত মেজাজ।

মনোরমা ঃ যাকে বোঝা যায় না সেই তো আমাদের কাছে মজার লোক। ফানি ম্যান।

www.BanglaBook.org

বড়মামার মশা মারা

বড়মামার বাগানে চব্বিশটা নারকোল গাছ। আম, জাম, সুপুরি, ফলসা, কলা তো আছেই। বারমেসে ফুলগাছেরও অভাব নেই। দুটো বড় পুকুর। বড়মামা বাহার করে নাম রেখেছেন, গোলদিঘি আর পালদিঘি। প্রচুর মাছ ছেড়েছেন। ধরার উপায় নেই। ধরলেই দক্ষযজ্ঞ। মাছ বেড়ে বেড়ে এত মাছ হয়েছে, কোন পুকুরেই নামার উপায় নেই মাছে গুঁতো মারে, কাঁটা মারে। সেদিন একটা বড় কাতলা মাছ মাসীমার কাপড় ছিঁড়ে ফর্দা ফাঁই করে দিয়েছে। বড়মামার কাণ্ডকারখানায় কেউ সন্তুষ্ট নয়। মেজমামা এত রেগে আছেন, একমাস কথা বন্ধ। বড়মামা আমাকে বলেছেন, গীতায় বলা আছে, কাজ করে যাবে, ফলাফলের দিকে তাকাবে না। মেজমামাকে সে কথা বলেছিলুম। মেজমামা উত্তরে বলেছিলেন, গীতা কাজের কথা বলেছেন, উনি সারা জীবন যা করলেন, এখনো যা করবেন, সবই অকাজ। বড়মামাকে মেজমামার উত্তর বলায়, হো হো করে তিন মিনিট হেসে বললেন, কবি বলেছেন, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। মেজমামা শুনে বললেন, চললে তো বোঝা যেত। উনি তো গোল হয়ে ঘুরেই চলেছেন, বৃত্তাকারে। জীবজন্তু, গাছপালা, ধর্ম, ধর্ম, গাছপালা, জীবজন্তু। বড়মামা বললেন, আমি তো তবু ঘুরছি। বেশ, না হয় গোল হয়েই ঘুরছি, উনি তো জীবনটা শুয়ে শুয়েই কাটিয়ে দিলেন। চলার মধ্যে ভুঁড়িটাই বেড়ে চলেছে। হই হই করে ভুঁড়ি বাড়ছে।

বড়মামারও তো টাক বাড়ছে!

চারপাশে গাছপালা আর ঝোপ ঝাড় থাকলে ভীষণ মশা হয়।

www.BanglaBook.org

সন্ধ্যের সময় আমরা কেউ বসতে পারি না স্থির হয়ে। এই বড় বড় কালো কালো মশা। মেজমামার লেখাপড়ার কাজ থাকে। মাঝে মাঝে উঃ আঃ শব্দ করেন। আর বলেন, নাঃ বাড়িটাকে আফ্রিকার জঙ্গল বানিয়ে ছেড়ে দিলে। হটেনটটদের মত গায়ে ছাইপাঁশ মেখে না বসতে পারলে মশার জ্বালায় এক মুহূর্ত স্থির থাকা যাবে না। সেদিন আচমকা নিজের গালে নিজেই এমন এক চড় হাঁকালেন, চোখ থেকে চশমা ছিটকে দশহাত দূরে পড়ল। ভাগ্য ভাল, কাঁচ ভাঙল না। অসম্ভব রেগে গিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। রাস্তায় মেজবাবুকে খামোকা পায়চারি করতে দেখে, সকলেরই এক প্রশ্ন, হল কি? সকলকেই এক উত্তর, বড়বাবু বাড়িতে ব্লাডব্যাঙ্ক খুলেছেন, আমার দান করার মত অত রক্ত শরীরে নেই।

সে আবার কি?

পাঁচ মিনিট ভিতরে গিয়ে স্থির হয়ে একটু বসার চেষ্টা করে দেখুন।

মাসীমাও ভীষণ ক্ষেপে আছেন। সেদিন সন্ধ্যেবেলা সবে গান গাইতে বসেছেন। আছে দুঃখ বলে যেই হাঁ করেছেন, একেবারে টাগরায়। কেশে কেশে চোখ মুখ জবা ফুলের মতো লাল। বড়মামা বললেন, এ হল হুপিং কাফ। কালই অটো ভ্যাকসিন দিতে হবে। দই, টক, ঘি, তেল ভাজাভুজি সব খাওয়া বন্ধ। কিছুতেই মানবেন না মশা সেঁধিয়েছে গলায়। বড়মামা মেনে নিলে মাসীমা অত রাগতেন না। মাসীমার অবশ্য সেই দিনই জানা হল মশার স্বাদ কি রকম। আমরাও জানতে পারলুম টকটক ঝাল ঝাল। বেশ ঝাঁঝও আছে।

যে কোনো জিনিসই বড়মামা একটু দেরিতে মানেন। আর মেনে নিলে সঙ্গে সঙ্গে কাজ হয়। এমন কাজ হয় যে সকলেই তখন স্বীকার করেন একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল। অতটা না হলেও চলত। বড়মামা মানুষের কথা তেমন বিশ্বাস করেন না। যেমন মশা নিয়ে মানুষের হইচই বড়মামা গ্রাহ্যই করতেন না। বললেই বলতেন এটা তো সায়েবদের দেশ নয়। বাঙলাদেশের বনে বাদাড়ে মশা একটু হবেই। আমাদের ছেলেবেলায় আরো আরো মশা ছিল। চলতে ফিরতে মশার সঙ্গে ধাক্কা লাগত। মশারি ফেলে গান

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গাইলেই হয়। আমাদের বাল্যকালে বড় বড় কালোয়াতি গানের আসর বসত মশারির ভেতরে। ওস্তাদ ফজলু খাঁ, ঝিলমিল বাঈ, হুড়ুমজান গুরুমজান সব মশারির ভেতরে সারেঙ্গিওলা আর তবলচিকে নিয়ে বসতেন। শ্রোতারা থাকত বাইরে। তালে লয়ে চটাস চটাস করে মশা মারত। গান জমে উঠত আপনাআপনি। ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়। প্রয়োজনই আবিষ্কারের উৎস। নেসাসিটি ইজ দি মাদার অভ ইনভেনসান।

বড়মামার একজোড়া সাদা কাকাতুয়া আছে। সারাদিন কপচায়। রাতে ঘাড় কাত করে দাঁড়ে বসে ঘুমোয়। সেদিন বড়মামা বারান্দায় পায়চারি করতে করতে গুনগুন করে গাইছিলেন, ভবে সেই সে পরমানন্দ। আর কাকাতুয়া দুটো থেকে থেকেই পাখা ঝাপটাচ্ছিল। বড়মামা প্রথমে ভেবেছিলেন ওরা গান শুনে মুগ্ধ হয়ে তালি বাজাচ্ছে। যতই হোক ভক্ত পাখি তো। সকালে রাধেকৃষ্ণ রাধেকৃষ্ণ করে বাড়ি ফাটায়। কিন্তু পাখি দুটো এলোমেলো ঝটাপটি শুরু করে দিল। তাল লয়, সম কিছুই মানছে না আর তখনই বড়মামার সন্দেহ হল। পাখি তাল দিচ্ছে না। ঝটাপটি করছে অন্য কারণে। টর্চ লাইট ফেলে দেখলেন। কাকাতুয়ার চোখ ঘুমে উলটে আছে আর রাশি রাশি মশা একেবারে ছেঁকে ধরেছে। পালকটালক সব কালো হয়ে আছে। কিছু কিছু মশা হড়কে হড়কে পড়ে যাচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে বড়মামার ব্যবস্থা চালু হয়ে গেল। পাখি। আহা কৃষ্ণের জীব? মানুষ কষ্ট পাক ক্ষতি নেই, অবলা জীব মশার কামড়ে ছটফট করবে! সঙ্গে সঙ্গে মশারির ব্যবস্থা সে এক এলাহি কাণ্ড। দাঁড় তো ঝোলাতে হবে। কিসে ঝুলবে? কেন আলনা? আলনায় দাঁড় ফিট করে তার ওপর ফেলা হ'ল নাইলেকসের মশারি। পাখির পেছন থেকে কিছু বেরিয়ে মোজেকের মেঝে নষ্ট করে দিতে পারে। সে ব্যবস্থাও হল। সারি সারি কাগজ পাতা। মেজমামা কথা বলবেন না। কোনো কথা। প্রতিজ্ঞা করেছেন। ঘরের বাইরে থমকে দাঁড়িয়ে কাণ্ডটা দেখে শুধু বললেন, হুঁউঃ। তারপর চলে যেতে যেতে বললেন, অস্ট্রেলিয়ার জঙ্গলেও কাকাতুয়ারা কি

www.BanglaBook.org

মশারি ফেলে ঘুমোয় ? অ্যানিম্যাল এনসাইক্লোপিডিয়াটা একবার দেখ তো কুসী। কুসী আমার মাসীমার ডাক নাম।

বড়মামার একনম্বর অ্যাসিস্টেণ্ট হলুম আমি। এটা কর, ওটা কর, সবই আমি মুখ বুজে করি। তাই বড়মামা আমাকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন। মশারির চারপাশে পাশবালিশ চাপা দিচ্ছিলুম। মেজমামার কথা শুনে কাজ থেমে গিয়েছিল। বড়মামা বললেন, কান দিও না একদম। জানবে—লজ্জা, ঘৃণা, ভয়—তিন থাকতে নয়। ঈশ্বরকে পেতে হলে গণ্ডারের গোঁ নিয়ে গোঁ গোঁ করে এগোতে হবে। যে কাজ করছি তাতে ঈশ্বর আসছেন কোথা থেকে! না বাবা, তর্ক করব না। করলেই বড়মামা রেগে যাবেন।

রাতে বড়মামার ঘরে হুড়মুড় দুড়মুড়, ভীষণ শব্দ। ঠ্যাঙ ঠ্যাঙা ঠ্যাঙ করে গোটা কতক টিনের কৌটোও পড়ল। কাকাতুয়াদের কর্কশ রাত ফাটানো চিৎকার। কি হল ? কি হল ? বাড়িসুদ্ধ লোক মাঝরাতে বড়মামার দরজার সামনে। মেজমামা প্রতিজ্ঞা ভুলে ডাকছেন, ও বড়দা কি হল তোমার ? বড়দা ?

অনেক ডাকাডাকির পর বড়মামা ভেতর থেকে কাবু কাবু গলায় বললেন, দরজাটা কোন দিকে বলতে পারিস ? ঘরে এরা কারা ?

মেজমামা দরজায় টোকা মেরে বললেন, এই যে উত্তর দিকে তোমার দরজা।

টুক করে আলো জ্বালার শব্দ হল। বড়মামা দরজা খুললেন। চেহারা দেখে হাসি পাচ্ছিল। মাথায় মুখে সাদা সাদা কিসের গুঁড়ো। এলোমেলো চেহারা। যেন কলসির মধ্যে থেকে সিল্কের জামা বেরিয়ে এল। ঘর লণ্ডভণ্ড। আলনা ফ্ল্যাট হয়ে মেঝেতে পড়ে। মশারিতে জড়ামড়ি হয়ে বসে আছে হুমদো দুটো কাকাতুয়া। ঘরময় টিনের কৌটো গড়াগড়ি যাচ্ছে। ক্যাপসুল, হজমের পাউডার ছড়াছড়ি।

আকাশ থেকে নভোচর নেমে এলে যে ভাবে সকলে প্রশ্ন করে, আমরাও ঠিক সেই ভাবে বড়মামাকে প্রশ্ন করতে লাগলুম, কি হয়েছিল, কি হয়েছিল ?

বড়মামার ঘুমের ঘোর তখনো কাটেনি। ধীরে ধীরে সব মনে

www.BanglaBook.org

পড়তে লাগল। এতক্ষণ সব গুলিয়ে গিয়েছিল। ঘরের দরজা কোন দিকে তাই মনে ছিল না।

মেজমামা আর একবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি করতে গিয়েছিলে ?

বাথরুমে যাবার জন্যে উঠেছিলুম। খেয়াল ছিল না ঘরের মাঝখানে এই রকম একটা কল তৈরি করে রেখেছি। সবসুদ্ধ জড়িয়ে মড়িয়ে কি যে হয়ে গেল।

যা হল তা তো দেখতেই পাচ্ছ।

বড়মামা বললেন, ওরে কুসী এক গেলাস জল।

কাকাতুয়া দুটোকে অতি কষ্টে সেই মশারির ভেতর থেকে উদ্ধার করা হল। সে এক রক্তারক্তি ব্যাপার। দাঁড়ের কাকাতুয়া এক জিনিস। আর মেঝেতে দাঁড়সমেত পড়ে থাকা কাকাতুয়া আর এক জিনিস। ধরতে গেলেই কামড়ে দেয়। যেমন কাঁচির মত ঠোঁট, তেমনি তার কামড়। অনেকটা ক্রিকেট খেলার মতন অবস্থা। প্রথমেই মাসীমা আউট। এক কামড়েই সরে পড়লেন। মেজমামা ভয়ে আর ফিল্ডে নামলেন না। আমি আর বড়মামা বহুত কায়দা করে দুটোকে ধরে বারান্দার রেলিঙে ঝুলিয়ে দিলুম। ঝুঁটিফুটি, পালকমালক চটকে কাকাতুয়া দুটোর অবস্থা তখন কাকতাড়ুয়ার মত হয়েছে।

সকালে বড়মামা চা খেতে খেতে বললেন,

—বুঝলে, মানুষকে অত খারাপ ভেবো না।

—আজ্ঞে, আমি তো তা ভাবিনি বড়মামা।

—না ভাববে না। আমি অনেক সময় সেই রকমই ভেবে ফেলেছি। অন্যায় করেছি আজ আমি তোমাকে বলছি, কুকুর ভাল, বেড়াল ভাল, গরু ভাল, পাখি ভাল, গাছ ভাল, মানুষও ভাল।

—বড়মামা, মশা কিন্তু ভাল নয়।

—আমি তো সেই জন্যে মশার নাম উচ্চারণ করিনি। কপালের ডানপাশ গোল আলুর মত ফুলে আছে। সেই জায়গায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন।

—আজ আমি মশানিধন যজ্ঞ করব। করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে। বড়মামা যে ভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন তাতে আমার ইচ্ছে করছিল,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একটা চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে উঠে যুদ্ধের বিউগিল বাজাই ভ্যাঁ পোঁ পোঁ, পিপির পোঁ।

বড়মামার বাগানে কাজ করার জন্যে একজন লোক আছে, যার নাম পুঁটে। বেঁটেখাটো, পুঁটপুঁটে মানুষ। কখনো হাসে, কখনো কাঁদে, কখনো আপন মনে নাচে, খেতে দিলে খায়, নয়তো পড়ে পড়ে ঘুমোয়। কাজে একবার মন লেগে গেলে রক্ষে নেই। তখন আর তাকে থামায় কে।

হাফপ্যান্ট পরে সেই পুঁটে নেমে পড়েছে বাগানে। মেজাজও বেশ ভাল। বাগান পরিষ্কার করে, পুকুরের পাড় পরিষ্কার করে পাতাটাতা পুড়িয়ে মশক বংশ ধ্বংস করা হবে। বড়মামা একটা সোলার টুপি পরে ওভারসীয়ার বাবুর মত খুব হাঁকডাক করছেন।

বেশ কাজ এগোচ্ছিল। হঠাৎ পুঁটে নারকোল গাছের দিকে তাকিয়ে বললে, ভোলাবাবু ডাব খাব।

পুঁটে বড়মামাকে ভোলাবাবু বলে ডাকে। বড়মামা বললেন,—কত উঁচুতে ঝুলছে জানিস? অত উঁচুতে ঝোলে বলে আমরা মাঝে মাঝে ডাব কিনে খাই।

—তোরা মানুষ নোস।

পুঁটে যা খুশি তাই বলতে পারে। কেউ কিছু মনে করে না। বড়মামা বললেন,

অমন কথা বললি কেন?

—তোরা গাছে উঠতে পারিস না গাছ করেছিস বড় বড়।

—তুই পারিস?

—দেখবি?

পুঁটে তড়াক করে গাছে লাফিয়ে উঠল। হাতে পায়ে জড়াজড়ি করে দেখতে দেখতে উঠে গেল টঙে। গাছ থেকে প্রথমেই পড়ল বিশাল একটা পাতা ঝপাং করে। পুঁটে কিছু না নিয়েই উঠে গেছে গাছে। হাতে ধারালো কিছু নেই। কাঁদি ধরে টানলে কি আর ডাব পড়বে? অনেক ওপর থেকে পুঁটে বললে,

—একটা কাটারি পাঠিয়ে দেবে।

বড়মামা বললেন, তুই নেমে এসে নিয়ে যা।

পুঁটে বার কতক নিচের দিকে তাকিয়ে বললে,—মনে হচ্ছে

www.BanglaBook.org

আমি উঠতে পারি নামতে পারি না। আমাকে নামিয়ে নিয়ে যা।

—সে কি রে? বড়মামার চোখ কপালে উঠে গেল।

দেখতে দেখতে গাছতলায় ভিড় জমে গেল। পুঁটে গাছের মাথায় উঠে বসে আছে। মাঝে মাঝেই হুমকি ছাড়ছে পাঁচ মিনিটের মধ্যে নামা আমাকে। নইলে পড়ে মরে যাব।

কেউ বলেন, সার্কাস থেকে জাল আনাও। কেউ বলছেন, দমকল ডাকো। বড়মামা ভয়ে অস্থির; পুঁটে পড়লেই মরবে। মরলেই বড়মামাকে পুলিসে ধরবে। কেন তুমি লোকটাকে গাছে তুলেছিলে? মেজমামা আবার বড়মামাকে খুব বকাবকি করছেন।

হঠাৎ পুঁটে বললে, দেখ আমি কেমন পাখির মত উড়তে পারি।

নিচের সকলে চিৎকার করে উঠল—ওরে নারে নারে।

কে কার কথা শোনে। পুঁটে মারল পুকুরে লাফ। পুঁটে পড়ল জলে। বড়মামা পড়লেন মাটিতে। পুঁটে জল থেকে উঠে এসে জল নিঙড়ে নিঙড়ে বড়মামার মাথায় থাবড়ে জ্ঞান ফিরিয়ে আনল।

বড়মামা পিট পিট করে চাইছেন। পুঁটে মুচকি হেসে বললে, —তোরা বড় ভীতু। বড় মানুষরা বড় ভীতু হয়। আচ্ছা আসি রে। তোর ডাব তোর গাছেই রইল। গুনে নিস।

পুঁটে নাচতে নাচতে চলে গেল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাছ ধরলেন বড়মামা

বড়মামার ডাক্তারি এবার মাথায় উঠবে। রুগীরা ভীষণ অসন্তুষ্ট। যাঁর পর পর তিনটে ইঞ্জেকশান পড়ার কথা তিনি একটা নিয়ে দিনের পর দিন আসছেন আর ফিরে ফিরে যাচ্ছেন। চেম্বারে ডাক্তারবাবু নেই। সেদিন একজন স্পষ্টই বললেন, কুলপুরোহিত আর পরিবারের ডাক্তারকে যদি সময়মতো পাওয়া না যায়, তাহলে অন্য ব্যবস্থার কথা ভাবতেই হয়।

মেজমামা বললেন, 'অ্যাদ্দিন ছিল ডাকসাইটে ডাক্তার, শেষ বয়েসে হয়ে গেল জেলে। কার বরাতে কখন কী যে হয়ে যায়। তাও যদি দু-একটা মাছের মুড়ো পাতে দেখা যেত! এমন নিরামিষ বৈষ্ণব জেলে খুব কমই দেখা যায়!'

যে যাই বলুন, আমার ভীষণ মজা। দিন বেশ কাটছে। বড়মামাকে ওই জন্যেই ভালবাসতে ইচ্ছে করে। যখন যা মাথায় ঢোকে তখন তাই করে ফেলেন। কারুর পরোয়া করেন না। ঠিক আমার মতো। লাট্টু ঘোরাব তো সারাদিন লাট্টুই ঘোরাব। অঙ্কে গোল্লা। দুটো দিক তো একসঙ্গে সামলানো যায় না। সেবার গুলিতে পেয়েছিল। ইতিহাসে কোনোরকমে টায়ে-টায়ে তিরিশ। মেজমামা রেজাল্ট দেখে ধেই ধেই করে নাচতে লাগলেন। বড়মামা বললেন, 'ব্যাটা আমার সাচ্চা ভাগনে।'

এবারের পরীক্ষায় কী হবে মা সরস্বতীই জানেন! বড়মামা যেভাবে নাচাচ্ছেন, আমি কী করব। গুরুজনের কথা কি অমান্য করা চলে। সকলে বলবে, বড় অবাধ্য। উঠনের এক পাশে মামা-ভাগনে থেবড়ে বসে আছি। ভীষণ কেরামতি চলেছে। দু'পাউন্ড রুটি পিঁপড়ের ডিম দিয়ে চটকানো হয়ে গেছে। বিশু রান্নাঘরে

www.BanglaBook.org

কুঁড়ো আর খোল ভাজছে। গন্ধে বাড়ি ম-ম করছে। এক বোতল তাড়ি ভীষণ অসুবিধেয় ফেলেছে। গন্ধটা তেমন সুবিধের নয়। নারকেলের মালায় কেঁচো কিলবিল করছে। আস্ত একটা বোলতার চাক ডিম সুদ্ধ খবরের কাগজে শুয়ে আছে। কাগজটা মনে হয় আজকের। কারণ মেজমামা অনেকক্ষণ দোতলায় 'কাগজ কাগজ' করে অস্থির হচ্ছেন! মেজাজ ক্রমশই চড়ছে, মাসীমা শান্ত করার চেষ্টা করছেন; বলছেন, 'আজকাল কাগজ দিতে খুব দেরি করে। লোডশেডিং হয় তো।'

বড়মামা বললেন, 'আমার নাকে রুমালটা বেঁধে দে তো, তাড়ি ঢালব!'

বিশুদার কুঁড়োভাজা এসে গেছে। গন্ধে আমার জিভেই জল এসে যাচ্ছে, মাছের যে আজ কী অবস্থা হবে। মেজমামা ঠিকই বলেন, ডাক্তারের ভিটামিনযুক্ত টোপ খেয়ে মাছেরা স্বাস্থ্যবান হচ্ছে। এর পর ডাক্তারকে আর মাছ ধরতে হবে না, মাছেরাই ডাক্তার ধরবে।

তাড়িপর্ব শেষ হল। বিশুদা বাইরে থেকে এসে বললে, 'একজন রুগী খুব হম্বিতম্বি করছেন, বলছেন, স্ত্রী মরো-মরো, না গেলে ঠেঙাবে।'

বড়মামা বললেন, 'ঠেঙাবে কী রে?'

'হ্যাঁ বাবু, ঠেঙাতেও পারে। আজকাল রুগীরা ডাক্তারদের কথায় কথায় দ্যাখমার করছে।'

'কী হবে বিশে। আমার তো আর দেরি করা চলে না। তুই বরং এক কাজ কর, আমার জামার বুকপকেট থেকে দশটা টাকা নিয়ে ওকে দিয়ে বল, ভোলা ডাক্তারকে ধরে নিয়ে যেতে। আমার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আমার কী হয়েছে বিশু?'

'আজ্ঞে হার্ট অ্যাটাচ।'

'গর্দভ, অ্যাটাচ নয়, অ্যাটাক।'

বিশু চলে যেতেই বড়মামা বললেন, 'নে নে, তৈরি হয়ে নে।

www.BanglaBook.org

মাছের খাবার তো হল, এবার আমাদের সারা দিনের ব্যবস্থা। কুসী, কুসী।'

বড়মামা মাসীমার খোঁজে ভেতরে চলে গেলেন।

নটার সাইরেন বাজতে না বাজতেই আমাদের যাত্রা শুরু হল।

বড়মামার মাথায় শোলার টুপি। কাঁধে বিলিতি ছিপ। সে ছিপ আবার ইচ্ছেমতো বড় ছোট করা যায়। মটোরবাইকে যাওয়া চলবে না। শব্দে রুগীরা টের পেয়ে যাবেন। ডাক্তার বেশ ভালই আছেন। সাইকেলই আমাদের বাহন। নিঃশব্দে পাড়া ছেড়ে একবার বড় রাস্তায় পড়তে পারলে আমাদের আর পায় কে। বড়মামার সাইকেল চালানোর ভঙ্গি দেখলে মনে হবে, আমরা যেন কুখ্যাত আলকাট্রাজ জেল ভেঙে পলাতক দুই আসামী।

পুকুর না বলে দীঘি বলাই ভাল। বলা নেই কওয়া নেই বড়মামা ইজারা নিয়ে বসে আছেন। ফাঁকা মাঠের মাঝখানে বেওয়ারিশ পড়ে আছে। পাঁচিল-টাঁচিল দিয়ে কোনও দিনই ঘেরা যাবে না, এত বিশাল ব্যাপার। চারপাশে গাছপালা আছে। আম, জাম, কাঁঠাল, জামরুল, তাল, খেজুর, সুপারি। মেজমামা বলেছিলেন, 'জমা নিচ্ছ নাও, তবে মাছ আর আমাদের চোখে দেখতে হবে না, পাবলিকেই ফাঁক করে দেবে!'

বড়মামা বলেছিলেন, 'নিজের জন্যে তো অনেক দিন বাঁচা গেল, এবার না-হয় পরের জন্যে কিছু দিন বাঁচি।'

সাইকেল থেকে জিনিসপত্র নেমে এল। শতরঞ্জি, জলের ফ্লাস্ক, মাছের খাবার, আমাদের খাবার, এক জোড়া ছিপ, জল থেকে মাছ তোলার জাল, একটা রঙবেরঙের ছাতা, মোটা একটা লাঠি, একতাল দড়ি।

আমরা যে-জায়গায় বসব সেই জায়গায় লাঠি পুঁতে ছাতাটাকে বেশ করে দড়ি দিয়ে বাঁধা হল। একটু ছায়া চাই! চারপাশে রোদ খাঁ-খাঁ করছে। ভিজে-ভিজে ঘাসের ওপর ডোরাকাটা শতরঞ্জি পড়ল। চারে মাছ না এলেও চোখে ঘুম এসে যাবে। কাল তাই হয়েছিল, একপাশে মামা, আর একপাশে ভাগনে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। তেঠেঙার ওপর ছিপও ঘুমোচ্ছে। স্থির ফাতনার ওপর

www.BanglaBook.org

ফড়িং ঝিমোচ্ছে। মাছেদেরও সেই এক অবস্থা, তাড়ি-চটকানো চার খেয়ে বেহুঁশ শুয়ে রইল দিঘির তলার পাঁকের বিছানায়।

বড়মামা বললেন, 'নে, চার কর। আমি একটু চা খেয়ে নি। প্রকৃতি যেন হাসছে রে, প্রকৃতি যেন খিলখিল করে হাসছে। কাল থেকে একটা তাকিয়া আনতে হবে।'

'সাইকেলে কি আর তাকিয়া আনা যাবে।'

'খুব যাবে। চীনদেশে সাইকেলে সংসার বয়ে বেড়ায়। সাহস চাই, কায়দা জানা চাই।'

কৌটো খুলে জলে চার ফেলতে লাগলুম। একটা ব্যাঙের তেমন পছন্দ হল না। তিড়িক করে লাফ মেরে জলে গেল। ব্যাঙ ভাল সাঁতার জানে। মাঝ পুকুরে কে ঘাই মারল।

বড়মামা আনন্দে আটখানা হয়ে বললেন, 'আসছে, আজ আমাদের ওইটাই টার্গেট। ঘাই দেখে মনে হচ্ছে কেজি-দশেক হবে। মৃগেল। মাথাটা মেজকে দোব, কী বলিস? কুসীকে ন্যাজাটা। মেয়েরা ন্যাজা খেতে ভালবাসে।'

'আজ পর্যন্ত একটাও তো ধরতে পারলেন না বড়মামা।'

'দাঁড়া। মাছেদের লজ্জা ভাঙুক। মাছেরা একটু লাজুক হয়। তাছাড়া জানিস তো, মনে হিংসে থাকলে জীবজগৎ দূরে সরে যায়। মাছ ভাজা খাব, মাছভাজা খাব—এই লোভ নিয়ে বসলে, মাছ কেন, একটা ব্যাঙও তোমার চারে আসবে না।'

'তাহলে আজ আমরা আলু-ভাতে খাব, আলু-ভাতে খাব—এই ভাব নিয়ে বসি।'

'কোনো রকম খাবার চিন্তা মাথায় আনবি না। মনে কর আমরা উপবাসী ব্রাহ্মণ কিংবা রোজা-করা মুসলমান।'

বড়মামা খুব কায়দা করে মাথার ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে ছিপ ফেলতে গেলেন। আমডালে বঁড়শি আটকে ছিপ হাতছাড়া হয়ে গেল। হাত-দুয়েক ওপরে ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো ছিপ দুলছে। হুইলটা তো কম ভারী নয়!

আমাদের হাইজাম্পের মহড়া চলছে। নিতাই, গৌর, রাধেশ্যাম, দু'হাত তুলে মারো লাফ। আমপাতা, আমডাল, সবসুদ্ধ নিয়ে ছিপ আবার ফিরে এল মালিকের হাতে।

www.BanglaBook.org

বড়মামা বললেন, 'বড় শুভ লক্ষণ। আম্রপল্লব শিকার করে উদ্বোধন। এবার যখন ছিপ ফেলব, তুই তখন মাথার দিকটা একটু সামলে দিস তো। আকাশের ওপর আমাদের কোনও অধিকার নেই।'

'তাহলে আপনি একটু বাঁ পাশে সরে আসুন। মাথার ওপর একগাদা ডালপালা ঝুলছে। আবার আটকে যাবে।'

বড়মামা সরে আসতে আসতে বললেন, 'গাছের স্বাধীনতা আকাশে।'

ঘুরিয়ে ছিপ ফেললেন। এবার বেশ ফেলেছেন। সুতোয় টান মেরে ফাতনাটা সোজা করে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা ফড়িং এসে বসে পড়ল।

বড়মামা আয়েস করে বসে পড়লেন, 'নে আয়, এবার স্যান্ডউইচ খাওয়া যাক।'

'এর মধ্যে খেয়োখেয়ি শুরু করবেন? সারাটা দিন পড়ে আছে।'

'থাক না, এটা তো টেস্ট কেস। কুসী কেমন করেছে দেখতে হবে না! চোখের দেখা নয়, চেখে দেখা বুঝলি, আমি ভাবছি।'

'কী ভাবছেন বড়মামা?'

'এই মাছধরা আর রুগী-দেখাটা একসঙ্গে চালালে কেমন হয়, রথ দেখা আর কলা বেচার মতো।'

'তাহলে এই দিঘিটাকে তো চেম্বারের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যেতে হয়।'

'ধ্যার বোকা। চেম্বারটাকে এখানে তুলে আনব। ঘর বানাব না, একটা সাদা তাঁবু খাটাব। কিছু রোজগারও তো চাই। এই দ্যাখ না, কখন মাছ ঠোকরাবে কেউ জানে না। তুই চোখ রাখলি ফাতনার দিকে, আমি দেখতে লাগলুম রুগী।'

'আমি আবার অঙ্কও কষতে পারি।'

'ওঃ, তাহলে তো তুই মেঘনাদ বধ হয়ে যাবি রে।'

'আজ্ঞে মেঘনাদ সাহা।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা আমার প্রায়ই গুলিয়ে যায়। নে, স্যান্ডউইচ নে, তাড়াতাড়িতে বেশ ভালই বানিয়েছে। আজকে ওই বড় মাছটা

www.BanglaBook.org

পাবই। ওটা পেলে, কাল মাছের পুর দিয়ে কচুরি করিয়ে আনব। মাছ ধরার কম ধকল! রোগা না হয়ে যাস।'

বড়রা প্রায়ই বলেন, দুঃখের রাত শেষ হতে চায় না এ দেখছি মাছধরার দুপুরও সহজে সন্ধ্যে হতে চায় না। বড়মামা মাঝে মাঝে বঁড়শি তুলে বলছেন, যাঃ টোপ খেয়ে গেছে। নে কৌটোটা খোল। টোপ দে। এবার একটু কেঁচো দে। এবার একটু বোলতার ডিম ছাড়। মাছেদেরও মুখ আছে। মাঝে মাঝে মুখ পালটে দিতে হয়।

গরমের দুপুরে ঝিম ধরেছে। জল থেকে একটা গরম-ঠাণ্ডা তাপ উঠছে। মাঝে-মাঝে পানকৌড়ি ছোঁ মেরে জলের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। ওপারে গোটাকতক হাঁস প্যাঁকোর-প্যাঁকোর করছে। শরীর ভারী হয়ে আসছে। ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল।

হুইলের ভীষণ শব্দে তন্দ্রা ছুটে গেল। ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসলুম। বিরাট মাছ পড়েছে। যাক, এতদিনে বড়মামার হাতযশ দেখা গেল। মেজমামা এবার কাত। উত্তেজনায় বড়মামার চোখ বড়-বড়। মাছ যেভাবে সুতো টানছে, হুইল শেষ হয়ে এল বলে।

পুকুরের দিকে তাকালুম। এ কী, জল স্থির। মাছ তো জলেই খেলবে! বড়মামার ছিপ কোথায়। ছিপ এরিয়েলের মতো শূন্যে খাড়া। পিঠের দিকে বেঁকে আছে ধনুকের মতো। মাছ কি তাহলে জল ছেড়ে ডাঙায় উঠে ছুটছে। কী মাছ রে বাবা।

মাঠের দিকে তাকিয়ে চক্ষু স্থির।

'ও বড়মামা, আপনি কী ধরেছেন?'

'কেন, মাছ।'

'মাছ তো আপনার পেছন দিকে মাঠ ভেঙে ছুটছে।'

'সে কী রে? মেঠো মাছ নাকি?'

'আজ্ঞে না, একটা দামড়া গোরু।'

আর ঠিক সেই মুহূর্তে এক টানে ছিপটা হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল। গোরু ছুটছে, ছিপ ছুটছে, আমরা ছুটছি।

সন্ধ্যে হয়-হয়, আমরা বাড়ি ফিরে এলুম। দেখার মতো চেহারা হয়েছে আমাদের। লোকে মাছ ধরে বাড়ি ফেরে, আমরা ফিরলুম

www.BanglaBook.org

গোরু ধরে। গোরু আমাদের সঙ্গেই এসেছে। গোরুর মালিকও আছেন। ব'ড়শি কেটে গেছে। অস্ত্রোপচার করে বের করতে হবে।

মেজমামা বললেন, 'কী কায়দায় এমন করলে।

বড়মামা বললেন, 'ফাতনটা নড়তেই মেরেছি টান। গোরুটা মনে হয় পেছনে চরে বেড়াচ্ছিল। ব'ড়শি গি'থে গেল পিঠে। গোমুখ্যু মেরেছে ছুট। যত ছোটে, ব'ড়শি তত পিঠে ঢোকে। বিশে, বিশে।'

বড়মামার হাঁকডাক শুরু হয়ে গেল।

গোরু ধরে বড়মামার আবার সুমতি ফিরে এল। রুগীরা হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছেন। সকলেই বলাবলি করছেন, এ আমাদের সেই পুরনো মুকুজ্যে-ডাক্তার, যাকে যমেও ভয় পায়।

যমে ভয় পেলে কী হয়, বড় দুঃখু, মানুষে ভয় পায় না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রুকু বোধ হয় ঘুমিয়েই পড়েছে। সুকু বিছানার মাথার কাছে টেবিলের আলো রেখে শুয়ে শুয়ে বই পড়ছে। বইটার নাম টমসায়েব, লেখক, মার্কটোয়েন। পড়ছে বটে কিন্তু তেমন মন বসছে না। মনটা সন্ধ্যে থেকেই খুব খারাপ। ভাবলে ফেয়ারি টেলস পড়ি। যদি ভাল লাগে।

সুকু কোনো দিন অনুমতি না নিয়ে বাবার জিনিসে হাত দেয় না। কী যে দুর্মতি হল আজ। বাবার টেবিলের ড্রয়ার খুলেই দেখল ঝকঝকে সুন্দর নতুন একটা কলম। কলমটা হাতে নিয়ে বারকতক ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখল। ছোট্ট ছোট্ট খুদি অক্ষরে সোনালি কাপের গায়ে গোল করে লেখা পার্কার। কলমটা খুলে বাবার ডাক্তারি প্যাডে খাঁসর খ্যাঁসর করে গোটাকতক আঁচড় কেটে ভেবেছিল লেখাটা সামলাতে পারবে। রেখে দিয়েছিল যথাস্থানে। ড্রয়ার বন্ধ করে চলেও যাচ্ছিল। দরজার কাছাকাছি গিয়ে মন বললে—কলমটা নিয়ে আজ স্কুলে যা সুকু। টেরিফিক হবে। সবাই ট্যারা হয়ে যাবে। কী আছে। বাবা হসপিট্যাল থেকে ফিরে আসার অনেক আগেই তুমি ফিরে আসবে। যেখানকার কলম সেখানেই রেখে দেবে। কেউ জানতেও পারবে না, কেউ ধরতেও পারবে না।

সুকু চুপি-চুপি কলমটা নিয়ে স্কুলে গিয়েছিল। স্কুলে সুকুর খুব সুনাম। ফাদার হপকিনস নাম রেখেছেন, নটি গুড বয়। ক্লাস চলেছে। সুকুর দুরন্তপনাও চলছে। শুধু কলম নয়, আর একটা জিনিসও সুকু পকেটে করে সযত্নে নিয়ে গিয়েছিল। কৌটোর ভেতরে একটা গুবরে পোকা। সুকুর ভয়ডর নেই। নিজের

www.BanglaBook.org

শোবার ঘরে একটা কাচের জারে বেশ কিছুদিন একটা ইঞ্চি ছয়েক মাপের তেঁতুলে বিছে ধরে রেখেছিল। লাল টকটকে। দেখলেই ভয় করে। কী করে, কী কায়দায় ধরেছিল সুকুই জানে। কেন ধরেছিল সুকুই বলতে পারে। রুকু ভয়ে ঘরে ঢুকতে পারে না। মা জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'ও আপদটাকে জোটালি কোথা থেকে?'

সুকু বলেছিল, 'বাগান থেকে। তোমরা তো বাগানে কেবল ফুল আর গাছই দেখো। আরও কত কী আছে জানো? এটা তার একটা।'

'আমার জেনে কাজ নেই। টেবিলে রেখেছিস কী জন্যে? যদি বেরিয়ে আসে।'

'জুলজি হচ্ছে মা। এরপর দেখবে সাপ, ব্যাঙ, কাঁকড়া-বিছে, কেন্নো, ঘুরে ঘুরে সব ধরে আনব। কাচের জারে পাশাপাশি সাজানো থাকবে। তোমাদের ধারণা ওরা শুধু শুধু কামড়াবার জন্যেই জন্মায়। না ভুল ধারণা। ওরাও পোষ মানে।'

রুকু মাকে বলেছিল, 'মা আমার শোবার ঘরটা আলাদা করে দাও। চিড়িয়াখানায় শোবার সাহস আমার নেই।'

ঘর আলাদা করতে হল না। বিছে কী খেয়ে বেঁচে থাকে জানা না থাকায় সুকু সেটাকে আবার বাগানে ছেড়ে দিয়ে এল। রুকু বলল 'ভগবান বাঁচিয়েছেন।'

সুকু বলেছিল, 'ভগবান বেশি দিন তোমাকে বাঁচাতে পারবেন না দাদা। না খেয়ে মরে যাবে, তাই ছেড়ে দিয়েছি। ফাদার ডাইসন বিছের খাদ্যতালিকা তৈয়ারি করছেন। সেটা হাতে এলেই এ ঘরে আমি বিছেদের প্যারাডাইস বানাব। অ্যাকোয়ারিয়ামের মতো বিছেরিয়াম। এই এতবড় একটা কাচের বাক্স। তলায় পুরু বালি বিছোনো। তার ওপর তেঁতুলে বিছে, সরস্বতী বিছে, কাঁকড়া বিছে, থাউজ্যান্ড অ্যান্ড ওয়ান টাইপ অব বিছে। বিছেদের চেহারা দেখেছ, ভয়ঙ্কর সুন্দর! দেখলে যেমন ভয় করে ভালবাসতেও ইচ্ছে করে।'

রুকু জানে সুকুটা যা বলে তাই করে। ভয়ে দুবার ঢোঁক গিলে আর কথা বেশি বাড়তে দেয়নি। খেয়াল কাটলে ভাল, না কাটলে মাথার কাছে বিছেরিয়াম নিয়ে আতঙ্কে জেগে রাত কাটাতে হবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাবাকে বললে, হাত ধরে বলবেন, 'বি ব্রেভ মাই বয়।' সুকুর পিঠে দুবার চাপড় মেরে বলবেন, 'বি কেয়ারফুল ইউ ডাকু। দে আর ডেঞ্জারাস।'

রুকু গুবরে পোকাটা বাগানের একটা বড় গাছের ফোকর থেকে সংগ্রহ করেছিল অতি কষ্টে। স্কুলে নিয়ে গিয়েছিল, ক্লাসে কারুর গায়ে ছেড়ে দিয়ে কোনোরকম অসভ্যতা করার জন্য নয়। বাড়িতে রেখে গেলে পাছে মা কোথাও পাচার করে দেন সেই ভয়ে।
পোকাটা যাতে বেশ স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে এই রকমেরই একটা কৌটো সে সংগ্রহ করেছিল বাবার ওষুধের আলমারি থেকে। ভিটামিন বিস্কুটের চ্যাপ্টা রঙচঙে কৌটো। ক্লাসে কৌটোটা সে বইয়ের ব্যাগ থেকে বের করে বেঞ্চের উপর রেখেছিল। রেখে মন দিয়ে পড়া শুনছিল। মাঝে মাঝে অবশ্য একটু অন্যমনস্ক হচ্ছিল। না হয়ে উপায় ছিল না। অতবড় শক্তিশালী একটা গুবরে পোকা। শরীরের আকারের তুলনায় আধারটা তেমন বড় নয়। তার ওপর ছিল বাগানে, এখন বন্দী। বন্দী হয়ে থাকতে কার ভাল লাগে! সকলেই মুক্তি খোঁজে। কৌটোর ঢাকনাটা মাঝে মাঝে ওপর দিকে অল্প অল্প লাফিয়ে উঠছে। সুকু হাত দিয়ে চেপে চেপে দিচ্ছে।

পাশেই বসে ছিল মেরি আলভা। ব্যাপারটা সে লক্ষ্য করেছিল। কৌতূহল চাপতে না পেরে সে একসময় ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'মাস্ট বি ভেরি স্ট্রং অ্যান্ড লিভিং ভিটামিন বিসকিটস।'

সুকু ফিসফিস করে বললে, 'ইয়েস, স্পেশ্যালি প্রিপেয়ার্ড ফর মি।'

ফাদার হপকিনস ডায়াস থেকে মৃদু একটু ধমক দিলেন, 'বি অ্যাটেনটিভ মাই বয়েজ। আই রেসপেক্ট ইউ অল অ্যান্ড বি রেসপেক্টবল।' ফিসফিস বন্ধ হয়ে গেল।

সুকু খাতায় নোট নিচ্ছিল বাবার পার্কার কলম দিয়ে। হাতের লেখাটা যেন কলমের গুণে ভীষণ খুলছে! কলমটাকে মোটেই টানতে হচ্ছে না, কলমই হাত টেনে নিয়ে চলেছে।

আলভা আড়চোখে কলমটাও দেখে নিয়েছে। ফাদার ব্ল্যাক-

www.BanglaBook.org

বোর্ডের দিকে পিছন ফিরতেই আলভার মাথাটা সুকুর দিকে কাত হল. 'অ্যা নিউ পেন !'

'ইয়েস, পার্কার ফিফটি ওয়ান।'

'মাই গড। ভেরি ভেরি কস্টলি।'

ফাদার ক্লাসের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'ইয়েস, দিস ইজ ইওর আর্থ, এই হল তোমাদের পৃথিবী, অ্যান্ড দেয়ার ইজ ইওর মুন। এইবার তোমরা বলো পৃথিবী থেকে চাঁদে একটা রকেট পাঠাতে হলে তার স্পীড—'

ফাদার তাঁর প্রশ্ন শেষ করার সময় পেলেন না। সুকুর বেনাচি থেকে রকেটের বেগে গুবরে পোকাটা সোজা উড়ে গেল ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে। যাবার সময় ফাদার হপকিনসের কানের পাশ দিয়ে একটা পথ করে নিল। ফাদার ঠিক প্রস্তুত ছিলেন না। ভয় পাননি, তবে চমকে উঠে কানের পাশে একটা চাপড় মারতেই গোল্ড ফ্রেমের শৌখিন চশমাটা নাক থেকে সামনের টেবিলের ওপর ছিটকে পড়ল। গুবরে পোকাটাও বোর্ডে মোক্ষম একটা টু মেরে তার যা স্বভাব, চিত হয়ে উল্টে রইল প্ল্যাটফর্মে। ভোঁ-ভোঁ শব্দ।

ফাদার চশমাটা তুলে নিয়ে চোখের সামনে নেড়েচেড়ে চোখে দিয়ে বললেন, 'ফরচুনেটলি সেভড। তোমাদের পাঠানো রকেট টার্গেট মিস করেছে। বাট হোয়াট ইজ দি মিসাইল লেট মি সী।'

ফাদার হেঁট হয়ে বস্তুটিকে দেখলেন। 'ও মাই গড। অ্যান ইন্টারেস্টিং ইনসেক্ট। আমার মনে হয়, ও ফাদার ডাইসনের ক্লাস ভেবে ভুল করে ঢুকে পড়েছিল।' ফাদার পা দিয়ে পোকাটাকে সোজা করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

সুকু রেগে গেছে। আলভার কাজ। সুকু যখন চাঁদে যাবার রকেটের স্পীড ঠিক করছিল, ঠিক সেই সময় আলভা নিশ্চয়ই কৌটোর ঢাকনাটা খুলেছিল। মেয়েলি কৌতূহল। ফাদার ডায়াস থেকে রিলে করছেন, 'চিত হয়েই হাত-পা ছুঁড়ছে, তোমরা ফাদার ডাইসনকে বলবে, আই হ্যাভ অবজার্ভড ইটস নেচার, দিস কাইন্ড অব ফিউরিয়াস ইনসেক্ট নিজের পায়ে দাঁড়াতে ভীষণ অপছন্দ করে। একটু আয়েসি আছে। এ লিটল বিট অব লেথার্জিক। শুয়ে শুয়ে চলাফেরা করতেই ভালবাসে।'

www.BanglaBook.org

হঠাৎ পোকাটা ভোঁ করে টেবিলের পাশ দিয়ে ক্লাসের দিকে উড়ে এল। মনে হয়, ফাদারের অনেকক্ষণের চেষ্টায় হঠাৎ সোজা হয়ে গিয়েছিল। ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের ভয়ই বেশি। সবাই হাঁউ-মাঁউ করে এমন একটা কাণ্ড করল, বেনচ, ডেস্ক উলটে পালটে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড। ফাদার বলছেন, 'ইয়েস টেল ফাদার ডাইসন, ইট হ্যাজ অলদি কোয়ালিটিজ অব এ জেট প্লেন, জেট প্লেনের মতো উড়তে পারে।'

আলভা ভয়ে সুকুকে জড়িয়ে ধরেছিল। সুকু রেগে গেছে, 'ইট ইজ ইউ। তোমার জন্যে, তোমার জন্যে আমার ওই মহামূল্য সংগ্রহ জানালা গলে বেরিয়ে গেল। আই ডোণ্ট নো। তুমি আমার পোকা ফিরিয়ে এনে দাও। আই ডোণ্ট নো।'

শেষের 'আই ডোণ্ট নো'-টা সুকু এত জোরে বলেছে ফাদার শুনে ফেলেছেন। সুকু রাগের চোটে আলভার মাথার চুল ধরেও টেনেছে। আলভা দু-হাতে সুকুকে ধরে আছে জাপটে, অথচ অভিমানে চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। কান্না জড়ানো গলায় বলছে, 'হাও ক্যান আই গিভ ইউ ব্যাক অ্যান আগলি ইনসেক্ট? তুমি তার বদলে আমার ব্যাগ থেকে অন্য যা খুশি নিয়ে নাও।'

ফাদার ডায়াস থেকে বললেন, 'হ্যালো বয়েজ অ্যাণ্ড গার্লস, অল ক্লিয়ার। আর এয়ার রেডের চানস নেই। সুকু, তুমি অত উত্তেজিত কেন? আলভা, তোমার অত দুঃখ কেন?'

সুকু উঠে দাঁড়িয়েছে, 'ফাদার, আমি বাইরে যেতে চাই। প্লিজ অ্যালাও মি। ওই পোকাটা আমার।'

'পোকা! ডোণ্ট সে পোকা। বলো বম্বার। ওটা তোমার পোকা! হাউ ফানি!'

'ইয়েস ফাদার, সকালে অনেক চেষ্টা করে বাগান থেকে ধরে কৌটোয় ভরেছিলুম, এই আলভা ওকে ছেড়ে দিয়েছে।'

'আলভা, তুমি প্রিজনারকে মুক্তি দিয়েছ কেন?'

আলভা উঠে দাঁড়িয়েছে, চোখে জল। ফাদার জিজ্ঞেস করলেন, 'হোয়াই? ইউ আর ক্রাইং, মাই ল্যাস!'

'ফাদার, ওকে আমি কত ভালবাসি! তবু ও আমার চুল ধরে টেনেছে।'

www.BanglaBook.org

'আগে টেনেছে না পরে টেনেছে ?'

'পরে, এই মাত্র।'

'তুমি কি ভাবে এটা সম্ভব করলে ?'

'ফাদার, ভিটামিন বিসকুটের টিনে পোকাটা ছিল। ঢাকনাটা মাঝে মাঝে লাফাচ্ছিল, সো আই অস্কেড, হোয়াট ওয়াজ দ্যাট সুকু ? হি সেড, পাওয়ারফুল ভিটামিন বিসকিটস। হোয়েন হি ওয়াজ বিজি উইথ ইউ, আমি আস্তে আস্তে ঢাকনাটা খুলতেই, ইট জাম্পট আউট অ্যান্ড হিট দি ব্ল্যাক বোর্ড।'

'হিট দি ব্ল্যাক বোর্ড।' আলভার গলা নকল করে সুকু ভেঙচি কাটল।

ফাদার সুকুকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন, সুকু, সুকু, তুমি অত্যন্ত কঠোর ভাষা ব্যবহার করছ। তোমার সহপাঠিনী ভীষণ ভয় পেয়েছে। তুমি ক্লাসের দিকে তাকিয়ে দেখো ; যেন ভূমিকম্প হয়ে গেছে। ওই দেখো, রঞ্জন এখনও ডেস্কের তলায় চাপা পড়ে আছে। লেট আস রেসকিউ হিম।'

ক্লাসটাকে সকলে মিলে মেরামত করতে করতেই পিরিয়ড শেষ হয়ে গেল।

সুকু যথাসময়ে বাড়ি ফিরে এল। ফিরে এল না দামী কলমটা। সারাদিনের উত্তেজনায় কলমের কথা সুকু ভুলেও গিয়েছিল। রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর সুকুর বাবা লেখার টেবিলে বসে আবিষ্কার করলেন, কলমটা নেই। প্রথমে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন। না তিনি জানেন না। বই পড়ছিলেন। উঠে এসে, টেবিলের ড্রয়ার, টেবিলের ওপর, জামার পকেট, ডাক্তারি ব্যাগ সব তন্ন তন্ন করে খুজলেন। কলম পাওয়া গেল না।

রুকু তুমি জান ?'

রুকু জানে না। সত্যিই সে জানে না। না বলে বাবার কোনো জিনিসে সে হাত দেয় না। সুকুকে ডাকা হল। সন্ধ্যে থেকেই সে ভয়ে ভয়ে ছিল। সুকু বলল, জীবনে সে ওইরকম কলম দেখেইনি। হাত দেওয়া তো দূরের কথা।

ডক্টর মুখার্জি হাসিহাসি মুখে বললেন, 'কলমটা বড় কথা নয়,

www.BanglaBook.org

বড় কথা, দুঃখের কথা হল তোমাদের দুজনের মধ্যে যে-কেউ একজন মিথ্যে কথা বলছ।'

সুকু সঙ্গে সঙ্গে বললে, 'তা হলে দাদা। ও সকালে মাকে বলছিল ওর কলমের নিবটা ভেঙে গেছে।'

রুকুর কলমের নিব সত্যিই ভেঙে গিয়েছিল।

রুকু প্রতিবাদ করল, 'আমার কলমের নিব ভেঙে যাওয়ার মানেই কি বাবার কলম নেওয়া, নিয়ে অস্বীকার করা! অপূর্ব তোর যুক্তি সুকু!'

'ঠিক আছে রুকু, তুমি যদি নিয়েই থাকো, প্লীজ সত্যি কথা বলো। আমি কলম চাই না, আমি সত্য কথা চাই'

'তুমি জানো বাবা, আমি মিথ্যে কথা বলি না। সেবার তোমার দামী অ্যাসট্রেটা ভেঙে ফেলেছিলুম, কই আমি তো অস্বীকার করিনি।'

'দ্যাটস ট্রু।'

সুকু বললে, 'সেটা সকলের চোখের সামনে হয়েছিল, অস্বীকার করার উপায় ছিল না!'

রুকু বললে, 'তা হলে আর একটা ঘটনার কথা বলি, বাবার বিলিতি গ্যাসলাইটারটা আমি একবার খারাপ করে ফেলেছিলুম। কেউ দেখেনি। আমি চেপে যেতেও পারতুম। চাপিনি। বাবা আসতেই আমি সঙ্গে সঙ্গে বলে দিয়েছিলুম।'

ডঃ মুখার্জি বললেন, 'ইয়েস দ্যাটস ট্রু। তাহলে আজকের ঘটনায় কে মিথ্যে কথা বলছ? কে দুর্বল হয়ে পড়েছ? কার মর্যাল সিঙ্ক করেছে? সত্য নিয়ে বুক ফুলিয়ে আমার সামনে দাঁড়াতে ভয় পাচ্ছ?'

রুকু সহজেই বলতে পারত সুকু। কিন্তু বলল না। কারুর ঘাড়ে সে দোষ চাপাতে চায় না। যদিও সুকুর ব্যবহারে সে দুঃখ পেয়েছে।

শোবার ঘরে সুকু কয়েকবার দাদার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছে। রুকু একটাও জবাব দেয়নি। শুধু একটা কথাই বলেছে, 'আমার সঙ্গে তুই কোনোদিন কথা বলবি না। আমি তোকে ডিসলাইক করি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সেই থেকে সুকু বারবার একটা স্তবকই পড়ছে। কিছুতেই মন বসাতে পারছে না। লাইনের পর লাইন চোখের সামনে অর্থহীন কালো কালো শব্দ।

Far over the misty mountains grim
To dungeons deep and caverns dim
We must away, ere break of day
To win our harps and gold from him.

সুকুর মনে হল সে নিজেই গল্পের বামনদের মতো ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে! মনে কোন সুখ নেই।

বাগানের দিকের খোলা জানালা দিয়ে ফুরফুর করে পশ্চিমের হাওয়া আসছে! পাতার শব্দ। দূরে পালামৌ হিলসের ঘাসবনে কারা আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। ঢেউ খেলানো আলোর রেখা আকাশের গায়ে। চার্চের চুড়ো, তার মাথার উপর উজ্জ্বল একটা তারা।

জানালার বাইরে থেকে কে যেন মিষ্টি ভারী গলায় ডাকলেন, 'রুকু, সুকু মাই সান্‌স।'

সুকু চমকে উঠেছিল। জানালায় একটি মুখ। বুকের ওপর সাদা দাড়ি হাওয়ায় উড়ছে। ফাদার ডাইসন। সুকু ধড়মড় করে বসল, 'ফাদার আপনি?'

'ইয়েস মাই সান। তুমি কী পড়ছিলে?'

'অ্যান আনএক্‌সপেকটেড পার্টি।'

'ওঃ হো। রুকু ঘুম।'

সুকু ফোঁস ফোঁস করে কেঁদে ফেলল।

'হোয়াট ইজ দিস! তুমি কাঁদছ কেন?'

'ফাদার। আমি মিথ্যেবাদী। আই অ্যাম এ লায়ার।'

'নো নো মাই সান। চিলড্রেন সম গড কাণ্ট বি লায়ারস।'

সুকু কান্না জড়ানো গলায় বলল, 'হ্যাঁ ফাদার, আমি মিথ্যেবাদী! আমি মিথ্যে কথা বলেছি।'

ফাদার জানালার বাইরে থেকে সুকুর মাথায় একটা হাত রাখলেন, 'গডস ব্লেসিংস।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সুকু ফাদারের হাত স্পর্শ করে বলল, 'ফাদার, আমি খারাপ হয়ে গেছি। আমার মর‍্যাল ভেঙে গেছে, দুর্বল হয়ে গেছে।'

'ইউ টেল মি দি হোল ফ্যাক্ট। আমি সবটা শুনতে চাই। আমি পোকামাকড় ধরতে বেরিয়েছিলুম, ভাবলুম, তোমাদের দুজনকে জানালা দিয়ে গুডনাইট করে যাই, বলে যাই হ্যাপি ড্রীমস। বাট ইউ আর সো আনহ্যাপি।'

সুকু কাঁদো-কাঁদো গলায় সারাদিনের ঘটনা ফাদারকে বলে গেল। বাবার পেন হারানো, অস্বীকার করা।

ফাদার বললেন, 'তোমার পেন নিশ্চয়ই ক্লাসরুমে পড়ে আছে, কোনো ডেস্কের তলায়।'

'ফাদার! আলভা নেয়নি তো!'

'ও, নো নো। তা হতেই পারে না। শি ইজ এ গুড গার্ল। তোমাকে একটা কথা বলি, অপরকে সন্দেহ করার আগে নিজেকে সন্দেহ করবে। লুক অ্যাট দোজ হিলস, ট্রিজ, ভাস্ট স্কাই, পৃথিবী যত বড় তার চেয়েও অনেক অনেক বড় করবে তোমার মনকে। ক্ষুদ্র মন আমাদের সব অসুখ, সব যন্ত্রণার জন্যে দায়ী। আই উইল সী। কাল সকালেই তোমার বাবার কলম বেরোবে কোনও ডেস্কের তলা থেকে।'

সুকু পাহাড়ের দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে এল ফাদারের মুখের ওপর। সোনালী ফ্রেমের চশমায় আলো পড়ে চকচক করছে সাদা ধবধবে মুখে। সাদা পোশাক।

ফাদার বললেন, রুকুকে ডাকো। ওর ঘুম এখনও তেমন গভীর হয়নি। রুকু রুকু।'

রুকু ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল। প্রথমে বুঝতে পারেনি। ভেবেছিল ভোর হয়েছে। ঘরে টেব্‌ল ল্যাম্পের মৃদু আলো, বাইরে কালো আকাশ, জানালায় সাদা মূর্তি।

'কাম হিয়ার রুকু। তোমার ভাইয়ের খুব দুঃখ হয়েছে। তুমি ভাব করে নাও।'

'বাট ফাদার, ও মিথ্যেবাদী।'

'নো, নো, রুকু ও সেই সময়টায় দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এখন ওর আমিটা সবল হয়েছে। নাও হি উইল কনফেস হিজ গিল্ট।

www.BanglaBook.org

সুকু, তুমি এখনই তোমার বাবার কাছে গিয়ে সত্য কথা বলে ক্ষমা চাইবে। আমি এখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমি তোমাদের সুখী দেখে তবেই ওই দূর জঙ্গলে যাব। আমার নকটারন্যাল ভিজিটে।'

রুকু বললে 'হোয়াই ডোণ্ট ইউ কাম ইন ফাদার ফর এ হোয়াইল।'

'পাগল ছেলে, দি হাউস ইজ নট প্রিপেয়ারড ফর এ ভিজিটার অ্যাট দিস টাইম অব দি নাইট। গো মাই বয়েজ।'

বাবার ঘরে আলো জ্বলছে। বাতাসে জানালার পর্দা উড়ছে। খুব মৃদু সুরে বাবা বেহালা বাজাচ্ছেন। বড় করুণ সুর। সুকুর চোখে আবার জল এসে গেল। রুকু সুকুর পিঠে হাত রেখে বললে, 'কাঁদছিস কেন পাগল ছেলে!'

সুকু ধীরে ধীরে দরজায় কয়েকবার টোকা মারল। বেহালা থেমে গেল। দরজা ভেজানো ছিল, হাত দিয়ে ঠেলতেই খুলে গেল, 'বাবা, আমি সুকু।'

'বাবা, আমি রুকু।'

'আরে এসো এসো, টু গ্রেট ফাইটার্স। তোমরা এখনও ঘুমোওনি।'

সুকু সোজা বাবার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল, 'বাবা, আমি তোমার কলমটা নিয়েছিলুম।'

সুকু কথা শেষ করতে পারল না, বুক ঠেলে কান্না আসছে।

'আমি জানতুম, আমি জানতুম, মাই সানস আর গ্রেট। দে আর নট ক্রিপলড।'

সুকুর মাথাটা বিশাল বুকে চেপে ধরলেন।

'কলমটা কিন্তু হারিয়ে ফেলেছি বাবা।'

ওরা লক্ষ করেনি। ফাদার ডাইসন পায়ে পায়ে এ ঘরের জানালার বাইরে চলে এসেছেন। ফাদার বললেন, 'কাণ্ট সে, হারিয়ে গেছে। আমার ধারণা ক্লাসরুমেই পড়ে আছে।'

'ফাদার।' ডক্টর মুখার্জী উঠে দাঁড়ালেন।

'ডক্টর, আই কাণ্ট মিস সাচ এ পিস অব সুইট ড্রামা।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রুকু, সুকু ও তাদের বাবার অনুরোধে ফাদার ডাইসনকে ভেতরে আসতে হল। শুধু আসা নয়, বসতে হল। কফি এসে গেল। ফাদার বললেন, 'লেট আস সেলিব্রেট দিস ভিকট্রি ওভার মিউজিক। সুকুকে, রুকুকে কে হারাবে! লেখাপড়ায়, চরিত্রে ওরা হবে গ্রেট, ভেরি ভেরি গ্রেট। ছোটখাট পরাজয় সব যুদ্ধেই হয়। কী বল মাই সানস।' ফাদার হাসতে থাকলেন। ফাদার হাতে তুলে নিলেন বেহালা। হঠাৎ গান গেয়ে উঠলেন, সুরে সুর মিলিয়ে,

The sun was shining on the sea
Shining with all his might.

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দাদুর বাগান

'পৃথিবী ঈশ্বরের সৃষ্টি আর উদ্যান হল মানবের সৃষ্টি।'

'কোন্ নেতা আবার এই জ্ঞানটি দিলেন?'

'দাদুর মুখ খবরের কাগজের আড়ালে। পায়ের ওপর পা। এক পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি। মৃদু-মৃদু নাচছে।' উলটো দিকের সোফায় বসে আছেন মেজদাদু। থাকেন দেরাদুনে। অনেকদিন পরে কাল এসেছেন। ইচ্ছে, রিটায়ার করার সময় হয়েছে, দেরাদুনের-পাট তুলে দিয়ে কলকাতায় চলে আসবেন। মেজদাদুর স্বভাবই হল মানুষকে উশকে দিয়ে মজা করা। মা দু'জনের সামনে দু'কাপ চা রেখে গেছেন। মেজদাদু দু'চার চুমুক চা চালিয়েছেন। বড়দাদু কাগজ থেকে মুখ তোলার অবসর পাচ্ছেন না। মাথা ডান থেকে বাঁ, বাঁ থেকে ডানে টানা পাখার মতো ঘুরেই চলেছে।

বড়দাদু কাগজের আড়াল থেকে বললেন, 'এ সব কথা নেতাদের বলার ক্ষমতা নেই। তাঁরা বলবেন, চলছে চলবে। এ হল আমার কথা।'

'হঠাৎ তোমার এই রকম একটা জ্ঞানোদয় হল কেন?'

'পৃথিবী একটা পাঠশালা। চোখ-কান খোলা রাখলে প্রতি মুহূর্তে মানুষ কিছু-না কিছু শিখতে পারে। আর তোর মতো চোখ বুজে থাকলে পৃথিবী ঘুরেই যাবে, তুমি যে তিমিরে সেই তিমিরেই পড়ে থাকবে।'

'তুমি বোধহয় আমার প্রশ্নটা বুঝতে পারলে না দাদা! কাগজ পড়তে-পড়তে, পৃথিবী, ঈশ্বর, উদ্যান তিনটে একসঙ্গে এসে গেল কী ভাবে? দ্যাখো, কৌতূহল না থাকলে মানুষের জ্ঞানলাভ হয়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

না। শিশুদের কৌতূহল বেশি বলে তারা ঝটপট অনেক কিছু শিখে নিতে পারে।'

'তুমি যদি নিজেকে শিশু মনে করে থাকো, তা হলে আমার অবশ্য কিছুই বলার থাকে না।'

'আমি শিশু কিনা নিজেই দ্যাখো। এই দ্যাখো, আমার একটাও দাঁত নেই।'

মেজদাদুর দু'পাটি বাঁধানো দাঁত শোবার ঘরে এক গেলাস জলে এখনও ভিজছে।

বড়দাদু বললেন, 'কাগজে আজ একটা বিজ্ঞাপন রয়েছে, কলকাতার উপকণ্ঠে বাগানসহ বাড়ি বিক্রয়। তুই তো বলছিস দেরাদুনের পাট তুলে দিবি। এই বাগানবাড়িটা কিনে নিলে কেমন হয়?'

'উঃ, ফাটাফাটি হয়ে যায়। ইউ আর গ্রেট দাদা। অ্যালফ্রেড দি গ্রেটের মতো, তুমি আমার দাদা দি গ্রেট। কাগজটা একবার দাও না।'

'উত্তেজিত হোসনি। সাফল্যের মূলে থাকে ধৈর্য।'

মেজদাদু সোফায় এলিয়ে পড়ে চায়ে চুমুক দিতে-দিতে বললেন, 'তোমার চা তো জুড়িয়ে জল হয়ে গেল।'

'থাক। চা আমি ঠাণ্ডা করেই খাই। গরম চা খেলে গায়ের রঙ কালো হয়ে যায়।'

'আরে, আমি তো চিরকাল গরমই খাই। তুমি তো আগে বলোনি। তাই আমার গায়ের রঙটা কেমন যেন মাজা-মাজা হয়ে গেছে।'

'হ্যাঁ, এই নে তোর কাগজ।'

বড়দাদু কাগজটা মেঝেতে ফেলে দিলেন। মেজদাদু কাগজটা তুলে নিয়ে কপালে ঠেকালেন। কাগজও তো মা সরস্বতী। দেশবিদেশের কত খবর থাকে! আমাকে বললেন, 'চশমাটা শোবার ঘর থেকে নিয়ে এসো তো। আমার দুটো চশমা, যেটার মাথা কাটা সেটাকে বলে রীডিং গ্লাস, তুমি সেইটা আনবে।'

বড়দাদু বললেন, 'হাফ চশমাটা।'

শোবার ঘরের আলনায় গোটা কুড়ি বিভিন্ন ধরনের ছড়ি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঝুলছে। মুসৌরির পাহাড় থেকে মেজদাদু কিনে এনেছেন। বৃদ্ধদের উপহার দেবেন। বড়দাদুকে একটা দিতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, 'আমি এখনও বৃদ্ধ হইনি। এখনও আমি যুবক।'

চশমা চোখে দিয়ে মেজদাদু বিজ্ঞাপনটা জোরে জোরে পড়লেন।

'দাদা, একটা ফোন নম্বর রয়েছে। একবার ফোন করে দেখলে হয় না? শুভস্য শীঘ্রং, অশুভস্য কালহরণম্।'

'উঁহুঁ, ধৈর্য। চা শেষ করে আমি আবার একবার বিজ্ঞাপনটা পড়ব। দু'বার পড়ব, তিনবার পড়ব।'

'কেন? এটা কি তোমার পরীক্ষার পড়া? অতবার পড়ার মানে?'

'সে তুই বুঝবি নারে মানু! দিনকাল বড় খারাপ পড়েছে রে! ম্যাপ দেখে জায়গাটা চিনতে হবে।'

'কী যে বলো তুমি! সারা জীবন তিলকে তাল করে এলে। এ কি তোমার কুমেরু অভিযান না কি যে, ম্যাপ দেখে জায়গা চিনতে হবে! চব্বিশ পরগনার আবার ম্যাপ কিসের!'

'সে তুমি বুঝবে না ছোকরা! থাকো বিদেশে। যুগ কী রকম পালটেছে সে খবর রাখো?'

'খুব রাখি।'

'অশ্বডিম্ব রাখো। সারা জীবন তো জঙ্গলে ঘুরে কাটালে। বাঘ, ভাল্লুক, বন্দুক, পাইনগাছ, এই তো তোমার জগৎ।'

'কেন, কেন? সতীদাহ বন্ধ হয়ে গেছে, এ খবর আমি রাখি। জাতিভেদ প্রথা উঠে গেছে, এ খবরও রাখি। ধুতি পাঞ্জাবি পরা উঠে গেছে, সে-খবরও রাখি। দেশে দু'রকমের ইস্কুল আছে, ইংলিশ আর বেঙ্গলি মিডিয়াম।'

'ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে সে খবর রাখো?'

'তুমি কি আমাকে সত্যিই সদ্যোজাত শিশু ভাবলে? সাতচল্লিশ সালের পনেরই আগস্ট, এ রেড লেটার ডে।'

'স্বাধীনতার মানে জানো?'

'অফকোস, স্বাধীনতার মানে ফ্রীডম।'

'কিসের ফ্রীডম?'

www.BanglaBook.org

'কেন, শাসনের স্বাধীনতা, কথা বলার স্বাধীনতা, কাজ করার স্বাধীনতা।'

'অকাজ করার স্বাধীনতার কথা শুনেছ ?'

'না।'

'দুষ্কর্ম করার স্বাধীনতার কথা শুনেছ ?'

'সে আবার কী ?'

'ওই তো মানুচন্দ্র, আকাশ থেকে পড়লে মানিক! এ-দেশে যে-কেউ যা-খুশি করতে পারে! চারটে লোক চেপে ধরে তোমার মাথাটা কামিয়ে দিয়ে যেতে পারে।'

'যাঃ, তা কখনও হয় ?'

'হয় মানিক। ইট মেরে তোমার জানালার সব কাচ ভেঙে দিয়ে যেতে পারে। তোমার বাগানের সব গাছ উপড়ে নিয়ে যেতে পারে।'

'রাইফেল চালাব, ডালকুত্তা লেলিয়ে দোব।'

'খুনের দায়ে পড়বে। শেষ জীবনটা জেলে কাটবে। তোমার বাগানে বাস্তু-ঘুঘু চরবে।'

'সে কী ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। দিনকাল পালটে গেছে ভাই। সেই শান্তশিষ্ট বাঙালীর যুগ আর নেই। সব সময় কাড়ানাকাড়া, আর দামামা বাজছে মানুষের রক্তে। সাধে ভদ্রলোক বাড়ি আর বাগান বেচতে চাইছেন ?'

'তুমি যখন জানোই, তখন আমাকে শুধু-শুধু নাচিয়ে দিলে কেন ? আশার ছলনে ভুলি কী ফল লভিনু হায়।'

'হতাশ হয়ো না। আমাকে একটু তলিয়ে দেখতে দাও। ধ্যানে সব ধরা পড়বে।'

'সে আবার কী ?'

'সে তুমি বুঝবে না।'

'তার মানে তুমি ভূত নামাবে ?'

'ভূত ছাড়তেও পারি।'

'তার মানে, তোমার কিছু পোষা ভূত আছে ?'

'ধরো, সেই রকমই।'

'তার মানে, তুমি মহাদেব ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'পাঁচজনে তো সেই রকমই বলে।' বড়দাদু বললেন, 'ভুতো টেলিফোন ডাইরেক্টারিটা নিয়ে আয়।'

আমার এক এক দিন, এক এক নাম। কাল ছিল গজা, আজ হয়েছে ভুতো। কৃষ্ণের শতনামের মতো, আমার সহস্র নাম।

দাদু বলেন, 'তুই আমার নামাবলী। মাঝে মাঝে আসল নামটাই ভুল হয়ে যায়।' দাদু জিজ্ঞেস করেন, 'তোর আসল নামটা কী ছিল রে গবা?' আমাকে তখন মায়ের কাছে ছুটতে হয়। স্কুলে, মাঝেমধ্যে এই নাম ভুলে যাবার জন্যে পিটুনি খেতে হয়। সকাল থেকে যার নাম চলেছে অ্যাটলাস কি হটেনটট, সে বারোটার সময় অঙ্কের মাস্টারমশায়ের পিন্টু ডাকে সাড়া দিতে দু চার মিনিট দেরি করলে কিছু বলার আছে? হয়তো আছে, তা না হলে ডাস্টার-পেটা খেতে হবে কেন?

দাদু ফোনে অবনীকে ডাকলেন। 'শোনা হে অবনী।'

অবনীর ঘাড়ে একগাদা কাজ চাপল। গোয়েন্দাগিরি করতে হবে। যেমন, জায়গাটা কোন্ দলের এলাকা? আশেপাশে কী আছে? কলকারখানা আছে? বস্তি আছে? চায়ের দোকান আছে? ক্লাব আছে? রেলওয়ে কত দূর দিয়ে গেছে? পাকা, না কাঁচা? বড় রাস্তা কতদূরে। এলাকায় ছোট ছেলের সংখ্যা বেশি, না যুবকের সংখ্যা, না বৃদ্ধের? স্কুল কত দূরে!

দাদু এক-একটা ফিরিস্তি বের করছেন, আর মেজদাদু তারিফ করে উঠেছেন, 'বাহবা, বাহবা!'

পাক্কা আধঘণ্টা লাগল টেলিফোন শেষ করতে।

মেজদাদু বললেন, 'কবে নাগাদ তোমার খবর আসবে?'

'কালই এসে যাবে। অবনী কাজ ফেলে রাখার ছেলে নয়। তার নীতি হল, কাজ সেরে বসি, শত্তুর মেরে হাসি।'

দাদু বললেন, 'যাও টমেটম, ডাইরেক্টারিটা যথাস্থানে রেখে এসো, তোমার ফাদার আবার এখুনি চেঁচাতে শুরু করবে। বড় মেথডিক্যাল মানুষ। আর হবে না কেন? মেথডিক্যাল না হলে জীবনে অত উন্নতি হয়? এই যেমন আমার কাজের ধারা দ্যাখো! সব আটঘাট বেঁধে ধীরে-ধীরে এগোই। তোর মতো অমন হালুম

www.BanglaBook.org

করে লাফিয়ে পড়ি না। সব সময় মনে রাখতে হবে, আমরা বাঘ নই, মানুষ।'

'তোমার কি মনে হয়, হালুম করে লাফিয়ে পড়ে বলে বাঘের কোনও ক্ষতি হয়? বাঘ কত বড় প্রাণী জানো? তুমি সামনাসামনি বাঘ দেখেছ?'

'বাঘ দেখিনি? কী বলিস রে? ওই ব্যাটাকে নিয়ে প্রত্যেক বছর শীতকালে আমরা চিড়িয়াখানায় যাই।'

'হ্যাঃ, চিড়িয়াখানার বাঘ আবার বাঘ! ও তো এক একটা শেয়াল। বাঘ দেখেছি আমি! কুমায়ুনের মানুষখেকো। যেমন তার রঙ, তেমন ব্যবহার। আহা!'

'খুব ভদ্র, অমায়িক ব্যবহার?'

'আরে না না, ভদ্র-অভদ্রের কথা আসছে কী করে? বাঘ কি ভদ্রলোক! বাঘের ব্যবহার বাঘের মতো। এক একটা লাফ কী! এই এ পাড়া থেকে ও পাড়া। হালুম করে মারলে লাফ, মাথার ওপর দিয়ে কোথায় যে চলে গেল!'

'মানে ওভারবাউন্ডারি! ফিল্ডিং ভাল না হলে, সব বলই ওভারবাউন্ডারি হবে। ক্যাচ মিস করা আমাদের ইন্ডিয়ান টীমের একটা রোগ। এ সব প্লেয়ারদের দল থেকে বাদ দেওয়া উচিত।'

'নাঃ দাদা, সত্যি তোমার বয়স হয়েছে। হচ্ছে বাঘের কথা, টেনে আনলে ক্রিকেট। বাঘ কি ক্রিকেট বল যে লাফিয়ে উঠে ক্যাচ ধরব, আর আম্পায়ার আঙুল তুলে বলবেন, হাউজ দ্যাট! তুমি রোজ একটা করে ভিটামিন খাও।'

'ভিটামিন তুই খা। আমি রোজ পুঁইশাক খাই। শিকারীর হাতে রাইফেলটা কী জন্যে থাকে। সেইটা দিয়ে দুম্ করে মারা যায় না?'

'আজ্ঞে না, যায় না। তুমি শিকারের কিছুই বোঝো না।'

'একটা রাইফেল দে না, দেখিয়ে দিচ্ছি, শিকারের কী বুঝি আর না বুঝি।'

'এখন আর তেমন বাঘ নেই, থাকলেও মারা যাবে না।'

'কেন নেই?'

'নেই তাই নেই।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তোমার মাথা। ওই গর্দভের মতো হালুম-লাফ মেরে-মেরেই জাতটা শেষ হয়ে গেল। বাঘের যদি আটঘাট বেঁধে কাজে নামার বুদ্ধি থাকত, তাহলে তোমাকে আর এখানে বসে বসে ন্যাজ নাড়তে হত না, বাঘের পেটে স্বর্গে যেতে।'

'তুমি যাই বলো, বাঘ মানুষের চেয়ে ঢের বড়।'

'বড় হলেই মানুষ হয় না। মানুষ বাঘের চেয়ে ঢের ঢের ঢের বড়। তিন ঢের বড়।'

'বাঘ তা হলে ছ ঢের বড়।'

'মানুষ তা হলে বারো ঢের।'

'বাঘ তা হলে চব্বিশ।'

'মানুষ তা হলে আটচল্লিশ।'

'বাঘ ছিয়ানব্বই।'

'মানুষ তা হলে একশো বিরানব্বই।'

বাঃ এ যেন নিলাম হচ্ছে! কার রেট কোথায় ওঠে! নাঃ ব্যাপারটা ফয়সালা হল না। মা এসে পড়ল! মা এলেই সব গোলমাল হয়ে যায়। কোনও গোলমাল দেখলেই মা ছুটে আসবে। সেই বলে না, শান্তির শ্বেত পারাবত, দু দেশের নেতা এক জায়গায় হলেই যা দু হাতে আকাশে ওড়ান আর বলতে থাকেন, ভাই ভাই। মা'কে শান্তির জন্যে নোবেল পুরস্কার দেওয়া উচিত।

মা ঘরে ঢুকেই বলল, 'তোমাদের কোনও কাজ নেই?'

দু' দাদু এক সঙ্গে বললেন, 'না আমাদের কাজ কী! সংসারের সব কাজ আমরা শেষ করে বসে আছি। আমরা এখন রিটায়ার্ড।'

মা মেজদাদুর দিকে তাকিয়ে বললে, 'তোমার দাঁত মাজা হয়েছে?'

মেজদাদু হে হে করে হেসে বললেন, 'দাঁত নিজেই নিজেকে মাজবে! সে হল স্বাধীন, আমার তোয়াক্কাই করে না।'

মা বড়দাদুর দিকে তাকিয়ে বললে, 'বাবা, বেড়ানো হয়ে গেছে?'

'আজ আবার বেড়ানো কিসের? আজ তো রবিবার। আমরা এখন বাঘ মারব।'

'দাঁড়াও, তোমাদের বাঘ মারা আমি বার করছি।' মা গলা

www.BanglaBook.org

ছেড়ে ডাকতে লাগলেন, 'পুষ্প, পুষ্প, এই ঘরটা আগে ঝাঁট দিয়ে মুছে নে।'

দাদু বললেন, 'উঠে পড়ো ভায়া, ঝেঁটিয়ে বিদায় করার প্ল্যান। ঝগড়া না করে তুই যে এক জায়গায় চুপ করে বসতে পারিস না! বয়েস হচ্ছে স্বভাবটা পাল্টা না।'

'বাঘের অপমান আমি সহ্য করতে পারি না। বাঘ ইজ এ বাঘ।'

পুষ্পদি ফুলঝাড়ু বালতি আর ন্যাতা নিয়ে নেতার মতো ঘরে ঢুকল।

সন্ধ্যের দিকেই অবনীবাবু এসে গেলেন। ন্যাড়া মাথায় ক্রিকেট টুপি। টাইট প্যান্ট, জামা ভেতরে গোঁজা। স্বাস্থ্য বেশ ভালই। দরজার সামনে আমাকে দেখে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'এই যে খোকা ইহা কি গঙ্গাধরবাবুর বাড়ি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। গেটের বাইরেই তো নাম লেখা আছে।'

'ছোটখাটো জিনিস আমার চোখে পড়ে না।'

'আমার দাদু ছোটখাটো মানুষ?'

'আচ্ছা আড়বোঝা ছেলে তো। দাদু বাড়ি আছেন?'

'হ্যাঁ, আছেন।'

'গিয়ে বলো অবনী এসেছে।'

'এসেছে নয়, এসেছেন।'

'সে তো তুমি বলবে, আমি বলব কেন? কুকুর আছে?'

'হ্যাঁ আছে।'

'তিনি কোথায়?'

'তিনি নয়, সে।'

'ওই হল রে বাবা। সব কথায় অত ভুল ধরো কেন? সেই কুত্তাটা এখন কোথায়?'

'কুত্তা নয়, কুকুর।'

'খাতির করলেও ভুল ধরবে, খাতির না-করলেও ভুল ধরবে। এ ছেলে বড় হলে দেখছি নির্ঘাত স্কুলমাস্টার হবে।'

'কুকুর এখন ছাতে দাদুর সঙ্গে হাওয়া খাচ্ছে আর গান গাইছে।'

'গান গাইছে নয়, ল্যাজ নাড়ছে। এইবার তোমার ভুল ধরেছি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমাদের কুকুর গানও গায়।'

আমাকে আর যেতে হল না, দাদুই এসে গেলেন। 'কার সঙ্গে বকবক করছিস রে হুলো? ও, অবনী এসে গেছ। এসো এসো ভেতরে এসো।'

সেই অদ্ভুত অবনীবাবু হাতজোড় করে দাদুর পেছন পেছন বসার ঘরে ঢুকে গেলেন। ভাল সোফায় না বসে একটা চেয়ারে বসলেন। দাদু বললেন, 'ওখানে বসলে কেন?'

'আজ্ঞে যার যেমন জায়গা। ও সব বড় মানুষের জন্যে। আমাদের জন্যে এই ভাল।'

'তুমি কি ছোট মানুষ?'

'আরেব্বাপ, কী বলছেন আপনি? আমার কোনও এডুকেশন নেই। আপনি বাঁচিয়েছিলেন বলে জেলের বাইরে আছি, করে খাচ্ছি।'

'তুমি আমাকে ভালোবাসো?'

'আরেব্বাপ, জিন্দেগিতে আমি একজনকেই ভালবাসি, সে হল আপনি।'

ভদ্রলোক কী ভাবে কথা বলছেন! কী রকম ভয়ে-ভয়ে বসে আছেন জড়সড় হয়ে।

মেজদাদুর শুকনো কাশি হয়েছে। খকখক্ করতে করতে ঘরে এসে ঢুকলেন। বড়দাদু প্রশ্ন করার আগে মেজদাদুই শুরু করলেন, 'হ্যাঁ তা হলে কী বুঝলেন?'

বড়দাদু বললেন, 'তুমি একদম নাক গলাবে না। চুপ করে বোসো। খক্‌খক্ করে কাশাও চলবে না।'

'যদি কাশি পায়?'

'বাইরের বাগানে চলে যাবে। ঝাউগাছের তলায় দাঁড়িয়ে কেশে আসবে।'

অবনীবাবু বললেন, 'তা হলে আমি স্টার্ট করি।'

'না, আমার একটা প্রশ্ন আছে। তোমার কি কেউ মারা গেছেন?'

'কই, না তো।'

'তাহলে মাথা মুড়িয়েছ কেন?'

www.BanglaBook.org

'আজ্ঞে, চুলের চিকিৎসা চলেছে। ভুশভুশ করে সব চুল উঠে যাচ্ছে। দুবার ন্যাড়া হয়েছি, আরও দুবার ন্যাড়া হব।'

'এবার তা হলে একটা টিকিও রাখ। ইলেকট্রিসিটি খেলবে, খাড়া-খাড়া চুল বেরোবে।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ তাই করব। তা হলে বলি।'

মেজদাদু বাধা দিলেন। 'চুলের বিষয়ে আমার কিছু বলার আছে। মাথা যখন মুড়িয়েছেন তখন আর-একটা কাজ করুন। রোজ সকালে মাথায় গরম গোবর লেপে দিন। পনের দিনের মধ্যে কচি-কচি চুল বেরিয়ে যাবে।'

'গরম গোবর আমি পাব কোথায়?'

'একটা গোরু কিনে ফেলুন। পেটে দুধ, মাথায় গোবর।'

'অবনী!' বড়দাদু কড়া গলায় ডাকলেন, 'বড় বাজে বকছ হে, নাও শুরু করো, জানো আমার সময়ের দাম আছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, চারপাশ ফাঁকা।'

কোথায় ফাঁকা।'

'ওই যে, বাগানবাড়িটা যেখানে। চারপাশে ধুধু মাঠ, অচেনা পথঘাট। কাছাকাছি একটা নদী আছে। নাম, ইছামতী।'

মেজদাদু বললেন 'ব্যাস, ব্যাস, আর আমার কিছু চাই না। নদী, বাগানবাড়ি। বহুদিনের ইচ্ছে, শেষ জীবনটা লিখে কাটাব। জীবনের অভিজ্ঞতা। প্রথম বইটার নাম হবে 'ভদ্রলোক বাঘ, অভদ্র মানুষ।' দ্বিতীয় বইটার নাম, 'সাহসী চিতা।'

বড়দাদু বললেন, 'আমি আগেই বলে রাখছি, তোমার ওই বাবিশ আমি পড়তেও পারব না, ভূমিকাও লিখতে পারব না।'

'কে বলছে তোমাকে ভূমিকা লিখতে? আমি বিলেত থেকে জেরালড জরেলডকে দিয়ে ভূমিকা লিখিয়ে আনব।'

'তাই এনো। অবনী, তুমি বলে যাও।'

'আজ্ঞে, আশেপাশে যখন মানুষই নেই, তখন ছেলে বুড়ো, যুবক, যুবতীর প্রশ্নই আসে না। আসে কি?'

'না, আসে না। রাস্তাঘাট?'

'পিচের রাস্তা থেকে আর-একটা পিচের রাস্তা নেমেছে। সেই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রাস্তা থেকে আর-একটা সরু রাস্তা, সেটা থেকে আর-একটা। ঘুর-পাক খেতে-খেতে সেই বাড়ি।'

'কতটা হাঁটতে হবে?'

'মাইল দুয়েক।'

'চলবে না। ক্যানসেল।'

মেজদাদু বললেন, 'ক্যানসেল কেন?'

'অতটা কে হাঁটবে?'

'সাইকেল কিনব।'

অবনীবাবু বললেন, 'আপনারা অন্তত একবার দেখে আসবেন চলুন। আমার খুব পছন্দ হয়েছে। বাগানে খুব ভাল ভাল গাছ আছে। পাখির ডাক কী, কানের কাছে যেন সারেঙ্গি বাজছে সারা দিন।'

'বেশ, তাই হোক। চলো, কাল ভোরেই বেরিয়ে পড়ি।'

মেজদাদু বললেন, 'খুবই ভাল কথা।'

বড়দাদু বললেন, 'তুমি চুপ করো। ভাল কথা কি খারাপ কথা, সে আমি বুঝব। অবনী, তুমি আজ রাতে এখানেই থাকবে।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ কিন্তু ছাদে শোব।'

'তাই শুয়ো।'

'মাংসের ঝোল দিয়ে ভাত খাব।'

'কেন, মাংস কেন?'

'বড় লোভ হয়েছে।'

'আচ্ছা তাই হবে।'

'একটু চাটনি।'

'তাও হবে।'

'শেষ পাতে একটু দই।'

'ব্যাস, ওইতেই শেষ।'

'হ্যাঁ, আর না, শুধু এক খিলি পান।'

'এক খিলিতে তোমার হবে না বাপু, দু'খিলি পাবে।'

মেজদাদু বললেন, 'জর্দা চলে না কি?'

'আজ্ঞে, সে ব্যবস্থা আমার পকেটে আছে।'

www.BanglaBook.org

'আমার স্ত্রীর কাছে লাখনোর এক নম্বর জিনিস আছে। তোমাকে দেব।'

'আচ্ছা, আমি তাহলে একটু বেড়িয়ে-চেড়িয়ে আসি।'

'হ্যাঁ, এসো, বুঝতেই পেরেছি, অনেকক্ষণ ধূমপান হয়নি।'

'আজ্ঞে, ধরেছেন ঠিক।'

সকাল না হতেই বাড়িতে সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। বাথরুম থেকে বড়দাদু বেরোন তো মেজদাদু ঢোকেন। মেজদাদু বেরোন তো বড়দাদু ঢোকেন। ওঁদের এই ঘনঘন আনাগোনা দেখে মা রেগে-রেগে উঠছে। বাবা বললেন, 'তুমি আর আগুনে কাঠ গুঁজো না। দু'জনেই নার্ভাস ডায়েরিয়ায় ভুগছেন, পারো তো ঘুমের ওষুধ খাওয়াও।'

'যাবেন বাগানবাড়ি দেখতে, অত ভয়ের কী আছে বাপু? সঙ্গে অমন ছেলে যাচ্ছে!'

অবনীবাবু এক রাতেই আমার দাদা হয়ে গেছেন। অবনীদা বুকটা একবার ফুলিয়ে নিলেন। বাবা বললেন, 'দুই বুদ্ধকে নিয়ে আজ তোমার বরাতে খুব দুঃখ আছে।'

'আজ্ঞে, দুঃখই তো জীবন।'

'হ্যাঁ, বুঝবে ঠ্যালা। তখন এই কথাটা তোমার মনে থাকলে হয়।'

বড়দাদু বাথরুম থেকে বেরোচ্ছেন, মেজদাদু ঢুকতে-ঢুকতে বললেন, 'তোমার কী হল বলো তো দাদা। কাল কি জোলাপ খেয়েছিলে? এতবার যাচ্ছ আর আসছ।'

'তুই আর কথা বলিসনি মেজ! তোর কবার হল গুনেছিস?

'মাত্র তিন বার।'

'আজ্ঞে না সাতবার। আমার এখনও এক কম আছে।'

মা বললেন, 'আর এক কম থাকে কেন? উনি বেরলেই তুমি সমান করে নাও।'

'করবই তো। বাথরুমে যাবার স্বাধীনতা সকলেরই আছে।'

অবনীদা বললেন, 'আমার মনে হচ্ছে, আজ আর আপনারা যেতে পারবেন না। আমি বরং কাল সকালে আসি।'

www.BanglaBook.org

'আরে না না। এটা আমাদের বংশগত রোগ। ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে না দিলে এ চলতেই থাকবে।'

'আজ্ঞে, ধাক্কা দেবার কেউ নেই? এদিকে তো নটা প্রায় বাজল।'

'ধাক্কা কে দেবে বল, আমরা যে বড় হয়ে বসে আছি।'

'তা হলে নিজেরাই এবার নিজেদের ধাক্কা দিন।'

'হ্যাঁ সেই ব্যবস্থাই করতে হবে। আমি মেজোকে দোব, মেজো আমাকে দেবে।'

যাক দশটা নাগাদ আমরা বেরিয়ে পড়লুম। দাদুর ব্যাপারে আমাকে সঙ্গে থাকতেই হবে। মাও তাই চায়।

বাইরে একা একা বেরলে দাদু ভীষণ চানাচুর খান। সেবার দুশো গ্রাম চানাচুর খেয়ে ভীষণ কাণ্ড করেছিলেন।

আমরা চলেছি টানা ট্যাকসিতে। মেজদাদুর গা থেকে ভুরভুর চন্দনের গন্ধ বেরচ্ছে! অবনীদার মুখ থেকে জর্দার।

হুহু করে গাড়ি ছুটিয়ে প্রায় বারোটা নাগাদ আমরা সেই বাগানবাড়ির সামনে এসে পৌঁছলুম। মেজদাদু নেমেই বললেন, 'আহা স্বর্গ!'

বড়দাদু ধমক দিলেন, 'তুমি একটাও বাজে কথা বলবে না। স্বর্গ কি নরক সে আমরা বুঝব।'

ট্যাক্সি ড্রাইভার বললেন, 'ঠিক বলেছেন দাদু, বেশি ল্যাফাল্যাফি করলেই চড়া দাম হাঁকবে।'

বড়দাদু ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তোমার ওই দাদু ডাকটা বদলানো যায় না? লেখাপড়া তো করেছ, কানাকে কানা, খোঁড়াকে খোঁড়া, বুড়োকে বুড়ো বলতে নেই, এ-শিক্ষাটা হয়নি?'

'আজ্ঞে তা হলে কী বলব?'

'কিছুই বলবে না। না বলেও তো বলা যায়।'

মেজদাদু যোগ করলেন, 'যেমন না-বলা বাণী।'

'আবার বাজে বকছ?'

'যাব্বাবা, একটা কথাও বলা যাবে না?'

'না, যাবে না। কোন্ কথায়, কী কথা বেরিয়ে আসে, কে বলতে পারে!'

www.BanglaBook.org

গাড়ি দাঁড়িয়ে রইল। আমরা আবার ফিরে যাব।

বাগানটা সত্যিই বিশাল। বহু ধরনের গাছ। আমগাছে বোল এসেছে। গন্ধে মাত। মৌমাছি ভ্যানভ্যান করছে।

বড়দাদু আপন মনে বললেন, 'অ্যাসেট। এমন জিনিস কি কেউ ছাড়বে! কে জানে!'

মেজদাদু বললেন, 'এবার কী হল দাদা! তুমি যে প্রশংসা করলে! দাম বেড়ে যাবে না?'

'তুমি ছাড়া কেউ শুনেছে?'

'আমি যখন স্বর্গ বলেছিলুম, তুমি ছাড়া কেউ শুনেছিল?'

'তুই বড় তর্ক করিস।'

'হাঁ, সত্যি কথা বললেই তর্ক হয়ে যায়!'

'তোর বাড়ি তুইই তাহলে বোঝ, আমি তোর কোনও ব্যাপারে থাকতে চাই না। ফিরে চললুম।'

বড়দাদু সত্যিসত্যিই গাড়ির দিকে ফিরে চললেন। অবনীদা এক হাত ধরেছেন, মেজদাদু আর এক হাত, আমি জাপটে ধরেছি কোমর।

মেজদাদু বলছেন, 'তুমি চট করে বড় রেগে যাও।'

অবনীদা বলছেন, 'নিজেদের মধ্যে অশান্তি ঠিক নয়।'

গাড়ির চালক বলছেন, 'ওই করেই বাঙালি জাতটা শেষ হয়ে গেল।'

বড়দাদু বললেন, 'আমরা বাঙালি নই। দেখবে আমাদের একতা? চল মেজো, চল।'

হাওয়া সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরে গেল। লোহার গেটে তালা ঝুলছে চেন বাঁধা।

বড়দাদু বললেন, 'যাঃ, হয়ে গেল। বাড়িতে বোধহয় কেউ নেই। তুমি আসল খবরটাই নাওনি অবনী!'

'কালও তো আমি লোক দেখে গেছি। দাঁড়ান, একবার দেখি!'

অবনীদা গেটের লোহার তালা বাজাতে লাগলেন। কী তার শব্দ!

www.BanglaBook.org

অনেক দূর থেকে কে একজন হেঁকে বললেন, 'মেরে তক্তা করে দোব। আবার ফিরে এসেছিস!'

অবনীদা চিৎকার করে বললেন 'আমরা বিজ্ঞাপন দেখে এসেছি স্যার।'

বড়দাদু মৃদু ধমক দিলেন, 'স্যার বলছ কেন? আমরা কি চাকরি চাইতে এসেছি? আমরা কিনতে এসেছি। সেই ভাবে ডাঁটে কথা বলো অবনী।'

অবনীদা আবার চিৎকার করলেন, 'আমরা বিজ্ঞাপন দেখে এসেছি মশাই।'

'মাথা কিনে নিয়েছেন!' উত্তর এল জবরদস্ত।

অবনীদা বড়দাদুর দিকে করুণ মুখে চেয়ে বললেন, 'এর উত্তরে কী বলব?'

'কিছু বলবে না। বড় মাছ তুলতে গেলে একটু খেলাতে হয়। এখন স্রেফ সুতো ছেড়ে যাও।'

ঢলঢলে সাদা প্যান্ট আর হাফহাতা জামা পরা এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। সামনে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি ঝুলছে। দেখলেই হাসি পায়। কোথাও কিছু নেই, এতখানি একটা দাড়ি। চোখে মোটা চশমা। গেটের ওপাশে দাঁড়িয়ে কর্কশ গলায় বললেন, 'সব কিছুর একটা সভ্যতা আছে।'

বড়দাদু বললেন, 'আমরা তো কোনো অসভ্যতা করিনি।'

'সভ্যতা, অসভ্যতার বোধটাই তো আপনাদের নেই। গেটে তালা বাজাচ্ছিলেন কেন? এটা কি আফ্রিকান বাদ্যযন্ত্র? আপনারা কি কনসার্ট পার্টি?'

'আজ্ঞে না।'

'তবে?'

'কী ভাবে তা হলে ডাকব? কলিং বেল নেই যে!'

'ডাকবেন না। গেটে তালা মানেই দেখা করার সময় চলে গেছে। সকাল নটা থেকে এগারোটা, বিকেল তিনটে থেকে পাঁচটা।'

'কই, কাগজে লেখেননি তো!'

'সব কথা কি লেখা যায়! বিজ্ঞাপনের খরচ জানেন? সাধারণ বুদ্ধি খাটিয়ে কিছু জিনিস বুঝে নিতে হয়।'

www.BanglaBook.org

'মেজদাদু বললেন, 'অলিখিত আইনের মত !'

'দ্যাটস রাইট।'

বড়দাদু বললেন, 'আমরা তা হলে কী করব এখন ? ফিরে যাব ?'

'সে আপনাদের ইচ্ছে। ফিরেও যেতে পারেন, আশেপাশে ঘোরাঘুরিও করতে পারেন, তিনটে বাজলে আসবেন। হ্যাঁ, যাবার আগে এক টিন রঙের দাম দিয়ে যেতে হবে।'

'সে আবার কী ?'

'এই যে তালা ঠুকে এই জায়গার রঙ চটিয়েছেন।'

বড়দাদু বললেন, 'প্রমাণ আছে ?'

'তার মানে ?'

'ওটা যে চটেই ছিল না তার কোন প্রমাণ আছে !'

'আমি বলছি, এই তো যথেষ্ট প্রমাণ।'

'তা হলে আদালতেই ফয়সালা হবে। এই নিন আমার কার্ড।'

বড়দাদু গেটের এ পাশ থেকে ওপাশে ভদ্রলোককে একটা কার্ড এগিয়ে দিলেন। আমি জানি কী লেখা আছে, দাদুর নাম, এম. এ. এল. এল, বি, অ্যাডভোকেট, ক্যালকাটা হাইকোর্ট। নাও, এবার বোঝো ঠ্যালা। আমার দাদুকে না চিনেই বড় বড় কথা।

ভদ্রলোক বললেন, 'আপনি আইন ব্যবসায়ী ?'

'কী মনে হচ্ছে ? একটা মানহানির মামলা তা হলে ঠুকে দি ?'

মেজদাদু বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠুকে দাও দাদা। মেরে তক্তা করে দোব বলেছেন, আমি স্বকর্ণে শুনেছি।'

ভদ্রলোক বললেন, 'আপনি কে ? অ্যাডিং ফিউয়েল টু দি ফায়ার ?'

'আজ্ঞে, আগুনটা জেবলেছে কে ? এইবার বুঝুন ঠ্যালা। আমি উত্তরপ্রদেশের কনজারভেটার অব ফরেস্ট, বহু বাঘ মেরেছি জীবনে, বড় বড় বাঘ, বড় বড় বাঘ।'

'আমি কে জানেন ?'

'আপনি ? আপনি একজন অভদ্র লোক।'

'তা হলে এই নিন আমার কার্ড।'

উঃ দারুন জমেছে ! কার্ডের খেলা চলেছে। তাস খেলা : টেক্কার ওপর টেক্কা পড়ছে।

www.BanglaBook.org

'তা হলে আদালতেই ফয়সালা হবে। এই নিন আমার কার্ড।' (পৃঃ ২৩০)

www.BanglaBook.org

বড়দাদু কার্ডটা উলটে পালটে দেখলেন। মেজদাদু পাশ থেকে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করছেন। আমি আর অবনীদা একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি।

বড়দাদু বললেন, 'আপনি ডক্টর ভবেশ মহাপাত্র? আমার বিশ্বাস হয় না।'

মেজদাদু বললেন, 'স্পেস সাইনটিস্ট ভবেশ মহাপাত্র, যিনি মহাশূন্যে রকেট ওড়ান? তাঁর তো এখন ফ্লোরিডায় থাকার কথা।'

'আঃ, তুমি চুপ করো। সব কথায় কথা বলো কেন? ফ্লোরিডা কি না জানি না, তবে ভারতে থাকার কথা নয়। বড় বড় লোকেরা সব ভারতের বাইরে থাকেন।'

ভবেশবাবু বললেন, 'আমি ফিরে এসেছি। আমি ফিরে এসেছি। সবাই বলছে আমার মাথাটা নাকি একটু খারাপ হয়েছে।'

'প্রমাণ আছে?'

'পাগলের প্রমাণ পাগলামি!'

'যেমন?'

'আমার বিশ্বাস ঢেঁকি স্বর্গে যেতে পারে। আমি সেই ঢেঁকির খোঁজে ভারতে এসেছি।'

'আমিও বিশ্বাস করি। নারদ যে ঢেঁকি চড়ে আসা-যাওয়া করতেন, সেই বিশেষ ধরনের ঢেঁকিটি খুঁজে বের করতে হবে। ভারতবর্ষের কোথাও-না-কোথাও অবহেলায় পড়ে আছে।'

'আফগানিস্থানেও থাকতে পারে।'

'এ আপনি কী বলছেন, ঢেঁকি হল ভারতবর্ষের জিনিস, বিশেষত বাঙলার।'

'আরে মশাই, ঢেঁকি যে সময় বাহন ছিল, সেই সময় বিশাল আর-একটা মহাদেশ ছিল, ভারত, আফ্রিকা টাফ্রিকা নিয়ে।'

'আপনি কিস্যু জানেন না।'

'আপনি কিস্যু জানেন না, এ আপনার হাইকোর্ট নয়।'

'আপনি ঘোড়ার ডিম জানেন।'

'ঘোড়ারও যে ডিম হয়, তাই তো আপনি জানেন না।'

'তাই নাকি? কোন্ ঘোড়ার, আপনার ঘোড়ার?'

'আজ্ঞে না, পক্ষীরাজের। আমার কাছে আছে, দেখতে চান?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'বাড়িতে ঢুকতেই দিচ্ছেন না তো ডিম দেখা!'

'এইবার দোব, আপনি আমার মনের মানুষ, তবে একটা শর্ত। ঢেঁকি শুধু বাঙলাদেশেই খুঁজলে হবে না, এলাকা বাড়াতে হবে। ওদিকে এশিয়া মাইনর, এদিকে আফ্রিকা।'

'বেশ, তাই হবে।'

ঝলঝলে জামার পকেট থেকে এক গোছা চাবি বের করে তিনি তালা খোলার চেষ্টা করতে লাগলেন। একবার এ চাবি ঢোকান, একবার ও চাবি ঢোকান। তালা কিন্তু খোলে না। কী করে খুলবে! তালা একটা, চাবি পঞ্চাশটা। আমার দাদুর দেরাজ খোলার অবস্থা। ভুল চাবিটাই বারেবারে ঘুরে ঘুরে আসে। অনেকক্ষণ চেষ্টার পর তিনি করুণ মুখে বললেন, 'কী হবে, চাবি যে মিলছে না! আপনারা গেট টপকে ঢুকতে পারেন না? আমার ছেলে ঢোকে।'

'আজ্ঞে না, সে-বয়েস আর নেই। ছেলেবেলায় টিফিন আওয়ারের পর স্কুলে ঢুকেছি গেট টপকে, যৌবনে যাত্রা দেখে বাড়ি ঢুকেছি পাঁচিল টপকে।'

'আমার এই তালাটা মাঝে মাঝে বড় ভোগায়। একটা কাজ করলে হয়, যখন খুলবে তখন যদি ঢোকেন।'

'তার মানে?'

'মানে খুব সহজ, বাই চান্স এক সময় চাবি লাগবেই, তালা খুলবেই, সে ধরুন আজও হতে পারে, কালও হতে পারে, তখন টুক করে ঢুকে পড়বেন।'

'তার মানে, সেই দুর্গ অবরোধের মতো সৈন্যসামন্ত নিয়ে আমরা বাইরে বসে থাকব দিনের পর দিন, বছরের পর বছর! মামার বাড়ি আর কি?'

'তা হলে আপনারা চেষ্টা করুন।'

রাগ করে ভদ্রলোক চাবির থোলেটা আমাদের পায়ের কাছে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

দাদু বললেন, 'অবনী, চেষ্টা করো।'

অবনীদা একের পর এক চাবি লাগাচ্ছেন আর খুলছেন। বিশাল দু'মানুষ উঁচু গেট। সহজে টপকানো যাবে না। ম্যাথার

www.BanglaBook.org

দিকে খোঁচা-খোঁচা বর্শার ফলা। বেশ জম্পেশ গেট। অবনীদা ঘেমে উঠছেন। এতক্ষণ আমরা লক্ষ করিনি, পেছনে আর এক ভদ্রলোক এসে দাঁড়িয়েছেন।

ভদ্রলোক বললেন, 'ব্যর্থ চেষ্টা, ওই চাবির মধ্যে তালার চাবি নেই। চাবি আমার কাছে। এই দেখুন।'

সুন্দর চেহারার যুবক। এক মাথা এলোমেলো চুল। চোখে রঙিন চশমা। দু'আঙুলে চাবিটি তুলে দাঁড়িয়ে আছেন।

ভবেশবাবু চিৎকার করে বললেন, 'ষড়যন্ত্র, ও হল বিদেশী এজেন্ট, আমার গবেষণার শত্রু, তোমাকে আমি মেরে তক্তা করে দোব। তোমাকে আমি ত্যাজ্যপুত্র করে দিয়েছি, আবার এসেছ, আবার এসেছ!'

ভদ্রলোক করুণ মুখে বললেন, 'আপনারা আমার বাবাকে ক্ষমা করুন। সম্প্রতি ওঁর মাথায় একটু গোলমাল হয়েছে। দূর থেকে এসেছেন, আপনাদের বাড়ির ভেতরে সাদরে নিয়ে যেতে পারছি না বলে ক্ষমা করবেন।'

ভবেশবাবুর পেছনে এক বিদেশী মহিলা এসে দাঁড়িয়েছেন। ভদ্রলোক বললেন, 'আমার স্ত্রী লরা। লরা, তুমি ওঁকে ভেতরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করো।'

সেই বিদেশী মহিলা, অসীম স্নেহে দেশী বিজ্ঞানীকে মেয়ের মতো বুকে জড়িয়ে ধরে ছোট ছেলেকে যে ভাবে ভোলাতে থাকে, সেই ভাবে ভোলাতে লাগালেন।

ভবেশবাবু চিৎকার করে বললেন, 'উড়ন্ত ঢেঁকি ছিল, এখনও আছে, এ-কথা আপনারা বিশ্বাস করেন কি না!'

দাদু বললেন, 'না, করি না, ও হল গল্প-কথা। রূপক। আসলে ঢেঁকি হল রকেট।'

'ইউ আর অল লায়ারস, ফরেন এজেন্টস।'

ভদ্রমহিলা ভবেশবাবুকে ভেতরে নিয়ে চলেছেন। তিনি ঘাড় ঘুরিয়ে বলছেন, 'তোমরা দেশের শত্রু।'

বড়দাদু বললেন, 'ভেরি স্যাড, খুবই দুঃখের।'

ভবেশবাবুর ছেলে বললেন, 'ভেরি স্যাড।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দাদু বললেন, 'উড়ন্ত ঢেঁকি কিন্তু থাকতে পারে। একবার খোঁজপাত করে দেখলে হয় না ?'

'মরেছে, পাগলামি দেখছি ছোঁয়াচে। আপনারা এখুনি এঁকে নিয়ে চলে যান। তা না হলে আমার বাবার মতো অবস্থা হবে। ইতিমধ্যে পঞ্চাশ হাজার টাকার ঢেঁকি কিনে ফেলেছেন। এই বাগানবাড়ি বেচে সারা পৃথিবীর ঢেঁকি কিনতে চান।'

দাদু বললেন, 'পৃথিবীর সমস্ত আবিষ্কারকই প্রথম দিকে পাগল বলে পরিণত হতেন। হঠাৎ একটা কিছু হয়ে গেলে, তোমরাই তখন এঁকে মাথায় তুলে নাচবে। পরশপাথর কি সত্যিই ছিল না ? পক্ষীরাজ কি নিছক কল্পনা ? নাগপাশ কি গাঁজাখুরি ? পুষ্পক রথ কি গল্প-কথা ?'

অবনীদা ফিসফিস করে বললেন, 'যাঃ, হয়ে গেল ! আর একটা উইকেট পড়ে গেল !'

আমি বললুম, 'পরশপাথর কিন্তু সত্যিই আছে।'

অবনীদা বললেন, 'যাঃ আরো একটা উইকেট পড়ে গেল !'

মেজদাদু বললেন, 'আমার কেমন মনে হয়, কামধেনু এখনও হয়তো আছে। কল্পতরুও থাকতে পারে।'

অবনীদা বললেন, 'যাঃ, হোল ফ্যামিলি আউট !'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বড়মামার দাঁত

বড়মামা সাত সকালেই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন। মুখ দেখে মনে হচ্ছে, মেজাজ তেমন সুবিধের নয়। এই সময় কেউ সুপ্রভাত বললে, খ্যাঁক করে উঠবেন।

পেয়ারের কুকুর লাকি, সুপ্রভাত জানাবার জন্যে সোফা থেকে নেমে এল তড়াক করে। এতদিন কুকুরের সঙ্গে থেকে কুকুরের ভাষা বুঝতে শিখে গেছি। কুকুরের ভাষা ল্যাজে। মুখ দিয়ে ঘেউ ঘেউ করে যা বেরোয় তার কোনও মানে নেই। মানুষ যখন ঢেঁকুর তোলে, তার কোনও মানে থাকে না, একটাই মানে, পেট খুব ভরে গেছে। কুকুর কথা বলে ল্যাজে।

লাকি সামনের দু'পা তুলে ধেই ধেই করে নাচছে, আর পুটুক পুটুক ল্যাজ নেড়ে বলছে—সুপ্রভাত, সুপ্রভাত।

বড়মামা লাকিকে ইংরেজিতে এক ধমক লাগালেন, স্টপ দ্যাট নুইসেন্স। বলেই মনে পড়ল জীবজন্তুর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে নেই, তারা মানুষ নয়, ছাত্র নয়, কর্মচারী নয়। সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ প্রকাশ করলেন, সরি, সরি লাকি। লাকি চক চক করে হাত চেটে দিয়ে জানিয়ে দিলে, ক্ষমা করলুম।

বড়মামার ভুরু কুঁচকে আছে। আমার দিকে তাকালেন। এমন মুখ এর আগে আমি আর কখনও দেখিনি। বেশ ঘাবড়ে গেলুম। এ মুখ প্রধান শিক্ষকের হতে পারে, আমার বড়মামার কখনোই নয়।

বড়মামা বললেন, হ্যাঁ, তুমি আমার একটা উপকার করতে পারবে?

—বলুন।

—ওই সাজিটা নাও।

www.BanglaBook.org

—ফুল তুলতে হবে ?

—ব্যস্ত হয়ো না। ওয়েট। কি করতে হবে, আমিই তো বলব।

—না, সাজিতে তো ফুলই তোলে। তাই ?

—বড়মামা ভীষণ রেগে গিয়ে বললেন, তা হলে, তাই তোলো, আমার উপকার তোমাকে আর করতে হবে না।

—আচ্ছা, বলুন, কি করতে হবে ?

—এক সাজি কচি কচি পেয়ারাপাতা তুলে নিয়ে এসো।

—ছাগলকে খাওয়াবেন বড় মামা ?

—আবার প্রশ্ন !

বড়দের কথাবার্তা বোঝা দায়। এই বলবেন, যতক্ষণ না বুঝবে ততক্ষণ প্রশ্ন করবে। প্রশ্নের খোঁচা মেরে মেরে সব কিছু জেনে নেবার চেষ্টা করবে। এই তো তোমাদের জানার বয়েস। আবার একবারের বেশি দুবার প্রশ্ন করলেই রেগে কাঁই।

এক সাজি পেয়ারাপাতা এনে বড়মামার টেবিলে রাখলুম। আমার কাজ আমি করেছি। লাকি এসে পরিদর্শন করে গেল। কুকুরের সঙ্গে বসবাস করে আমি নিজেও একটা কুকুর হয়ে গেছি। অগৌরবের নয়, গৌরবের কুকুর। কুকুরের বোঝা আমিও বুঝি। কুকুর চোখ দিয়ে দেখে না, দেখে নাক দিয়ে। আমাদের বোধশক্তি যেমন মাথায়, কুকুরের বোধশক্তি তেমনি নাকে। নাক দিয়ে পাতা দেখে কুকুর সরে গেল, লক্ষ্মী মেয়ের মত।

বড়মামা চোখ বুজিয়ে ভুরু কুঁচকে বসেছিলেন। পাতা এসেছে শুনে, চোখ খুললেন। বেলপাতায় শিবপুজো হয়। পেয়ারাপাতায় কি পুজো হয়, কি জানি! মুখের যা চেহারা, প্রশ্ন করে জানার সাহস আর নেই।

বড়মামা টেবিলে একটা খবরের কাগজ বিছোলেন, তারপর মুঠো মুঠো পেয়ারা পাতা মুখে পুরে, চোখ বুজিয়ে চিবোতে শুরু করলেন। এ আবার কি ধরনের আয়ুর্বেদিক ব্রেকফাস্ট! চিবোনো পাতা ফেলতে লাগলেন কাগজে। লাকি পাশের চেয়ারে প্রসাদের লোভে এসে বসেছিল। অবাক হয়ে, বড়মামার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। লাকি বিস্কুট বোঝে, মাংস বোঝে, এমন সাত্ত্বিক আহার দেখে তার হাসি পাচ্ছে। মুখ দেখেই বুঝতে পারছি।

www.BanglaBook.org

বড়মামা বাগানের শামুকের মত চিবিয়ে চিবিয়ে, চিবোনো পাতার একটা স্তূপ তৈরি করে ফেলেছেন।

লাকি ভৌ করে প্রশ্ন করলে, এ তোমার হচ্ছেটা কি ?

হঠাৎ বড়মামার কোঁচকানো ভুরু সমান হয়ে গেল। মেঘের ফাঁক দিয়ে রোদ ওঠার মত, মুখে একটা হাসির ভাব খেলতে লাগল। যাক বাবা, বড়মামা এতক্ষণ পরে ফিরে আসছেন তাহলে !

চোখ খুলে বললেন, 'গোইং গোইং গন। চলে গেছে। প্রশ্ন করার সাহস ফিরে এল। কি হয়েছিল বড়মামা ? গলায় মাছের কাঁটা ফুটেছিল ?'

—না।

—তা হলে শোঁয়াপোকা ?

আজ্ঞে না। দাঁতের যন্ত্রণায় প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছিল। জব্দ করে ফেলেছি। ভেষজের কি গুণ দেখেছিস ? আমি ডাক্তারি ছেড়ে, এবার কবিরাজি ধরব। চরক সুশ্রুত। অ্যালোপ্যাথি বোগাস ! কাল থেকে আমি মুঠো মুঠো ট্যাবলেট খেয়েছি। কিছুই হল না। পেয়েরা পাতার গুণ দেখ। দিশি দাওয়াই। বসবাস গাছে। তোরা সব সাহেব, বিলিতি বিলিতি করেই হেদিয়ে গেলি ! আঃ মুখটা একেবারে ফ্রেস হয়ে গেল ! মুখে যেন দুধের দাঁত ফিরে এলো।

মাসীমা চা নিয়ে এলেন।

বড়মামা বললেন, এই নে তোর জন্যে কিছু বাঁচিয়ে রেখেছি।

—কি আবার বাঁচালে ?

—পেয়ারা পাতা। তোর দাঁত কন কন করছে না ?

—শুধু শুধু দাঁত কন কন করবে কেন ?

—বলা যায় না কুসী, করতেও পারে। কথায় বলে, দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বোঝে না। চিবিয়ে রাখ, চিবিয়ে রাখ। ভবিষ্যৎ ভেবে মানুষের কাজ করা উচিত।

চায়ের কাপ রেখে মাসীমা চলে গেলেন। বড়মামার সারাদিনের সব উপদেশ পালন করতে হলে পাগল হয়ে যাবার সম্ভবনাই বেশি।

বড়মামা চায়ে চুমুক দিয়ে মুখটা কেমন যেন করলেন। আর এক চুমুক খেয়ে বললেন, যার সঙ্গে যে জিনিস। চায়ের সঙ্গে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিস্কুটটাই চলে। পেয়ারা পাতার সঙ্গে চা তেমন জমে না। গাছে গাছে কি শত্রুতা দেখ। চা-ও গাছ, পেয়ারা-ও গাছ, দু'জ'নে তেমন মিল নেই। সব মানুষের স্বভাব পেয়ে যাচ্ছে।

ধরাচূড়ো পরে বড়মামা মিলের হাসপাতালে চলে গেলেন। যে কটা পারা বেঁচেছিল, যাবার সময় পকেটে পুরে নিয়ে গেলেন। বলা যায় না, আবার যদি কন কন করে। দাঁত নাকি মানুষের চেয়েও অপরাধপ্রবণ। সারা জীবনে অনেক পাপ কাজ করে। পাঁঠা চিবোয়, মুরগীর ঠ্যাং ভাঙে, মাছের জীবন নাশ করে। দাঁতের সব কাজই হল নাশকতামূলক। একটাও গঠনমূলক কাজের দৃষ্টান্ত নেই। সারাজীবন খিঁচিয়ে গেল, চিবিয়ে গেল, কামড়ে গেল। আর পাপের বেতন কি ?

উত্তরে বললুম, মৃত্যু।

—রাইট। তাই মানুষের আগে দাঁত যায়।

নটার সময় বড়মামা গেলেন। খেলা শুরু হল, বেলা এগারোটা থেকে।

প্রথমে এলেন এক ভোজপুরী হিন্দুস্থানী। বিশাল চেহারা। স্যাণ্ডো গেঞ্জি। বুকের ওপর পেতলের পদক। বাজখাঁই গলা। গলা শুনে মাসীমা ভয়ে দরজার আড়াল থেকে বললেন, কি চাই ?

—হ্যাঁ, লিজিয়ে, বলে দৈত্যের মত লোকটি, কাঁধ থেকে একগাদা ডালপালা উঠনে ফেললেন। ডাগ্‌দার বাবুকে লিয়ে দাঁতন। কোঠারি আছে, কোঠারি ?

লোকটির গলা বড়মামার ছটা কুকুরের ছ'রকম ডাকে ভাল করে শোনা যাচ্ছে না। মেজমামা দোতলায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে ; বারবার জিজ্ঞেস করছেন, কি হল কি, ডাকাত পড়েছে ? কি হল কি, ডাকাত পড়েছে ?

আমরা যত বার বলছি, না না দাঁতন এসেছে, কিছুতেই শুনতে পাচ্ছেন না। অনেক কষ্টে শোনানো গেল। তখন বললেন, বসতে বলো, বসতে বলো।

কোঠারি কি জিনিস মাসীমার মাথায় ঢুকছে না। কোঠারি তো অবাঙালীদের একটা পদবী। কোঠারি এ বাড়িতে আসবেন কেন। বড়মামার মিলের ম্যানেজারের নাম কোঠারি হতে পারে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাসীমা বললেন, কোঠারি সায়েব মনে হয় মিলে আছেন।

—নেহি, নেহি কাটনেকা কোঠারি।

—ওঃ হোঃ কাটারি।

লোকটি কাটারি নিয়ে বসে গেলেন নিম দাঁতন কাটতে। ছটা কুকুর চিল্লে কাবু হয়ে গেল। তিনটে বিরক্ত হয়ে তিন দিকে শুয়ে পড়ল, হাত পা ছড়িয়ে।

পাতা ছাড়িয়ে, সাইজ করে কেটেকুটে, বাণ্ডিল বেঁধে, মাল বুঝিয়ে দিয়ে লোকটি উঠে পড়লেন। হাতে ঘড়ি, কাঁধে তোয়ালে। একটা দাঁতন চিবোতে চিবোতে বাগানের রাস্তায় পড়ে বিকট সুরে গান ধরলেন, আরে এ রাম ভজুয়ারে। দাঁতনমুখে সে এক বিকট গান। ঘুমন্ত কুকুর তিনটে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে, আবার চেল্লাতে শুরু করল।

আধঘণ্টা পরে ফেজ মাথায় এক ভদ্রলোক এলেন। মুখে চাপ দাড়ি। গায়ে চিকনের পাঞ্জাবি। তিনি এলেন স্কুটার চেপে। পেছনে একগাদা ডালপালা।

আমাকে দেখে বললেন, হাঁ, লিজিয়ে জনাব, ইয়ে ডক্টর সাবকে লিয়ে। দোতলায় মেজমামাকে দেখে বললেন, সালাম আলেকুম প্রোফেসার সাবে।

একের পর এক আসতে লাগল, গাবভ্যারেণ্ডা, আসশ্যাওড়া, নিসিন্দা। উঠনে একটা জঙ্গল তৈরি হয়ে গেল। মেজমামা জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপারটা কি রে কুসী? আজ কি বনমহোৎসব?

—না, মেজদা, বড়বাবুর দাঁতের যন্ত্রণা, এসব হল রুগীদের ভেট্। বড়দাকে তো চেন! যার সঙ্গে দেখা হচ্ছে তাকেই হয়ত বলছে, দাঁতের যন্ত্রণায় কি করা যায় বল তো?

—তা ডেন্টিস্টের কাছে যাচ্ছে না কেন? দাঁতের যন্ত্রণায় একমাত্র দাওয়াই উপড়ে ফেলা।

—দাঁড়াও, অতই সোজা! বড়দাকে চেন না। কবিরাজি হবে, হাকিমি হবে, টোটকা হবে, সন্ন্যাসী ধরবে, তন্ত্র হবে, তারপর একদিন উপড়ে আসবে। উনি তো ধাপে ধাপে উঠবেন।

মেজমামা বললেন, ওকে চিনিস না, ভীতুর ডিম। কাটা ছেঁড়া

www.BanglaBook.org

নিপাতন উৎপাটনের নাম শুনলেই বড়বাবু কাত। নিজের শরীরে ওসব চলবে না, সব চলুক পরের শরীরে।

লাকি এসে একটা নিসিন্দের ডাল সামনের দুপায়ে চেপে ধরে হাড়ের মত চিবোতে শুরু করলো।

॥ দুই ॥

বড়মামার দাঁতের অবস্থা ভীষণ শোচনীয়। ঠাণ্ডা জল সহ্য হচ্ছে না, গরম জলও নয়। কেবল বলছেন, বডি টেমপারেচার। মাসীমা জল গরম আর ঠাণ্ডা, ঠাণ্ডা আর গরম করতে করতে পাগল হয়ে গেলেন।

খিঁচুড়ি ছাড়া অন্য কোনও খাদ্য দাঁত নিচ্ছে না।

বসার ঘরে উপদেষ্টারা বড়মামাকে ঘিরে বসেছেন। তাঁদের চা চলছে, বিস্কুট চলছে, পাঁপড় চলছে। বড়মামা শুধু দেখে যাচ্ছেন আর শুনে যাচ্ছেন। মাঝে মাঝে দাঁতের গোড়ায় ক্লোভ অয়েল ঠুসছেন।

অক্ষয়বাবু বললেন, ওতে কিছু হবে না ডাক্তার। দাওয়াই আছে আমার বড় বউমার কাছে। দাঁড়াও এনে দি এক দলা।

রামবাবু বললেন, জিনিসটা কি শুনি?

—তামাকের মাজন।

—ও, গুড়াকু। অতি বাজে জিনিস। ডাক্তার খবরদার ওর, কথা শুনো না। একবার ধরেছ কি মরেছ।

—হ্যাঃ, তুমি সব জেনে বসে আছ? মেয়েরা ব্যবহার করছে।

—সে তো মাতঙ্গিনী হাজরা গুলির সামনে বুক পেতে দিয়েছিলেন। তোমার বউমা বীরাঙ্গনা হতে পারে সবাই তো আর বীর নয়।

দু'জনে ঝটাপটি বাধে আর কি, বড়মামা উহু, উহু করে উঠলেন।

www.BanglaBook.org

বসাকবাবু পকেট থেকে নস্যির ডিবে বের করে বললেন, ডাক্তার গোড়ায় এক টিপ টিপে ধরো। একবারে অব্যর্থ। আমাদের সাধন কি কষ্টই না পাচ্ছিল! সারা ঘরে কেঁউ কেঁউ করে ঘুরছে আর বলছে, এর চেয়ে আত্মহত্যা করা ভালো। পকেট থেকে এই ডিবে, বের করে বললুম, এক টিপ লাগাও, চেপে ধরো দাঁতের গোড়ায়। দুম্ করে মাথা ঘুরে পড়ে গেল, এ, জে র অ। বাঘের নাকে গুঁজে দিলে জঙ্গল ছেড়ে পালাবে। পরের দিন দেখি কি, মোল্লার চকের সাধন মাংসের দোকানে লাইন দিয়েছে। আমাকে দেখেই ছুটে এসে, পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, মামাবাবু, আপনি ধন্বন্তরি।

অক্ষয়বাবু বিড়বিড় করে বললেন, তোমার মাথা। সাধন ওপর নিচে ষোলটা দাঁত তুলিয়েছে। নিজের ঢাক নিজে পেটাতে পারলেই হল।

রামবাবু বললেন, ডাক্তার, তুমি একবার কর্নেল বিশ্বাসকে দেখাও।

বসাকবাবু বললেন, সে হাত আর নেই, বয়েস হয়ে গেছে। দেখাতে হলে বোসই বেস্ট। ফিক্‌সিটিতে আমার আক্কেল দাঁত এক ছুরির খোঁচায় এমন করে দিলে, বেরিয়ে এল, যেন খোল থেকে শামুক বেরলো।

রামবাবু বললেন, এটা কত সাল? এইটটি টু। বাইশ বছর আগের হাত আর এখনকার হাত!

অক্ষয়বাবু বললেন, গুপ্তকে দেখাও। ছোকরার যেমন গুণ্ডার মত চেহারা তেমনি অসুরের মত শক্তি। একটানে শেকড়বাকড় সব উপড়ে আনবে।

বসাকবাবু বললেন, পয়সা খরচ করে গুপ্তর কাছে যাবার কি দরকার, গুপে গুণ্ডার কাছে গেলেই হয়। দু চারটে গরম গরম কথা হল ফি। এক ঘুষিতে গোটা ছয়েক ঝরিয়ে দেবে।

সিদ্ধান্তে আসার আগেই সভা ভেঙে গেল।

বড়মামা কুঁই কুঁই করতে করতে নিজের ঘরে চলে গেলেন। লাকিও চলল, পেছন পেছন ল্যাজ নাড়তে নাড়তে। ল্যাজের ভাষা, কি করতে পারি, কি করতে পারি।

www.BanglaBook.org

।। তিন ।।

রাত আটটা নাগাদ অবস্থা চরমে উঠল।

দাঁতের গোড়া থেকে মন ঘোরাবার জন্যে, বড়মামা প্রথমে চালালেন স্টিরিও রেকর্ডপ্লেয়ার। প্রথমে শ্যামাসংগীত। হল না। অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত, রবীন্দ্রনাথ। পরপর এলেন, চলে গেলেন। টপ্‌পা খেয়াল হার মানল। যাত্রাপালা, নটী বিনোদিনী। ওষুধ ধরল না। রাগপ্রধান, কিচ্ছু হল না। এল ইংরিজি, অ্যাবা, ভেনচারম রনগডউইল ওসিবিসা বসি এম। কিছুতেই হল না। টিভিতে বাঙলাদেশ।

মেজমামা এসে বললেন, নিউক্লিয়ার অ্যাটাক ছাড়া ও মন ঘুরবে না। যা বলি শোনো। আমার সঙ্গে ডক্টর পালের কাছে চলো। কোনও ভয় নেই।

মাসীমা বললেন, আমি যাচ্ছি তোমার সঙ্গে। বাচ্চা ছেলেও দাঁত তোলাতে ভয় পায় না।

মেজমামা বললেন, তোলার কথা আসছে কেন? তোলার হলে তুলবে, না হলে ওষুধ দেবে।

শিশুকে যেভাবে ভোলায়, সেইভাবে ভুলিয়ে ভালিয়ে বড়মামাকে ডক্টর পালের চেম্বারে নিয়ে যাওয়া হল। পেছনে সাহস যোগাতে যোগাতে চললুম আমরা। মেজমামা মাঝে মাঝে গীতার শ্লোক আবৃত্তি করতে লাগলেন। শরীর হল আত্মার পোশাক। আত্মা এমন এক বস্তু, জলে গলে না, আগুনে পোড়ে না, অস্ত্রে কাটা যায় না। গুপেগুণ্ডা কিছু করতে পারে না। দাঁত আত্মা নয়। দাঁত হল পোশাকেরই একটা অংশ। দু'চারটে গেলে কিছু এসে যায় না। শেষ বয়েসে দাঁত পড়ে যাবেই। ঠাকুরদার পড়েছিল, বাবার পড়েছিল, মায়ের পড়েছিল, আমাদেরও পড়বে। দাঁত কখনও আপনার জন হয় না। হলে যন্ত্রণা দিত না। ভাগনে যেমন কখনও আপনার হয় না, দাঁতও সেইরকম।

আমাকে আর প্রতিবাদ করতে হল না। মাসীমা-ই এগিয়ে

www.BanglaBook.org

এলেন, মেজদা কথা যখন বলবে, একটু ভেবেচিন্তে, বুঝেসুঝে বলবে।

—কেন, কেন? অন্যায়টা আমি কি বলেছি? আমি শাস্ত্রের কথাই বলেছি। জন, জামাই, ভাগনা তিন নয় আপনা।

—ওটা জন নয়, যম।

—তুই আমার চেয়ে বেশি জানিস? জন মানে তৃতীয় ব্যক্তি, থার্ডপার্সন।

—আজ্ঞে না, ওটা যম।

আজ্ঞে না ওটা জন।

সারাটা পথ জনে আর যমে জমজমাট লড়াই চলল।

ডক্টর পালের চেম্বার একেবারে ভর ভরাট। কাঁচের শো-কেসে তিনপাটি দাঁত, হাসছে না খিঁচিয়ে আছে বলা শক্ত। দাঁত একবার মুখের বাইরে বেরিয়ে এলে তার ভাব আর ভাষা বোঝা দায়।

বড়মামা গাড়ি থেকে নেমে চেম্বারের সিঁড়িতে পা রাখতেই ডাঃ গুপ্ত অ্যাপ্রন পরে ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন, আরে ডাক্তার এসো, ডাক্তার এসো, কি সৌভাগ্য আমার।

লম্বা চওড়া, বিশাল চেহারা। আমেরিকার বাস্কেটবল প্লেয়ারদের মত চিউয়িংগাম চিবোচ্ছেন। হাতে এত লোম, মনে হচ্ছে ভাল্লুকের হাত।

বড়মামা ঢুকতে ঢুকতে বললেন, দাঁত নিয়ে বড় কষ্ট পাচ্ছি ডাক্তার।

—আরে ও তো এক সেকেণ্ডের ব্যাপার, ধরব আর টকাস করে তুলে দোব।

বড়মামা থেমে পড়লেন। করুণ গলায় ডাকলেন, কুসী, এই দ্যাখ, কি বলছে?

মেজমামা সাহস দিলেন, আরে উনি তোমাকে ভয় দেখাচ্ছেন। তুলবেই হল? আমরা আছি না!

কোণের দিক থেকে গালফুলো এক রুগী নাকিসুরে ডাকলেন, ডাকতার বাবু।

ডঃ গুপ্ত ডাকে কোনও সাড়া দিলেন না।

আমরা সদলে তাঁর ভেতরের চেম্বারে ঢুকে পড়লুম। দাঁত

www.BanglaBook.org

তোলার চেয়ারে বেল্ট বেঁধে একজনকে ফেলে রেখেছেন। বড়মামাকে সাধারণ একটা চেয়ারে বসিয়ে বললেন হাঁ করো, দেখি কি অবস্থা করে এনেছ? আমাদের কাছে তো সব শেষের সময় হরিনাম করতে আসে।

বড়মামা হাঁ করলেন। ডঃ গুপ্ত টর্চের আলো ফেলে, লোহার একটা স্টিক দিয়ে দাঁত বাজাতে আরম্ভ করলেন। দাঁত যদি জলতরঙ্গ হত, এতক্ষণে শুরু হয়ে যেত কনসার্ট। রসগ্রহণ করলেও দাঁত বড় নীরস।

বড়মামা হঠাৎ একসময় বাঘের মত আর্তনাদ করে উঠলেন, আঁউ।

আ, হিয়ার ইজ দি কালপ্রিট। ব্যাটা, তুমি কোণে বসে কেরামতি দেখাচ্ছ। তোর একদিন কি আমার একদিন।

ভারি ওজন তোলার আগে মানুষ যেভাবে জোর নিঃশ্বাস নেয়, ডঃ গুপ্ত বুক চিতিয়ে সেইভাবে নিঃশ্বাস নিলেন। বড়মামা করুণ মুখে আমাদের দিকে তাকালেন।

আমরা সমস্বরে বললুম, কোনও ভয় নেই!

—তোমার ভয় করছে ডাক্তার? তা হলে দ্যাখো।

হাতে একটা যন্ত্র নিয়ে চেয়ারের লোকটির দিকে তেড়ে গেলেন। পেছন দিক থেকে তাঁর মাথাটা চেয়ার-এর উঁচু হেডরেস্টে ঠেসে ধরে, মুখে যন্ত্র পুরে ডালাখোলা বাকসের মত হাঁ করিয়ে দিলেন। পাশের ট্রে থেকে চকচকে সাঁড়াশির মত একটা যন্ত্র হাতে নিয়ে দাঁত চেপে ধরলেন। কড়াক করে একটা শব্দ হল।

বড়মামা শিউরে উঠে চোখ বুজলেন। কড়ড় মড়ড় শব্দ হতে লাগল আর ডাক্তার রেগে রেগে বলতে লাগলেন, সব শেষ সময়ে এসে মরবে, আসবে একেবারে বারোটা বাজিয়ে।

প্রচণ্ড এক হ্যাঁচকা টান মারলেন। লোকটির শরীর টান টান হয়ে গেল। সাঁড়াশির মুখে ধরা বর্শার ফলার মত দাঁতের অংশ আকাশের দিকে তুলে ধরে বললেন, শত্রুর শেষ রাখতে নেই।

দাঁতটা ঠকাস করে একটা ডিশে ফেলে দিয়ে, মুখে ফ্যাসফোঁস করে খানিকটা ওষুধ স্প্রে করে দিয়ে, চেয়ার থেকে লোকটিকে মুক্ত করে দিলেন। তিনি সামনে কুঁজো হয়ে, টলতে টলতে ঘরের বাইরে চলে গেলেন।

www.BanglaBook.org

ডঃ গুপ্ত বললেন, কি বুঝলে ডাক্তার ?

বড়মামা চোখ ঢেকে বললেন—উঁ।

—এ সব আমাদের কাছে জল ভাত। দাঁত একটা জিনিস! ধরো আর ফেলো। নাউ, কাম হিয়ার।

বড়মামার চোখমুখ ছাইবর্ণ। আমাদের দিকে তাকাতে তাকাতে চেয়ারে গিয়ে বসলেন। পরীক্ষা-টরিক্ষা করে ডাক্তার পাল বসলেন।

দাঁড়াও, একটা ইন্‌জেক্‌শান দিয়ে ব্যথাটা আগে কমাই। দাঁতটার অবস্থা তেমন ভাল নয় হে। ভেতর ভেতর বেশ বিগড়ে বসে আছে।

মাড়ির পাশে পাশে পুট্‌পুট্‌ করে কয়েকবার ছুঁচ ফুঁড়লেন ডাক্তারবাবু। ইন্‌জেকশানেও বড়মামার ভয়। সিঁটিয়ে আছেন।

ইন্‌জেকশান শেষ হতেই বড়মামা বললেন, চলি তা হলে ?

—ব্যস্ত হচ্ছ কেন ডাক্তার! একটু বসে যাও। সারারাত কষ্ট পাওয়ার চেয়ে দু'দশ মিনিট বসে যাওয়া ভাল। তুমি ওই ডেক চেয়ারে বোসো।

বড়মামা বসলেন। ডঃ পাল চেয়ারে টেনে আনলেন এক মহিলাকে। সেই এক ব্যাপার। দাঁত, আর দাঁতের মালিককে ধমকধামক চলল। প্রতিবাদ করার উপায় নেই। মুখে যন্ত্র পোরা। ডাক্তারবাবু সাট্‌ করে এক টান মেরেই ইস্‌ ইস্‌ করে উঠলেন। তারপর ভদ্রমহিলার দাঁতের সারি থেকে এক হ্যাঁচকা টানে আর একটা দাঁত তুলে আনলেন।

মহিলা ঘর ছেড়ে চলে যাবার পর ডাক্তারবাবু বললেন, বুঝলে ডাক্তার, অ্যানেসথেসিয়ার এই দোষ, যার তুলছি সেও বোঝে না কি তুলছি, যে তুলছে সেও বোঝে না কি তুলছে! ইস্‌, মহিলার একটা ভাল দাঁত টেনে তুলে দিয়েছি।

বড়মামা বললেন, আমি এবার উঠি ডাক্তার।

উঠবে, উঠবে। জিভ দিয়ে দ্যাখো তো দাঁতের চারপাশটা বেশ অসাড় হয়েছে কি না!

বড়মামা বললেন, জিভ নাড়াতে পারছি না, কথা জড়িয়ে যাচ্ছে, এর চেয়ে ভাল আর কি হবে ?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বড়মামা একেবারে জেমস বণ্ডের মত হয়ে গেলেন। (পৃঃ ২৪৮)

www.BanglaBook.org

—তাই নাকি! কই দেখি, চেয়ারে একবার বোসো দেখি, একটু রুট ক্যানাল ট্রিটমেণ্ট করে দি। অসাড়ে ভাল হলে তো হবে না, সাড়ে ভাল হতে হবে তো।

বড়মামা চেয়ারে বসলেন।

মেজমামা আর মাসীমা দু'জনে ফিস্ ফিস্ করলেন। কিছু একটা ষড়যন্ত্র চলেছে। চোখে চোখে আঙ্গুলের ইশারায় কোন একটা পরিকল্পনা পাকা হতে চলেছে। এর মধ্যে একজন কিছুই জানে না, বাকি সবাই জানে। ঘরের বাতাস উৎকণ্ঠায় থম থম করছে। যে কোনও মুহূর্তে একটা খুন হবে। মানুষ নয়। খুন হবে একটা দাঁত। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছে, বড়মামা, পালান।

ডঃ পাল বললেন, দেখি হাঁ কর তো ডাক্তার!

বড়মামা হাঁ করলেন।

আমার চোখ ডক্টর পালকে অনুসরণ করছে। তাঁর ডান হাতটা ধীরে ধীরে দাঁত তোলা সাঁড়াশির দিকে সরছে। অনর্গল কথা বলে চলেছেন, বড়মামাকে ভুলিয়ে রাখার জন্যে। ধীরে ধীরে সাঁড়াশিটা হাতে তুলে নিলেন। বড়মামাকে মাথার পেছন দিক থেকে আক্রমণ করবেন হঠাৎ।

BanglaBook.org

উত্তেজনায় আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। সাঁড়াশি উঠতে উঠতে বড়মামার ঘাড় পর্যন্ত উঠেছে।

আর পারলুম না। 'বড়মামা, সাবধান!' বলে চেঁচিয়ে উঠলুম।

আমার চিৎকারে, আর দাঁত তুলে দেবার আতঙ্কে, বড়মামা একেবারে জেমস বণ্ডের মত হয়ে গেলেন। চেয়ার চরকিপাক খেল। কি হচ্ছে বোঝার আগে বড়মামা বাঘের মত লাফিয়ে উঠে সুইংডোর ঠেলে একেবারে রাস্তায়।

বড়মামা ছুটছেন, দু'হাত পেছনে আমি ছুটছি। আমাদের পেছনে ধরধর করে ছুটে আসছেন সাঁড়াশি হাতে ডেনটিস্ট, মেজমামা, কয়েকজন পেশেণ্ট। প্রাণভয়ের দৌড়ের সঙ্গে মিলখা সিংও পাল্লা দিতে পারবেন না।

বাজার এলাকা ছাড়িয়ে, হাইওয়ে পেরিয়ে আমরা শুকচরে ঢুকে পড়েছি। পেছন থেকে গাড়ির শব্দ, হেডলাইটের আলো ভেসে

www.BanglaBook.org

এল। বড়মামা হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, আমার গাড়ি চেপে আমাকেই ধরতে আসছে। কুইক্, নেমে পড়ো ওই মাঠের ঝোপে।

সাপের ভয় নেই, ব্যাঙের ভয় নেই। আমরা দুজনে ঝোপের মধ্যে। ওপরের রাস্তা দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গেল বড়মামার গাড়ি। বড়মামা, ফিস্ ফিস্ করে বললেন, তুই আমাকে বাঁচালি। মেজোকে বলিস, ভাগনেই একমাত্র আপনজন।

বড়মামা, আপনার দাঁত ?

দাঁত ? দাঁত এখন মুখ ছেড়ে মাথায় উঠে গেছে রে !

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নতুন ফসল

'খাচ্ছে দাচ্ছে আর বড় বড় বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছে। কেবল কথা আর কথা। কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা।' 'কাদের কথা বলছেন স্যার?'

অধ্যাপক বটকৃষ্ণ বসু খুব বেজার মুখে চেয়ারে বসে আছেন। চারপাশে কাগজপত্র ছড়ানো। অধ্যাপক বসু একজন গবেষক। আমরা তাঁর ছাত্র। সহকারীও বলা যেতে পারে। আমরা নিজেরা কিছু করি না। করার স্বাধীনতাও নেই। যা করতে বলা হয় তাই করি। যখন কিছু করার থাকে না তখন অধ্যাপক বসুর সামনে বসে তাঁর আক্ষেপ শুনি। পৃথিবীর তাবৎ বৈজ্ঞানিকদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার। যেমন এই এখন হচ্ছে। বিকেলের চা-পর্ব শেষ হয়েছে। একটু আগে পর্যন্ত আমরা আমাদের ল্যাবরেটারি সংলগ্ন জমিতে কাজে ব্যস্ত ছিলুম। এখনও হাতে পায়ে কাদা লেগে আছে। মাথার চুলে গাছের পাতা আটকে আছে। হাত-পা পরিষ্কার করা হয়নি। চা শেষ করে আবার জমিতে নামতে হবে। যতক্ষণ না সূর্য ডুবছে ততক্ষণ আমাদের কাজ চলবে। গবেষণায় আমরা সফল হতে পারব কিনা জানি না। যদি সফল হতে পারি তা হলে কৃষিবিজ্ঞানের ইতিহাসে সেই সাফল্য সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে।

অধ্যাপক বসু একটা ছুরি হাতে উঠে দাঁড়ালেন, 'কাদের কথা বলছি? সেই সব অপদার্থ বিজ্ঞানীদের কথা, যারা শুধু পৃথিবীতে সেমিনার আর বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছে। কাজের কাজ কিছুই করছে না। কটা বাজল?'

'আজ্ঞে চারটে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ফাইন। এখনও ফুল টু আওয়ার্স কাজ করার সময় আছে।'

আমাদের দুই সহকারীকে নিয়ে বৈজ্ঞানিক বসু আবার জমিতে এসে নামলেন। বিঘে খানেক জায়গার ওপর আমাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে সব্জি নিয়ে। প্রথম যেদিন আমরা কাজে যোগ দিতে এলুম সেদিন অধ্যাপক বসু আমাদের যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার সারমর্ম ছিল এই রকম, হাজার হাজার বছর ধরে পৃথিবীতে নানা পরিবর্তন এসেছে। বনমানুষ মানুষ হয়েছে। অসভ্য মানুষ ক্রমশ সভ্য হয়েছে। মোমবাতি থেকে ইলেকট্রিক লাইট হয়েছে। লাসার বিম আবিষ্কৃত হয়েছে। ঘোড়ায় টানা ট্রামের জায়গায় ঠ্যাং উঁচু ইলেকট্রিক ট্রাম এসেছে। স্টিম ইঞ্জিনের জায়গায় ইলেকট্রিক লোকো এসেছে। দু চাকার ফোর্ডের আমলের মোটর গাড়ির জায়গায় আধুনিক আমলের হাওয়া গাড়ি এসেছে। মানুষ বেলুন ছেড়ে জেট বিমানে উঠেছে। রকেট ছুটছে গ্রহান্তরে। টোটকা আর ভুতুড়ে ওষুধের জায়গায় পেনিসিলিন এসেছে। গাদা বন্দুকের জায়গায় স্টেনগান, ব্রেনগান, মেশিনগান এসেছে। গাইডেড মিসাইল এসেছে। বিজ্ঞানের সব রাস্তা ধরেই মানুষ গড়গড়িয়ে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় একটা দিকে বিজ্ঞানের কোনও দৃষ্টিই নেই। বিবর্তনের ধারাও সেখানে মিইয়ে গেছে। যে বিবর্তনে বাঁদর মানুষ হয়েছে, পৃথিবীতে জেব্রা, জিরাফ এসেছে, যে বিবর্তনে ডায়নাসর, টেরোড্যাকটিল পৃথিবীতে এসে চলে গেছে। সেই বিবর্তন শাকসব্জির জগৎকে ভুলে বসে আছে। হাজার হাজার বছর ধরে আলু আলুই আছে, ঢেঁড়স ঢেঁড়সই থেকে গেছে, ঝিঙে ঝিঙে হয়ে গ্যাঁট মেরে বসে আছে কতকাল! লাউ, কুমড়ো, উচ্ছে, করলা, চিচিঙ্গা, পেঁপে ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওল কপি, গাজর, বিট, শালগম, যেমন ছিল তেমনি আছে। সব্জির জগতে কোনও পরিবর্তন আসেনি, কোন পরিবর্তন আনার চেষ্টাও হয়নি। সেই একঘেয়ে সব্জি বছরের পর বছর আমরা খেয়ে চলেছি। খেতে বাধ্য হচ্ছি। ক্যাটকেটে ছোলা দিয়ে কুমড়োর ছক্কা। পাতে দেখলেই পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে ওঠে। ভেণ্ডির তরকারি। দেখলেই পরিবেশনকারীকে ঠেঙাতে ইচ্ছে করে। ঝিঙে! যেমন তার চেহারা,

www.BanglaBook.org

তেমনি তার স্বাদ। পোস্তর সঙ্গে পড়লে তবে মুখে তোলা যায়। অন্য আর কিছু জোটে না বলে আমরা খেতে বাধ্য হই। সব্জি না খেলে ভিটামিনের অভাবে মারা পড়ার ভয়ে খেতে হয়। তা না হলে সাধ করে কেউ পেঁপের ঝোল, কুমড়োর ঘ্যাঁট, বিট গাজর মুলো খেত না। কাবাব, কিমাকারি, ফিশফ্রাই, প্রনকাটলেট, রেজালা, রেগনজুস, রেশমীকাবাব খেয়ে মনের আনন্দে থাকত। মাছ, মাংস, ডিম খান না এমন লোকের সংখ্যা পৃথিবীতে কম নয়। তাঁদের মুখের আর মনের কি অবস্থা! মানুষের গো-যন্ত্রণা।

বৈজ্ঞানিক বসুর বক্তৃতা শুনে সেদিন আমাদের চোখ খুলে গেল। সত্যিই তো! সব্জির জগতে কোনও পরিবর্তনই আসেনি। সেই আলু, সেই পটল, সেই ঢেঁড়স, সেই বেগুন। আমাদের তা হলে কি করতে হবে! নতুন নতুন সবজি তৈরি করতে হবে। একটার সঙ্গে আর একটা মিলিয়ে নতুন নতুন আনাজ আনতে হবে। যা পৃথিবীর মানুষ আগে কখনও দেখেনি।

নানা ধরনের গাছে আমাদের বাগান ভরে গেছে। খোন্তাখুন্তি, কোদাল-গাঁইতি, সার, ওষুধ এই নিয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যে আমাদের হিমসিম অবস্থা। এ-সব কাজে সবার আগে যা থাকা চাই তা হল ধৈর্য আর কল্পনা।

বৈজ্ঞানিক বসু, আমাদের স্যারের কল্পনার খুব জোর। আগামী পাঁচ বছরে আমরা যে-সব নতুন ফসল উৎপাদন করব তার একটা তালিকা সব সময় চোখের সামনে ঝুলছে। উচ্ছে আর পটল এক করে একটা নতুন আনাজ হবে, নাম উপটল। স্বাদ কেমন হবে জানা নেই তবে অনুমান করা গেছে। সামান্য তিক্ত। উচ্ছের মতো অতটা নয়। কুমড়োর তরকারিতে আলু দিতেই হয়। কুমড়োও মাটিতে ফলে আলুও তাই। দুটোকে এক করে নতুন একটা আনাজ—কুমড়ালু। ঝিঙের সঙ্গে চিচিঙ্গে মিলিয়ে ঝিচিং। সিমের সঙ্গে কড়াই শুঁটি এক করে সিশুঁটি। পালম আর পুঁই দুটোই ভিটামিনে ভরপুর শাক। দুটোকে এক করে

www.BanglaBook.org

পাপুই। শশা আর করলা এক করে হবে শরলা। মাংসে পেঁয়াজ আর রসুন আলাদা আলাদা দিতে হয়। না দিলে চলে না। দুটোকে এক করে আমরা উৎপাদন করব পেঁসুন। লাউ আর পেঁপে এক করে হবে লাপেঁ। নাম শুনেই মনে হচ্ছে ফরাসী কোনও আনাজ। খেতে নিশ্চয়ই বিলিতি বিলিতি হবে। প্রফেসারের ধারণা, গাছটা নিশ্চয়ই লতানে হবে। গাজর আর বিট এক করে হবে গাবিট। বাঁধা আর ফুল এক করে বাঁফুল কপি। উঃ কি কাণ্ড যে হবে, ভাবা যায় না!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রুকু আর সুকু

দু-ভাইয়ের খেলার মাঠের ঝগড়াটা শেষ পর্যন্ত বাড়ি অবধি এসে পেঁছিল। বড় রুকু গেট পেরিয়ে আগে-আগে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে ঢুকছে। পেছনে ছোট সুকু, বুক ফুলিয়ে, তার মুখে কোনও ভয় বা অপরাধের চিহ্ন নেই। সে বরং ঢোকার মুখে গেটের পাশের খাড়া ইউক্যালিপটাস গাছের তলা থেকে ঝরা পাতা তুলে নিয়ে হাতে রগড়ে নিজের নাকের কাছে ধরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'আঃ, কী সুন্দর গন্ধ। যাদের বারো মাসই সর্দি তাদের এই পাতা রোজ শোঁকা উচিত।'

কথাটা সে তার দাদাকে উদ্দেশ করেই বলল, আর একটু খেপাবার জন্য। অন্যদিন হলে রুকু নিশ্চয় এর কোনও জবাব দিত। আজ কিছু বলল না। সে বেচারা ভাল করে হাঁটতেই পারছে না। সুন্দর একটা একতলা বাংলো বাড়ির দিকে তারা এগিয়ে চলেছে। দুপাশে কেয়ারি-করা গোলাপের বাগান। বারান্দায় একটা বেতের চেয়ারে বসে বসে মা মোজা বুনছেন একমনে। শীত এল বলে। ডাল্টনগঞ্জে শীতটা বেশ জমিয়ে পড়ে। এ বছর তিন জোড়া মোজাই তাঁকে বুনতে হবে। দু ছেলের আর স্বামীর। রুকু ও সুকুর বাবা স্থানীয় মিশনারী হাসপাতালের নামকরা সার্জেন। স্থানীয় লোকেরা বলে, ডাক্তারবাবু মানুষ কেটে জোড়া লাগাতে পারেন। এমন হাত।

মার চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। সব সময় পরতে হয় না। এই বোনাটোনার সময়েই নাকে ওঠে। তখন যেন আরও সুন্দর দেখায়। সোনার মতো গায়ের সঙ্গে চশমার রঙ মিলে যায়। শুধু কাচ দুটো খাড়া টিকলো নাকের পাশে জ্বলজ্বল করতে থাকে।

www.BanglaBook.org

মানুষটি যেমন ভাল, তেমনি কড়া। যোধপুরের মেয়ে। চেহারাটা অনেকটা রাজপুত মেয়েদের মতো।

রুকুকে ল্যাংচাতে দেখে রাজ্যেশ্বরী জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে রে তোর?'

রুকুটা ভীষণ ভাল মানুষ। কী হয়েছে ঠিক ঠিক বলতে গেলে —সুকুর নামে বলতে হয়। রুকু তাই কোনো কথা না বলে সিঁড়ি ভেঙে বারান্দায় উঠে এল। পেছনেই সুকু। উত্তরটা সেই দিল— আমি ওকে ল্যাং মেরে ফেলে দিয়েছি মা। এই হল সুকুর স্বভাব। তার কাছে কোনো লুকোচুরি নেই। যা করে তা বলে। এই তো সেদিন হাতের আঙুলে গোলমতো মোটা একটা লাঠি খাড়া করে শোবার ঘরে ব্যালেন্সিং অভ্যাস করছিল। লাঠিটা হঠাৎ বেকায়দা হয়ে সোজা গিয়ে পড়ল দেরাজ-আয়নাটার ওপর সপাটে। ভেঙে চুরমার। রুকুও সে-ঘরে ছিল। বহুবার ভাইকে বারণ করেছে— 'ওরে সুকু, ওরকম করিসনি! একটু আগে আর একটু হলেই আমার মাথাটা ফাটত।' সুকু শোনেনি, বলেছিল, 'বিছানায় শুয়ে শুয়ে সারাদিন বই পড়লেও ওরকম বিপদ একটু-আধটু হতেই পারে।' রুকু আর কিছু বলেনি। মাথায় আইসব্যাগের মতো একটা বালিশ চাপিয়ে সুকুর লাঠির হাত থেকে মাথা বাঁচাবার চেষ্টা করেছিল।

কাচ ভাঙার ঝনঝন আওয়াজে মা যখন দৌড়ে এলেন, সুকু বললে, 'সরি মা! অন্যায় হয়ে গেছে। লাঠিটা যে ওর ওপর পড়বে আমি বুঝতে পারিনি। বাড়িতে ছোট ছেলেমেয়ে থাকলে ওরকম একটু হবেই।' রাজ্যেশ্বরী এমন ছেলেকে কী আর বলবেন! বাবা শুনে বলেছিলেন, 'হ্যাঁ বাপকা বেটা··আমিও ছেলেবেলায় ওর মতোই ছিলাম সাহসী, বেপরোয়া, সত্যবাদী! এই তো চাই।'

সেই দিনই ফকরু মিঞা বিকেলের দিকে এসে দেরাজের আয়নাটা নতুন করে লাগিয়ে দিয়ে গেল।

রাজ্যেশ্বরী বোনাটা কোলের ওপর ফেলে দিয়ে বললেন, 'তুই দাদাকে ল্যাং মারলি কেন? এখন পা মচকে এই যে বিছানায় পড়ে থাকবে, কে দেখবে?'

www.BanglaBook.org

সুকু ভাল মানুষের মতো মুখ করে বললে, 'আমার অভ্যাস মা। কী করব বলো?'

'ল্যাং মারাটা তোর অভ্যাস? বলিস কী রে? তুই খেলতে গেছিস না ল্যাং মারতে গেছিস।'

'তুমি জানো না মা, আমাদের গেম ইনস্ট্রাকটর মিস্টার বেঞ্জামিন বলেছেন, ভাল ফুটবলার হতে হলে ভাল ল্যাং মারা শিখতে হবে। টুক করে এমন কায়দায় পা-টা চালাবে যেন সার্জেনের ছুরি। রেফারি ধরতে পারবে না, এমন কী যাকে মারলে সেও বুঝতে পারবে না। বল-ফল ছেড়ে চিৎপাত হয়ে পড়ল, তুমি মেরে-মেরে বেরিয়ে গেলে। সেই কায়দাটাই মা দাদাকে দেখিয়েছি।'

রুকু আর চুপ করে থাকতে পারল না। আর একটা খালি বেতের চেয়ারে বসে ডান পা-টা সামনে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'তুই একটা কাওয়ার্ড। ব্যাকে খেলার তোর যোগ্যতাই নেই, তুই যেই দেখলি আমি কাটিয়ে গোললাইনে ঢুকে পড়েছি, সিওর গোল, পেছন থেকে সট করে ল্যাং মেরে দিলি। একে খেলা বলে না সুকু, একে বলে গুণ্ডামি।'

'কী বললি? কাওয়ার্ড? সুকু কাওয়ার্ড! তুই খেলার খও জানিস না। থলথলে ভুঁড়ি নিয়ে হোঁতকা হোঁদল-কুতকুতের মতো ওই স্পীডে দৌড়লে ল্যাং মারতেই ইচ্ছে করে। আমি কাওয়ার্ড নই, ক্র্যাফটি।'

রাজ্যেশ্বরী উঠে দাঁড়ালেন। রুকুর দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'বাঃ সুকু। তোমার ল্যাঙ্গোয়েজের খুব উন্নতি হয়েছে দেখছি। দাদাকে হোঁতকা বলছ, হোঁদলকুতকুত বলছ।'

রাজ্যেশ্বরী রুকুর পায়ের কাছে উবু হয়ে বসলেন।

সুকু বললে, 'এসব কথা তুমি সেদিন আমাকে যে বাঙলা বইটা উপহার দিলে, সেই বইটা থেকে শিখেছি। বইটার পাতায় পাতায় যেসব ছবি আছে তার মধ্যে দাদার ছবিও আছে। সেখানে এই গল্পটাও আছে মা—'হোঁদলকুতকুতের বাবার আলকাতরার ব্যবসা ছিল। হোঁদল ঘামত আর তার বাবা টিনে ধরে ধরে বিক্রি করত।' 'বইটা তোমাকে দিয়ে খুব ভুল করেছি বাবা।

www.BanglaBook.org

ভেবেছিলুম বাংলা শিখবে, এখন দেখছি কতগুলো বাজে অ্যাডজেকটিভ শিখে বসে আছ।'

বাইরে গাড়ি দাঁড়াবার শব্দ হল। বাবা ফিরলেন হাসপাতাল থেকে। সামনে আসছে ডাক্তারি ব্যাগ হাতে সুখন। পেছন পেছন আসছেন ডাক্তার মুখার্জি। লম্বা চওড়া সুপুরুষ মানুষ। মুখে সবসময় একটা হাসি লেগে আছে। বারান্দার কাছে এসে হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলেন, 'বাড়ির খবর? আরে বড়টা দেখছি মানুষ হয়েছে। চেয়ারে বসতে শিখেছে?'

রুকু বললে, 'গুড ইভিনিং ফাদার!'

'গুড ইভিনিং বয়। কী হয়েছে তোমার পায়ে?'

উত্তর দিলেন রাজ্যেশ্বরী, 'সুকুর গুণ্ডামির ভিকটিম। গোলের মুখে সুকু পেছন থেকে ল্যাং মেরে দিয়েছে।'

'ফাউল হয়নি?'

এবার উত্তর দিল রুকু, 'কী করে ফাউল হবে বাবা! ও তো বলেছেই, বাবা যেভাবে হাতে ছুরি চালায় ও সেইভাবে পায়ে ল্যাং চালায়।'

ডাক্তার মুখার্জি হো হো করে হেসে উঠলেন, 'বেড়ে বলেছে তো! তা তুই কীভাবে পড়লি?'

'হাত পা দুমড়ে মুচড়ে ধপাস করে পড়ে গেলুম। আর ও বলটা ক্লিয়ার করে দিল।'

'দেখি সরো, ও তুমি বুঝতে পারবে না, আমার কাজ আমাকে করতে দাও।'

ডাক্তার মুখার্জি ছেলের মাকে সরিয়ে নিজেই উবু হয়ে বসলেন, 'বেশ ফুলে উঠেছে রে। না ভাঙেনি, মচকে গিয়েছে। কদিন একটু ভোগাবে। ও খেলতে গেলে একটু-আধটু হবেই, চীয়ার আপ মাই বয়। একটু গুলার্ড লোশন লাগাতে হবে!'

রাজ্যেশ্বরী দেবী বললেন, 'কাল থেকে তোমাদের দুজনের ফুটবল খেলা চিরদিনের জন্যে বন্ধ।'

'ও, নো নো,' ডাক্তার প্রতিবাদ করে উঠলেন, 'ও ব্যবস্থা ঠিক হল না, একসকিউজ মি, খেলবে, রোজ খেলবে, তবে আলাদা টিমে নয়, একই টিমে, তাহলে আর ল্যাং মারতে পারবে না।'

www.BanglaBook.org

'সুকুকে তুমি চেনো না, তাহলেও ঠিক ল্যাং মেরে দেবে। ও কী বলছে জানো, কাউকে ছুটতে দেখলে ওর নাকি ভীষণ ল্যাং মারতে ইচ্ছে করে। উনি নাকি ল্যাং স্পেশালিস্ট। হ্যাঁ তোমাকে কী বলছে জানো, হোঁদলকুতকুতের বাবা।'

সুকু তীরবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে এল, 'না বাবা, আমি তোমাকে বলিনি, আমি দাদাকে কেবল হোঁদলকুতকুত বলেছি।'

'তা হলে দাদার বাবা কী হল?' রাজ্যেশ্বরী প্রশ্নটা রেখে ঘরে ঢুকে গেলেন।

সুকু আধহাত জিভ কেটে মাথায় দু হাত চেপে ধরে বলল, 'আমি ভেবে বলিনি।' তারপর দৌড়ে গিয়ে দু হাতে বাবার কোমর জড়িয়ে ধরে বললে, 'বাবা, আমায় ক্ষমা করো।'

ডাক্তার মুখার্জি হাত দিয়ে ছেলের নরম চুল এলোমেলো করতে-করতে বললেন, 'পাগল ছেলে, একটা কথা জেনে রাখো, একজনের আনন্দে কখনও যেন আর একজনের দুঃখের কারণ না হয়। খেলা মানে মারামারি নয়। দ্যাখো তো, দাদা এখন ক'দিন ভাল করে আর হাঁটতে পারবে না।'

সুকুর মুখটা হঠাৎ করুণ হয়ে গেল। দাদার সামনে গিয়ে বললে, 'তুই ওভাবে পড়ে যাবি, আমি বুঝতে পারিনি রে, দাদা। নে, আমার কাঁধে ভর দিয়ে ভেতরে চল।'

রুকুর একটা হাত সুকুর কাঁধে, সুকুর একটা হাত রুকুর কোমরে দু ভাই ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকছে। ডাক্তার মনে মনে বললেন, ঈশ্বর, আমি কত ভাগ্যবান!

পড়াশোনার পর রাতের খাওয়া-দাওয়া। খাবার ঘরে লম্বা টেবিলে ধবধবে সাদা টেবিলক্লথ, ঝকঝকে সাদা চীনেমাটির প্লেট, কাঁটা চামচ। বাবুর্চি নিজামত একে-একে গরম-গরম সব খাবার এনে সাজিয়ে রাখছে। ডাক্তার মুখার্জির মুখে তখনও পাইপ। অল্প অল্প ধোঁয়া ছাড়ছেন। অন্যদিকে রুকু আর সুকুর সারাক্ষণ বকবকানি চলে। আজ দুজনেই চুপ। চুপ রুকুই। সুকু সন্ধ্যে থেকে দাদার সঙ্গে অনেকবার কথা বলার চেষ্টা করেছে। রুকু তেমন সাড়াশব্দ করেনি। হুঁ হাঁ করে ছেড়ে দিচ্ছে। সুকু নিজের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থেকেই গুলার্ড লোশন দিয়ে দাদার পায়ের পট্টি দুবার ভিজিয়ে দিয়েছে। তাও রুকু ভীষণ গম্ভীর।

সুকু তো বেশিক্ষণ চুপ করে থাকতে পারে না। সে বাবার সঙ্গেই নানা রকম কথা শুরু করেছে। যতক্ষণ খাওয়া চলল ততক্ষণই সুকু কাঠবেড়ালি সম্পর্কে হাজার রকম প্রশ্নে বাবার প্রাণ বের করে দিল। কাঠবেড়ালিকে ওরকম দেখতে কেন? ডিম হয়, না বাচ্চা হয়। অত চটপটে কেন? পিড়িক পিড়িক করে ডাকবার সময় ন্যাজটা ওঠানামা করে কেন? কোথায় বাসা করে? বাসাটা দেখতে কেমন?

রাজ্যেশ্বরী চামচে দিয়ে পুডিং কাটতে কাটতে বললেন, 'আজ মাথায় কাঠবেড়ালি ঢুকেছে। কাল ঢুকেছিল টিয়া, সেটা উড়ে গেছে।'

খাবার টেবিল থেকে কাঠবেড়ালি বসার ঘর পর্যন্ত এলেও সেতার আর গানে চাপা পড়ে গেল। শুতে যাবার আগে এ বাড়ির এটাই নিয়ম। রেকর্ড প্লেয়ারে আটখানেক বাছা-বাছা রেকর্ড চলবে। কোনও দিন গান, কোনও দিন যন্ত্রসংগীত। ডাল্টনগঞ্জে আকাশ ছেয়ে রাত ঘন হচ্ছে। তারাদের জ্যোতি বাড়ছে। মিষ্টি হাওয়ায় ইউক্যালিপটাসের গন্ধ ভাসছে। গানের সুরে, চার্চের ঘণ্টার আওয়াজে, রাতজাগা পাখির ডাকে পাহাড়ের গা বেয়ে বনস্থলীর মধ্যে দিয়ে ঘুম আসছে স্বপ্ন নিয়ে।

দু ভাই একই ঘরে দু দিকে দুটো খাটে শোয়। অন্যদিন শুয়ে শুয়ে ঘুম না আসা পর্যন্ত দুজনে বকর-বকর করে। সুকুই শুরু করে। কখনও পড়ার কথা, কখনও খেলার কথা, কখনও বইয়ে পড়া কোনো অ্যাডভেঞ্চারের কথা। ইয়োরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকার সব পথ-ঘাট-পাহাড়-পর্বত-বন-জঙ্গল সুকুর ভীষণ চেনা। মশারির মধ্যে ঢুকে বালিশে মাথা রেখে সুকু বললে, 'জানিস, দাদা, আমাদের বাগানের পুবদিকে বাদাম গাছের তলায় কাঠবেড়ালির বাসা হয়েছে রে। কাল সকালে তোকে দেখাব।'

রুকু কোনও জবাব দিল না।

সুকু বললে, 'এখনও কোন বাচ্চা হয়নি রে। আমি গর্তর মধ্যে

www.BanglaBook.org

এতখানি হাত পুরে দিয়েও কিছু দেখতে পেলুম না। খালি একগাদা বাদাম পেলুম।'

অন্যদিন হলে রুকু ভাইকে সাবধান করে দিত, 'যেদিন সাপে কামড়াবে সেদিন তোর সাহস বেরিয়ে যাবে।' আজ কিন্তু কিছুই বলল না। চুপ করে পাশ ফিরে শুয়ে রইল।

সুকু মশারি তুলে বেরিয়ে এল। রুকুর মশারির মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে একটা হাত দাদার কপালে রেখে জিজ্ঞেস করল, 'তুই আমার সঙ্গে কথা বলছিস না কেন রে দাদা? রাগ হয়েছে?'

রুকু আবার বেশিক্ষণ রেগে থাকতে পারে না। তার ফেরানো মুখ থেকেই উত্তর এল, 'হুঁ।'

'রেগে গেলি কেন?'

রুকু বললে, 'তুই সবসময় বন্ধুদের সামনে আমাকে ল্যাং মারবি, মোটা বলবি, অপদস্থ করবি। কেন আমি কি তোর ভাই নই!'

সুকু একটু চুপ করে ভাবল। তারপর বললে, 'আমি তো কাউকে ছাড়ি না, আমি সবাইকেই তো ওরকম করি।'

'তারপর তুই সেদিন কেন ফাঁকে চুলে চুইংগাম আটকে দিয়েছিলি। আমি টের পাইনি। তিনদিন পরে মা চুল আঁচড়াতে গিয়ে দেখতে পেয়ে কাঁচি দিয়ে এক খাবলা চুল কেটে দিলেন। জানিস আমার কোঁকড়া চুল। কিছু ঢুকে থাকলে দেখা যায় না। সেই থেকে মাথার মাঝখানে একটা টাক হয়ে আছে।'

'চুইংগামের শেষটা যে চুলে আটকাতেই ইচ্ছে করে রে দাদা। আমি তো দাদার চুলে আটকেছি রে, দাদা কি কারুর পর। তুইই বল।'

'হ্যাঁ, এরপর তুই আমার মুখে চুনকালি মাখিয়েও ওই একই কথা বলবি—আমার দাদার মুখেই তো মাখিয়েছি! এখন তুই কেমন স্কুলে যাবি, খেলার মাঠে যাবি, আর আমি বাড়িতে ঠ্যাং তুলে শুয়ে থাকব, কতদিন কে জানে!'

সুকু মাথাটা বের করে নিয়ে মশারিটা গুঁজে দিল। দরজা খুলে বেরিয়ে গেল ঘরের বাইরে।

সুকু বেরিয়ে যেতেই রুকু বিছানায় উঠে বসল। ওই পা নিয়ে তার আর হাঁটতে ইচ্ছে করছে না, তা না হলে সে সুকুর পিছু নিত।

www.BanglaBook.org

কিছুক্ষণ পরেই সুকুর গলা পাওয়া গেল, 'মা বাবাকে ডাকো।'

তারপর রুকুর কানে এল মা আর বাবার দুজনেরই গলা। মা বলছেন, 'ইস্ কী ভীষণ রক্ত বেরোচ্ছে রে।'

বাবা বলছেন, 'একদম উতলা হবে না, আমাকে দেখতে দাও। আজকের দিনটাই খারাপ। তুমি বরং ইঞ্জেকশানের সিরিঞ্জ তৈরি করে। একটা এ টি এস দিতে হবে।'

রুকু খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে এল। বাথরুমের সামনে সুকু। ডানপায়ের বুড়ো আঙুলটা থেঁতলে গিয়ে রক্ত পড়ছে। সুকু সোজা দাঁড়িয়ে আছে। সারা মুখে দুষ্টু-দুষ্টু একটা হাসি।

বহুদিন চলে গেছে। রুকু আর সুকু এখন কত বড়। শুধু বড় নয়, দামী মানুষ, প্রতিষ্ঠিত মানুষ। রুকু থাকে মাদ্রাজে, মস্ত বড় ইঞ্জিনীয়ার। সুকু বিশাল বড় ডাক্তার, থাকে দিল্লীতে। যেখানেই থাকুক বছরে একবার শীতকালে ডিসেম্বর মাসে দু'ভাই মেলে ডাল্টনগঞ্জে তাদের জন্মস্থানে, ছেলেবেলার সেই বাংলো বাড়িতে। বাড়িটাকে তারা খুব যত্নে রেখেছে। রঙ, পালিশ, ফার্নিচার, বিছানা। সাজানো বাগান সব সেই আগের মতো আছে। একজন কেয়ারটেকার আছেন। নেই কেবল বাবা আর মা। দুটো বিশাল ছবি ঝুলছে বসার ঘরে দেয়ালে।

সন্ধ্যের মুখে সবাই বসেছে বসার ঘরে। রুকুবাবু, সুকুবাবু তাদের স্ত্রী ফুটফুটে ছেলেমেয়েরা। প্ল্যান হচ্ছে, আগামীকাল দুখানা ঝকঝকে নতুন গাড়ি নিয়ে তারা জঙ্গলে যাবে শিকারে। সুকুর ডান পা-টা বাঁ পায়ের ওপর তোলা। বুড়ো আঙুলের নখটা একটু গুটিয়ে পাকিয়ে আছে, রুকুর সেদিকে নজর পড়তে বলল, 'সুকু তুইতো বড় ডাক্তার, আমার হাতের পোড়া দাগটা ভাল করে দিলি, তোর পায়ের নখটাকে মেরামত করতে পারলি না?'

সুকুর চেয়ারের পেছনের দিকে দাঁড়িয়ে দু হাত দিয়ে গলা জড়িয়ে ছিল রুকুর বড় মেয়ে। সে জিজ্ঞেস করল, 'কাকামণি, আঙুলটায় কী হয়েছিল তোমার?'

'শোধবোধ করেছিলুম রে মা।'

'সে আবার কী?'

রুকু বলল, 'শোন্ তাহলে। তখন আমরা তোদের মতোই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছোট। ওই যে সেদিন আমাদের স্কুলটা তোদের দেখালুম সেই স্কুলের মাঠে হচ্ছে ফুটবল খেলা। গোলের মুখে বল নিয়ে কোন রকমে ঢুকেছি, তোদের কাকামণি পেছন দিক থেকে বলটা কেড়ে নিতে গেল। ছেলেবেলায় আমি একটু মোটাসোটা থলথলে ছিলুম। পড়ে গেলুম ধড়াস করে। ব্যাস, পা মুচকে কুপোকাৎ। এইবার আমার পাগলা ভাইয়ের কেরামতি শোন। তিনি করলেন রাত দশটার সময় আমার পা মচকে দেবার প্রায়শ্চিত্ত—সোজা বাথরুমে ঢুকে জলভর্তি একটা বালতি দু হাতে করে ওপরে তুলে পায়ের আঙুলটা তার নীচে রেখে দিল ছেড়ে। দুজনেই পায়ে ব্যাণ্ডেজে বেঁধে পড়ে রইলুম বিছানায় দিন পনের। এ রকম ভাই হয় না রে!'

সুকু বললে, 'ওরকম দাদাও কি কারুর হয়?

রুকু বললে, 'তার আগে বলো, কত ভাগ্য করলে তবেই না ওরকম বাবা মা পাওয়া যায়! কত জন্মের তপস্যা।'

সুকু বললে, 'মনে আছে দাদা, বাবা ওই চেয়ারটায় ঠিক তুই যে-ভাবে বসে আছিস সেইভাবে বসে থাকতেন। তোকে অনেকটা বাবার মতো দেখতে হয়েছে।'

রুকু ধরাধরা গলায় বলল, 'আর ওই চেয়ারটায় বসতেন মা। কী সুন্দর দেখতে ছিলেন।'

কারুর মুখে আর কোনো কথা নেই। সেই একই ঠাণ্ডা হাওয়া পাহাড় ভেঙে, বনপথ পেরিয়ে, রাতজাগা পাখির ডাক নিয়ে ভেসে আসছে। সেই ঘর, সেই চেয়ার, সেই পড়ার টেবিল, সেই বাথরুম, সব, সব ঠিক যেমন ছিল তেমনি আছে।

কেবল রুকু আর সুকু বড় হয়ে গেছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ট্রেন ছাড়তে আর মিনিট দশেক দেরি আছে। ওপরের বাঙ্কে অরুপের জায়গা। ভালই হয়েছে, এক ঘুমেই যথাস্থানে পেঁছে যাবে। নামা ওঠার ব্যাপার নেই। কেউ বিরক্তও করবে না। নিচের আসনে, সারা কমপার্টমেণ্টে যাই হোক না কেন, সবার মাথার ওপর দিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে ঘুমোতে সে দিব্যি চলে যাবে।

অরুপকে ট্রেনে তুলে দিতে এসেছেন তার বাবা, মা আর ছোট বোন। গরমের ছুটি কাটিয়ে অরুপ চলেছে সাঁওতাল পরগণার আবাসিক বিদ্যালয়ে। স্বাস্থ্যকর জায়গা, নামকরা স্কুল। দুঃখের কিছু নয়। আনন্দের ব্যাপার। লেখাপড়া শেষ করে যখন বেরিয়ে আসবে তখন অরুপ হয়ে যাবে অরুপবাবু।

বাঙ্কে হোল্ডল খুলে বিছানা পাতা হয়ে গেছে। হুকে জলের বোতল ঝুলে গেছে। দরকারি যা কথা বলার সব বলা হয়ে গেছে। অরুপ ভোম হয়ে নিচের আসনেই বসে আছে। অরুপের বাবা, মা আর ছোট বোন সামনেই দাঁড়িয়ে। অন্যান্য যাত্রীদের কিছু এপাশে ওপাশে বসেছেন। কিছু প্ল্যাটফর্মে জানালার পাশ ঘেঁসে নিজেদের আসন আর মালপত্রের দিকে কড়া নজর রেখে দাঁড়িয়ে আছেন। কেউ কেউ ভাঁড়ে চা খাচ্ছেন। গার্ডসায়েব বাঁশি বাজালেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠবেন।

কথা শেষ হচ্ছে না। মনে পড়লেই ছুটছাট বেরিয়ে আসছে। ছেলে আবার সেই পুজোর ছুটিতে ফিরবে। এর মাঝে এদিক থেকেও কেউ যেতে পারবে না। ঘন ঘন গেলে স্কুল-কর্তৃপক্ষ বড় অসন্তুষ্ট হন। ছেলের মন চঞ্চল হয়ে যায়।

কে একজন বললেন, 'সিগন্যাল দিয়েছে। এবার গাড়ি ছাড়বে।'

www.BanglaBook.org

যারা বিদায় জানাবার জন্যে এসেছিলেন তাঁরা সব একে একে নামতে লাগলেন। অরুপের মায়ের চোখ ছল ছল করছে। বোনের মুখ কাঁদো কাঁদো। চেষ্টা করেও গলা দিয়ে আর কথা বেরোচ্ছে না। অরুপের বাবা ছেলেকে সাবধান করলেন, 'তোমার ঘুম কিন্তু সহজে ভাঙে না। একটু সজাগ থেকো। দেখো, ঠিক জায়গায় যেন ঘুম ভাঙে। কেমন?' অন্যান্য যাত্রীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ঘুমিয়ে পড়লে একটু জাগিয়ে দেবেন অনুগ্রহ করে। যশিডিতে নামবে।'

পান চিবোতে চিবোতে একজন ভরসা দিলেন, 'কিছু ভাববেন না। মধুপুরেই ঠেলে তুলে দেবো।'

'গিয়ে চিঠি দিস।'—বলে, একে একে সবাই নেমে গিয়ে জানালার পাশে দাঁড়ালেন। যতক্ষণ চোখের দেখা, দেখা যায় ছেলেটাকে। ঘ্যাড়াং করে একটা শব্দ হলো। ট্রেনে ইঞ্জিনের টান ধরেছে। শেষ বাঁশি বাজল পুরুর করে। প্ল্যাটফর্ম ধীরে ধীরে উলটো দিকে সরছে। কেউ কেউ দৌড়ে দৌড়ে শেষ কথা সারছেন। যাঁর সঙ্গে কথা তাঁর সঙ্গে বহুদিন হয়ত আর দেখা হবে না। কেউ খুব কায়দা করে রুমাল নাড়ছেন। ট্রেনের গতি ধীরে ধীরে বাড়ছে। প্ল্যাটফর্ম আর কিছুতেই পাল্লা দিতে পারছে না। ক্রমশই পেছিয়ে পড়ছে।

যাক, আলোটালো সব পেছনে পড়ে রইল। বিশাল অন্ধকারে সুড়ঙ্গ কেটে ট্রেন ছুটছে। সকলেই গোছগাছ করে বসেছেন। অনেকেই ছুটছেন ডোরাকাটা পাজামা আর চীনে কোট নিয়ে বাথরুমের দিকে। রাতের পোশাক। এই ট্রেনেই কেউ থাকবেন একদিন, কেউ পাক্কা দু'দিন। ট্রেন সোজা চলে যাবে একেবারে হিমালয়ের কোলে।

অরুপের ও সব বায়নাক্কা নেই। হাফপ্যান্ট, হাফ-হাতা টি-শার্ট। মোজা, জুতো। জুতো জোড়া খুলে মাথার পাশে রেখে আর একটু রাত হলেই শুয়ে পড়বে। আর তারপর কি হবে সে জানে না। জানেন ওই ভদ্রলোক, যিনি এখনো পান চিবোচ্ছেন, অরুপকে মধুপুরে তুলে দেবার দায়িত্ব নিয়েছেন।

www.BanglaBook.org

ভদ্রলোক বললেন, 'কি নাম তোমার ?'

'অরূপ।'

'বোর্ডিং-এ চললে ?'

'হ্যাঁ।'

'কোন্ ক্লাস ?'

'এইট।'

'মন খারাপ হচ্ছে ?'

'না, আমি তো সিক্স থেকে পড়ছি।'

অরূপ হাই তুলল। সন্ধ্যাবেলা মা পেট ঠেসে ভাল মন্দ খাইয়ে দিয়েছে। ট্রেনটাও তেমনি দুলছে। বাইরেটাও তেমনি অন্ধকার। চোখে কিছুই পড়ছে না। মাঝে মাঝে আলোর বিন্দু ছিটকে ছিটকে পেছনে পালাচ্ছে। আশে পাশে সমবয়সীও কেউ নেই। কোণের দিকে এক বৃদ্ধ বাতের ব্যথায় মাঝে মাঝে কাতরাচ্ছেন। সঙ্গের মহিলা একটা বালিশ নিয়ে কোমরের পেছনে নানা কায়দা করছেন, আর বলছেন, 'একটু সহ্য কর বাবা, দেরাদুনে সহস্রধারায় চান করলেই তোমার বাত সেরে যাবে।' বৃদ্ধ যন্ত্রণার গলায় বললেন, 'তার আগেই তো আমি শেষ হয়ে যাব।' ওপাশে চশমা চোখে, রাগী রাগী চেহারা, গোঁফওলা এক ভদ্রলোক বললেন, 'অত কাতর হলে চলে বাবা। শেওড়াফুলিতে দুটো ঘুমের ট্যাবলেট খাইয়ে দেবো, চন্দননগরেই ফ্ল্যাট হয়ে যাবেন। আপনি না এক সময়ে বারবেল ভাঁজতেন।' বৃদ্ধ করুণ সুরে বললেন, 'সে তো নাইনটিন থার্টি ফোরে, তখন বাঙালী বুকে হাতি তুলত।' ভদ্রলোক গম্ভীর গলায় বললেন, 'আবার আসবে সেদিন, ভয় নেই। ট্রেন একটা মোক্ষম ঝাঁকুনি দিল। বৃদ্ধ 'উরে বাবারে' বলে ককিয়ে উঠলেন, তারপর বললেন, 'আর এসেছে সেদিন।'

তারপর আবার হাই উঠল। পান-চিবানো ভদ্রলোক সুটকেস থেকে একটা চাদর বের করতে বললেন, শুধু শুধু কষ্ট করছ কেন ? যাও টঙে উঠে শুয়ে পড়। বিছানা তো করাই আছে। ঠেসে জল খাও। শেষ রাতে বাথরুমের টানেই তোমার ঘুম ভেঙে যাবে। আমার উপর বিশেষ ভরসা রেখ না। তোমার বাবাকে

www.BanglaBook.org

তখন বললুম বটে, তবে আমিও ভীষণ ঘুমকাতুরে। শুলেই মরে যাই।'

বৃদ্ধ বললেন, 'কোথায় নামবে খোকা ?'

অরূপ বললে, যশিডিতে।'

'আমি আবার এ লাইনের কিছু চিনি না। তুমি বলে দিও, আমি ডেকে দেবো।'

মহিলা বললেন, 'বাবা, ও যদি ডাকতেই পারবে তাহলে আর নামতে কি ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেও তো ঠিক কথা। তাহলে তোরাই বাপু একটু ডেকে দিস।'

নামার সময়টা যে বড় বেয়াড়া। একেবারে শেষ রাত। ওই সময়টাই তো ঘুমের।'

'তাহলে তুমি দুর্গা বলে শুয়ে পড়। মা তোমাকে ঠিক তুলে দেবেন। ঈশ্বরে ভক্তি রাখ। সর্ববিঘ্ন বিনাশনং।'

মাথার পাশে জুতো জোড়া রেখে অরূপ দুর্গা বলে শুয়ে পড়ল। আর তো কিছু করার নেই। সবাই বিদেশে চলেছে সংসার নিয়ে, অসুখ নিয়ে, যন্ত্রণা নিয়ে। যে যার নিজেদের কথায় ব্যস্ত। তার সঙ্গে কে আর সারারাত বকর বকর করবে। ট্রেন চলেছে দুলে দুলে। যা কিছু বকাঝকা সবই হচ্ছে লাইনে, চাকায়, ইঞ্জিনে। ট্রেন চলেছে, ঘুম চলেছে। গভীর থেকে গভীরে। অরূপ প্রথমে যখন জুতো খুলে শুয়েছিল তখন মনে ছিল চলমান ট্রেনের বাঙ্কে শুয়ে আছে। তারপর আর কিছু মনে রইল না। এক সময় মনে হলো, বালীগঞ্জের বাড়ির দোতলার দক্ষিণের ঘরে নরম বিছানায় শুয়ে আছে।

এদিকে ট্রেন চলে চলে ভোরের দিকে যশিডি স্টেশানে এসে থেমেছে। দূরে ইঞ্জিন হাঁসফাঁস করছে। চা-গরম হাঁকছে ভেণ্ডাররা। স্টেশানের কোলেই একটা পাহাড় জমাট অন্ধকারের মতো দাঁড়িয়ে। চূড়োর দিকে আলোর ছোঁয়া লেগেছে। খেজুর গাছের পাতা ঝিরিঝিরি দুলে অন্ধকার ঝেড়ে ফেলতে চাইছে। স্টেশান মাস্টারের ঘরে এখনো রাত। চড়া চড়া আলো জ্বলছে।

www.BanglaBook.org

প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চতে চাদরমুড়ি দিয়ে মানুষ ঘুমোচ্ছে। পাণ্ডারা হাঁকছে,—বৈদ্যনাথ ধাম, পাণ্ডা চাই বাবু, আপনার পাণ্ডা কে ?

গার্ড সায়েবের বাঁশি বাজল। ট্রেন দুলে উঠল। মালকোঁচা মেরে ধুতি আর পাঞ্জাবি পরা দু'জন মানুষ উদগ্রীব হয়ে প্ল্যাটফর্মে যেমন দাঁড়িয়েছিলেন তেমনি দাঁড়িয়ে রইলেন। একের পর এক কামরা যাই যাই বলে পাহাড়ের কোলে অদৃশ্য হয়ে গেল। এঁরা এসেছিলেন অরূপকে নিয়ে যেতে। বাইরে টাঙ্গা অপেক্ষা করছে। কোথায় অরূপ। সে তখন গভীর নিদ্রায়। যাঁরা তাকে তুলে দেবার ভার নিয়েছিলেন তাঁদের একই অবস্থা। বাতের ব্যথায় বৃদ্ধ ঘুমের ওষুধে অচৈতন্য। সেই পান-খাওয়া দাদা উলটো দিকের দ্বিতীয় বাঙ্কে হাঁ করে ঘুমোচ্ছেন। ট্রেন ছুটেছে ঝাঁঝার দিকে।

রোদ চড়ছে। বিহারী গরমের হলকায় কামরার খুরখুরে পাখার বাতাস যেন আগুনের নিঃশ্বাস। চারপাশের গোলমাল ক্রমশই বাড়ছে। লোকজনের ওঠা নামা। এক সময় অরূপের ঘুম ভাঙল। ঘোর কাটতেই বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল। এখন তো ভোর নয়। চারপাশে ক্যাটকেটে রোদ। বাঙ্ক থেকে মুখ ঝুলিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'যশিডি কি এসেছে দাদা ?'

'অ্যাঁ, যশিডি ?' সকলেরই এক প্রশ্ন। 'আরে, সে কি, তুমি এখনও নামোনি ? সে তো অনেকক্ষণ চলে গেছে হে। পরের স্টেশান পাটনা।'

অরূপ হুড়মুড় করে নিচে নেমে এল। বাথরুম থেকে দাড়িটাড়ি কামিয়ে চান করে ফ্রেশ হয়ে এলেন সেই পান-চিবোনো দাদা। এক হাতে ভিজে তোয়ালে, অন্যহাতে সাবানের কেস। অরূপকে দেখেই আধ হাত জিভ বের করে বললেন, 'আরে ছি ছি। ভীষণ ভুল হয়ে গেছে। তোমারও দোষ আছে বাপু। আমার মতো করতে পার না ? আমি এমন জায়গায় কখনই যাবার চেষ্টা করি না যেখানে ভোরবেলা নামতে হয়। গেলেও, এগিয়ে গিয়ে পেছিয়ে আসি। তুমিও তাই কর। পাটনায় নেমে ট্রেন ধরে যশিডি চলে যাও। এসো তোমাকে সাহায্য করি। আমার একটা নৈতিক দায়িত্ব আছে তো।'

ভদ্রলোক ডিঙি মেরে মেরে হোল্ডল গোটাতে লাগলেন।

www.BanglaBook.org

যেন কত বড়ই কাজ করছেন। অরূপ হাঁ করে তাকিয়ে আছে। ভীষণ ভয় করছে। টেলিগ্রাম করা ছিল। স্টেশানে যাঁরা নিতে এসেছিলেন, তাঁরা বোর্ডিং-এ ফিরে গিয়ে এক্ষুণি কলকাতায় ফিরতি টেলিগ্রাম করবেন, ছেলে আসেনি, তারপর কি হবে। যশিডিতে নেমে সে কিভাবে একা একা বৈদ্যনাথধাম যাবে। যত রকমের ভয় ছিল সব একসঙ্গে এসে তার মনের ওপর চেপে বসল। আর ট্রেনও ধীরে ধীরে পাটনা স্টেশানে ঢুকে পড়ল।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক এতক্ষণে একটিমাত্র কথা বললেন, 'ছি ছি, তোমাদের এতটুকু দায়িত্ববোধ নেই।'

পান-চিবোনা ভদ্রলোক খুব রেগে গিয়ে বললেন, 'থামুন মশাই। বাপ-মায়েরই যেখানে দায়িত্ব নেই, সেখানে দায়িত্ব থাকবে রাস্তার লোকের? কি করে আশা করেন। আমার ঘুম ভাঙলে নিশ্চয়ই নামিয়ে দিতুম। সূর্য মাথার ওপর এসে গেলেই আমি ফিট। এখন আমি এই হোল্ডল ঘাড়ে করে, এর হাত ধরে পাটনা স্টেশানে কেমন নামিয়ে দি দেখুন। এটা দায়িত্ব নয়?'

অরূপের হাত ধরে বললেন, 'এসো, এসো। এখুনি ট্রেন আবার ছেড়ে দেবে।'

প্ল্যাটফর্মে নেমে হোল্ডলটা দুম করে পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'ঈস, ফর্সা গেঞ্জিটা গেল। যাকগে। পরোপকার করতে গিয়ে কত লোক জীবনদান করে ইতিহাস হয়ে আছে। আচ্ছা, ওই হল স্টেশান মাস্টারের ঘর। সোজা গিয়ে বল—ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, ছাত্র, আমি এখন যশিডি যাব, ব্যবস্থা করে দিন। আরে ম্যান, ঘাবড়ে গেলে চলে। জীবনে কত বড় বড় বিপদ আসতে পারে জান? সব সময় মনে রাখবে, একলা চল রে।'

প্ল্যাটফর্মে অরূপকে একলা ফেলে ভদ্রলোক চলে গেলেন! বাঁশি বাজিয়ে ট্রেন দুলে উঠল। অরূপ হোল্ডলের ওপর বসে পড়ল। তার এখন কাঁদতে ইচ্ছে করছে। খিদে পেয়েছে। জলতেষ্টা। জলের বোতলটা ট্রেনেই ঝুলছে। ট্রেনটা চলে যাবার পর প্ল্যাটফর্ম ফাঁকা, মনটা যেন কেমন করছে। অথই জলে পড়ে যাবার মতো অবস্থা। একজনও নেই যার সঙ্গে বাংলায়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কথা বলা যায়। চারপাশে সব হিন্দি, অরূপের চোখে জল এসে গেছে।

বসে থাকলে তো চলবে না। খোঁজখবর নিতে হবে। পাটনা স্টেশানটা তার ঘরবাড়ি হতে পারে না। উঠতে হবে, জানতে হবে, যেতে হবে। তাদের বিদ্যাভবনেই তো প্রার্থনা হয় উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্যবরাণ নিবোধত। বেডিংটা তেমন ভারি নয়, সহজেই মাথায় তোলা যায়। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, বাবুগিরি না ছাড়লে বাঙালী মানুষ হবে না। অরূপ বেডিংটা কাঁধে তুলে নিয়ে স্টেশান মাস্টারের ঘর লক্ষ্য করে এগোল। এগোতে এগোতে মনে হলো তিনি কি করবেন? টিকিট কেটে ডাউন ট্রেনে উঠতে হবে। প্রথমে ট্রেনের সময় জানতে হবে। সে তো যে কেউ বলতে পারে। লেখাও থাকে কালো বোর্ডে সাদা হরফে।

এইবার একটু একটু সাহস আসছে মনে শ্রীঅরবিন্দ সাত বছর বয়েসে বিলেত গিয়েছিলেন। সেখানে একা থেকেছিলেন, লেখা-পড়া করেছিলেন। তবে? তবে সে কেন পাটনা থেকে যশিডি যেতে পারবে না? দু'চারবার ধাক্কা খেয়েই অরূপ জেনে গেল সন্ধ্যের আগে কোনও ট্রেন নেই। ভালই হয়েছে, বিপদ যখন এসেছে ভালভাবেই আসুক। যে ছেলে সময়ে ঘুম থেকে উঠতে পারে না, তার পাটনাতেই পড়ে থাকা উচিত।

একটা ঘরের বাইরে লেখা আছে, লেফট লাগেজ। অরূপের চেনা শব্দ। এখানে কিছুক্ষণের জন্যে মালপত্র রাখা যায়। বেডিংটাকে লেফট লাগেজে ফেলে, অরূপ বেশ ঝাড়া হাত পা হলো। এখন চান করা যায়, খাওয়া যায়। ইচ্ছে করলে শহরটাকেও দেখে আসা যায়। এখনো অনেক সময় আছে।

বেলা চারটে নাগাদ অরূপের মনে হলো যথেষ্ট ঘোরাঘুরি হয়েছে, এবার একটু বসা যেতে পারে। অচেনা স্টেশানের সবটাই চেনা হয়ে গেছে। কোনটা ডাউন প্ল্যাটফর্ম, কোনটা আপ। কোনটা তারঘর। বেশ লাগছে কিন্তু। এদিক থেকে ওদিক ট্রেন কত দিক চলে যাচ্ছে। তার জলের বোতলটা এতক্ষণে কতদূরে চলে গেছে।

সন্ধ্যের আগেই সে একটা টিকিট কেটে ফেলল। আর এক

www.BanglaBook.org

ঘণ্টার মধ্যেই ট্রেন এসে পড়বে। এখন কলকাতার বাড়িতে কী হচ্ছে, কে জানে? বাবা অফিসে। অঞ্জুর গানের মাস্টারমশাই এসেছেন। মা ছাদে। সে এখন কত দূরে।

প্ল্যাটফর্ম চঞ্চল হয়ে উঠল। কলকাতার ট্রেন আসছে। ঠ্যাং ঠ্যাং করে লোহার ঘণ্টা বাজছে। অরূপ কাঁধে বিছানা নিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল। তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তারই মতো একটি সাঁওতাল ছেলে, কাঁধে লাঠি! লাঠির ডগায় পুঁটুলি বাঁধা। খুব ভাব করতে ইচ্ছে করছে।

ট্রেন এসে গেছে। কত দূর থেকে আসছে, ইঞ্জিনের হাঁপ ধরেছে। অরূপ যে কামরায় উঠল ছেলেটিও সেই কামরায় উঠল। তেমন ভিড় নেই। বসার জায়গা আছে। কম্বলের আসনে একজন সাধু বসে আছেন। বড় বড় চুল, দাড়ি। লাল জবাফুলের মতো বড় বড় চোখ। অরূপ একপাশে বসে পড়ল। সাঁওতাল ছেলেটি উলটো দিকে বসেছে। শিশু কৃষ্ণের মতো দেখতে। পুঁটলি থেকে একটা পেয়ারা বের করে খাচ্ছে। এক কামড় দিয়েই অরূপের দিকে তাকিয়ে হাসল, তারপর আর একটা পেয়ারা বের করে হাসি হাসি মুখে তার সামনে এগিয়ে ধরল। বেশ ভাব হয়ে গেল দু'জনে। অরূপ জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কোথায় যাবে ভাই?'

ছেলেটি বললে, 'মোগলসরাই।'

ছেলেটি জিজ্ঞেস করল, 'তুমি?'

'আমি ধর্শিডি যাব।'

সাধু এতক্ষণ ধ্যানস্থ ছিলেন। দু'জনের কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠলেন। হাসি থামিয়ে বললেন, 'মায়া, মায়া। একই ট্রেনের দুটো আসন দুটো দিকে ছুটছে। একটা ওপর দিকে, একটা নিচের দিকে। মায়া, মায়া।'

অরূপ প্রথমটা কিছু বুঝতে পারল না। এতে মায়ার কি আছে? দু'জন দু'জায়গায় তো যেতেই পারে। সকলকেই যে একই জায়গায় যেতে হবে তার কি মানে আছে। পরেই খেয়াল হলো, সত্যিই তো! মোগলসরাই তো পাটনার মাথার ওপরে।

www.BanglaBook.org

সাধু এতক্ষণ ধ্যানস্থ ছিলেন। দু'জনের কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠলেন। (পৃঃ ২৭০)

www.BanglaBook.org

যশিডি তো নিচের দিকে। তা হলে? অরূপ সেই সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞেস করল, 'এ ট্রেন কোথায় যাবে, ঠিক, ঠিক?'

'যদি উলটে না যায় তা হলে মোগলসরাই।'

'আমি তা হলে ভুল ট্রেনে চেপে বসেছি।'

'লেড়কা, মানুষের জীবনই তো ভুলে ভরা। উসমে কেয়া হ্যায়!

'আমি যে যশিডি যাব?'

যাবে, আজ না যেতে পার, কাল পারবে, কাল না পারলে পরশু পারবে। শুধু লক্ষ্যটা ঠিক রাখ। ভুল হোক। একশোবার হোক। হাজারবার হোক। কিন্তু লক্ষ্য যেন হারিয়ে না যায়। মা ভৈঃ।'

ঘ্যাচাঘ্যাম, ঘ্যাচাঘ্যাম ট্রেন ছুটছে। সাঁওতাল ছেলেটির মাথা ঘুমে ঢুলছে।

আর অরূপ! এখন আর তার ঘুম আসছে না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পয়সার ফয়সালা

বিধানবাবু বাসের পেছন দিকে বেশ টাইট হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। একটা হাত হাতলে, আর এক হাতে পকেট সামলাচ্ছেন। চোখের সামনে দুটি সতর্কবাণী। 'নিজের জিনিস নিজের দায়িত্বে রাখুন।' 'পকেটমার হইতে সাবধান।' এই দ্বিতীয় সতর্কবাণী না মেনে চলায়, গত মাসের পুরো মাইনের টাকাটি চলে গেছে। বন্ধু-বান্ধবের কাছে হাত পাততে হয়েছিল।

বিধানবাবুর আজ ভীষণ সর্দি হয়েছে। নতুন ঠাণ্ডা পড়ছে। মাথায় তেমন চুল নেই। কাল রাতে পাড়ার পুজো প্যাণ্ডেলের বাইরে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ যাত্রা দেখেছেন। পালাটি, খুব জমাটি ছিল। অতটা খেয়াল করেননি। হিম লেগে গেছে। সকালে গোটা সত্তরবার হেঁচেছেন। নাকের স্টকে এখনও মারাত্মক মারাত্মক সব হাঁচি জমা আছে। তেড়েফুঁড়ে বেরোতে চাইছে। অনেক কায়দায় চেপে রেখেছেন। এই ঠাসাঠাসি ভিড়ে হাঁচলে বাস থেকে কান ধরে নামিয়ে দেবে।

হাঁচি আর হেঁচকি, মনটাকে ঘুরিয়ে দিতে পারলেই শরীর তলিয়ে যায়। তিনি মনটাকে নানা কায়দায় ঘোরাতে চাইছেন। রাস্তা দেখার চেষ্টা করছেন। দেখার কি আর উপায় আছে! দাঁড়িয়ে থাকলে কিছু কি আর দেখা যায়! রাস্তা সাঁই-সাঁই করে উলটো দিকে ছুটে চলেছে। কালো পিচের বেল্ট পিছলে চলেছে। কন্‌ডাক্টারের চিৎকার শুনে বুঝে নিতে হয় বাস এল কোথায়?

কারা কী বলছে সেদিকে মন দেবার চেষ্টা করছেন। অন্যদিন সামনে, পেছনে, মাঝে কোথাও না কোথাও ধুম ঝগড়া বেধে যায়,

www.BanglaBook.org

আজ তাও লাগছে না। এমন দিনকাল পড়েছে মানুষ বিপদে পড়লে কেউই আর সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসে না। এখন দেখছেন নিজেকেই না ঝগড়া বাধাতে হয়! সেল্‌ফ হেল্‌প ইজ বেস্ট হেল্প। সেই কতকাল আগে পড়েছিলেন। বর্ণে বর্ণে সত্য। ঝগড়ার সুযোগও রয়েছে। ঘাড়ের কাছে তখন থেকে একজন কনুইয়ের রদ্দা মেরে চলেছেন। একজন ডান পায়ের আঙুলটা থেকে থেকেই মাড়াচ্ছেন। পেছনদিকে পায়ের গুলিতে একজন ব্রিফকেসের খোঁচা মেরে চলেছেন। তেরোস্পর্শ চলেছে শরীরে। লাগালেই হয়। বড় শান্তিপ্রিয় মানুষ। ঝগড়াঝাটি শুনতে ভালবাসেন। করার শক্তি নেই।

গলার কাছে একটা হাঁচি ঘোট পাকাচ্ছে। যে-কোনো মুহূর্তে উড়ে বেরোতে পারে। কেবলই ঢোঁক গিলছেন। নাকটাকে ফোলাচ্ছেন, ছোট করছেন। সম্প্রসারণ, সংকোচন। হাঁচি না হয়ে অন্য কিছু হলে এতক্ষণে গুটিয়ে যেত। নাঃ, আর পারা গেল না। একেবারে ডগায় এসে গেছে। যে-হাতে পকেট সামলাচ্ছিলেন, সেই হাতে তাড়াহুড়ো করে পকেট থেকে রুমাল বের করতে গেলেন। রুমাল বেরোল, সেই সঙ্গে টক করে একটি পয়সা পড়ে গেল বাসের মেঝেতে। ছুটে এসে শেষমুহূর্তে মানুষ যেভাবে চলন্ত ট্রেন ধরে, তিনিও সেইভাবে রুমালটাকে ঠেলে নাকের কাছে তুললেন। একে বলে শেষ মুহূর্তে সেভ করা। রুমাল চাপা নাক থেকে বদখত একটা আওয়াজ বেরোল। শব্দটা তেমন শ্রুতিসুখকর নয়। যাঁরা শুনলেন, তাঁরা বললেন, কী মশাই ফেটে যাবেন যে!

বিধানবাবু শুনলেন. কিছু বললেন না। বলার মতো অবস্থা তাঁর নেই। হাঁচি আসে জোড়ায়-জোড়ায়। আর একটা পাঁয়তারা ভাঁজছে। যে-কোনো মুহূর্তে নাক ছেড়ে বেরোতে পারে। রুমাল চেপে কোনোরকমে ধরে রাখলেন। শেষে গিলে ফেললেন। একপ্রকার অসাধ্য সাধন।

সংকট এখনকার মতো কাটল, এইবার পকেটে হাত দিলেন। ছিল দু'টো সিকি আর দুটো পাঁচ পয়সা। একটা পাঁচ নেই। ফেরার বাস ভাড়া। পাঁচটা পয়সা অন্য সময় কিছুই নয়।

www.BanglaBook.org

আজকাল কোনো ভিখিরিকে দিলেও ছুঁড়ে ফেলে দেয়। আজ কিন্তু পাঁচটা পয়সাই তাঁর কাছে ভীষণ মূল্যবান। পকেটে আর একটাও পয়সা নেই। বুক-পকেটে নোট নেই। টায়-টায় ফেরার ভাড়াটি ছিল। কাল মাস পয়লা। কাল হলে পাঁচটা পয়সার জন্যে মাথা ঘামাতেন না। আজ ঘামাতেই হবে। পাঁচ পয়সার জন্যে দশ মাইল পথ হেঁটে আসবেন না কী। কারুর কাছে চাইতেও লজ্জা করবে। চাইলে পাবেন, তবে উধার করা যায় কি না, দেখতে দোষ কী! হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে নেই।

বিধানবাবু প্রথমে ডান পাশে কাত হয়ে নীচের দিকে তাকাবার চেষ্টা করলেন। অসম্ভব ব্যাপার। কুলফি বরফের মতো খাপে খাপে মানুষ কাপ হয়ে আছে। নড়বার, চড়বার, ঝোঁকবার উপায় নেই। জোড়া-জোড়া পা ছাড়া কিছুই দেখা যায় না।

ডানপাশে কাত হতে গিয়ে পাশের ভদ্রলোকের সঙ্গে ঠোকাঠুকি হয়ে গেল। তিনি বললেন, 'কী, হল কী?'

'পয়সা পড়ে গেল।'

পয়সা পড়ে গেলে সকলেরই সহানুভূতি হয়। ভদ্রলোক বাঁ দিকে কাত হয়ে বিধানবাবুকে সাহায্য করতে চাইলেন। সেই একই ব্যাপার। দুজনের মাথায় মাথায় আবার ঠোকাঠুকি। পাশাপাশি জলে ভাসমান দুটো পেতলের ঘড়ার মতো দুজনে ঠুসঠাস ঠোকাঠুকি চলতে লাগল।

বিধানবাবু এবার একটু পেছিয়ে গিয়ে সামনে ঝুঁকতে চাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে পেছনের সারি থেকে একজন বললেন, 'কী মশাই, গরুর মতো চতুষ্পদ হতে চাইছেন না কি?'

'আজ্ঞে না দাদা, পয়সা পড়ে গেছে।'

'কত কত?'

'বুঝতে পারছি না কত! টপাস করে পড়ে গেল।'

'সেরেছে, এই ভিড়ে আবার পয়সা ফেললেন!'

ভদ্রলোকের সহানুভূতি হল। তিনিও বিধানবাবুর মতো দু-কদম পেছিয়ে গিয়ে সামনে নিচু হয়ে ঝুঁকে দেখার চেষ্টা করলেন। গেটের কাছে, গেল-গেল যাঃ বলে একদল হই-হই করে উঠলেন। বাসের মধ্যে মানুষ আজকাল এমনভাবে ঠাসাঠাসি

www.BanglaBook.org

হয়ে থাকে, চাপের সামান্য এদিক-ওদিক হলেই হয়ে গেল। ভদ্রলোক দু-কদম পেছিয়ে সামনে ঝোঁকার চেষ্টা করায় গেটের কাছের এক ভদ্রলোক চাপের চোটে বাইরে ছিটকে পড়লেন। বাস কিন্তু থামল না। গেটের কাছে যাঁরা ছিলেন, রাস্তায় উলটে পড়ে থাকা ভদ্রলোককে বলতে লাগলেন, 'উঠে পড়ুন, উঠে পড়ুন, ধুলো ঝেড়ে উঠে পড়ুন। কিচ্ছু হয়নি, কিচ্ছু হয়নি।'

যেন ছোট ছেলে খেলতে খেলতে পড়ে গেছে। সবাই মিলে ভোলাবার চেষ্টা। পয়সা খোঁজার অদ্ভুত একটা নেশা আছে। পয়সা কেন, হারানো জিনিস খুঁজে বের করার নেশা। আর উত্তেজনায় মানুষ কী না করে! প্রত্নতাত্ত্বিকরা বছরের পর বছর ধরে ঢিবি খুঁড়ে-খুঁড়ে অতীত ইতিহাসে চলে যান। ডুবুরিরা নেমে যান সমুদ্রের গভীরে। যে জাহাজ ডুবে গেছে সেই জাহাজের খোঁজে।

সারা বাসে খবর ছড়িয়ে পড়ল, বিধানবাবুর পকেট থেকে পয়সা পড়ে গেছে। শুরু হয়ে গেল প্রতিযোগিতা। কে আগে খুঁজে পায়! যিনি আগে পাবেন, তিনি হাসি-হাসি মুখে, পয়সাটি তুলে এগিয়ে দেবেন, এই নিন আশাই! যেন স্কুলের ফার্স্ট বয় অভিভাবকের দিকে পরীক্ষার ফলের কাগজ এগিয়ে দিচ্ছে।

বিধানবাবুর এখন আর করার কিছু নেই। জনসাধারণ ভার নিয়েছেন। যাঁরা বসে আছেন তাঁরা পা ফাঁক করে সামনের দিকে ঝুঁকে নিজেদের পায়ের তলায় খুঁজতে লাগলেন। যাঁরা আসনের ধারে বসেছিলেন তাঁরা আবার নিজের এলাকা ছেড়ে, হাত বাড়িয়ে অন্যের পা সরিয়ে খোঁজার এলাকা বাড়াতে লাগলেন। অতি উৎসাহের ফলে অল্পস্বল্প অশান্তি দেখা দিতে লাগল। কেউ কেউ ঘুমোচ্ছিলেন, খোঁজার ঠেলায় ঠেলা খেয়ে, কী-কী, কী হল বলে নড়েচড়ে বসে, ঘুম-ঘুম চোখে এদিক-ওদিকে হাত বাড়াতে গিয়ে কারুর নাকের ডগা থেকে চশমা খসিয়ে দিলেন, কারুর হাতের নস্যির টিপ ঝরিয়ে দিলেন। সামনে ঝুঁকতে গিয়ে আসনের পেছনের লোহায় কপাল ঠুকে গোল আলু করে ফেললেন। সারা বাসে একটা আলোড়ন পড়ে গেল। একজন দুজন স্বার্থপর ছিলেন। তাঁরা কিছুতেই নিজের পায়ের তলা নিজেও দেখবেন

www.BanglaBook.org

গেটের দিকে এগোতে এগোতে বললেন
'যাক গে, ছেড়ে দিন।' (পৃঃ ২৭৮)

www.BanglaBook.org

না, অন্যকেও দেখতে দেবেন না। ফলে একদল তাঁদের শিক্ষা দিতে শুরু করলেন। সারা বাসে যেন ব্যায়াম চলেছে। ফ্রন্ট বেন্ড, ব্যাক বেন্ড, সাইড বেন্ড, হামাগুড়ি।

কন্‌ডাক্টার জায়গা হাঁকছেন। বিধানবাবু এবার নামবেন। গেটের দিকে এগোতে এগোতে বললেন, 'যাক গে, ছেড়ে দিন। ও আর মনে হয় পাওয়া যাবে না।' তিনি রাস্তায় নেমে পড়লেন। কন্‌ডাক্টার বাসের গায়ে চাঁটা মেরে ছাড়ার নির্দেশ দিলেন। তিন-চারজন সমস্বরে প্রশ্ন করলেন, কত ছিল দাদা, কত ছিল? বিধানবাবু ফুটপাথে উঠতে উঠতে বললেন, 'পাঁচটা পয়সা।'

বাসের ভেতরের সমস্ত যাত্রী এক সঙ্গে গর্জন করে উঠলেন সমুদ্রের মতো—'মার ব্যাটাকে, মার।' বিধানবাবু শুনলেন; কিন্তু ভয় পেলেন না। মার-মার শব্দটা দূর থেকে দূরে চলে গেল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দাদার ওপর বাবা ভীষণ রেগে গেছেন। পড়াশোনায় তেমন মন নেই। সারাদিন শুধু খেলা আর খেলা। হাফ-ইয়ারলি পরীক্ষায় সব বিষয়েই কম কম নম্বর পেয়েছে। রেজাল্টের কাগজটা মেঝের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, 'তুমি কী ভেবেছ? জীবনটা এইভাবেই চলবে? আমি চিরকাল বেঁচে থাকব, আর তোমাদের বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াব। পড়তে ভাল না লাগে লেখাপড়া ছেড়ে দাও।'

মাকে ডেকে বললেন, 'সংসারে একটা বাঁদর জন্মেছে। বাঁদরের সঙ্গে যেমন ব্যবহার করা উচিত আজ থেকে ঠিক সেইরকম ব্যবহারই করবে। আমার কথা হল, তুমি ছাত্র, ছাত্র ছাত্রর কাজ দেখাক, আমরা আমাদের কাজ দেখাব। যে-গরু দুধ দেবে না তার জন্যে আবার ভাবনা কিসের!'

মা সকালে জলখাবার এনেছিলেন—দুধ, রুটি, ডিমসেদ্ধ। বাবা চড়া গলায় বললেন, 'নিয়ে যাও ওসব। অত আদর চলবে না। সারা জীবন জোটাতে পারবে ওই সব খানা? করতে হবে তো মুটেগিরি, মজুরগিরি। চায়ের দোকানে বয় হয়ে কাপডিশ ধুতে হবে। হটাও ওসব। দিনে দুবার খেতে দেবে—ডাল, ভাত, যে-কোন একটা তরকারি।'

মা খুব আস্তে আস্তে বললেন, 'নাম করে এনেছি, আজকের দিনটা খেয়ে নিক।'

মেঝেতে রেজাল্টের কাগজটা হাওয়ায় উড়ছিল। বাবা নিচু হয়ে সেটা কুড়িয়ে নিয়ে মায়ের চোখের সামনে নাচাতে নাচাতে বললেন, 'এ যার রেজাল্ট তার জন্যে ডিমও নয়, দুধও নয়, মোটা

www.BanglaBook.org

মোটা রুটি আর ডেলা ডেলা ভেলিগুড়। ভস্মে ঘি ঢেলে কী হবে?

রেজাল্টের কাগজটা দাদার মুখের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বাবা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। দাদা গুম হয়ে বসে আছে। মা পড়েছেন মহা বিপদে। খাবার নিয়ে কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। চোখ দুটো যেন ছলছল করছে। খাবারের প্লেট আর দুধের গ্লাসটা দাদার সামনে রাখতে রাখতে বললেন, 'একটু ভাল করে চেপে পড় না বাবা। দেখছিস তো কী দিনকাল পড়েছে! ভাল ভাল ছেলেরাই চাকরি-বাকরি পাচ্ছে না। তোর বাবারও বয়েস বাড়ছে। চিন্তায় চিন্তায় মাথায় চুল সব পেকে যাচ্ছে। আজ থেকে একটু ভাল করে লেখাপড়া কর। নে, খেয়ে নে।'

দাদা উঠে দাঁড়াল। বেশ লম্বা হয়েছে। উঠে দাঁড়ালে মায়ের মাথায় মাথায়। কপালের ওপর চুল ঝুলছে।

'খাবি না?'

'না। ওসব খাবার আমার জন্যে নয়।'

মা দাদার চুল সরিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'তোর রাগের কোনো মানে হয় না। সত্যিই তো লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছিস। লেখাপড়া করলে কার উপকার হবে, আমাদের না তোর নিজের। বলতে গেলে রেগে যাস। সব কথা এ-কান দিয়ে ঢোকাস ও-কান দিয়ে বের করে দিস! খাচ্ছিস দাচ্ছিস, বেশ মজায় আছিস।'

'তুমি বেশি বকবক কোরো না তো। যা করছ তাই করো।'

দাদার কথা শুনে মা হাঁ হয়ে গেলেন। চোখ বেয়ে দু' ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। ধরা-ধরা গলায় বললেন, 'তুই একেবারে উচ্ছন্নে গেছিস শুভো। সঙ্গ ছাড়তে না পারলে ভবিষ্যতে তোর অনেক দুর্ভোগ আছে।'

'আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে তোমাদের আর চিন্তা করতে হবে না।' দাদা বেরিয়ে গেল।

এক হাতে দুধের গেলাস, আর এক হাতে প্লেট, দাদার চলে যাওয়ার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে মা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন।

আমি জানি দাদা এখন কোথায় যাবে। প্রথমে পার্থদের বাড়ি।

www.BanglaBook.org

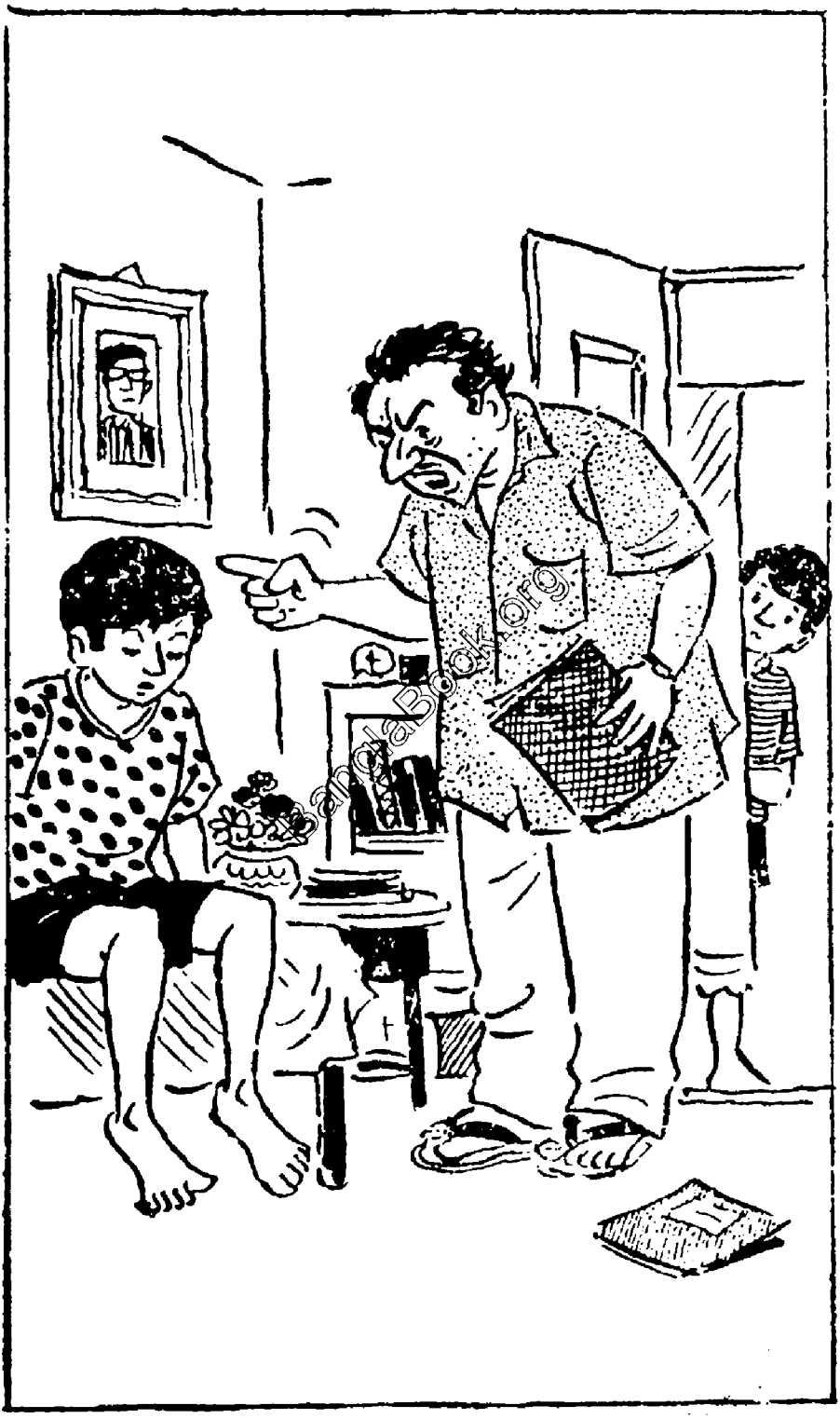

পড়তে ভাল না লাগে লেখাপড়া ছেড়ে দাও। (পৃঃ ৩০৯)

www.BanglaBook.org

সেখানে একটা ছোট দল তৈরি হবে। কিছুক্ষণ ক্যারাম পিটবে, তারপর যাবে স্বপনদের বাড়ি। সেখানে আজ ফ্ল্যাগ রঙ হবে। ময়দানে লীগের খেলা আছে। স্কুলে আজ যেতেও পারে, না-ও যেতে পারে। যদি না যায়, দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর বিছানায় আড় হয়ে শুয়ে কিছুক্ষণ গল্পের বই পড়বে। তারপর যেই তিনটে বাজবে বইটাকে টান মেরে ফেলে দিয়ে আবার বেরিয়ে যাবে। কখন ফিরবে কেউ জানে না। সাতটা হতে পারে, সাড়ে সাতটা হতে পারে। কতদিন এমন হয়েছে, মাস্টারমশাই বসে থেকে থেকে এক সময় বিরক্ত হয়ে চলে গেছেন। সন্ধ্যেবেলা যেদিন পড়তে বসে সেদিন পড়ার চেয়ে ঢুলটাই বেশি হয়। ঢুলে ঢুলে মাথাটা টেবিলের দিকে ঝুঁকে পড়ে, মাস্টারমশাই মাঝে মাঝে ঠেলে ওপর দিকে তুলে দেন।

মা চিৎকার করে বললেন, 'আজ তুমি খাবার সময় বাড়ি ঢুকো, ভাল করে খাইয়ে দোব।'

দূর থেকে দাদা বলল, 'দেখা যাবে।'

বাবা বাথরুমের সামনে জানলার গ্রিলে আয়না ঝুলিয়ে দাড়ি কামাচ্ছিলেন, মাকে বললেন, 'দাও, আরও আদর দাও।'

সারা বাড়িতে অদ্ভুত একটা বিষণ্ণতা নেমে এল। বাবার মুখ গম্ভীর, মার চোখ ছল-ছলে, এমন কী কুকুরটা পর্যন্ত ঘেউ ঘেউ করতে ভুলে গেছে। একটা কাক কেবল পাঁচিলে বসে খা-খা করছে। মা বললেন, 'অলক্ষুনে কাকটাকে তাড়া তো।'

বাবা চান-টান করে বেরোতে যাচ্ছিলেন। কোনরকমে খাওয়া সেরেছেন। জুতো মোজাও পরা হয়ে গেছে। হঠাৎ কী হল, মাকে ডেকে বললেন, 'আজ আমি বেরোব না। একটা হেস্তনেস্ত করে ছাড়ব! ও কত বড় লায়েক হয়েছে আমি দেখতে চাই।'

মা যেভাবে আমাদের ভোলান সেইভাবে বাবাকে ভোলাতে চেষ্টা করলেন, 'বেরোবার সময় মাথা গরম কোরো না। তুমি বেরিয়ে পড়ো। ও এলে আমি আজ ওর চামড়া খুলে নোব। কত বাড় বেড়েছে দেখব!'

বাবার মুখে ব্যঙ্গের হাসি, 'তোমার কম্ম নয়। যা করার আমিই করব।'

www.BanglaBook.org

জামা-জুতো খুলে সারা বাড়িতে বাবা যেন জল্লাদের মতো ঘুরতে লাগলেন। চেয়ারের পেছনে সরু একটা বেল্ট ঝুলছে সাপের মতো। বেল্টটা অপেক্ষা করে আছে, দাদা একবার এলে হয়। আমি যেন মনের চোখে দেখতে পাচ্ছি দাদার ফর্সা পিঠে একটা একটা করে বেল্টের সোঁটা-সোঁটা দাগ ফুটে উঠছে।

মায়ের রান্নাবান্নায় তেমন মন নেই আজ। উদাস চোখে তাকিয়ে আছেন জানালার বাইরে আকাশের দিকে। সাদা শরতের মেঘ তুলোর পাহাড়ের মতো ক্রমশই মাথা টেনে উঠছে। একটা বিশাল মুখ তৈরি হয়েছে, যেন দেবতার মুখ। পাশে ছোট্ট একটা লোমওলা কুকুর ল্যাজ তুলে ভেসে চলেছে। আকাশের মুখটাকে মনে মনে বলি, হে ঠাকুর, দাদাকে বাঁচাও।

পাশের রাস্তা দিয়ে শঙ্কর যাচ্ছিল আপনমনে। ভারী ভাল ছেলে। আমার দাদা যদি শঙ্করের মতো হত! সব পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করে। দাদার ক্লাসেই পড়ে। জানালায় দাঁড়িয়ে ডাকলুম, 'শঙ্কর-দা, শোনো।'

প্রথমে আমাকে দেখতে পায়নি। দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল, 'কী বলছ।'

'তোমার সঙ্গে দাদার দেখা হবে?'

'জানি না তো।'

'যদি দেখা হয় তুমি বলবে ও যেন বাড়িতে এখন না আসে। এলেই বাবার হাতে ভীষণ মার খাবে। আমার মনে হয় ও পার্থদের বাড়িতে আছে। তুমি একটু বলে দেবে লক্ষ্মীটি।'

'আচ্ছা' বলে শঙ্কর চলে গেল। শঙ্কর মাথা নীচু করে রাস্তায় হাঁটে। ভাল ছেলে কিন্তু কোনো অহংকার নেই। দাদার কথা উঠলেই বাবা শঙ্করের তুলনা দেন। দাদা তখন বাবার সামনে দাঁড়ায় না। মুখ গম্ভীর করে চলে যায়।

একটা বাজল, দাদা তখনও ফিরল না। বাবা শুয়ে শুয়ে কাগজ পড়ছেন। মার খাওয়া-দাওয়া মাথায় উঠে গেছে। আমাকে বললেন, 'তুই খেয়ে নে, আমি ওদিকটা দেখে আসি।' দাদা আর আমি রোজ পাশাপাশি খেতে বসি। খেতে বসে দুজনের মধ্যে প্রায়ই একটু ঝামেলা হয়। তোর মাছের দাগাটা যেন একটু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বড় মনে হচ্ছে, দাদা টপ করে আমার মাছটা তুলে নিল। তোর চাটনিটা বেশি মনে হচ্ছে, আমি চাটনির বাটিটা অদলবদল করে নিলুম। পাশাপাশি খেতে বসে এই ঝগড়ার মধ্যেই আমাদের সবচেয়ে বড় মজা। বড়রা রেগে গেলেও আমাদের কিছু করার উপায় ছিল না। মা বলে গেলেও আমি খেতে বসতে পারলুম না। একলা একলা খাওয়া যায় নাকি। দেখি না দাদা কখন আসে।

উঁকি মেরে দেখলুম, বাবার মুখের ওপর কাগজ, একটু বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছেন! ভালই হয়েছে। ইশ, দাদাটা যদি এই সময় আসত!

বেলা তিনটের সময় মা ফিরে এলেন শুকনো মুখে, হাওয়ায় চুল উড়ছে। এক-পা ধুলো, চটি খুলতে খুলতে জিজ্ঞেস করলেন ফিসফিসে গলায়, 'এসেছে নাকি রে?'

'না, আসেনি তো।'

কল খোলা ছিল। ছড়-ছড় করে জল পড়ার শব্দ হচ্ছে। কলটা তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিয়ে এলুম। মা হতাশ হয়ে পা ছড়িয়ে বসে পড়েছেন। দাদা স্কুলে যায়নি। পার্থদের বাড়িতে নেই, মাস্টার-মশাইয়ের বাড়িতেও নেই, কোথাও নেই।

বিকেল গেল, সন্ধ্যের শাঁখ বেজে উঠল, একটা-দুটো করে তারার চোখ ফুটতে থাকল আকাশে। রাত ঘন হয়ে এল। দাদা কিন্তু এল না। বাইরের তারে দাদার জামাকাপড় শুকোচ্ছিল, সব তুলে এনে পাট-পাট করে রাখলুম। একটা খরগোশ পুষেছিল। সেটা সারাদিন ছাড়া না পেয়ে ছটফট করছিল। কুচো কুচো ঘাস খেতে দিলুম। একটা গোলাপ গাছ পুঁতেছিল। আমাকে বলেছিল, 'শুভা, গোড়ায় একটু করে চায়ের পাতা দিয়ে দিস তো।' এতদিন গ্রাহ্য করিনি, আজ দিয়ে দিয়েছি। দাদার গাছে বড় বড় ফুল ফুটবে। পেনসিল কাটা কলটা নিয়ে রোজ লাঠালাঠি হত, আজ নিজে থেকেই দাদার বইয়ের বাক্সে রেখে দিলুম। দাদা তবু ফিরে এল না। কত রাত হয়ে গেল, তাও এল না।

পুজো চলে গেল। শীত এল। দাদার গাছে শীতের ফুল ফুটল। খরগোশটা একদিন সকালে মারা গেল। তবুও দাদা এল না। মায়ের চোখে চশমা উঠল। বাবার সব চুল পেকে গেল।

www.BanglaBook.org

দাদার বুটজুতো শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। তবু দাদা এল না। শঙ্কর কলেজে ভর্তি হয়েছে। পার্থ ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে গেছে। ন্যাপথালিন দিয়ে রাখা হয়েছে, তাও দাদার জামা পোকায় কেটেছে। তবু দাদা এল না। সেই বেল্টটা, যেটা দিয়ে বাবা দাদাকে মারতে চেয়েছিলেন, সেটা আলনায় এখনও ঝুলছে, গায়ে সাদা সাদা ছাতা ফুটেছে। দাদা কিন্তু ফিরে এল না।

হঠাৎ একদিন এক সন্ন্যাসী এলেন। মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি বীরপুত্রের জননী।' মা কেঁদে ফেললেন। সন্ন্যাসী বললেন, 'কাঁদছিস কেন বোকা? তোর ছেলে ঠিকই আছে। বিরাট দেশ, কত মানুষ, তাদের মধ্যে মিশে গেছে। দেখবি, সময় হলে ঠিক 'মা' বলে এসে দাঁড়াবে। সে যে তোদের বড় ভালোবাসে।'

সন্ন্যাসী যেদিন এলেন, তার তিন দিনের দিন বাবা হঠাৎ মারা গেলেন। মা আর আমি রাস্তার দিকের ঘরে মেঝেতে শুয়ে আছি। গভীর রাত। ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে গেল। সত্যের মতো স্বপ্ন দেখলুম, একটা বনপথ ধরে বাবা আর দাদা পাশাপাশি হাঁটছেন। বাবার ডান হাত দাদার কাঁধে। দাদা হাসতে হাসতে বলছে, 'এই দ্যাখ শুভা আমি কত ভাল ছেলে হয়ে গেছি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উৎপাতের ধন চিৎপাতে

জগন্নাথ গোস্বামীর গাড়িটা বড়মামা শেষে কিনেই ফেললেন।

বড়মামার যাঁরা ভালো চান, তাঁরা সকলেই বারণ করেছিলেন, 'সুধাংশু কাজটা ভাল করলে না। জগন্নাথ ঘোড়েল লোক। বোকা পেয়ে তোমার মাথায় টুপি পরাতে চাইছে। গাড়িটা পেট্রলে চলে না। ইঞ্জিনের অশ্বশক্তিতে নড়তে দেখিনি। মনুষ্যশক্তিতেই এতকাল চলে এসেছে। কিনতে হয় নতুন গাড়ি কেনো। তোমার কি বাপ অত ঠেলাঠেলির লোক আছে! ধধ্ধড়ে জিনিস। খোলটাই আছে। ভেতরে আত্মা নেই।'

জীবনে যে মানুষ কারুর কথাই শোনেনানি, শুধু নিজের কথাই শোনাতে চেয়েছেন, তিনি বুক ঠুকে গাড়িটা কিনেই ফেললেন।

গাড়ি সোজা চলে গেল কারখানায়। ছিল কালো, ফিরে এল গাঢ় বাদামী হয়ে। ফোম লেদারের ঝকঝকে গদি। বামপারে মরচে ধরেছিল, নিকেল পড়ে ঝকঝকে হয়েছে। হাতল-টাতল সব ঝিলিক মারছে। কার রেডিও স্টিরিও। আয়োজনে কোনও খুঁত নেই। পেছনের কাচে আধুনিক স্টিকার! ঘোড়া ছুটছে। বড়মামার ইচ্ছে গাড়ি চলবে কীর্তনের সুর ছড়াতে ছড়াতে।

'তুই একবার ভেবে দ্যাখ পিন্টু, কারুর পাশ দিয়ে হুস করে গাড়ি বেরিয়ে গেল, কানে ঠোক্কর মারলো ইঞ্জিনের শব্দ নয়, প্রেমদাতা নিতাই। পৃথিবীতে প্রেমের বড় অভাব রে!'

মেজমামা বললেন, 'তোমার এই কীর্তনাঙ্গ গাড়ি চলবে না দাদা। আসল যে ইঞ্জিন সেইটাই তো নেই।'

'কি করে বুঝলি মেজো? তুই তো সারাজীবন ফিলজফি

www.BanglaBook.org

পড়িয়ে এলি। ঈশ্বর আছেন না নেই। আজ পর্যন্ত সে সমস্যার সমাধানও হল না। ইঞ্জিনের তুই কি বুঝিস!'

'সবাই বলছে!'

'আজও তুই প্রতিবেশীদের চিনলি না। প্রতিবেশী মানে প্রতিবাঁশি। বেসুরে বাজাই হল তাদের কাজ। বাগড়া ছাড়া তারা আর কি দিতে জানে? এই গাড়ি চেপে তুই কলেজ যাবি। কুসী স্কুলে যাবে। আমার কুকুর ডগ-হসপিটালে যাবে। ছুটির দিনে আমরা সবাই মিলে পিকনিকে যাবো। জীবনটা একেবারে অন্যরকম হয়ে যাবে। সায়েবদের মতো। লোকের কথায় নেচো না ব্রাদার। কানপাতলা লোক জীবনে সুখী হতে পারে না।'

মেজমামা বললেন, 'ভালো হলেই ভালো, তবে দশ হাজার টাকায় গাড়ি হয় না দাদা। ছ্যাকড়া গাড়ি হতে পারে।'

'আচ্ছা দেখাই যাক না কি হয়। নো রিস্ক, নো গেন। ইংরেজিটা ভোলোনি নিশ্চয়?'

বড়মামা একটা ফ্ল্যানেলের টুকরো দিয়ে গাড়ির পালিশকে আরও পালিশ করতে লাগলেন। পেয়ারের কুকুর লাকি পাশে দাঁড়িয়ে ন্যাজ নাড়ছে। আমার দায়িত্ব লাকির ওপর নজর রাখা। লাকির স্বভাব হল, আদরের জিনিসে সামনের দুটো পা তুলে দিয়ে পেছনের পায়ে খাড়া হয়ে জিভ বের করে হ্যাহ্যা করা। মানুষের গায়ে আঁচড় লাগলে হরেক রকম ওষুধ আছে। গাড়ির পালিশে আঁচড় লাগলে একমাত্র ওষুধ আবার পালিশ চড়ানো।

নিকেলের হাতল ঘষতে ঘষতে বড়মামা লাকিকে অনবরত সাবধান করে চলেছেন 'লাকি খুব সাবধান, পা তুলবে না।'

আমার একটাই প্রশ্ন, আজ পর্যন্ত যার সঠিক উত্তর কারোর কাছেই পেলুম না কুকুরের চারটেই পা, না সামনের দুটো হাত পেছনের দুটো পা?

প্রশ্নটা বড়মামাকে আবার একবার করতুম, সুযোগ পেলুম না। বাঘাদা এসে গেলেন। বড়মামাকে গাড়ি চালানো শেখাবেন। সাংঘাতিক চেহারা। রয়াল বেঙ্গলের মত গোঁফজোড়া। প্রায় ফুট-ছয়েক লম্বা। ছাপ্পান্ন ইঞ্চি বুকের ছাতি। বাঘের মত গলা। টাইট প্যাণ্ট-জামা পরা। আমাকে একটা টুসকি মারলে

www.BanglaBook.org

উলটে পড়ে যাব। লাকি যথারীতি হাত তিনেক পেছিয়ে গিয়ে ঘেউ ঘেউ শুরু করল।

বাঘাদা বললেন, 'আপনার কুকুরটা আমাকে দেখলেই অমন করে কেন বলুন তো?'

বড়মামা বললেন, 'ওর তো দৈত্য দেখার তেমন অভ্যাস নেই। দু-একদিন দেখতে দেখতেই অভ্যাস হয়ে যাবে।'

বাঘাদা বাঘের মত গলায় হেসে উঠলেন। লাকি আরও একপা পেছিয়ে গিয়ে আরও জোরে ঘেউ ঘেউ করতে লাগল।

মাসিমা দোতলার বারান্দায় বেরিয়ে এসে বললেন, 'তোমরা সাত-সকালেই কি আরম্ভ করলে? লোকে সকালে প্রভাতী গান শোনে, কীর্তন শোনে, এ বাড়ির যেন সবই অদ্ভুত। রাতে ছুঁচোর কীর্তন, সকালে কুকুরের কনসার্ট।'

বাঘাদা ওপর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমাকে ঠিক সহ্য করতে পারছে না দিদি!'

'তোমাকে নয়, তোমার ওই কাঠবেড়ালীর ল্যাজের মত গোঁফ ও সহ্য করতে পারছে না। কাল আসার আগে কামিয়ে এসো।'

মাসিমা ভেতরে চলে গেলেন। বাঘাদা করুণ গলায় বললেন, 'আচ্ছা সুধাংশুদা, আমার ভেতরে কি একটা চোর আছে? শুনেছি কুকুর মানুষ চিনতে পারে!'

'তুমি কি আচার চুরি করে খাও?'

'ছেলেবেলায় খেতুম।'

'অ্যায়, ঠিক ধরে ফেলেছে। কুকুরের নাক বড় সাংঘাতিক। আমি যেদিন সিরাপ চুরি করে খাই, আমাকে খুব ধমকায়।'

'সিরাপ চুরি?'

'ওই যে গো, ডাক্তারখানায় সিরাপ থাকে না, মিকশ্চার তৈরি হয়। ওই জিনিসটার ওপর আমার অনেকদিনের লোভ, যেই দেখি কম্পাউণ্ডার চা কি সিগারেট খেতে গেছে অমনি বোতল খুলে খানিকটা মুখে ঢেলে দি।'

'সিরাপ তো আপনার নিজেরই জিনিস, নিজে খেলে চুরি হয় না কি?'

'ধুস, সিরাপ তো রুগীদের। মাঝে মাঝে কম্পাউণ্ডার ধরে

www.BanglaBook.org

ফেলে. কি হল, এই দেখে গেলুম আধ বোতল সিরাপ্ এরই মধ্যে সিকি বোতল হয়ে গেল! আমি ভয়ে চুপ করে থাকি। ফ্যাস ফোঁস করে খুব মন দিয়ে রুগীর ব্লাড-প্রেসার দেখতে থাকি। চুরি করে খাওয়ার যে কি আনন্দ কুকুর বুঝবে কি করে!'

বাঘাদা বললেন, 'চলুন এইবার বেরিয়ে পড়া যাক। এরপর রাস্তাঘাট আর ফাঁকা পাওয়া যাবে না।'

বাঘাদা স্টিয়ারিং-এ, বড়মামা পাশে। আমি পিছনে। লাকিও আসার জন্যে বায়না ধরেছিল। বেশ মোটা একটা মাংসের হাড়ের লোভ দেখিয়ে হরিয়ার কোলে তুলে দিয়ে আসা হয়েছে।

গাড়ি বি-টি রোডে বেরিয়ে এল। সবে রোদ উঠেছে। চারপাশ ঝকঝক করছে। দু-চারটে লরি হুসহাস করে আসছে যাচ্ছে। গাড়িটাকে রাস্তার বাঁ-পাশে দাঁড় করিয়ে বাঘাদার সঙ্গে বড়মামার জায়গা বদল হল। বাঘাদা এক রাউন্ড বক্তৃতা দিয়ে নিলেন ক্লাচ কাকে বলে, ব্রেক কোন পায়ে, গিয়ার কাকে বলে।

বড়মামা বললেন, 'হাত-পা কেন কাঁপছে বলো তো?'

'ভয়ে। ও ভয় এখুনি কেটে যাবে। ভয়ের কি আছে! একটা জিনিস শিখিয়ে দি, অসুবিধে দেখলেই থেমে পড়বেন। থামার আগে জানালা দিয়ে ডান হাতটা বের করে দেবেন।'

'তার মানে?'

'মানে বুঝবে পেছনের গাড়ি। মানে তোমরা পাশ দিয়ে এগিয়ে পড় আমি একটু বিপদে পড়েছি। আপনাকে রোডসাইনের যে বইটা দিয়েছি সেটা ভালো করে দেখেছেন? নো রাইট টার্ন, নো লেফট টার্ন, ক্রসিং অ্যা-হেড।'

'ও আমি সব দেখে নেবো। এখন তো আর লাগছে না। এখন তো সোজা যাবো, সোজা ফিরে আসব।'

'না না, ওটা আপনি সবার আগে ভালো করে বুঝতে শিখুন। সোজা রাস্তায় সব সময় চলা যায় না। জীবন অত সোজা নয়। পদে পদে বাঁক, ক্রসিং, বাম্প।'

বড়মামা ক্লাচ ছাড়লেন, গাড়ি সাংঘাতিক রকমের একটা ঝাঁকুনি দিয়ে উল্কার বেগে সামনে এগিয়ে আবার একটা ঝাঁকানি মেরে থেমে পড়ল। স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেল। ঝড়ের বেগে একটা লরি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দু-ইঞ্চি তফাত দিয়ে চলে গেল আমি ভয়ে চোখ বুজিয়ে ফেলেছিলুম।

বাঘাদা জিজ্ঞেস করলেন 'এটা কি করলেন ?'

'কি জানি কি করলুম, কোন্ পা কোথায় চলে গেল !'

কোন পা কোথায় চলে গেল মানে ? একটা পা ক্লাচে, একটা পা ব্রেকে, স্টিয়ারিং-এ গিয়ার। এই তো আপনার মোট তিনটে যন্ত্র। এটা ছাড়বেন, প্রয়োজন হলে ওটা চাপবেন।'

'আমি ভুলে লেফট-রাইট করে ফেলেছিলুম। অনেক দিনের অভ্যাস তো।'

'এখুনি তো আমরা তিনজনই মারা পড়তুম।'

'তুমি তো আমার পাশে আছ।'

'পাশে আছি, কিন্তু পায়ে তো নেই !'

'নাও, নাও অনেক বকেছ। আর ভুল হবে না।'

গাড়ি স্টার্ট নিয়ে আবার চলতে শুরু করল। একটু লগবগ করলেও বেশ চলছে। সোজা রাস্তা চলে গেছে ব্যারাকপুরের দিকে। টিটাগড়ের কাছে এসে গাড়ি হঠাৎ গোঁত করে রাস্তার বাঁ পাশ থেকে ছুটে সোজা নেমে গেল পাশে। স্টিয়ারিং নিয়ে শিক্ষক আর ছাত্রের যুদ্ধ চলছে। ধামা, কুলো, ধুচুনি সাজানো ছিল, মড়মড় করে মাড়িয়ে দর্মার বেড়া ঠেলে গাড়ি সোজা ঢুকে পড়ল আটচালায়। চারদিকে গেলো গেলো শব্দ।

একটা উনুনের দু-হাত দূরে গাড়ি থেমে পড়ল। মনে হচ্ছে দরমার বাড়ি। যমদূতের মত গোটা চারেক লোক চারপাশে দাঁড়িয়ে। নামলেও মারবে, না নামলেও মারবে। এত বিপদেও বাঘাদার সেই এক প্রশ্ন, 'এটা কি করলেন ?'

মারমুখী লোক চারটির একজন বড়মামার রুগী। বড়মামা লোক বুঝে, অবস্থা বুঝে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করেন। এ সেই রকম একজন রুগী। বড়মামাকে দেখেই চিনেছে, 'আরে ডাক্তারবাবু যে !'

বড়মামা হাসিমুখে দরজা খুলে গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন। যেন প্লেন থেকে পাইলট নেমে এল। বড়মামা বললেন 'রামু হিসেব কর কত টাকা গেল।'

www.BanglaBook.org

রামু বললে, 'হিসেব পরে হবে। রামজী আপনাকে পাঠিয়েছেন। ওই দেখুন আমার বহু, বোখার হয়ে পড়ে আছে।'

হাত-পাঁচেক দূরে মাচার ওপর একজন মহিলা শুয়ে আছেন আপদমস্তক মুড়ি দিয়ে। গাড়ি আর কিছু দূর এগোলেই অসুখ সেরে যেত!

রুগীর মুখ দেখেই বড়মামা বললেন, 'ম্যালেরিয়া। পিলে বেশ বড় হয়েছে রে। ডিসপেনসারিতে আয় ওষুধ দিয়ে দেবো। এক পুরিয়ার ব্যাপার।'

রুগী দেখতে দেখতে হিসেবও হয়ে গেছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ শ-তিনেক টাকা।

বাঘাদা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলেন, 'ছ-টা দরমা আর গোটাকতক ঝুড়ির দাম তিনশো টাকা? ভালোমানুষ পেয়ে টুপি পরাতে চাইছ? ধর্মে সইবে?'

'ধর্মটর্ম' বলবেননি বাবু, দিন-কাল কি পড়েছে?'

বড়মামা বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ তাতো বটেই। তাতো বটেই!'

'তাতো বটেই?' বাঘাদা হুঙ্কার ছাড়লেন। 'ওই দরমা আর ঝুড়ি সব আমি নিয়ে যাবো।'

'আঃ, বাঘা নীচ হয়ো না।' বড়মামা শাসনের গলায় বললেন।

'রাখুন মশায় আপনার নীচ। মূল্য যখন ধরে দিতেই হবে, মাল আমাদের।'

'কি করবে?'

'পুড়িয়ে দেবো, জ্বালিয়ে দেবো।'

বাঘাদার গোঁ বাবা। দরমা আর ভাঙা ঝুড়ি নিয়ে গাড়ি বাড়ি ফিরে এলো নটার সময়! এবার আর বড়মামা নয়, বাঘাদাই গাড়ি চালালেন। রাস্তার দুপাশ থেকে বড়মামার যাঁরা চেনা, তাঁরা চিৎকার করে বলতে লাগলেন, 'ভালো সওদা হয়েছে ডাক্তারবাবু। তবে একটু দেখেশুনে আস্ত মাল কিনতে পারলে আরও ভালো হত!'

মাসিমা বাগানে খরগোসদের ঘাস খাওয়াচ্ছিলেন; দেখেই হই হই করে উঠলেন, 'একি, একি? মিউনিসিপ্যালিটির ময়লা তোলা গাড়ি না কি? এ সব কোথা থেকে তুলে নিয়ে এলে?'

www.BanglaBook.org

বাঘাদা বললেন, 'তুলে আনিনি। কিনে এনেছি দিদি। তিনশো টাকা দাম।'

মেজমামা আমগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে একমনে জগিং করছিলেন। তিনশো মনে হয় এখনও হয়নি। মাঝপথেই থেমে পড়লেন। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'মাথায় আবার কি ব্রেন্‌ওয়েভ খেলে গেল, ভাঙা কণ্ঠি আর বাঁখারি দিয়ে কি বানাবে, গ্রীন হাউস?'

বড়মামা এতক্ষণে কথা বললেন, 'আরে না রে বাবা। এরা চাপা পড়েছিল। এসব হল ডেডবডি, ক্যাজুয়েলটিস।'

'অ্যাঁ বলো কি! এক চাপাতে অনেক নামিয়েছ তো, প্রায় লরির রেকর্ড।'

মাসিমা বললেন, 'উঃ, মানুষ হলে কি করতে? তোমাকে নিয়ে আর পারি না বড়দা! তোমার ভাবনা ভাবতে ভাবতে আমার রাতের ঘুম গেছে। মেজদা তুমি বললে কিছু ভাবিসনি কুসী ও গাড়ি চলবে না। গাড়ি চলছে না শুধু চাপা দিয়ে বেড়াচ্ছে।'

বাঘাদা বললেন, 'চাপা নয়, ভাঙা দিদি। এটা একটা দরমার ছাউনির ভাঙা অংশ। আমরা ভেঙে ভেতরে ঢুকে গিয়েছিলুম। আপনি কলও বলতে পারেন। ওঁরা মনে মনে ডাক্তারবাবুকে ডাকছিলেন। গাড়ি একেবারে রুগীর বিছানার পাশে গিয়ে থামল। ডাক্তারবাবু নেমেই রুগীর নাড়ী টিপে ধরলেন। ভালো ডাক্তার তো, শুধু ওষুধের ব্যবস্থা নয়, তিনশো টাকা দিয়ে পথ্যের ব্যবস্থাও করে দিলেন।'

'ভিটে-মাটির যে-টুকু আছে সেটুকু এবার খেসারত দিতে দিতেই শেষ হয়ে যাক। তারপর একদিন ভালো করে পাবলিকের হাতে আড়ং-ধোলাই হোক। তবে যদি তোমার চেতনা হয়!'

মেজমামা আবার জগিং-এর জন্যে প্রস্তুত হতে হতে বললেন, 'তুমি চালিয়ে যাও বড়দা। এইভাবে রেকর্ড করতে করতে একদিন তুমি ট্রাক-ড্রাইভার হতে পারবে। এখন থেকে পাগড়ি বাঁধাটা অভ্যাস করে রাখো' খইনি ধরো, তোমার রাইট ফিউচার।'

মেজমামা লাফাতে শুরু করলেন এক-দুই-তিন।

বাগানের একপাশে ধামা ধুচুনি দরমা ভাঙা পড়ে রইল। গাড়ি

www.BanglaBook.org

ব্যাক করে ঢুকে গেল গ্যারেজে। বাঘাদা হাসি হাসি মুখে মাসিমাকে বললেন, 'দিদি অনেক বকেছেন, এবার বেশ বড় এক কাপ চা।'

॥ ২ ॥

দিন পনের হয়ে গেল, বড়মামা গাড়ি চালানো শিখছেন। মাসিমা আমাকে আর বড়মামার সঙ্গে যেতে দেন না। বিপদ হলে কে দেখবে! তাছাড়া সকালে লেখাপড়া করবে না বড়দের সঙ্গে হই হই করে বেড়াবে? বাঘাদা বলছেন বড়মামার হাত পা দুটোই নাকি বেশ ধাতে এসে গেছে।

আজ রবিবার। পড়ার ছুটি। বড়মামা বললেন 'কুসী বাঘা সার্টিফিকেট দিয়েছে। আজ আমি পিন্টু আর লাকিকে নিয়ে বেরোই? ছেলেটা রোজ মুখ শুকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, আর লাকিটা একদিনও গাড়ি চাপেনি। কুকুর বলে কি মানুষ নয়!'

বাঘাদা বিশাল গলায় বললেন 'হ্যাঁ হ্যাঁ আজ ওরা চলুক। ঘরে থেকে থেকে সব ঘরকুনো হয়ে যাচ্ছে। এ যুগ হল ফাইটিং-এর যুগ। কিন্তু···।'

কিন্তুতে এসে বাঘাদা কেমন যেন কিন্তু কিন্তু হয়ে গেলেন।

বড়মামা বললেন 'থামলে কেন, শেষ করো, শেষ করো।'

'কিন্তু লাকি যদি পেছন থেকে ঘাড়ে ঘ্যাঁক করে দেয়!'

'আমার কুকুর সে কুকুর নয় বাঘা। ও মানুষ হলে নেতা হত, বুঝলে! ধমকায়, ভয় দেখায়, কদাচ কামড়ায় না। চলো বেরিয়ে পড়ি। হাত পা নিসপিস করছে।'

মাসিমা হ্যাঁ না বলার আগেই আমরা বেরিয়ে পড়লুম। লাকি চনমন করছে। বেড়াতে যাবার নাম শুনলেই আনন্দে আটখানা! পেছনের ডান পাশের জানালায় লাকির জিভ বের করা মুখ। বাঁ পাশের জানালায় আমার মুখ। ফরফর করে গাড়ি চলছে! জানি না এই কদিনে বড়মামা কি কি করেছেন। তবে অনেককেই দেখলুম, গাড়ি দেখে হয় নর্দমা টপকে রকে, না হয় খুব দ্রুত পা চালিয়ে কোনও দোকানে ঢুকে পড়ছে।

www.BanglaBook.org

বাঘাদা খালি বলছেন 'অত শক্ত হচ্ছেন কেন? বেশ নরম হয়ে চালান, নরম হয়ে চালান।'

আজ আবার গান চলেছে, 'এ মণিহার আমায় নাহি সাজে।'

শুকচর চলে গেল, চলে গেল সোদপুর। টিটাগড়ের সেই ধামা-ধুচুনি-ভাঙা জায়গাটা পার হয়ে গেল। লাকি মাঝে মাঝে নেচে উঠছে! বাতাসে ফুরফুর লোম উড়ছে। ফুটফুটে, খুশি খুশি মুখ, টুলুটুলু চোখ। গান চলেছে 'এরে পরতে গেলে লাগে, এরে ছিঁড়তে গেলে বাজে।। কণ্ঠ যে রোধ করে···।'

বড়মামা অকারণে মাঝে মাঝে হর্ন বাজাচ্ছেন। বাঘাদা বলছেন 'শুধু শুধু হর্ন দিচ্ছেন কেন? মিসিয়ুস অফ হর্ন।'

'যাঃ, ওটাও তো রপ্ত করতে হবে। শিখছি যখন সব ভালো করে শিখব। ফাঁকিবাজি আমার কোষ্ঠীতে নেই। সাফল্যের চাবিকাঠি কার হাতে? নিষ্ঠার হাতে।'

কথা শেষ করেই একবার হর্ন দিলেন। বাঁ পাশ দিয়ে ভুঁসকো চেহারার গোটা কতক মোষ যাচ্ছিল। একটা ভীতু মোষ চমকে লাফিয়ে উঠতেই, লাকি বিকট সুরে ঘেউ ঘেউ করে পেছনের আসন টপকে সামনের আসনে।

তারপর পরপর সব ঘটতে লাগল। গাড়ি কোণা মেরে রাস্তা ছেড়ে গড়িয়ে একটা মাঠে নেমে গেল। বাঘাদা বলছেন ,ব্রেক ব্রেক।'

বড়মামা বলছেন 'ব্রেক কোন্‌টা, ক্লাচ কোন্‌টা?

লাকি বলছে 'ঘেউ ঘেউ।'

স্টিরিও বলছে, 'কণ্ঠ যে রোধ করে সুর তো নাহি সরে।'

ওদিকে হু হু করে এগিয়ে আসছে একটা জলা। কচুরিপানা ভাসছে। আমার বেশ মজা লাগছে। মনে হচ্ছে ইংরেজি সিনেমা দেখছি।

বাঘাদা কোনও রকমে পা বাড়িয়ে, হেলে কাত হয়ে কি একটা করলেন। পুকুরপাড়ে এসে গাড়ি থেমে পড়ল। চান করা আর হোলো না।

বড়মামা হাসি হাসি মুখে বললেন, 'কি রকম হোলো?'

বাঘাদা বললেন, 'দারুণ, তুলনাহীন! আর একটু হলেই ভরাডুবি হত।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বড়মামা, নেমে পড়লেন, 'আঃ কি সুন্দর! সবুজ সবুজ, যেন সবুজের সাহারা। ঘাসের গন্ধ, জলের গন্ধ, মাটির গন্ধ। মাথার ওপর নীল আকাশ উপুড় হয়ে আছে। ফড়িং দেখেছো ফড়িং?'

বাঘাদা বললেন, 'আপনি প্রাণ খুলে ফড়িং দেখুন। আমি ততক্ষণ বেল ঘর থেকে একটা ক্রেন নিয়ে আসি। টো করে গাড়িটাকে ওপরে তুলতে হবে।'

বড়মামা করুণ মুখে বললেন 'তুমি কখন ফিরবে?'

'তাতো বলতে পারছি না।'

বাঘাদা দূরে ক্রমশ ছোটো হতে হতে একটা পুতুলের মত হয়ে গেলেন। গাড়ির ভেতরে গান বাজছে 'প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ।'

বড়মামা হঠাৎ আনন্দে লাফাতে লাফাতে বললেন, 'উঃ! কোথায় নেমে এসেছি দ্যাখ। একবার তাকিয়ে দ্যাখ। রাস্তাটা মনে হচ্ছে পাঁচতলা উঁচুতে।'

ছিপ হাতে দুজন এদিকেই আসছেন। বড়মামা বললেন, 'সেরেছে, চেনা হলেই বিপদ।'

চেনা হবে না মানে? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র বড়মামার রুগী ছড়িয়ে আছে।

'আরে ডাক্তারবাবু যে!' দুজনেই একসঙ্গে বলে উঠলেন, 'গাড়ি চান করাচ্ছেন?'

'না হে না এসেছিলুম মাছ ধরতেই, তোমাদের চিন্তায় আজকাল সব ভুলে যাই। এখন দেখছি ছিপ আনতেই ভুলে গেছি।'

'আর তার জন্যে মাছ ধরা আটকাবে? আমরা কি করতে আছি! একস্ট্রা ছিপ আছে। চলুন বসে যাই। আপনার খুব সাহস ডাক্তারবাবু, গাড়ি নিয়ে নামলেন কি করে?'

বড়মামা বীরের মত হাসলেন, হাসতে হাসতে নাচতে নাচতে পুকুর ধারে চলে গেলেন। হয়ে গেল আজ। বড়মামার সাংঘাতিক মাছ ধরার নেশা। একবার বসে পড়লে, সহজে আর উঠছেন না।

'লাকি, আজ আমাদের উপোস।'

লাকি উত্তরে আমার গাল চেটে দিল। কখন যে বাঘাদা আসবেন

www.BanglaBook.org

ক্রেন নিয়ে, ঈশ্বরই জানেন। মাসিমার কথা শুনলে এই দুর্ভোগ আর হত না। এতক্ষণ ছাদে উঠে চাঁদিয়াল ঘুড়িটা ওড়াতুম ফড়ফড় করে। বড়মামা ওদিকে চার করে ছিপ নিয়ে বসে পড়েছেন। চচ্চড়ে রোদ উঠেছে। আকাশ একেবারে ঘন নীল! হাত নেড়ে রঙ বেরঙের ঘুড়িকে ডাকছে—আয়, আয়, উঠে আয় আমার বুকে। পকেটে একটা চকোলেট আছে। মুখে ফেলতে পারছি না লাকির জন্যে। ও বেচারা কি খাবে?

মনে মনে বাঘাদাকে ডাকতে লাগলুম। বাঘাদা এসো, বাঘাদা এসো। ডাকের কোনও জোর নেই। ঘণ্টা ছয়েক পরে বাঘাদা এলেন পান চিবোতে চিবোতে। সঙ্গে ক্রেন নয়, ভীম ভবানীর মত চারটে লোক, মোটা একটা কাছি। আমার কাছে এসে বললেন, 'ফাসক্লাস।'

'কি ফাসক্লাস?'

তরুণের দোকানের ফিসফ্রাই। এক একটা প্রায় আধ হাত চওড়া। স্যালাড আর রাই দিয়ে খেতে যা লাগল না, টেরিফিক। অনেক ঝামেলা তো, তাই গায়ে একটু জোর করে নিলুম। পেটে খেলে পিঠে সয়। সুধাংশুদা গেলেন কোথায়?'

'ওই তো মাছ ধরতে বসে গেছেন।'

'অ্যাঁ, একেই বলে ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়। যাক আমার কাজ আমি করে যাই।'

পেছনের বাম্পারে দড়ি বাঁধা শুরু হল। সে এক এলাহি ব্যাপার। লাকি তারস্বরে ঘেউ ঘেউ করছে। এক দৈত্যতেই ওর মাথা খারাপ হয়ে যায়। সামনে পাঁচ-পাঁচটা দৈত্য।

একজন দৈত্য বললে, 'ইতনা চিল্লাতা কেঁউ।'

লাকি উত্তর দিলে, 'ঘেউ ঘেউ।'

বেলা বারোটার সময় আমরা তিনজন বাড়ি ফিরে এলুম। বড়মামা পুকুর ধারেই রয়ে গেলেন। কার ক্ষমতা ওঠায়। মাসিমার ভয় দেখালুম, তাতেও কোনও ফল হল না। হাত নেড়ে বললেন, 'তোমার মাসিমাকে গিয়ে বলো, আমি হারিয়ে গেছি, এ লস্ট চাইল্ড!'

www.BanglaBook.org

মাসিমা শুনে বললেন, দাঁড়া, আমি ওই গাড়ি টুকরো টুকরো করে জলে ভাসিয়ে দেবো। বড়কত্তার বড় বাড় বেড়েছে!'

মেজমামা বললেন, 'কি করে খুলবি?'

'হাতুড়ি মেরে তাল তুবড়ে দোবো। এতবড় সাহস, বলে কিনা তোমার মাসিকে গিয়ে বলো, আমি হারিয়ে গেছি। হারাচ্ছি দাঁড়াও, আমাকে চেনে না?'

তিন সেণ্টিমিটার একটা মাছ হাতে সন্ধ্যের মুখে বড়মামা বাড়ি ঢুকলেন। সারাদিনের রোদে আর মাসিমার ভয়ে মুখ শুকিয়ে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন, 'কুসী কোথায়?'

'বাথরুমে চান করছেন।'

'মেজাজ?'

'ফায়ার। বলেছেন, নিলডাউন করিয়ে রাখবেন আপনাকে, আর গাড়িটাকে খণ্ডবিখণ্ড করে ফেলে দেবেন জলে।'

'এসে কি বলেছিস?'

'যা বলেছিলেন।'

'ইস্ এখন কি হবে? কে আমাকে বাঁচাবে? মশারি ফেলে শুয়ে পড়ি। খোঁজ করলে বলবি, হাই ফিভার। তোর কাছে রসুন আছে?'

'রসুন কি করবেন?'

'সেই যে ছেলেবেলায় যেমন করতুম। চেপে শুয়ে থাকব। দেখতে দেখতে জ্বর এসে যাবে।'

BanglaBook.org

॥ ৩ ॥

বাঘাদা বটতলায় দাঁড়িয়ে বললেন 'নাঃ, আপনার হাত মোটামুটি ভালই তৈরি হয়েছে। এখন দরকার সাহস।

বড়মামা হাসলেন, 'সাহস? পৃথিবীতে কুসীকে ছাড়া আমি কাউকে ভয় পাই না বাঘা।'

গাড়ির পেছনে একটা এল অক্ষর লেগে গেছে, বড়মামা লাইসেন্স পেয়ে গেছেন।

www.BanglaBook.org

'আপনাকে ব্যাকগিয়ারটা আর একটু ভাল করে সাধতে হবে।'

'এখন থেকে দিনকতক তাহলে অনবরত পেছন দিকেই চালাই।'

'না, তার দরকার নেই। সেটা আবাব বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। গ্যারেজ থেকে বার করতে গ্যারেজে ঢোকাতে ঢোকাতেই অভ্যাস হয়ে যাবে। আজ গাড়িটা আপনি একা বের করুন। দেখি কেমন পারেন।'

গ্যারেজের উল্টো দিকে নিত্যবাবুর বাড়ি। রাস্তাটা তেমন চওড়া নয়। বাঘাদা একবারেই গোঁত করে বের করে ফেলেন। বড়মামা স্টার্ট দিলেন। স্টিয়ারিংকে নমস্কার করলেন। বাঘাদা সামনে দাঁড়িয়ে হাতের ভঙ্গি করে নির্দেশ দিচ্ছেন।

বাঘাদা যেভাবে বের করেন, বড়মামা সেইভাবে ওস্তাদী কায়দায় সাঁৎ করে ঘুরে বেরবার চেষ্টা করলেন। হলো না। বাঘাদা লাফিয়ে সরে গেলেন। গাড়ি ক্যারাচে হয়ে নিত্যবাবুদের দেয়ালে ধাক্কা মারার আগেই বড়মামা ব্রেক কষলেন। গাড়ি টুক করে দেয়ালে ঠোক্কর মারল।

সাহসী বড়মামা সঙ্গে সঙ্গে ব্যাক করলেন। এবার গাড়ির পেছন দিকটা গ্যারেজের দেয়ালে লেগে গেল। তারপর সামনে পেছনে পরপর এমন সব কায়দা করলেন, দুবাড়ির দেয়ালের মাঝে গাড়ি কোণাকুণি আটকে গেল। এগোতেও পারে না, পেছতেও পারে না।

বাঘাদা স্টিয়ারিং-এ বসে নানাভাবে চেষ্টা করলেন। ঘেমে নেয়ে গেছেন। 'অসম্ভব। কি করে এমন করলেন? বড়মামা হেসে বললেন 'সে এক রকমের কায়দা।'

'কায়দা? সারাজীবন গাড়ি এই কায়দাতেই পড়ে থাক।'

'অ্যাঁ, সে কি? হ্যাঁ, সে কি!'

'কেন তুমি একে ম্যানেজ করতে পারবে না? তোমার তো পাকা হাত।'

'স্বয়ং ঈশ্বর এলেও পারবেন না।'

'বাঘাদা গাড়ি থেকে নেমে এলেন। বড়মামা চিন্তিত।

'বাঘা, কী হবে তাহলে? ওই নিত্যবাবুর বাড়িটাকে ঠেলে একটু পেছিয়ে দিতে পারলে বেশ হত।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'গাড়ি ঠ্যালা যায় সুধাংশুদা, বাড়ি ঠ্যালা যায় না।'

গাড়ির এপাশে ওপাশে ঘুরে ঘুরে দুজনের নানা রকম গবেষণা চলেছে। বড়মামা মাঝে মাঝে হতাশ মুখে নিত্যবাবুর নতুন তিনতলা বাড়িটার দিকে তাকাচ্ছেন, পারলে ডিনামাইট দিয়ে ভেঙে উড়িয়ে দিতেন। এদিকে সারি সারি সাইকেল রিকশা দাঁড়িয়ে পড়েছে দু পাশে! মানুষের লাইন পড়ে গেছে। কারুর হাতে বাজারের ব্যাগ, কারুর মাথায় ঝাঁকা, কারু কাঁধে ফুলঝাড়ু। পিঠে কাগজের বস্তা। একটি দুঃসাহসী ছেলে গাড়ির চাল টপকে চলে গেল। বড়মামা হাঁ হাঁ, করে উঠলেন।

সোনপাপড়িঅলা হাঁকছে, 'চাই সনপাপড়ি!'

কাগজওয়ালা হাঁকছে, 'পুরানো কাগজ।'

ফুলঝাড়ু হাঁকছে, 'চাই ঝাড়ু।'

এরই মধ্যে একটি সাইকেল রিকশায় মাইক নিয়ে বসে কবিরাজী দাঁতের মাজন। তিনিও চুপ করে বসে নেই, 'দাঁত কন কন, গরম খেতে পারেন না, ঠাণ্ডা সহ্য হয় না, নাড়ি দিয়ে রক্ত পড়ে, মুখে দুর্গন্ধ হয়, এই কবিরাজী কালো দাঁতের মাজনটা···।'

রিকশা, সব কটা হাঁসের মত প্যাঁক প্যাঁক করছে!

'কি হোলো দাদা!'

বাঘাদা চিন্তিত মুখে বললেন, 'এ তো দেখছি ল অ্যাণ্ড অর্ডার প্রবলেম! গ্যারেজটা ভাঙা ছাড়া উপায় নেই।'

'তাহলে যে দোতলাটাও নেমে আসবে বাঘা?'

'উপায় কি? কতক্ষণ এদের আটকে রাখবেন?'

হই হট্টগোলে মাসিমা আর মেজমামা এসে গেছেন।

মাসিমা বললেন, 'যা চেয়েছিলুম তাই হয়েছে। বাঘাদা এই আপদটাকে খণ্ড খণ্ড করে লণ্ডভণ্ড করে দাও!'

বড়মামা আর্তনাদ করে উঠলে, 'না, কুসী, না!'

'না মানে? এছাড়া আর কি উপায় আছে? বাড়ি তুমি ভাঙতে পারবে না। তোমার এই ভাঙা গাড়ি কিন্তু ভাঙা যায়। উৎপাতের ধন চিৎপাতেই যাক।'

বড়মামার সেই গাড়ি আজও আছে। সবটাই আছে। গ্যারেজেই আছে। জুড়ে নিলেই হয়। চারটে চাকা চার দেয়ালে

www.BanglaBook.org

চলতে চায়, পারে না, কারণ ইঞ্জিন মুখ থুবড়ে পড়ে আছে একপাশে। গাড়ির খাঁচায় আমাদের পুষি ছটা বাচ্চা নিয়ে চোখ বুজিয়ে ধ্যানস্থ। সামনের আর পেছনের গদি বড়মামার ঘরে। লাকি চাখাচাখি করছে। ফোম লেদার তেমন সুবিধে করতে পারছে না। ব্যাটারিটা খুব সার্ভিস দিচ্ছে। আলো চলে গেলে দুটো ফ্লোরেসেন্ট বাতি জ্বলে।

সবই আছে। নেই কেবল বড়মামার উৎসাহ। তিনি এখন রিসার্চ করছেন অন্য বিষয় নিয়ে। গোটা তিরিশ বাঁদর এনে বারান্দায় রেখেছেন, সার সার খাঁচায়। যুগান্তকারী একটা কিছু করবেন। নোবেল পুরস্কার নাকি আর বেশি দূরে নেই।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিদি আর পিকলু

সব সময় তো মানুষের সময় ভাল যায় না! সেই গানে আছে না, আজ যে রাজা কাল সে ফকির। দশ বছর আগে আমাদের সময়টা খুব খারাপ যাচ্ছিল! কেন? তা আমি বলতে পারব না। দশ বছর আগে আমি দশ বছর ছোট ছিলুম তো! সহজ হিসেব। মানুষের অবস্থা যখন খারাপ যায়, যখন খুব টানা-টানি হয়। এই নেই, ওই নেই। এ-ও ত সকলেরই জানা। নতুন করে কি আর বলব। ঠিক সেই সময় আমার দিদি কোথা থেকে একটা বাচ্চা কুকুর কোলে করে বাড়ি ঢুকল। লোটা লোটা কান। গুলি, গুলি চোখ। বাচ্চাটা দিদির বুকে একেবারে লেপ্টে আছে।

আমাকে ইশারায় ডাকল। ফিস ফিস করে বলল, 'শোন বিলু, ডাক্তার মাসির কুকুরের ছটা বাচ্চা হয়েছে। চাইতেই আমাকে তিন নম্বরটা মানে, দাঁড়া, বড়, মেজ, সেজ। হ্যাঁ সেজটা দিয়ে দিল।'

'সে কি রে দিদি? তুই চাইলি কেন?'

'যা, আমি তো টাকা চাই নি, খাবার চাই নি, তাহলে তো ভিক্ষে করা হত। কুকুর চাইলে কিছু হয় না।'

'ধুর বোকা! আমি সেজন্যে বলি নি। কুকুর যে খুব মাংস খায় রে দিদি। কোথায় পাবি? আমরাই তো সেই মাংস খেয়েছিলুম ডিসেম্বর মাসে, বড়দিনে। সে তো প্রায় একবছর হয়ে গেল! এটা কি কুকুর রে দিদি?'

'গোল্ডেন রিট্রিভার। দেখবি বড় যখন হবে, একেবারে সোনার মত হবে। মিষ্টি মুখ। ঝোলা ঝোলা কান। স্বপ্নের মতো চোখ। বাবা কোথায় রে?'

'বাবা অফিসে বেরিয়ে গেছেন। কটা বেজেছে জানিস?

www.BanglaBook.org

সাড়ে এগারোটা।' আমাদের মা তো প্রথমে রেগে গেলেন। তোদের কোনও বোধ বুদ্ধি নেই। কুকুর পোষে বড়লোকে। আমরা কি বড়লোক। কুকুর কি কুমড়োর ঘ্যাঁট দিয়ে রুটি খাবে?'

মা বসেছিলেন। দিদি কোল থেকে কুকুরটাকে নামিয়ে দিয়েছিল। কুকুরের কি বুদ্ধি! থুপুর থাপুর পা ফেলে ফেলে, সোজা মায়ের কোলে উঠে নিমেষে ঘুমিয়ে পড়ল। চোখ দুটো বুজে গেল মুখে যেন একটা হাসি ফুটে উঠল! মায়েরা তো এইতেই কাবু হয়ে যান। মা সেই শিশুটির নরম-নরম লোমে হাত বোলাতে বোলাতে কেমন যেন হয়ে গেলেন। তাঁর মুখটা কোমল হয়ে এল। কুকুরটা নিশ্চিন্ত আরামে শুয়ে রইল।

ভয় ছিল বাবাকে। অফিস থেকে ফিরে এসেই হয়তো বলবেন, 'কুকুর দিয়ে এস। আমাদের এখন ভয়ংকর দুঃসময় যাচ্ছে।' বাবা এলেন। ঘরে ঢুকলেন। কুকুরটার ততক্ষণে নাম রাখা হয়ে গেছে, 'পিকলু'। আমাদের বাড়িটা পিকলুর ভাল লেগে গেছে। সে অমনি নেচে নেচে বাবাকে আদর করতে ছুটল। মা তার আগেই বলেছিলেন, 'আমি কিছু বলতে পারব না। পিকলু নিজের হিম্মতে থাকার জায়গা করে নিক। পারে থাকবে, না পারে দিয়ে আসবে।'

বাবা যে মনে মনে কুকুর এত ভালবাসতেন আমাদের জানা ছিল না। বাবা বললেন, 'আরে, আরে এটা কে রে? কোথা থেকে এল! কে নিয়ে এল?'

উত্তরের অপেক্ষা না করেই কোলে তুলে নিলেন। পিকলু প্রথমেই বাবার গালটা চুকচুক করে চেটে দিল। তারপর বাবার আঙুল কামড়াতে লাগল কুড়কুড় করে। নতুন দাঁত উঠছিল তো! বাবা পিকলুকে কোলে করে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে উঠতে বললেন, 'এ তো গোল্ডেন রিট্রিভার, আমার অনেকদিন পোষার শখ ছিল।'

দিদি তো আনন্দে নাচতে নাচতে মাকে জড়িয়ে ধরল। মা কেঁদে ফেলেছেন। খুব একটা চিন্তা ছিল তো! দুপুরবেলা আমরা ভাইবোন লেখাপড়া করছিলুম, তখন পিকলু মায়ের কাছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছিল। ছোটখাটো দুষ্টুমি করছিল। উলের বল নিয়ে পালাচ্ছে। বোনার কাঁটা চিবোচ্ছে। মায়ের আঁচল কামড়ে ধরে টানাটানি করছে। পাশে শুয়ে কচি কচি পা দিয়ে লাথি মারছে। একবার ছুটে এসে দিদির ইরেজারটা মুখে নিয়ে পালাল।

দুপুরেই দিদিতে আমাতে একটা প্ল্যান হয়েছিল—আমরা দু'বেলা জলখাবার আর খাবো না। আর আমাদের জামাকাপড়ের প্রয়োজন নেই। যে পয়সাটা বাঁচবে তাই নিয়ে রোজ পিকলুর জন্যে কিমা আসবে। আর একটা চিন্তা করলুম, আমরা যদি খুব ভাল করে লেখাপড়া করে ফার্স্ট হতে পারি, তাহলে আমাদের পড়বার খরচ আর লাগবে না। টাকাটা বেঁচে যাবে।

সেই সময় আমাদের বাড়িটা নিয়ে কি একটা মামলা চলছিল। অতশত জানি না ব্যাপারটা কি! তবে দেখতুম বাবা দলিল হাতে উকিলের বাড়িতে ছুটছেন। সেই মামলাটায় বাবার জিত হল। সে কি আনন্দ! কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা নাকি খরচ হচ্ছিল। আমি আর দিদি, 'জিতেছি, জিতেছি' বলে নাচতে লাগলুম। পিকলুও আমাদের সঙ্গে নাচছে, সামনের পা দুটো তুলে। বাবা বললেন, 'সাত বছরের মামলা, জেতার কোনও আশাই ছিল না, জিতে গেলুম, আশ্চর্য! এ পিকলুর পয়ে হয়েছে। পিকলু খুব পয়মন্ত। তার আদর বেড়ে গেল। মামলাটা মিটে যাওয়ায় বাবাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারলেন।

এর কিছুদিন পরেই বাবার একটা প্রোমোশান হল। বাবা বললেন, 'কুড়ি বছর চাকরিতে এক ইঞ্চিও নড়তে পারিনি হঠাৎ একফুট উপরে উঠে গেলুম কি করে! পিকলুর ব্যবস্থা পিকলুই করে নিচ্ছে।'

দেখতে দেখতে পিকলু বড় হয়ে উঠল। ভারি ভাল ছেলে। মুখ দেখলেই মনে হত মনে কোনও কুচিন্তা নেই, এক গা সোনালি চুল। বড়বড় কান দুটো লটকে আছে। টানাটানা চোখ। আমার দিদিকেও খুব সুন্দরী দেখতে। তাই হিসেবে ওকেই যেন দিদির পাশে যেশি মানায়।

দিদি বলত, 'দেখ, পিতা, মাতাকে যারা ভক্তি করে, সব কথা শোনে তারাই হল সুসন্তান! সেই দিক থেকেই পিকলু সবচেয়ে

www.BanglaBook.org

সুসন্তান। ও আমাদের হারিয়ে দিয়েছে। আমরা মাঝে মাঝে অবাধ্য হই। ও কিন্তু হয় না।

দিদির কথাটা আমার মনে ধরল। সত্যিই তাই। মা একটা আঙুল নাড়লে পিকলু বুঝতে পারে। যেখানে মা সেখানেই পিকলু। বাবা বাইরে থেকে ফিরে এলেই, পিকলু যেখানেই থাক ছুটে আসবে।

দিদি ভাবতে বসল, 'আমরা কেন পারি না। আমরা কেন একটু একটু অবাধ্য হই। মাঝে মধ্যে তর্ক করি। ঝাঁঝ দেখাই।' সেদিনের মিটিং-এ আমরা প্রস্তাব নিলুম—সব ব্যাপারেই পিকলু আমাদের আদর্শ হবে। বাবার বন্ধু সৌম্যকাকু পিকলুর একটা রঙীন ছবি তুলে দিয়েছিলেন। ছবিটা বাঁধিয়ে আমাদের পড়ার টেবিলের সামনে ঝোলান হল। পিকলু আমাদের গুরু। দিদি বললে, 'তুই আমার ওপর নজর রাখবি, আমি তোর ওপর। ভুল হলেই ধরিয়ে দিবি। মানুষ তো সব সময় নিজেকে বুঝতে পারে না। ক্ষণে ক্ষণে পালটায়। লোভ হলে একরকম, রাগ হলে আর একরকম। আনন্দ হলে একরকম, দুঃখ হলে আর একরকম। আমরা দু'জনে দু'জনকে ধরিয়ে দেবো।'

দিদি কিন্তু পরীক্ষায় সত্যিই ফার্স্ট হল। আমি হলুম থার্ড। দিদি বললে, 'আমাদের প্রতিজ্ঞা তুই কিন্তু রাখলি না। খেলাটা একটু কমা না।' থার্ড হয়েছি বলে আমি তখন কাঁদছি। খেলার কথায়, আমার খেলার পুরস্কারের কথা মনে আসছে। দিদি সবার ওপরে গলায় সোনা। তার পরের ধাপে রুপো। শেষ ধাপে আমি, ব্রোঞ্জ।

আমাকে কাঁদতে দেখে পিকলু আমার গায়ে গা ঘষে, গোল হয়ে ঘুরছে। ঘাড়ে, গালে চেটে দিচ্ছে। একটা উ উ শব্দ করছে। পিকলুও কাঁদছে। শেষে আমার সামনে গ্যাট হয়ে বসে নরম গলায় ভৌ, ভৌ করতে লাগল।

দিদি বললে, 'কি বলছে জানিস! বোকা কাঁদছিস কেন? পরের বারের জন্যে উঠে পড়ে লাগ। বুদ্ধি আছে সব আছে যখন কেন তোর হবে না!' সত্যিই আমার খুব একটা জিদ চেপে গেল। দিদি গোল্ড আর আমি ব্রোঞ্জ! আমি হেরে যাবো?

www.BanglaBook.org

পিবলুও আমাদের সঙ্গে নাচছে, সামনের
পা দুটো তুলে। (পৃঃ ৩৬১)

www.BanglaBook.org

পিকলু মনের কথা ধরতে পারে! আশ্চর্য! সে আমার সঙ্গে নাড়ল। ঠিক, ঠিক। প্রতিজ্ঞা ইজ প্রতিজ্ঞা? পারবি না বলে তো কিছু নেই। কেন পারিবে না, তাহা ভাবো একবার? আমাদের কুকুর জগতের দিকে একবার তাকিয়ে দেখ। কোনও বাবা কুকুর কি দুঃখ করে বলে, আমার ছেলেটা নষ্ট হয়ে গেল, বখে গেল, হেরে গেল! মানুষ বলবে, হায়রে! মানুষ আর আগের মতো নেই। যা ছিল আগে, আজও তাই আছে। সব কুকুরই সমান বিশ্বাসী, সমান প্রভুভক্ত, সমান বুদ্ধিমান, সমান বিচক্ষণ, সমান বাধ্য। শেখালে আমি যা শিখব, আমার ভাইয়েরাও তাই শিখবে! তবে।'

আমি যখন পড়তে বসে অনামনস্ক হয়ে যেতুম, পিকলু অমনি আমার গায়ে গা ঘষত। যেন বলতে চাইত, ও কি হচ্ছে! অন্য কথা ভাবছ কেন? মন দিয়ে পড়ো।' সারাটাক্ষণ আমার সামনে, কখনও আমার পাশে বসে চুপ করে আমার দিকে চেয়ে থাকত। আমার খুব লজ্জা করত অন্যমনস্ক হতে। অন্য কিছু ভাবতে।

পরের বছরের পরীক্ষায় আমি মাত্র এক নম্বরেরর জন্যে প্রথম হতে পারিনি।

সেই পিকলু বড় হতে হতে বুড়ো হয়ে গেল। বাবারও সব চুল পেকে গেছে। দিদি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে। আমি কলেজে পড়ছি। সময় কেমন নদীর মতো হুহু করে বয়ে গেল। পিকলু ভীষণ অসুস্থ। তার পায়ে আর তেমন জোর নেই তবে সোনালি লোম বিবর্ণ হয়ে গেছে। অমন সুন্দর চোখ দুটো গঙ্গার জলের মতো ঘোলাটে। দোতলা থেকে একতলায় নামার সময় হঠাৎ গড়াতে গড়াতে পড়ে যায়। আমরা ছুটে যাই। ধরে, ধরে তুলি। মা আর দিদি কাঁদতে কাঁদতে বলেন, 'কেন, পিকলু তুমি ওপর-নিচ করছ? তুমি আমাদের কাছে নিচেই থাক না বাবু।'

পিকলু করুণ মুখে তাকিয়ে থাকে। বুঝতে পারে না, কি হচ্ছে। কি হয়েছে তার। মা বলেন, 'কি দেখছ অমন করে, আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে, তাকিয়ে। সময় চলে গেছে তোমাকে

www.BanglaBook.org

মাড়িয়ে। তোমার যে এবার সময় হয়েছে, আমাদের ছেড়ে চলে যাবার।'

দিদি মায়ের মুখ চেপে ধরে, 'ও মা, ও কথা বোলো না।'

বাবা একটা ইংরেজি কবিতার লাইন বলেন, 'টাইম ইউ ওল্ড জিপসিম্যান!'

একদিন পিকলুর সামনের পা দুটো একেবারেই পড়ে গেল। সে আর দাঁড়াতে পারে না। পা দুটো সামনে মাথার দু'পাশ দিয়ে সটান ছড়িয়ে দিয়ে মুখ থুবড়ে শুয়ে পড়ল। শুরু হল দিদির সেবা। ঠিক যেভাবে একজন বৃদ্ধ মানুষকে সেবা করে, দিদি ঠিক সেইভাবে পিকলুর সেবা শুরু করে দিল। পুরু একটা বিছানা হল মেঝেতে। তার ওপর অয়েলক্লথ। সেই ওয়েলক্লথে পাউডার দিয়ে পিকলুকে শোয়ানো হল। বেডপ্যান এল। ইউরিন্যাল এল। পিকলু তো উঠতে পারে না একেবারে, প্যারালিসিস হয়ে গেছে। দিদি প্রায় সারাদিন, সারা রাত বসে আছে তার পাশে। মাঝে, মাঝে একটু করে শুয়ে নিচ্ছে খাটে। পিকলুর সারা শরীরে অস্বস্তি। একটা পায়ে ছোট্ট একটু ঘায়ের মতো হয়েছে। সেটাকে বলে না কি বেড সোর। দিদির এতটুকু ঘেন্না নেই। দেখি, পিকলু দেখি সোনা বলে, তার পাটা টেনে নিয়ে 'ড্রেস' করতে বসবে। ব্যান্ডেজ খুলবে। ওষুধ লাগাবে। ব্যান্ডেজ পাল্টাবে। একটা পাত্রে গ্লুকোজের জল, আর একটাতে সন্দেশ গোলা দুধ, আর একটায় স্যুপ। দিদি জানে কখন কোনটা খাওয়াতে হবে। যেমন বাচ্চাকে ঝিনুকে করে দুধ খাওয়ায়, দিদি সেই ভাবে পিকলুকে খাওয়ায়। মুখ মুছিয়ে দেয়। পিকলুর সব দাঁত পড়ে গেছে। কোনওরকমে মুখটা মাটি থেকে অল্প একটু তুলতে পারে। দিদি সেই অবস্থাতেই কায়দা করে ঠিক খাইয়ে দেয়।

মা বলেন, 'আমরা হলে পারতুম না।'

আমরা ঘিরে বসে থাকি। বাবা বলেন, 'রাইপ ওল্ড এজ।' চোখ মোছেন। কেউ কোথাও যাবার নিমন্ত্রণ করতে এলে স্পষ্ট বলে দেন, 'উপায় নেই। আমার বাড়িতে ভীষণ অসুখ চলেছে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কার ?'

'আমার এক পরম আত্মীয়ের।'

দিদি অল্পক্ষণের জন্যেও কোথাও গেলে পিকলুর কাছে আমাকে পাহারা রেখে যায়। পিকলুর কোনও কিছু পেলেই ঠিক মানুষের মতো ডাকে, 'ওমা! ওমা ?'

দিদি অমনি দূর থেকে সাড়া দেবে, 'যাই বাবা যাই।' ছুটে আসবে পাড়ি কি মরি করে। এসে বলবে, 'কি পেয়েছে সোনা ? বড় বাইরে ? না ছোট বাইরে।' পিকলু ঠিক বুঝিয়ে দেবে। দিদিও ঠিক বুঝতে পারবে। পিকলু ছিল আমাদের ভাই। এখন, যেন আমাদের দাদু। দিদি মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে ঘুম পাড়াবে। গান গেয়ে শোনালো। বলবে, 'তুমি একটু ভাল হয়ে ওঠো, তোমাকে আবার বেড়াতে নিয়ে যাবো ওই মাঠটায়। মাঠের পাশে একটা নতুন বাড়ি হয়েছে গো, সিংহদের। দেখবে, বাগানে কেমন ফুল ফুটছে।' বলতে বলতে দিদির চোখ দিয়ে জল গড়াবে ফোঁটা ফোঁটা। আমি পেছন থেকে দিদির চোখ মোছাবো। দিদির বড় বড় চুল পিঠ ছাপিয়ে মেঝেতে লুটোচ্ছে। নীল ফিকে শাড়ি। সাদা ব্লাউজ। সোনার মত গায়ের রঙ। মা দুর্গার মতো মুখ। আমার দিদি যেন জীবন্ত মা দুর্গা। আমাদের বাড়ির দুটো গর্ব, আমার দিদি আর পিকলু। পিকলুকে জড়িয়ে ধরে দিদির একটা রঙ্গীন ছবি আছে। দেখলেই বলতে ইচ্ছে করবে সোনার কোলে সোনা। দিদির কাছে যতক্ষণ থাকি মনে হয় আমি স্বর্গে আছি। দিদি পিকলুকে গল্প বলতে বলতে কেন কাঁদে জানি, যা আশা দিচ্ছে, তা কোনও দিনই হবে না। পিকলু আর কোনও দিনই ভাল হবে না। পিকলু যাবেই। নদী যাবে জানিই আমি সাগরের পানে।

ডাক্তারবাবু এসে শেষ কথা বলে গেলেন একদিন 'এইভাবে ফেলে রেখে কষ্ট দিয়ে কি হবে! ইউথেনেসিয়া করে দি।'

মবাই বললেন, 'সে কি ?'

'একটা ইঞ্জেকসান করে দি। পিসফুলি চলে যাক, উইদিন ফাইভ মিনিটস।' দিদি চিৎকার করে উঠল, 'না। কক্ষনো না। তা আমি হতে দেবো না। মানুষ হলে আপনি করতে পারতেন।

www.BanglaBook.org

আমি সেবা করব। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি সেবা করব। ও যাবে আমার কোলে মাথা রেখে।'

ডাক্তারবাবু চলে গেলেন। পিকলু আধচোখে একবার দেখার চেষ্টা করল। পিকলুর কানেও বোধহয় কথাটা গিয়েছিল। সেই রাতে নামল প্রচণ্ড বৃষ্টি। তখন রাত প্রায় দশটা। দিদি পিকলুকে খাওয়াল। আমাকে বললে, 'মুখটা একটু উঁচু করে ধরতো ভাই। গ্লুকোজ মেশানো দুধ ফোঁটা ফোঁটা ড্রপারে করে মুখে দিতে লাগল। কিছু গেল, কিছু গেল না। ছোট্ট তোয়ালে দিয়ে মুখ মোছালো। আদর করে একটা চুমু খেল মুখে। ব্যাণ্ডেজটা পরিষ্কার করে বদলে দিল। একটু জল বিয়োগ করাল। বাইরে তখন অসীম ধারায় বৃষ্টি ঝরছে। দিদির একটা হাত পিকলুর পিঠে। আমি বসে আছি সামনে। পিকলু হঠাৎ মাথা তুলে, কি যেন দেখার চেষ্টা করতে লাগল। পারছে না। ঘাড়ে সে শক্তি নেই। তবু আপ্রাণ চেষ্টা! দিদি ঝুঁকে পড়ল, 'কি খুঁজছ সোনা? এই তো আমি। শেষ চেষ্টায় সে টান টান করে মাথা তুলে দিদির মুখের দিকে একপলক তাকিয়ে করুণ গলায় বললে, 'ও মা!' পরক্ষণেই মাথাটা পড়ে গেল দিদির কোলে, পাথরের মতো হয়ে গেল দিদি। ওইভাবে কিছুক্ষণ থাকার পর দিদি চিৎকার করে উঠল, 'ও মা পিকলু যে চলে গেল।'

সেই গভীর বৃষ্টি ঝরা রাতে আমাদের নীরব শোক মিছিল এগিয়ে চলল অদূরে গঙ্গার দিকে। আমার দু'হাতের ওপর সাদা চাদর জড়ানো পিকলুর দেহ। ঝিপ ঝিপ অঝোর ধারার দিকে আমাদের লক্ষ্য নেই। খেয়ালই নেই। দিদি খুব চেষ্টা করছে কান্না চাপবার, পারছে না। এত রাতে পথঘাটে কারোর থাকার কথা নয়। নেইও কেউ। এই ঝড়ের রাত। ঘন কালো অন্ধকার।

গঙ্গা ভরে আছে। জোয়ার এসেছে। বৃষ্টির পর্দার আড়ালে পরপার হারিয়ে গেছে। জলের কিনারায় নেমে গেছি। বৃষ্টির পুটপাট শব্দ। বাবা বলছেন,

'ধীরে, ঈশ্বরের নাম নিয়ে ফেলে দাও জলে।'

www.BanglaBook.org

আমার হাত জলের দিকে নামছে। আমি বোকার মতোই প্রশ্ন করলুম 'ফেলে দোবো ?'

দিদি আমার পেছনে। আমাকে ছুঁয়ে আছে। বাবা বললেন, 'দাও বিসর্জন দাও। চেপে বৃষ্টি আসছে।'

আমার হাত থেকে জলের বুকে নেমে গেল পিকলু।

সেই ঘরে, সন্ধ্যায় আজও ধূপ জ্বলে সেই ছবিটার সামনে। দিদি আর পিকলু।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শেষ খাওয়া

'বাচ্চা তিনটে আর একটু বড় হোক না বউমা তারপর না হয় মাটাকে ছেড়ে আসবে।' তাকিয়ায় হেলান দিতে দিতে, ডিশ থেকে একটা পান তুলে মুখে পুরতে পুরতে দাদু বললেন।

দাদুর ঘরে জোর মিটিং বসেছে। সভাপতি আমার দাদু। প্রধান অতিথি আমার বাবা। উদ্যোক্তা আমার মা। সভ্য হিসেবে উপস্থিত আছেন আমাদের বামুনদি, সুখেনদা, কমলাদি, আর আমার দিদি।

বাবা একপাশে বসে আছেন। হঠাৎ যেন জড়িয়ে পড়েছেন। ইচ্ছে নেই তবু বসে থাকতে হয়েছে। রবিবার দুপুরে আমার যেমন হয় আর কি! 'বোস অঙ্ক কষতে।' বাবার আদেশ। আর বাইরে তখন নীল আকাশ। ঝাঁ ঝাঁ রোদ। মনা ঘুড়ি বেড়েছে। বসে বসেই দেখতে পাচ্ছি। লাট খাচ্ছে। পাক খাচ্ছে। বুড়ো সাইকেল শিখছে। দেখছি শুনছি আর বসে বসে অঙ্ক কষছি। বাবার ঠিক সেই অবস্থা। দাদু জোর করে বসিয়ে রেখেছেন, 'না, না, যাবে কোথায়। এ ব্যাপারে তোমার মতামতের যথেষ্ট দাম আছে। থাকবে কি যাবে? আমি ভোটে দোব।'

'এর আবার ভোটাভুটি কি? এ সব মেয়েদের ব্যাপার। তারাই ঠিক করুক।'

'উঁহু, উঁহু, গণতন্ত্রের যুগ। সাধারণতন্ত্রী ভারত। কারও একার কথায় সিদ্ধান্ত হবে না। হতে পারে না।'

'ওই তো পুঁচকে পুঁচকে তিনটে প্রাণী, আর আমরা এতগুলো ধেড়ে। আমাদের কি এমন করতে পারে! আমার বাবা মাথায় আসে না।'

www.BanglaBook.org

'আমারও আসে না।'

মা বললেন, 'কি করে আসবে! আপনারা অন্দরের খবর কতটুকু রাখেন। দেখতে না দেখতে। দুধ খোলা রাখার উপায় নেই। ঠিক তিন দিক থেকে তিনজন এসে চকাচক।'

বাবা বললেন, 'চাপা দিয়ে রাখলেই হয়।'

'ঠেলে খুলে ফেলে।'

'থালার ওপর থান ইঁট চাপা দাও।'

'গরম দুধ একটু খোলা রাখতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে চাপা দেওয়া যায় না। ওরা সেই গরমও মানছে না।'

'তার মানে, আমরা রোজই বেড়ালের এঁটো খাচ্ছি।'

'খাচ্ছি তো।'

'ছি ছি। খুব খারাপ কথা।'

দাদু বললেন, 'না জেনে খেলে কিচ্ছু হয় না। তুমি বলেই ভুল করলে।'

'বাঃ, আমি জেনে শুনে না বলে থাকি কি করে! আমার পাপ হবে না!'

'তাও তো বটে। তুমি বউমা ওসব দেখ কেন? অত খুঁটিনাটি ব্যাপারে নজর দাও বলেই অশান্তি বেড়ে যায়।'

কমলাদি একপাশে ঘুম ঘুম চোখে বেশ বসেছিলেন, হঠাৎ বলে উঠলেন, 'আজ তো গেছে। ওদের মাটা, এই এতবড় একটা রুই মাছ টেনে নিয়ে কুয়োতলায় পালিয়েছে।'

'তারপর?' দাদুর খুব উৎসাহ।

'তারপর সুখেন, হেই হেই করে দৌড়ল। বেড়াল মাছ মুখে ছুটছে। সুখেন ছুটছে।'

'তারপর, তারপর!' দাদুর ভীষণ উৎসাহ।

'বেড়াল লাফিয়ে উঠতে গেল পাঁচিলে।'

'তারপর?'

পারে না কি? মাছটার কত ওজন!'

'তারপর?'

'মুখ থেকে মাছটা পড়ে গেল ওপাশের নর্দমায়।'

'যাঃ!'

www.BanglaBook.org

বাবা বললেন, 'আজ কি সেই মাছ আমাদের পথ্য !'

মা বললেন, 'রাম রাম। আজ পেঁপের তরকারি আর রুটি।'

'ছোলা দিয়েছ ? ছোলা !'

'দিয়েছি। বাদামও দিয়েছি।'

'ওঃ মারভেলাস। তবে আর কি ?'

দাদু বললেন, 'সে কি ? আজ পেঁপে ! আমি যে আবার শাক্ত। আজ তাহলে আমার উপবাস !'

সুখেন বললে, 'মা আপনাদের ভয় দেখাচ্ছেন। ভালো ব্যবস্থাই আছে। মাছের কচুরি। কিমা কারি।'

'আহা। আহা। সোনায় সোহাগা।'

দাদুর আনন্দ শেষ হয়েছে কি হয় নি, রান্নাঘরে ঝনঝন শব্দ।

'যাঃ সর্বনাশ হয়ে গেল।'

মা ছুটলেন, পেছন পেছন কমলাদি। তার পেছনে সুখেনদা। সভা ভেঙে গেল। ওধারে মারমার, ধরধর শব্দ। কিছু পরেই আমাদের পুসি ভয়ে ছুটতে ছুটতে এসে সোজা দাদুর কোলে। চোখমুখ লাল করে মা দরজার সামনে।

'আজ মেরেই ফেলব।'

বাবা শান্ত গলায় বললেন, 'উত্তেজিত হয়ে না। মাথা ঠাণ্ডা। মাথা ঠাণ্ডা। খ্রাইস্ট বলেছেন, হেট দি সিন্, নট দি সিনার।'

'এক ডেকচি দুধ উল্টে দিয়েছে। আগে বেধড়ক পেটাই তারপর খ্রাইস্ট কি বলেছেন শোনা যাবে।'

দাদু বললেন, 'বউমা, অপরাধী নিজে ছুটে এসে আদালতে আত্মসমর্পণ করেছে। আর তো মারা যাবে না। দেশে আইন আছে তো। তাছাড়া আমি আবার আইনের ব্যবসা করি।'

'দেশে আইন আদালত, গণআদালত দুটোই চলছে। গণ-আদালতের হাতে ওকে ছেড়ে দিন।'

'মারলে, তোমার দুধ কি ফিরে আসবে মা ? ভেবে দ্যাখো। ভেবে দ্যাখো, মানুষ কেন চুরি করে। অভাবে। চুরি করে, ক্ষিধের জ্বালায়। খেতে দাও, চুরি ছেনতাই সব বন্ধ হয়ে যাবে।'

'স্বভাবেও চুরি করে বাবা। চব্বিশ ঘণ্টা খেয়ে খেয়ে, সব কটা ভুঁড়ো পেট। তবু ছোঁক ছোঁক। এই মাটা হল সব চেয়ে

www.BanglaBook.org

বড় চোট্টা। ওই মায়ের শিক্ষায় ছেলেমেয়ে তিনটেও এই বয়সে পাকা চোর হয়ে উঠছে।'

'তাহলে ?' দাদু চোখে প্রশ্ন নিয়ে সকলের দিকে তাকালেন।

মা বললেন, 'আপনার কথামতো বাচ্চা তিনটে আর একটু বড় হোক। মাটাকে আজই রাতে বিদায় করা হোক।'

আজই রাতে !'

সুখেন দা বললে, 'লোহা গরম থাকতে থাকতেই হাতুড়ি মারা উচিত। এখন আমরা তেতে আছি, বস্তাফস্তা সব রেডি। ডোম-বাগানের মাঠে ছেড়ে দিয়ে আসি। রাতেই সুবিধে।'

'আজ থাক। আহা আজ থাক।' দাদু করুণ মুখে তাকালেন। 'দ্যাখো না আমার কোলে শুয়েই কেমন ঘড়ঘড় করছে। কাল রাতে ছেড়ে এস। তবে ডোমবাগানের মাঠে নয়। মাঠে ছাড়লে মরে যাবে। কামার পাড়ায় ছেড়ে দিও। যে কোনও একটা বাড়িতে ঢুকে যাবে।'

বাবা বললেন, 'আর না, বেড়ালপর্ব এখানেই শেষ। কালই ছাড়া হবে। আজ সভাভঙ্গ।' আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি যে একেবারে শুয়েই পড়লে ! একেই বলে, কারুর সর্বনাশ কারুর পোষমাস। গেট আপ। আজ রাত একটার আগে শুতে দিচ্ছি না।'

যাঃ, উল্টো পোষমাস হয়ে গেল। এবারে বেড়ালের পোষমাস আর আমার সর্বনাশ। দাদু গুম মেরে বসেই রইলেন বেড়াল কোলে। ভাবছেন। আইনের প্যাঁচ কষছেন। আমি যাবার আগে বললুম, 'দাদু, কোর্টে আপনি যে মক্কেলের হয়ে দাঁড়ান, সেই তো শুনি ছাড়া পেয়ে যায়। একে দিয়ে মায়ের বিরুদ্ধে কোর্টে একটা কেস ঠুকে দিন না। হাইকোর্টের ইনজাংসনে বন্ধ তো বন্ধ হয়ে যায়। বেড়াল ছাড়া বন্ধ হবে না ?'

দাদু নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'এটা মানুষ হলে একবার চেষ্টা করে দেখতুম। এটা যে মানুষ হল না।'

পরের দিন সকালে সব নর্মাল। বাবা ঘরে ডনবৈঠক করছেন। দাদু খোলা গায়ে পুজোর আসনে ধ্যানস্থ। গলায় গোটা গোটা লাল রুদ্রাক্ষের মালা। সুখেনদা বাজারে। কমলাদি ইয়া এক

www.BanglaBook.org

উত্তেজিত হয়ো না। মাথা ঠাণ্ডা। মাথা ঠাণ্ডা। (পৃঃ ৩৭১)

www.BanglaBook.org

শিল পেড়ে দুলে দুলে বাটনা বাটছে। দিদি ফিস ফিস করে ইতিহাস মুখস্থ করছে। পরীক্ষা সামনে। পড়ার ধুম পড়ে গেছে। আর পুসি আছে হাতপা ছড়িয়ে, নিশ্চিন্ত আরামে দাদুর বিছানায়। পুসিটা এমনি খুব ভাল মানুষ। কেবল একটু বোকা চোর। আমার মতো চালাক চোর হলে মা কি ধরতে পারতেন! চুরি করতে গিয়ে সব ফেলেমেলে একসা করে। আরে চোরের কি শব্দ করা উচিত, না করা চলে! এই যে আমি আচার খাই, গুঁড়ো দুধ খাই, শব্দ করে খাই? এমন কি গোঁফে একটু গুঁড়ো লেগে থাকে না। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মায়েরই শাড়ি দিয়ে সব ঝেড়ে ফেলি। হি হি। কোনও দিন দিদি ধরে ফেললে ভাগ দি। দিদির আবার আচার ফেবারিট। ঝ্যাঁটার মতো গোঁফ করেছে পুষি। দুধ খেলেই সর ঝোলে। মেয়েছেলের আবার গোঁফ কি! যেমন কাণ্ড।

বাবা আর দাদু নটার সময় বেরিয়ে গেলেন। একটু পরে আমিও স্কুলে চলে গেলুম। পুসি তখনও ভোঁস ভোঁস ঘুমোচ্ছে। আর কি, সন্ধ্যের পর থেকে তো আর বিছানা জুটবে না। কেউ খেতেও দেবে না। আমি দেখেছি, বেড়ালকে কেউ ভালবাসে না, সবাই দূর দূর করে। আমার দিদিটার কোনও দুঃখ নেই। বলতে গেলুম, 'পুসিটাকে আজ একটু ভাল করে খাওয়াস।'

বললে, 'ভ্যাট ভ্যাট, আমার বলে সামনে পরীক্ষা! এখন বেড়াল মেড়াল আমার মাথায় আসছে না। বিরক্ত করিস নি তো, মাকে বলে দোব।'

আমি বিনুনিটা ধরে একটু টানব বলে যেই হাত বাড়িয়েছি, অমনি চেঁচাতে লাগল, 'ও মা, মা মাগো, দ্যাখো না বুড়ো কি করছে!'

মা তেড়ে আসার আগে পুটুর কাছ থেকে নতুন কায়দায় যে মুখ ভেঙানো শিখেছি, সেইটা প্রয়োগ করে সোজা দে ছুট। কাপুরুষ। নিজে পারে না। সব ব্যাপারে মার সাহায্য!

রাস্তায় বেরিয়ে শুনলুম, 'তুই ফিরে আয়, তারপর দ্যাখনা, তোকে আমি কেমন পেটাই।'

আমাকে পেটাবে! অ্যায়সা হাত মচকে দোব।

www.BanglaBook.org

দিদিটা আমার পাগলী। আবার দুর্গা দুর্গা বলছে।

আজ আসার সময় রাক্ষসটার জন্যে হজমী আনব। টকাস টকাস করে খাবে।

সন্ধে তো প্রায় হয়ে এল। গাড়ি থামল বাড়ির সামনে। দাদু নামলেন। চক চকে কালো কোট। ধবধবে সাদা প্যাণ্ট। হাতে অ্যাটাচি। মুখটা টকটকে ফর্সা। এই সময়ে দাদুকে এমন সুন্দর দেখায়। সুখেনদা ছুটে এল। দাদু বললেন, 'গাড়িতে খাবারের বাক্স আছে। সাবধানে নামাও।'

এই সময়টায় আমিও কাছে থাকি। দিদি বলে, হ্যাংলা।

জানে না, বড় হলে আমি কি আর হ্যাংলা থাকবো!

সুখেনদা পাশ দিয়ে চলে যাবার সময় গন্ধ পেলুম। অসাধারণ। মনে হয় ফিশফ্রাই।

দাদু যেতে যেতে বললেন, 'মাকে বলো ফিশফ্রাই আছে।' তারপর আর একটু এগিয়ে বললেন, 'আছে না গেছে?'

মা এসে গেছেন, 'কার কথা বলছেন বাবা?'

'পুসি। আছে না ছেড়ে দিয়েছ।'

মার কত উৎসাহ। লাফাতে লাফাতে বললেন, 'এই তো, আর একটু অন্ধকার হলেই। জানেন আজ কি করেছে! এই অ্যাতো বড় একটা পায়রা মেরেছে।'

গম্ভীর মুখে একবার 'হুম্' বললেন দাদু। তারপর বললেন, 'বিদায় করার আগে আমি ওকে প্রাণ ভরে খাওয়াতে চাই। গোটা একটা ফিশফ্রাই ওকে খাওয়াব। নিজে খাওয়াব।'

দালানে পুসি বসে আছে পা মুড়ে। ধবধবে সাদা তুলোর তালের মতো। আধ বোজা চোখে বাচ্চা তিনটের খেলা দেখছে আয়েস করে। খুব খেলছে। মাঝে মাঝে মায়ের ঘাড়ে এসে পড়ছে। পুসির কোনও ধারণাই নেই একটু পরে কি হবে।

কোর্টের কাপড়জামা ছেড়ে দাদু এলেন। ডাকতেই পুসি এল। মাছ ভাজার গন্ধ, আর থাকতে পারে! ন্যাজ তুলে আদুরে গলায় 'মিঁউ' করল। দাদুর পিঠে গা ঘসল। ঘড়ঘড় শব্দ করছে। দাদু একটু একটু করে ভেঙে ভেঙে দিচ্ছেন ফিসফ্রাই।

www.BanglaBook.org

খেয়ে দেয়ে পুসি গা চাটছে। বাচ্চা তিনটে মায়ের প্রসাদ খাচ্ছে। দাদু উঠে যেতে যেতে বললেন, 'না আর মায়া বাড়াবো না। তোর বরাতের ওপর ছেড়ে দিলুম, যা।'

সুখেনদা যখন চটের বস্তার মধ্যে পুসিকে ভরছে তখন আমি আর দিদি ছাতের চিলে কোঠায়। দিদি আমাকে জড়িয়ে ধরে হুহু করে কাঁদছে। আমি তো ছেলে, তাই প্রথমে ভেবেছিলুম কাঁদব না কিছুতেই। অনেকক্ষণ দাঁতে দাঁত চেপে রইলুম। তবু জল এসে গেল চোখে। দু'জনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলুম। চোখের সামনে পুসিকে দেখতে পাচ্ছি। থুপ্পি হয়ে বসে আছে বাগানের পাঁচিলে। আরামসে শুয়ে আছে দাদুর বিছানায়। দুধ খাচ্ছে চক্‌চক্‌ করে। বাচ্চাদের গা চেটে দিচ্ছে। যত মনে পড়ছে, তত কান্না বাড়ছে।

দিদি একসময় বললে, 'চল বুড়ো, আমরা দুজনে আত্মহত্যা করি।'

আমি ছেলে তো. তাই দিদির চেয়ে আমার বুদ্ধি একটু বেশি। আমি পড়েছি, বেড়ালকে যত দূরেই ছেড়ে দাও, ঠিক ফিরে আসবে। কান্নায় গলা বুজে আছে, তাও বললুম অনেক কষ্টে, 'দেখিস দিদি, ও ঠিক আবার ফিরে আসবে।'

দিদি কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'ঠিক বলছিস।'

'হ্যাঁ ঠিক। পলাশদের বেড়ালটাকে টোমবাগানে ছেড়ে এসেছিল। তিন দিন পরে, কাল আবার ফিরে এসেছে।'

দিদি আমাকে খুব জোরে জড়িয়ে ধরল।

একটু পরেই ছাদের ওপাশে কি একটা শব্দ হল, আর অমনি আমার মনে হল ভূত। দিদিরও সেই রকম মনে হল। আমরা তখন গুটি গুটি পায়ে নেমে এলুম নিচে। দাদু আসনে বসেছেন। ধ্যানে। মা রান্না ঘরে মনের আনন্দে রাঁধছেন। ছ্যাঁক ছোঁক শব্দ হচ্ছে। আমার মা কি খুব নিষ্ঠুর? মনে হয় তা নয়। আসলে মা তো আমাদের চেয়ে অনেক বড়। অনেক অনেক বেড়াল দেখেছেন, তাই আর ভালো লাগে না আর কি।

এক সময় কমলাদি হাই তুলতে তুলতে বললে, 'বাবা, সুখেন তো অনেকক্ষণ গেছে। এখনও আসছে না কেন? পুলিসে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ধরলে নাকি! অত বড় একটা বস্তা ঝুলিয়ে গেছে। অন্ধকারে ছেলেধরা বলে পেটাতেও পারে।'

দিদি ফিসফিস করে আমাকে বলল, 'পেটায় তো বেশ হয়!'

সবাই খুব ভেবে পড়ল। দাদু পড়ার ঘরে আইনের বই নিয়ে বসেছেন। চা জলখাবার সব ফিরে এসেছে, গম্ভীর মুখ। আবার বলেছেন রাতে, নো মিল।

এমন সময় বাইরে বাবার গলা পাওয়া গেল। আজ বলেই গিয়েছিলেন, ফিরতে রাত হবে। বাবা যেন জোরে জোরে কাকে বলছেন, 'কি রে তুই এখানে অন্ধকারে একা বসে আছিস কেন?'

সুখেনদার গলা পেলুম, কাঁদো কাঁদো, 'এমনি বসে আছি!'

কাঁদছিস কেন? আর কি তোর কাঁদার বয়েস আছে?'

বাবা আগে আগে, পেছনে সুখেনদা বাড়ি ঢুকলেন। ভেতরে এসে সুখেনদার কান্না আরও বেড়ে গেল। সামনে মা।

'সর্বনাশ হয়ে গেছে মা।'

'কি হল?' মা বেশ ভয় পেয়েছেন।

'নন্দকুমার স্ট্রিটের কাছে গেছি, বেড়ালটা হাঁচড়পাঁচড় করে বস্তা ফেঁড়ে বেরিয়ে এল।'

'তা আসুক না। তাতে কাঁদার কি হয়েছে?'

সুখেনদা এবার হাউহাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বললে 'ছুটে রাস্তা পেরচ্ছে এমন সময় একটা টেম্পো···।'

সুখেনদা আর বলতে পারল না আমরা শুনতে পেলুম না, কি জানি। সবাই চুপ। দাদু উঠে এসেছেন। প্রথমে দিদি কাঁদল। মেঝেতে পড়ে গড়াচ্ছে। তারপরেই মা। তারপর আমি। শেষে সবাই। এরই মাঝে দাদু চাপা গলায় বললেন, 'বউমা, তুমি মানুষের এত অত্যাচার সহ্য কর আর সামান্য একটা বেড়ালের গোটাকতক উৎপাত সহ্য করতে পারলে না।'

এতসব ঘটছে আর কি আশ্চর্য, যাদের মা মারা গেল তাদের তিনটেতে মিলে সারা ঘরে লাফিয়ে লাফিয়ে খেলা চলেছে। দিদি একবার মাথাটা তুলে বললে, 'ওই যে, ওই যে ওই জায়গাটায় বসে শেষ খাওয়া খাচ্ছিল।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দাদুর বেড়াল

ভোরবেলা হরি-নারায়ণঅ, হরি-নারায়ণঅ, বলতে বলতে দাদু আমাদের ঘরের সামনে এসে রোজ যেমন দাঁড়ান তেমনি দাড়ালেন। রোজকার মতই আকাশে তখন সবে আলো ফুটছে। একটা কি দুটো পাখি ঘুমচোখে আমার পড়া মুখস্ত করার মত কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে ডাকছে। দাদুর ওজন' ভরা বাতাস বইছে। বাতাস অবশ্য নেই আজ। শেষ রাতে তেড়ে বৃষ্টি হয়ে গেছে। আকাশ মেঘলা। শুয়ে শুয়ে, চোখ পিট পিট করে আমি আকাশ দেখে নিয়েছি। চারপাশ নিস্তব্ধ গুমোট। দাদু রোজ যেমন ডাকেন সেই রকম ভারি, ভাবগম্ভীর গলায় ডাকলেন, 'খোকা উঠে পড়। আমি এগোচ্ছি।' দাদুর গলা শুনে বাবা রোজ যেমন ঘুমচোখে পাশের দিকে হাত বাড়িয়ে আমার ডান কানটা ধরে বার কতক নেড়ে দেন সেই রকম নেড়ে দিলেন। আমি রোজ যেমন ধড়মড় করে উঠে বসে, দু'হাটুতে মাথা গুঁজে বলি, 'যান, আসছি' ঠিক সেই রকমই বলে, সামনে পেছনে দুলুনে চেয়ারের মত দুলতে লাগলুম। এই ভাবে দুললে ঘুম মাথা ছেড়ে পায়ের দিকে নেমে যায়। এই সময়টায় রোজ আমার যেমন হিংসে হয় তেমনি হল। বাবা কেমন আরও কিছুক্ষণ শুয়ে থাকবেন। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে অঙ্ক করেন, তাই দাদু তাঁকে ঘুমোবার অনুমতি দিয়েছেন। আমি রাতে আমি জাগতেও পারি না, জাগার অনুমতিও নেই। দাদু বলেন, বৃদ্ধ আর শিশু হল পাখির মত। ভোরে উঠে কলরব করবে। দাদু যেমন হরি নারায়ণ, হরি নারায়ণ করছেন। আমি বলেছিলুম, তা হলে ত পাখির মত সন্ধ্যে বেলায় শুয়ে পড়া উচিত। না, তা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হবে না। এ পাখি হল প্যাঁচা আর কাকের মিশ্রণ। রাত দশটা পর্যন্ত হুতোম প্যাঁচা। ডানা মুড়ে, লাল চোখে টেবিলের সামনে। খোলা বই। মাস্টার মশাই। কিন্তু ভোরে কাক। এ পাখি, নতুন জাতের পাখি-'প্যাঁকাক'।

দাদুর পরনে ন-হাতি পট্টবস্ত্র। ধব ধবে বিশাল বুকে ইয়া মোটা সাদা সাদা পইতে। পায়ে খটাস খটাস খড়ম। হাতে বেতের সাজি। আর এক হাতে অর্ডার দিয়ে তৈরী করান অ্যালুমিনিয়ামের আঁকসি। বাঁশের আঁকসি রোজ রোজ খুলে যায় বলে, বাবার প্ল্যানে এটা তৈরি করে দিয়েছেন দাদুর এক মক্কেল। ইচ্ছে মত বড় ছোট করা যায়। স্বর্ণ চাঁপা গাছ থেকে যখন ফুল পাড়া হবে আঁকসি তখন বড় হবে। রক্ত-করবীর কাছে এসে একটু ছোট হবে, টগরে এসে আরও ছোট। বাড়ি ঢোকার সময় ছাতার মাপ। আমি দাদুর ফুল তোলার সঙ্গী। ফুল তোলার পর এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে দাদু আমাকে ছোটাবেন কিছুক্ষণ। তারপর কান ধরে কুড়িবার ওঠ বোস। আমার বয়েসে দাদুর নাকি ওজন ছিল চল্লিশ সের।

আমি যখন বাগানে গেলুম দাদুর সাজিতে ততক্ষণে জবা কিছু টগর আর গুলঞ্চ মুখ বার করে বসে আছে। কিণ্ডারগার্টেন স্কুলের ছেলেরা যেন ফেলা ফোলা মুখে টাব-গাড়ি চেপে চলেছে। আমি যেতেই দাদু বললেন, 'মিলিটারিতে কি নিয়ম জান? ফল-ইন বললেই সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়তে হবে। একটু দেরি হলেই সাজা। পিঠে ওজন নিয়ে সাত মাইল দৌড়। কি করছিলে এতক্ষণ?'

রোজ যা হয় তাই হয়েছিল। আমি খাটের দেয়ালের দিকে, বাবা ধারের দিকে। পা না সরালে নামি কি করে? গুরুজনকে ডিঙিয়ে নামতে নেই। শাস্ত্রে আছে। বললুম, 'পায়ে আটকে গিয়েছিলুম।'

দাদু কি শুনলেন জানি না। বললেন, 'ভেরি গুড। ব্যায়ামের ফল ফলবেই। পা বড় হচ্ছে। মানুষের বাড় ত পায়ের দিক থেকেই হয়। গাছের মত আর কি! নিচের দিক থেকে ওপর দিকে বেড়ে ওঠে। সজনে ডাঁটা, বটের ঝুরি,

www.BanglaBook.org

মাথার চুল, দাঁড়ি এ সব বাড়ে নিচের দিকে! মানুষ বাড়ে ওপর দিকে।'

কথা বলতে বলতে দাদু আঁকসিটা বড় করে ফেললেন। তার মানে এইবার স্বর্ণচাঁপার ওপর আক্রমণ চলবে। বাগানে পাশা-পাশি দুটো চাঁপা গাছ। গেটের দু'পাশে লম্বা প্রহরীর মত সোজা দাঁড়িয়ে আছে। বর্ষাকাল। তলায় বড় বড় ঘাস হয়েছে। পাতাটাতা পড়েছে অনেক। দাদু একটা কথা প্রায়ই বলেন, সাবধানের মার নেই, মারের সাবধান নেই। আজও তাই বললেন। বলে, আঁকসি দিয়ে ঘাসের ঝোপ দুলিয়ে দিলেন। ঘাসে সাপ থাকতে পারে। খোঁচা মেরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। তিনবার হরিনারায়ণ বলতে যতক্ষণ সময় লাগে ততক্ষণ। তিনি জেগে থাকলে প্রথম খোঁচাতেই ফোঁস করে বেরোবেন। ঘুমিয়ে থাকলে শেষ হরিনারায়ণেই ফণা তুলে উঠবেন।

ঘাস-ঝোপ দুলে উঠল আর ফোঁস শব্দ নয় অস্পষ্ট একটা মিউ ডাক শোনা গেল। দাদুর কাঁধে পালোয়ানের লাঠির মত আঁকসি, হাতে সাজি, সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'কিছু শুনতে পেলে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, মিউ।'

দাদু আরও ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'এদিকে এসো।'

এগিয়ে গেলুম। দাদু জিজ্ঞেস করলেন, 'ওটা কি?'

ঘাস আর পাতার আড়ালে ছোট্ট এক তাল তুলোর মত একটি বেড়ালছানা। এত ছোট যেন চীনে বাদামের খোলার মধ্যে ঢুকে যেতে পারে। শেষ রাতের বৃষ্টিতে ভিজে গেছে।

'তুলব দাদু!'

'নিশ্চয় তুলবে। জীবে দয়া করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'

'মা কিন্তু বেড়ালের নাম শুনলে তেলে বেগুনে জ্বলে যায়। দেখলে কি হবে বুঝতে পারছেন?'

'ওটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। তুমি আগে ওটাকে তোল।'

তৃণশয্যা থেকে ভিজে বেড়ালছানাটাকে বুকে তুলে নিলুম। ধবধবে সাদা। প্রায় মরেই এসেছে। ঠাণ্ডায় চোখদুটো বুজে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আছে। খুলতে পারছে না। ডাকার শক্তি নেই। গায়ে ছিট ছিট কাদা লেগে আছে। দাদু দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'শয়তান!'

'কে শয়তান দাদু?'

'যে এ বেড়াল শিশুটিকে এই ভাবে এখানে ফেলে দিয়ে গেছে। সারারাত নিজে শুয়ে রইল নরম বিছানায় পাতলা চাদর মুড়ি দিয়ে। আর এই জীবটাকে ফেলে রেখে গেল মৃত্যুর মুখে। ভগবানের আদালতে তোমার বিচার হবে। তুমিও বেড়াল হবে। তোমার মত আর এক শয়তান এই ভাবে ফেলে রেখে যাবে। আর তখন আমি তোমাকে তুলব না।'

'কি করে বুঝবেন দাদু, যে সেই বেড়ালটা বেড়াল রূপী শয়তান?'

'দেখলেই বুঝতে পারব। ঘুট ঘুটে কালো রঙ, বুরুশের মত লোম, কর্কশ গলা। সে আমি দেখলেই চিনব।'

'বাবা কিন্তু ওসব একেবারেই বিশ্বাস করেন না।'

'তোমার বাবা ঘোড়ার ডিম জানে। অঙ্ক ছাড়া কিছুই জানে না। ভূত আছে কিনা তাই জানে না। বলে ভূত আবার কি? আমি ম্যাথেমেটিসিয়ান। প্রমাণ ছাড়া কিছু মানতে রাজি নই। তাহলে তোমার অঙ্কশাস্ত্রের শূন্যটা কি? শূন্যের কোনো প্রমাণ আছে? তুমি বড় তর্ক কর! ঠিক বাপের ধাতটি পাচ্ছ! নাও ওর বুকের কাছে কানটা ঠেকিয়ে দেখ ত ধুকপুক করছে কি না?'

বেড়ালটাকে এতক্ষণ বুকের কাছে চেপে ধরেছিলুম। জামাটা ভিজে উঠেছে। সামান্য নড়াচড়া করছে যখন বোঝা যায় বেঁচে আছে। আবার কান লাগিয়ে নোংরা করি কেন? 'বেঁচে আছে দাদু। নড়াচড়া করছে।' বেড়ালটা ঠিক সময় আমার বুকের কাছে আর এক বার মিউ করে উঠল। ঠাণ্ডায় চোখ জুড়ে গেছে। পৃথিবীকে দেখতেই পাচ্ছে না। আমাকে ত নয়ই। তবু মুখটা আমার মুখের দিকে তুলে এমন করুণ সুরে মিউ করে উঠল! ভীষণ মায়া লাগল। মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে এনে বৃষ্টির রাতে আমাদের বাগানে চুপি চুপি ফেলে দিয়ে যে চলে গেছে সে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর। দাদুর আদালতে তার নামে মামলা করা উচিত। মিউ ডাকে বেড়ালটা যেন বলতে চাইছে, তোমাদের

www.BanglaBook.org

হাতেই আমার জীবন মৃত্যু। বাঁচালে বাঁচব, মারলে মরব। ইস্, রাতে কুকুরেও ত মেরে ফেলতে পারত!

দাদু বললেন, 'নাও ওকে ভেতরে নিয়ে চল। হট ব্যাগ দিতে হবে। ফুটবাথ করাতে হবে।'

'ভেতরে নিয়ে যাব কি করে দাদু? কুকুর আছে না?'

'হ্যাঁ তাই ত! আমি তখনই তোমার বাবাকে বলেছিলুম, কুকুরটুকুর না পোষাই ভাল। এক বাড়িতে কুকুর আর বেড়াল রাখা যায় না। জন্মশত্রু।'

'না, দাদু, তখন ও কথা আপনি বলেন নি। বলেছিলেন কুকুর মানুষের বেস্ট ফ্রেন্ড। প্রত্যেক সভ্য মানুষের কুকুর পোষা উচিত। আর তখন আমাদের বাড়িতে কোনও বেড়াল আসে নি।'

দাদু রেগে গিয়ে বললেন' 'তোমার সঙ্গে আমি এই জীবন মরণ সমস্যার সময় তর্ক করতে চাই না। আমাকে একটা রাস্তা বের করতে হবে।'

'কি রাস্তা বের করবেন দাদু? একে নিয়ে বাড়ি ঢুকলেই আমাদের টম সঙ্গে সঙ্গে ব্রেকফাস্ট করে ফেলবে।'

'হ্যাঁ করলেই হল? করে দেখুক না! মেরে শেষ করে দেব।'

'মা ত বলেন, আমরা দু'জনেই নাকি আপনার আদরে বাঁদর হয়ে গেছি।'

'আদরে বাঁদর হয় না, মানুষ হয়। তোমার মা তোমার বাবার মতই। সব জান্তা।'

রাস্তা দিয়ে ব্রঙ্কাইটিসের কাশি কাশতে কাশতে নেত্যকালীবাবু প্রাতভ্রমণে চলেছেন। প্রতিবার কাশির ধমক থামলে তিনি একবার 'ওরে বাবা' বলে গোটা কতক কথা বলেই আবার কাশিতে চলে যান! তার মানে ব্যাপারটা এই রকম দাঁড়ায়, কাশি, ওরে বাবা, কথা, কাশি, ওরে বাবা, কথা।

রোজ আমাদের বাড়ির সামনে এসেই নেত্যকালীবাবুর একটা কাশির দমক আসবে। আজও তাই এসেছে। সামনে ঝুঁকে পড়ে কাশছেন। দাদু যেন আশার আলো দেখলেন। অন্যদিন

www.BanglaBook.org

নেত্যবাবু কথা বলতে চাইলেও দাদু, হুঁ হাঁ, আচ্ছা, আচ্ছা করে এড়িয়ে যান। আজ নিজেই এগিয়ে গিয়ে ডাকতে লাগলেন, 'ও নেত্য, নেত্য।' নেত্যবাবুর কাশি তখনও চলেছে। একটা হাত তুলে বোঝাতে চাইলেন, শুনেছি, শুনেছি, উত্তর দিচ্ছি। দাদুর ত সবেতেই অধৈর্য। মুখ দেখলেই বোঝা যায় গলা টিপে কাশি থামাবার ইচ্ছে হচ্ছে। অবশেষে থামল। সোজা হয়ে নেত্যবাবু বললেন, 'ওরে বাবা, কি বল ?'

'একটা বেড়াল বাচ্চা নেবে ?'

'অ্যাঁ, কি বললে ?'

'তুমি কানেও কি আজকাল কম শুনছ ? কি শরীরই করেছ ! একটা বেড়াল বাচ্চা নেবে ?'

নেত্যবাবু এই সাত সকালে এমন একটা দানের প্রস্তাব স্বপ্নেও মনে হয় ভাবেন নি। নাক মুখ সিঁটকে বললেন, 'রামোঃ বেড়াল ? বেড়াল আবার মানুষে নেয় ! গরু হলে নিতে পারি।'

দাদু রেগে বললেন, 'ভাগো, ভেগে পড়। স্বার্থপর। কেন, তোমার অত বড় বাড়ি একটা বেড়ালকে মাসখানেক আশ্রয় দিতে পার না ! তারপর ত বড় হয়ে নিজের রাস্তা নিজেই দেখে নেবে।'

'সে ত তুমিও দিতে পার। তোমারও ত বেশ বড় বাড়ি, বাগান।'

'আরে মূর্খ, আমার বাড়িতে যে বাঘের মত একটা কুকুর। সাধে তোমাকে বলছি !'

'দেখ মুকুজ্যে, বয়েস তোমারও কিছু কম হল না ! কুকুর, বেড়াল, পাখি ! আর জড়িয়ে পোড়ো না, মায়া কাটাও, মায়া কাটাও। মনে কর, শেষের-অ, সেদিন-অ কিই ভয়ঙ্কর-অ।'

আবার কাশি। দাদু মুখ ঘুরিয়ে, খড়মের খটাস খটাস শব্দ তুলে আমার দিকে সরে এসে বললেন, 'এ দেশের কোনও দিন উন্নতি হবে না। সব স্বার্থ, সব স্বার্থ।'

বাগানে এতক্ষণ আমরা কি করছি দেখার জন্য মা এসে হাজির। আমার কোলে বেড়াল ছানাটাকে দেখে লাফিয়ে উঠলেন, 'ফেল্, ফেল্, ফেলে দে।'

www.BanglaBook.org

দাদু বললেন, 'তুই আমার মেয়ে হয়ে এমন নিষ্ঠুরের মত কথা বলতে পারলি তুলসী!'

মা বললেন, 'তুমি ওটাকে পুষবে না কি?'

'পোষা ত পরের কথা, আগে ওটাকে বাঁচাতে হবে।'

'তোমার টম ওটাকে খেয়ে ফেলবে বাবা। তুমি ও শয়তানকে জান না। ওই দেখ।'

ঘরের জানলায় সামনের পা দুটো তুলে দিয়ে, মুখ বের করে দিয়ে টম ফোঁস ফোঁস করছে, আর বিস্কুট দেখে যেমন জিভ চোকায়, সেই রকম জিভ চোকাচ্ছে। দাদু টমের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই যে টম। আমার টমবাবু, এটা বিস্কুট নয়, তোমার বন্ধু, ফ্রেন্ড। আমাকে বললেন, 'একটু কাছে নিয়ে যাও, ওকে একটু দেখাও। আমি এই সেদিন একটা ইংরিজী বইয়ে ছবি দেখেছি, কুকুরের ঘাড়ে উঠে তিনটে বেড়াল নাচছে। ট্রেনিং-এ কি না হয়।'

টমের দিকে এক পা এগোতেই, ঘাঁউ করে অ্যায়সা এক ডাক ছাড়ল, আমার কোলে মর মর বেড়ালটাও চমকে উঠল। মা দাদুকে বললেন, 'কি বুঝলে? ওর হিংসে তুমি জান না বাবা। ঠিক মানুষের মত। সে দিন তপনের ছেলেটাকে কোলে নিতেই সে কি লাফালাফি! কোল থেকে ফেলে দেবে। রাগ করে তিন দিন কথা বলে নি। যে দিন দুধ খেতে চায় না, সে দিন যেই বলি জলি, টমের দুধটা খেয়ে যা ত, অমনি এদিক, ওদিক তাকিয়ে ল্যাজ ঝুলিয়ে, সুড় সুড় করে খেয়ে নেয়।'

আমাদের পাশের বাড়িতে একটা লোম-অলা কুকুর আছে। তার নাম জলি। টম তখনও জানালায় ফোঁস ফোঁস করছে। এত জোরে ফোঁস ফোঁস করছে, জানালার গ্রিল থেকে ধুলো উড়ে যাচ্ছে। দাদু বললেন, 'ম্যাথেমেটিসিয়ানকে ডাক। বল আমি ক্যাবিনেট মিটিং ডেকেছি।'

মাকে আর ডাকতে যেতে হল না। দাদুর পরেই বাবা বাগানে আসেন। বাবাই-বাগান করিয়ে। আমরা কেবল ফুল তুলি। মাঝে মধ্যে ডাল ভেঙে ফেলে, ধরা পড়ে যাবার ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাবা সব শুনছেন। শুনবেন না কেন? এতক্ষণ ধরে হই চই হচ্ছে। চশমা পরে এসেছেন। চশমা পরে এলেই বুঝতে হবে, কাজের কথা হবে, আমাকে বললেন, 'দেখি, ওর, কনডিশানটা কি?'

বাচ্চাটাকে হাতে নিলেন। 'ইস ভিজে চুপসে গেছে! একটা তোয়ালে চাই। চোখে ড্রপস দিতে হবে, আর চায়ের কাপের গরম সেঁক। ড্রপারে করে বিশ ফোঁটা টেপিডওয়ার্ম দুধ খাওয়াতে হবে। এক ডোজ অ্যাকোনাইট সিকস একস।' মাকে বললেন, 'যাও তোয়ালে নিয়ে এস।'

মা বললেন, 'মানুষের তোয়ালে?'

'হ্যাঁ, মানুষের, সেইটাই হয়ে যাবে বেড়ালের।'

মা চলে যেতেই দাদু খুশি খুশি মুখে বললেন, 'সাধে তোমাকে বলি ম্যান অফ অ্যাকসান! আচ্ছা, এটা এখন থাকবে কোথায়?'

কামিনী গাছতলার বাঁধান বেদিতে বসে বাবা বললেন, 'এ বাড়িতে না রাখতে পারলেই ভাল হয়। টমকে বিশ্বাস নেই। ধরলে, ছিঁড়ে দু টুকরো করে দেবে।' বাবা খুব চিন্তিত। মা তোয়ালে এনে বাবার হাতে দিলেন। বাচ্চাটাকে তোয়ালে জড়িয়ে আমার হাতে দিতে দিতে বললেন, 'আসুন, আমরা একটু মাথা ঘামাই।' মাকে আবার ফরমাশ, 'একটা খাতা আর ডট পেন নিয়ে এস।'

বাড়িতে কিছু হলেই মাকে যা খাটতে হয়! সাজি রেখে দাদুও বসে পড়েছেন। খাতা আর ডট এসে গেল। মাকে বললেন, 'তুমিও বস।'

কাগজে কলমে কি হবে কে জানে? বাবা বলেন, গণিতে নাকি সব সমস্যার সমাধান আছে। আমার মনে হয়, সরল কর কিম্বা সুদ কষায় এ সমস্যার সমাধান নেই। টাইম অ্যান্ড মোশানে থাকতে পারে। যেমন, টম যদি এক লাফে ছ হাত যায় আর বেড়ালটাকে কত দূরে রাখলে টম জীবনেও ধরতে পারবে না। সেই শামুকটা, যে জীবনেও বাঁশের ডগায় উঠতে পারল না।

বেদিতে বাবা বসেছেন পা মুড়ে, আচার্যের মত। হাতে ডট পেন। সামনে খোলা খাতা। বাবা বললেন, 'আশেপাশে এই পাড়ায় কে বেড়ালটাকে রাখতে পারে? নিন ভাবুন।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দাদু বললেন, 'বুঝলে একজনকে আমার বড় মনে ধরেছে।'

'বলুন, বলুন!'

'তোমার জ্যাঠাই মা। আমাদের মেজ বউ। খাঁটি হরিভক্ত। গলায় তুলসীর মালা। একটিমাত্র ছেলে। সেও পরম বৈষ্ণব। সখি গো বলে যখন কীর্তনে টান ধরে হৃদয়ে যেন গামছা মোচড়ানর অনুভূতি হয়।' বাবা লাফিয়ে উঠলেন, 'আঃ এতক্ষণে আপনি ঠিক জায়গায় এসে ঘা মেরেছেন।'

'তা হলে তুমি তোমার জাঠতুতো ভাইকে একটা চিঠি লেখ। খোকা আগে অনুমতি নিয়ে আসুক। আমি ততক্ষণে ফার্স্ট এড দি।'

বাবা চিঠি লিখতে লাগলেন, 'প্রীতিভাজনেষু কানু, পৃথিবীতে পরের জন্যে বাঁচাটাই সবচেয়ে বড় বাঁচা।' আর দাদু কোলের ওপর বেড়াল ফেলে হাতে আই ড্রপসের শিশি নিয়ে বলছেন, 'দেখি মা, দেখি, চোখ দুটো একটু মেরামত করে দি।' বাবা চিঠি লিখতে লিখতে বলছেন, 'ওষুধের গায়ে নির্দেশটা একবার পড়ে নিন। বেড়ালের চোখে দেওয়া যায় কি না। মা একটু দুধ আর তুলো এনেছেন। এলাহি ব্যাপার। ও দিকে টম ভুক ভুক্ করছে। বেশি জোরে ডাকতে পারছে না, পাছে আমরা ভাবি হিংসে হয়েছে। আবার চেপে রাখতেও পারছে না। কাশির মত।

বাবার জ্যাঠাইমা, মানে আমার দিদা, বৈষ্ণব হলে কি হবে, ভীষণ রাগী। সব সময় রাগ রাগ চোখে তাকান। অ্যাই জুতো খোল। জুতো খোল। রাস্তায় কিছু মাড়াস নি তো? গঙ্গাজল ছিটো। আহাহা, বিছানার চাদরটা কুঁচকে দিলি কেন? আবার ঠাকুর ঘরে গিয়ে কি খট্ খট্ করছিস? এই রকম একটা না একটা কিছু নিয়ে বকাবকি করবেনই। আমি অবশ্য গ্রাহ্য করি না। আমার কাজ আমি ঠিক করে যাই।

চিঠি নিয়ে যখন গেলুম, দিদা তখন রান্নাঘরের সামনে বসে নারকোল কুরছেন। একথালা সাদা সাদা ফুলের মত নারকোল হয়েছে। বেশ লোভ লাগছে। এক চামচ চিনি দিয়ে এক থাবা মুখে ফেলতে পারলে মন্দ হত না। সে হবার উপায় নেই। আমি ডাক পিওনের মত হেঁকে উঠলুম,

www.BanglaBook.org

'চিঠি।'

'কার চিঠি ?'

'বাবার। এই নিন।'

দিদা দুহাত গুটিয়ে নিয়ে, মুখ চোখ কেমন করে বললেন, 'ছুঁয়ো না, বাসী জামা কাপড় ছেড়েচো ?'

'কখন, কোন সকালে ?'

'দাও, চিঠিটা আমার হাতে আলগোছে ফেলে দাও। দশ পা দূরে বাড়ি, চিঠি লেখার কি হল ? তোমার বাবা যে কত কায়দাই জানে! যাও ঘর থেকে চশমাটা এনে দাও। দেখো, এক করতে আর এক করে বোসো না যেন। তোমার হাত পাকে আমার বিশ্বাস নেই।'

চশমা এনে দিদার হাতে দিতে না দিতেই কাকু বাজারের থলে হাতে বাড়ি ঢুকলেন। বেশ হাসি হাসি মুখ। মনে হয়, ভাল মোচাই পেয়েছেন। নারকোল কোরা হচ্ছে এখন।

'কি রে, সকাল বেলাই ?' বাজারের থলেটা দেয়ালে কাত হল। দিদা খ্যাক করে উঠলেন,

'ওখানে কাল রাতে চাট ছেড়েছিলি, মনে আছে ?'

'ওখানে কোথায় গো ? সে ত ওই খানটায়।'

'তুই আমার চেয়ে ভাল জানিস ?'

'আমার জুতো, আমি জানব না, তুমি জানবে ?'

'হ্যাঁ আমাকেই জানতে হয়।'

'আচ্ছা বাবা, এই নাও।' কাকু ব্যাগটা তুলে দিদার সামনে নামিয়ে দিলেন।'

'এই নে চিঠিটা পড়। তোর দাদা লিখেছে।'

কাকু চিঠিটা নিয়ে জোরে জোরে পড়তে লাগলেন। 'স্নেহভাজনেষু গোপাল, ভক্ত আর দয়ালু ব্যক্তি হিসেবে, তোমার একটা পরিচয় আছে। ত্রিসন্ধ্যা না করে জল স্পর্শ কর না। শ্রীচৈতন্যের নামে তোমার চোখে জলের ধারা নামে। তোমার উদারতার পরিচয় আগেও কয়েকবার পেয়েছি। আশা করি আর একবার পাব। আমাদের বাগানে আজ কে বা কাহারা একটি বেড়াল ছানা ফেলে দিয়ে গেছে।'

www.BanglaBook.org

দিদা হাঁ হাঁ করে উঠলেন, 'হবে না, বেড়াল টেড়াল হবে না।'

কাকু আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'কি হবে না হবে না করছ? এখনও চিঠিটার এক প্যারা বাকি।'

'ওই প্যারাতে আছে, আমাদের বাড়িতে কুকুর, বেড়ালটাকে তোমরা রাখো। বেড়াল বৈষ্ণব নয়। কথায় বলে বেড়াল তপস্বী। ও আপদ আমি ঢুকতে দোব না।'

'আহা, চিঠিটা তুমি শোনোই না।'

দিদা জোরে জোরে নারকোল কুরতে লাগলেন। খুব রাগ হয়েছে। কাকু বাকি অংশ পড়ছেন, 'এতটুকু একটি প্রাণী। অতি অসহায়। করুণ মিউ মিউ ডাকে জগতের কৃপা ভিক্ষা করছে। ওদিকে লোলুপ কুকুর অপেক্ষায় আছে, পেলেই ছিঁড়ে খাবে। আমার জ্যাঠাইমার দয়ার শরীর।'

সঙ্গে সঙ্গে দিদার প্রতিবাদ, 'না, আমার দয়ার শরীর নয়।'

'হ্যাঁ তোমার দয়ার শরীর।'

'মুখে মুখে তর্ক করবি না গোপাল।'

'তোমার দয়ার শরীর না হলে, আমার দয়ার শরীর হয় কি করে?'

'তুমি দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ।'

'না আমি দেবকুলে···'

দিদা ভীষণ ধমকে উঠলেন, 'চুপ কর।'

কাকু সঙ্গে সঙ্গে পড়া শুরু করলেন, 'বেড়াল বড় হলে আর বাড়িতে থাকে না। স্বাবলম্বী সন্তানের মতই গৃহত্যাগ করে। অতএব মাত্র এক মাসের জন্যে বেড়ালটাকে তোমার নিরাপদ আশ্রয়ে রাখলে বড়ই বাধিত হব। আমি রোজ সকালে এক পোয়া পরিমাণ দুধও পাঠাব। কিংবা দুধের টিন। যেটা তোমার সুবিধে। প্রীত্যান্তে।'

কাকু আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বেড়ালটা কেমন দেখতে রে?'

'দুধের মত সাদা।'

'ন্যাজ?'

'ন্যাজটা জলে ভিজে গেছে ত। সে ভাবে লক্ষ্য করি নি।'

'যাক, ঠিক আছে। তুই তা হলে নিয়ে আয়। আমার অনেক

www.BanglaBook.org

দিনের বেড়ালের শখ। হ্যাঁ রে বড় হলে ন্যাজটা বেশ মোটা হবে ত? ন্যাংলা ন্যাজের বেড়াল আমার দু চক্ষের বিষ।'

'হ্যাঁ কাকু, মোটা হবে। যে টুকু দেখেছি, তাতে মনে হয় মোটা ধাতের ন্যাজ।'

দিদা হুঙ্কার ছাড়লেন, 'গোপাল।'

কাকু হুঙ্কার ছাড়লেন, 'মা।'

'তুই বেড়াল এনে দেখ।'

'হ্যাঁ দেখবই ত।'

আমি পালিয়ে এলুম। এসে দেখলুম সুন্দর দৃশ্য। দাদু তোয়ালে জড়ান বেড়াল কোলে আর বাবা পেনসিল উঁচিয়ে বাগানের পথে এপাশ ওপাশ পায়চারি করছেন। আমাকে দেখেই দু'জনে একই সঙ্গে প্রশ্ন করলেন,

'রিপোর্ট কি? রিপোর্ট কি?'

আমি একটু চেপে চুপেই বললুম। সবটা না বলাই ভাল।

'কাকু বললেন, নিয়ে আয়, আমিও একটা বেড়ালের অপেক্ষাতেই ছিলুম।'

দাদু সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'দেখলে ত আমি তোমাকে কি বলেছিলুম? ভক্তরা স্বপ্ন পায়। ভগবান বেড়ালের রূপ ধরে আসছেন। নিশ্চয়ই ভোরের স্বপ্ন। তা হলে আর দেরি কেন? যাত্রা শুরু করিয়ে দি, দুর্গা বলে। পুজোটুজো সব মাথায় উঠে গেছে হে। ফুল শুকিয়ে গেল।'

'হ্যাঁ, তা হলে যাত্রা শুরু হোক।'

আমার পিসতুতো বোন রেখা এসে গেছে। পাশেই থাকে। ঠিক হল আমরা লটবহর নিয়ে যাব। মাদ্রাজ থেকে বাবা আঙুর এনেছিলেন, সেই আঙুরের বাস্কেটটা এল। বেড়াল নাকি বাস্কেটে শুতে ভালবাসে। বাবা বিলিতি বইয়ে ছবি দেখেছেন। নরম টার্কিশ তোয়ালে ত এসেই আছে। স্টেনলেস স্টিলের গেলাসে আধ গেলাস দুধ এল। একটা স্টিলের প্লেট এল। সব রেডি। এইবার স্টার্ট। বাবা বেড়ালটার কপালে হাত রেখে বললেন, 'মানুষ হয়ে এসো মানু।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দাদু আশীর্বাদ করার ভঙ্গিতে বললেন, 'তুমি অনেক বড় হবে।'

বাবা সব দেখে টেখে বললেন, 'আর একটু সাবধান হওয়া ভাল, কি বলেন?'

'অবশ্যই, অবশ্যই, সাবধানের মার নেই, মারের সাবধান নেই। কি করতে চাও বলো?'

'একটা ছাতা চাই।'

'কেন বল তো? রোদ লাগবে?'

'রোদ নয়, যে কোন সময় কাক আর চিল ছোঁ মারতে পারে।'

'ঠিক বলেছ হে। একেই বলে অঙ্কের মাথা।'

সঙ্গে সঙ্গে ছাতা এসে গেল। রথের দিন পূর্ণ ঠাকুর যে ভাবে ছাতার তলায় নারায়ণের সিংহাসন নিয়ে হন হন করে হাঁটেন আমিও সেই ভাবে হাঁটছি। বাবা আবার হিসেব করে বলে দিয়েছেন, মাথা থেকে ছাতা যেন দশ ইঞ্চির বেশি ফাঁক না হয়। তা হলে ছোঁ মারতে পারে। বেড়ালটা খুব কাবু হয়ে আছে। তা না হলে খচর মচর করে কোল থেকে নেমে যাবার চেষ্টা করত। পেছন পেছন রেখা আসছে। হাতে লটবহর।

রকে দিদা আর বসে নেই। কাকু এপাশে, ওপাশে বাঘের মত পায়চারি করছেন। খুব রাগারাগি হয়ে গেছে দু'জনে, দিদার চশমার খাপটা এক পাশে পড়ে আছে। ও পাশ থেকে এ পাশে ঘোরার মুখে কাকু আমাদের দেখতে পেলেন, 'বাঃ বাঃ এসে গেছিস?'

'কাকু দিদা এত রেগে যান কেন?'

'ও বয়েস হলেই মানুষের রেগে যাওয়া স্বভাব হয়। হ্যাঁ বললে না, না বললে হ্যাঁ। আমিও কি এখন কম রেগে আছি ভাবছিস? বেরোতে দিচ্ছি না, চেপে আছি।'

'তা হলে?'

'তা হলে আবার কি? আমি বলেছি বেড়াল থাকবে ত থাকবে। আমি বাঘ পুষব, দেখি মা কি করে! আগে মাসিকে দিয়ে শুরু করি।'

রেখা মেঝেতে থেবড়ে বসে সঙ্গের জিনিসপত্রের হিসেব বোঝাতে

www.BanglaBook.org

লাগল, 'এই হল তোমার বেড়ালের বাড়ি। এই ছাতাটা হল ছাদ, এই হল দুধের গেলাস, এই হল তোমার গিয়ে দুধের থালা, আর তোয়ালে।'

'ছাতাটা নয় রে রেখা। ছাতাটা নিয়ে যেতে হবে। আমরা তা হলে যাই কাকু!'

কাকু অসহায়ের মত মুখ করে বললেন, 'আমাকে একটু ট্রেনিং দিয়ে যা তরু।'

'এর আবার ট্রেনিং-এর কি আছে কাকু? এই বাস্কেটে শুয়ে থাকবে। মাঝে মাঝে দুধ খাবে। আবার শুয়ে পড়বে। আবার দুধ খাবে। আবার শুয়ে পড়বে। মিঁউ করলেই বুঝবেন খিদে। ম্যাঁও করলেই বুঝবেন রাগ। ঘড়র ঘড়র করলেই বুঝবেন, কোলে উঠবে। আর মিঁঞাও করলেই বুঝবেন, পালাবার তাল খুঁজছে।'

'এই ত ওদের ভাষা, ম্যাঁও, মিঁউ, মিঁঞাও, মাঁও।'

'মাঁও টা ত বললি না।'

'ওটা ত আমি ঠিক জানি না কাকু। বাবার কাছে জেনে এসে বলব।'

রেখা বললে, 'আমি জানি। মাঁও মানেই দুষ্টুমি করার ইচ্ছে, মাঁও মানে আও আর কি। টেবিলের ওপর থেকে একটা কিছু একটা ফেলব। ফেলে ভাঙব।'

'আচ্ছা, তা হলে তোরা আয়।' করুণ গলা কাকুর।

'আপনি কিছু ভাববেন না কাকু, আমরা মাঝে মাঝে এসে দেখে যাব, খবর নিয়ে যাব।'

দাদুর আজ আর কোর্টে যাওয়া হল না। বাবা অ্যাটম নিয়ে রিসার্চ করেন। তিনি ঠিক সময়ে খেয়ে দেয়ে বেরিয়ে গেলেন। পুজোটুজো সেরে দাদু সাড়ে দশটার সময় এক বাটি মুড়ি নিয়ে আরাম করে বেতের চেয়ারে বসলেন। খোলা পিঠে ইয়া মোটা সাদা এক গোছা পইতে আড়া আড়ি পড়ে আছে। দাদু বলেন, ব্রহ্মদৈত্যের পইতে। পইতেতে চাবি বাঁধা।

মুড়ি খেতে খেতে দাদু মাকে বললেন, 'বুঝলি, বেড়ালটার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একটা ব্যবস্থা হওয়ায় বড় আনন্দ পেলুম। ভালো ঘরে মেয়ের বিয়ে দেবার মত আনন্দ।'

মায়ের অত জীবে দয়া নেই। 'হুঁ' বলে রান্নার কাজে ব্যস্ত হয়ে রইলেন। দাদু আপন মনেই বক বক করে চললেন। দেখতে দেখতে ঘড়ির কাঁটা ঘুরে দুপুরের দিকে চলে গেল। খাওয়াদাওয়া সারার পর দাদু বললেন,

'আয় বুড়ো ফুরফুরে হাওয়ায় একটু ঘুমোনো যাক।'

আদর এলে দাদু আমাকে বুড়ো বলেন।

দু'জনেরই ঘুম এসে গিয়েছিল। এমন সময় নিচে থেকে মা ডাকলেন, 'জ্যাঠাইমা এসেছেন।'

নাড়া দিয়ে দাদুর ঘুম একটু পাতলা করার চেষ্টা করলুম। 'দাদু, দিদা এসেছেন।'

ঘুমের ঘোরে দাদু বললেন, 'কোন্ দিদা?'

'বেড়াল দিদা।'

সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ছেড়ে গেল। উঠে বসলেন। শুনতে পাচ্ছি, দিদা ওপরে উঠতে উঠতে বলছেন, 'সব সুখের শরীর। বেলা তিনটে অবদি পড়ে পড়ে ঘুমুও। রাজমিস্ত্রী হলে ভারায় উঠে এখন ইঁট গাঁথতে হত।'

দাদুর মুখ দেখে মনে হল বেশ লজ্জা পেয়েছেন। পা নামিয়ে বিদ্যাসাগরী চটি পরছেন। দিদা ঘরে ঢুকলেন। সাদা ধবধবে থান কাপড়। চোখে চশমা। বেশ রাগ রাগ মুখের ভাব।

'এই যে, ঘুম ভাঙল? বেশ আছেন যা হোক! যা শত্রু পরের পরে। অ্যাঁ।'

দাদু উঠে দাঁড়িয়ে মৃদু গলায় বললেন, 'কেন বলুন তো? কেন বলুন তো?'

'কেন বলুন তো?' দিদার গলা বেশ চড়েছে। 'একটা কাটা রেকর্ড পাঠিয়ে বেশ আরামে দিব্যি দিবানিদ্রা হচ্ছে। ও দিকে অষ্টপ্রহর মিউ মিউ করে আমাকে তিষ্ঠোতে দিচ্ছে না।'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'কাকু কোথায় দিদা!'

সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠলেন, 'তিনি অফিসে। তাঁর আর কি! হাসি হাসি মুখে বলে গেলেন, একটু দেখো মা।' কে দেখবে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাবা ওই জিনিসকে। একবার দুধ খাওয়াতে গেলুম। থালায় পড়ে চান হয়ে গেল। এখন আষ্টে পৃষ্ঠে লাল পিঁপড়ে ছেঁকে ধরেছে।'

দাদু লাফিয়ে উঠলেন, 'অ্যাঁ বলেন কি? বুড়ো?'

'আজ্ঞে দাদু।' 'গ্যামাকসিন।'

মা এসে দাঁড়িয়েছেন। লক্ষ্য করা হয় নি। ধীর গলায় বললেন, 'উঁহু, মরে যাবে। হলুদ।'

দিদা বললেন, 'হলুদ কি গ্যামাকসিন, সে তোমরা বোঝো। বেড়ালটাকে দয়া করে নিয়ে এস। আমি দায়িত্ব নিতে পারব না।'

দিদার চড়া চড়া কথায় মায়ের মনে হয় একটু রাগ হল। আমারও বেশ রাগ হচ্ছে। মা বললেন, 'আমরা লজ্জিত। আপনার অসুবিধে করার জন্যে। আমরা এখুনি নিয়ে আসছি।'

দাদু যেন বল পেলেন, 'তুই যাবি?'

'হ্যাঁ যাই। জীবটাকে পিঁপড়েতে মেরে ফেলবে তা ত আর হয় না।'

আমরা দু'জনে গিয়ে দেখলুম বেড়ালটার শোচনীয় অবস্থা। কোথায় তোয়ালে, কোথায় বাস্কেট। জুতোর র‍্যাকের সঙ্গে খাটো দড়ি দিয়ে বাঁধা। দুধে ভিজে লোম ড্যালা ড্যালা। ছোট ছোট থাবায়, নাকে, কানে মহানন্দে লাল পিঁপড়ে ঘুরছে। কিছু দূরে দেয়ালে শ্রীচৈতন্য গলায় মালা পরে হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছেন।

মা আমাদের দলে এসে গেছেন। আর কিসের ভয়। দেখতে দেখতে পিঁপড়ের বংশ নিবংশ। বেড়ালটাও যেন এতক্ষণে মা পেয়েছে। ঘড়ড় ঘড়ড় শব্দ করছে, আর আদুরে গলায় মিউ মিউ করে ডাকছে। বেড়াল আবার ফিরে চলল। এ যেন উলটো রথ। মায়ের আঁচলের তলায় ম্যাও। কেন জানি না বেড়াল শব্দটা মায়ের ভাল লাগে না। একটু আদরটাদর এলেই বেড়ালকে ম্যাও বলেন। ম্যাও কোলে মা চলেছেন আগে আগে। লটবহর নিয়ে আমি পেছনে।

বাবা অফিস থেকে ফিরে এসেছেন। এখনও জামা কাপড়

www.BanglaBook.org

ছাড়েন নি। দু'জনেই বেশ উত্তেজিত। আমাদের ফিরতে দেখে দু'জনেই হই হই করে বলে উঠলেন. 'ওয়েলকাম পুসী, ওয়েলকাম পুসী।'

মা ম্যাওকে আঁচলে করে টমকে ফাঁকি দিয়ে দাদুর লাইব্রেরিতে নিয়ে এসেছেন। বাবা তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। টম এখন দোতলায় জানালার সামনে বসে গলা সাধছে। দাদু মায়ের কোল থেকে পুসীকে নিজের কোলে নিয়ে বললেন, 'বাঁচা গেল বাবা। ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরে এল।' তারপর বারোয়ারি তলার পুজোর নাটকের মেনীদার মত বাঁ হাতে বেড়াল ধরে, ডান হাতটাকে বাতাসে গোল করে ঘুরিয়ে বললেন, 'এই হল তোমার সাম্রাজ্য। অসংখ্য ইঁদুর ঘুরছে আইনের বইয়ের ফাঁকে ফাঁকে। আইন বাঘা বাঘা অপরাধীদের কাত করলেও ক্ষুদ্র ইঁদুরের কিস্যু করতে পারে না। এইবার তুমি এসেছ। তুমি পারবে। তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যাও। তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যাও।'

মা দু হাত তুলে দাদুকে থামালেন, 'আর হাসি নয়, আর হাসি নয়। এখনও হাসির সময় আসে নি। রাত আসছে। কে কোথায় থাকবে ঠিক করুন।'

বাবার মাথা আবার ঘামতে শুরু করল। ইউরেকার মত বাবার চিৎকার, 'পেয়েছি, পেয়েছি, ডগ গেট।'

বেড়াল কোলে দাদু র‍্যাকের কাছ থেকে উল্লাসে লাফিয়ে উঠলেন, 'ইয়েস, ডগ গেট।'

পর মুহূর্তেই দু'জনে চুপসে গেলেন, 'সে ত তৈরি করাতে সময় লাগবে!' 'তা হলে?'

আবার বাবার আবিষ্কার, 'পেয়েছি, পেয়েছি। আইন দিয়ে কুকুর-ঠেকাব।' 'সে কি?'

'দেখবেন, যখন করব, তখন সেটা কি?'

দোতলায় ওঠার সিঁড়ির মাঝের বড় ধাপে রাত দশটার সময় কোমর উঁচু একটা বড় র‍্যাক পড়ল, দেয়ালে দেয়ালে ঠাস হয়ে। সার সার সাজান হল ল-ম্যানুয়েলস। ইয়া মোটা মোটা বইয়ের দুর্ভেদ্য দেয়াল। দোতলায় দাদু আর বেড়াল। নিচের তলায়

www.BanglaBook.org

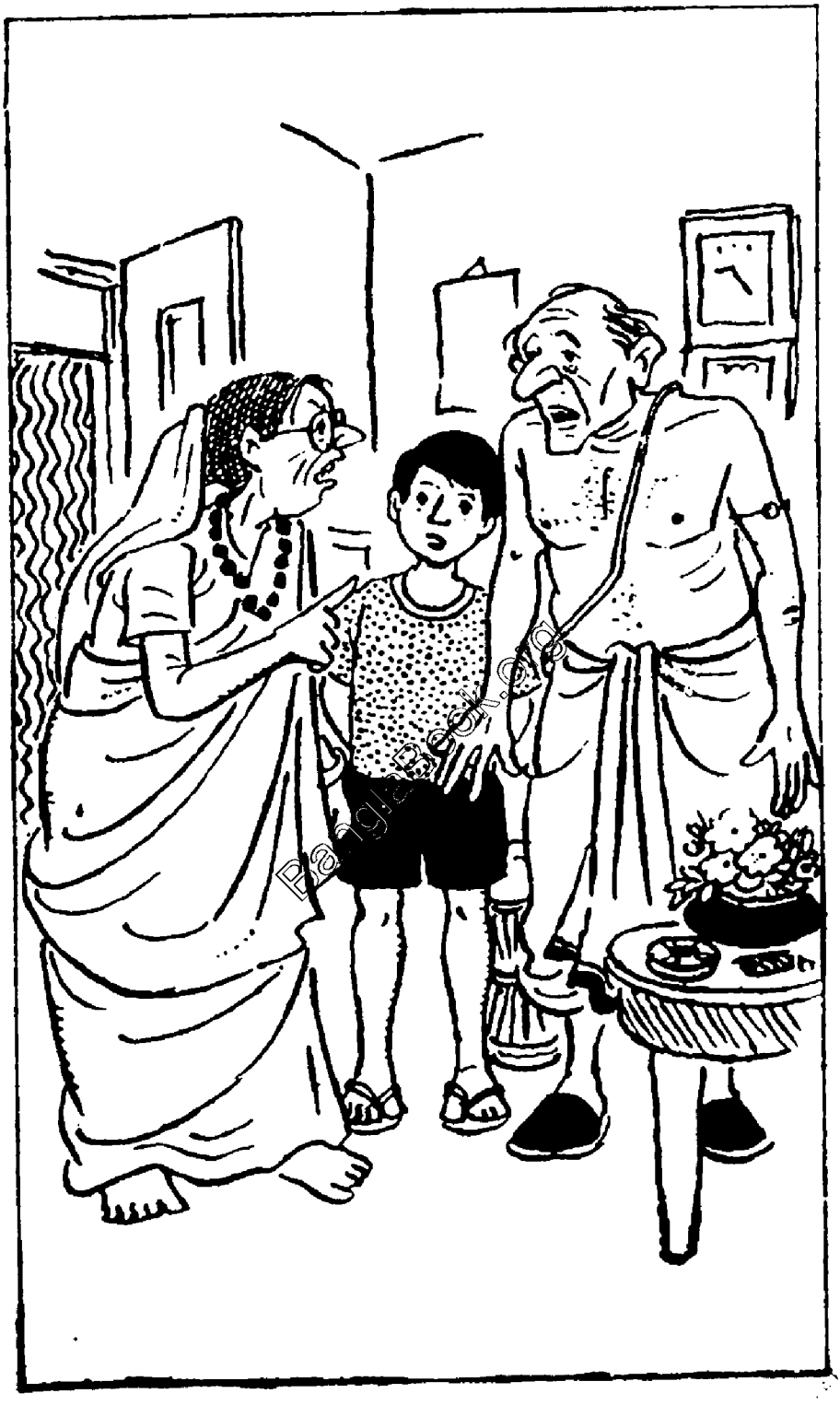

বেড়ালটাকে ধরা করে নিয়ে এস। আমি দায়িত্ব
নিতে পারব না।' (পৃঃ ৩৯৩)

www.BanglaBook.org

টম। বইয়ের পাঁচিলে পা তুলে গলা বাড়িয়ে, জিভ বের করে টম হ্যা হ্যা করছে।

বাবা বললেন, 'যতই চেষ্টা কর আইন লঙ্ঘন করার ক্ষমতা তোমার নেই। তবে তোমার আছে, কারণ তুমি বেড়াল। আপনি ওকে ঘরে বন্ধ করে রাখুন। কাল সকালে মিস্ত্রী ডেকে গেট তৈরি করান হবে।'

নিচে থেকে আমরা দু'জনে দাদু আর দাদুর বেড়ালকে, 'গুড নাইট' করলুম। টম ভুক্ করল।

দাদু বললেন, 'কাল সকালে তোমরা আমাকে গুডমর্নিং না করালে এই আইন টপকে আমার পক্ষে বাগানে যাওয়া সম্ভব হবে না যে!'

বাবা বললেন, 'আমাকে তা হলে কাল একটু বে-আইনী করে ভোরে উঠতে হবে।' 'শুভরাত্রি।'

টম এতক্ষণ ছোট ছোট ঢেঁকুরের ভুক্ ভুক্ তুলছিল। আর সামলাতে পারল না। এবার উদাত্ত ভেউউউ!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জ্ঞানী

ওই যে মোড়ের মাথায় তিরিশ নম্বর বাড়িটা, ওই বাড়ির সবাই রাগী, বাড়ির বাইরে একটা মার্বেল পাথরের ফলক আছে। সেই ফলকে কে কবে লিখিয়েছিল 'শান্তিধাম'। পাড়ার লোকেরা এখন বলাবলি করে যদি শান্তিধাম হয় তাহলে অশান্তিধাম কাকে বলে? পাড়ার কিছু কিছু বদমাইশ ছেলে মাঝে-মধ্যে শান্তি-ধামের আগে ছোট্ট করে একটা অ লিখে দিয়ে আসে খড়ি দিয়ে। মার্বেল পাথরটা ময়লা ময়লা হয়ে এসেছে, তাই খড়ির লেখা অ বেশ ভালই বোঝা যায়। এই নিয়েও নিত্য অশান্তি। গেট খুলে প্রকাশবাবু মাঝে মধ্যেই প্রকাশিত হন। প্রথমেই দেখে নেন মার্বেল পাথরের ফলকটা। যেই দেখেন একটা অ লেখা আছে ওমনি সামনের বাড়ির দোতলার খোলা জানলার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলতে থাকেন, 'আমি সব ব্যাটাকে দেখে নোব। বাইরের দেয়ালে আলকাতরা দিয়ে নিজের হাতে যা মনে আসবে তাই লিখে দেব। এটা ভদ্রলোকের পাড়া না ছোটলোকের পাড়া? অনেক সহ্য করেছি আর সহ্য করব না, এইবার একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে।'

প্রকাশবাবু যখন খুব হম্বিতম্বি করছেন সেই সময় বেরিয়ে আসলেন তাঁর স্ত্রী, সামনের বাড়ির সঙ্গে তাঁর একটু বেশি খাতির। ওই বাড়িতে রঙ্গীন টিভি দেখতে যান, তালের বড়া খেতে যান, বেনারস থেকে পাকা পেয়ারা এলে দু-চারটে ভাগ পান। সবচেয়ে বড় কথা খুচখাচ টাকা পয়সার প্রয়োজন হলে ওই বাড়ির বউ মিলনমালা চুপি চুপি ধার দেন, দেবার সময় ফিসফিস করে বলেন, দেখবেন ও যেন না জানতে পারে। এই ও-টি

www.BanglaBook.org

হলেন বিনয়বাবু, ওই বাড়ির মালিক শান্তশিষ্ট ভারি ভদ্র কখনো জোরে কথা বলেন না, কিন্তু সুযোগ পেলেই মানুষকে চটিয়ে আনন্দ পান, যে যাতে রেগে যায় সেই কাজটি করে চুপ করে বসে বসে মজা দেখেন।

প্রকাশবাবুর স্ত্রী গেটের কাছে এসে স্বামীর চেয়েও জোরে চিৎকার করে বলতে থাকেন, 'তুমি কি ওই বাড়ির কাউকে লিখতে দেখেছো যে সাতসকালেই ভদ্রলোকের বাড়ির দিকে তাকিয়ে ষাঁড়ের মত চেল্লাতে শুরু করেছো। আগে দেখবে তারপর বলবে।'

প্রকাশবাবু বললেন, 'না আমি আগে বলব তারপর দেখব। এর আর দেখাদেখির কি আছে? ওই বাড়ির খোকাটিকে আমি চিনি, বুড়ো খোকা। ও ই এসে রোজ একবার করে 'অ' লিখবে আর আমি রোজ একবার করে সেই 'অ' মুছে দেব। আমার এই ফলকটা কি শ্লেট, আর উনি কি এখনও পাঠশালার ছাত্র? আমি এইবার ভোটের লোক ধরে এনে পয়সা খরচ করে ওদের বাড়ির গোটা দেওয়ালে বর্ণ পরিচয় লিখিয়ে দেব আলকাতরা দিয়ে। দেখি কেমন মুছতে পারে!'

গেটের সামনে ছোটখাট ভিড় জমে গেল। কেউ হয়ত প্রশ্ন করলে, 'কি হয়েছে প্রকাশবাবু?' সঙ্গে সঙ্গে যেন আগুনে ঘি পড়ল, প্রকাশবাবু তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে বললেন, 'তাতে তোমার কি? আমার যা হয়েছে আমারই হয়েছে, তোমাকে তা বলতে যাব কেন? হু আর ইউ?' প্রশ্নকারী প্রকাশবাবুকে চেনেন তাই রাগাবার জন্য ভালমানুষের মত বললে, 'না ভীষণ উত্তেজিত হয়েছেন তো, আজকাল আবার উত্তেজিত হলে হার্ট হেঁচকি তুলে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তাই জিজ্ঞেস করছিলুম আমরা কোন সাহায্য করতে পারি কিনা!'

প্রকাশবাবু আরও রেগে গিয়ে বললেন, 'ক্লিয়ার আউট, অয়েল ইউর ওন মেশিন।'

প্রশ্নকারী বললে, 'অয়েলটা দিন।'

দোতলার জানালায় বিনয়বাবুর মুখ দেখা গেল। তিনি শুধু প্রশ্ন করলেন, 'কি হল প্রকাশবাবু? আবার অ লিখে গেছে?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রকাশবাবু জানালার দিকে তাকালেন, দাঁত কিড়মিড় করলেন, বুকের ছাতি ফোলালেন কমালেন কিন্তু মুখ দিয়ে কোন কথা বেরল না। ভীষণ রেগে গেলে প্রকাশবাবুর আর মুখ চলে না তখন হাত আর পা চলতে থাকে। পকেট থেকে রুমাল বের করে অ-টা মুছে ফেলে রাগের চোটে রুমালটা দূর করে রাস্তার নর্দমায় ফেলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশবাবুর স্ত্রী বললেন, 'এটা কি হল? সাড়ে সাত টাকা দামের রুমালটা। যাও তোল।' তখন প্রকাশবাবু করুণমুখে স্ত্রীর দিকে তাকালেন। রুমালটা পদ্মফুলের মত নোংরা জলে ভাসছে। যারা জড়ো হয়েছিলেন তারা সমস্বরে বললেন, 'তুলুন, তলুন।' বিনয়বাবু দোতলার জানালা থেকে বললেন, 'স্ত্রীর বাক্য অমান্য করবেন না, তুলে ফেলুন। ওই জামা কাপড়ে আর তুলবেন না, ভেতরে গিয়ে একটা গামছা পরে আসুন।' প্রকাশবাবুর স্ত্রী অমনি বললেন, 'আপনারা বলার কে? রুমাল তুলবে কি তুলবে না সে হল গিয়ে আমাদের ব্যাপার।' স্বামীকে হাত ধরে ভেতরে নিয়ে গেলেন। সেখানে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুজনে বলতে লাগলেন,

'ফেললে কেন?'

'বেশ করেছি।'

'কেন করেছো?'

'আমার রুমাল।'

'আমি কিনেছি।'

'পয়সা আমার।'

'ফেলবে কেন?'

'বেশ করব।'

এই যখন চলেছে তখন বাড়ির কাজের মেয়েটি এসে বলবে, 'সাড়ে আটটা বেজে গেল, আজ কি অফিস টফিস নেই?' তখন দুজনের চটকা ভাঙ্গবে। প্রকাশবাবুর অফিসের বড়বাবু আবার প্রকাশবাবুর চেয়েও রাগী, প্রকাশবাবুকে এর আগে তিন তিনবার পেপার ওয়েট ছুঁড়ে মেরেছেন, 'কোনবারই ঠিকমত লাগাতে পারেন নি। প্রত্যেকবারই টার্গেট মিস করার পর বলেন, 'নেক্সট্ টাইম আপনার মৃত্যু আমার হাতে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অফিস শব্দটা যেন মন্ত্রের মতো কাজ করল। জোঁকের মুখে নুনের ছিটের মতো। প্রকাশবাবু বাড়ির উঠনে গোল হয়ে ঘুরতে লাগলেন। তিনটে তিন ধরনের কাজের টানে। বাজার, দাড়ি কামানো, স্নান। কাজ তিনটে পরপর যে অর্ডারে করতে হবে, সেই ভাবেই মনে এসেছে। সামনে যে থলেটা পেলেন, সেইটা হাতে নিয়ে পায়ের কাছে যে চটি জুটলো, সেই জোড়াটা গলিয়ে বাজারের দিকে ছুটতে গিয়েও থেমে পড়লেন। খেয়াল হল, কই আজ তো কেউ চা দিলে না, সকালের চা! চা ছাড়া মানুষের দেহ-ইঞ্জিন চলে!

আবার ভীষণ রেগে গেলেন। রাস্তা থেকে ফিরে এলেন,

'চায়ের পাট উঠে গেছে? সকালের চা?'

স্ত্রী বললেন, 'কেন তোমাকে চা দেয়নি? আমরা তো সবাই চা খেয়েছি।'

'তা তো খাবেই। তোমরা খেলেই আমার খাওয়া হয়ে গেল। যেমন আমি আজ ফিশফ্রাই খাবো বিকেলে, তোমাদের খাওয়া হয়ে যাবে! আমি জানতে চাই এই সংসারের চাকায় কে তেল দিচ্ছে?'

স্ত্রী জানতে চাইলেন, 'আমি জানতে চাই কে শ্রম দিচ্ছে?'

তেল না শ্রম! তেল না চাকা। কিসের জোরে গাড়ি চলে এই নিয়ে প্রায় পনের মিনিটের একটা ফাইট হয়ে গেল। মেয়ে এসে বললে,

'বাবা, তুমি তো চা খেয়েছ!'

'সেটা আজ নয় কাল। তোদের দিন কি আজকাল আটচল্লিশ ঘণ্টায় হচ্ছে?'

'ওই দেখ, তোমার খালি কাপ। টেবিলের ওপর।'

'ওটা কালকের।'

স্ত্রী বললেন, 'আজকের।'

'ওটা কালকের।'

'আজকের।'

'আই সে কালকের।' রাগে প্রকাশবাবুর দাঁত কিড়মিড় করছে।

www.BanglaBook.org

স্ত্রী বললেন, 'আমরা মিথ্যেবাদী? আর তুমি একাই সত্যবাদী?'

একটা কিছু শুরু হলেই হল। চলছে তো চলছেই। তারপর যদি কেউ পাশ থেকে খোঁচা মেরে দিলে তো হয়েই গেল। বিনয়বাবু তখনও জানালার ধারে বসেছিলেন, খবরের কাগজ কোলে নিয়ে। তাঁর তো খুব শান্তির সংসার, সেই জন্যে তাঁর হাতে অনেক সময়। ভোর ভোর উঠে বেড়ান আর বাজার একই সঙ্গে সেরে ফেলেন। তারপর ছাদে সাজানো এক সার ফুলগাছের টবে ঝারি করে ফিসফিসে জল দেন। আধঘণ্টা যোগাসন করেন। দশ মিনিট বিশ্রাম। তারপর সুন্দর একটা কাপে চা আর বিস্কুট। তারপর কাগজ। বিনয়বাবু ওপর থেকে বললেন, 'তর্কাতর্কির কি দরকার, পোস্টমর্টেম করলেই তো হয়। পেটে চা আছে কিনা ধরা পড়ে যাবে।'

পোস্টমর্টেম শব্দটা খুব পরিচিত। প্রকাশবাবু রাস্তায় নেমে ওপর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি এখনও জলজ্যান্ত বেঁচে আছি মশাই। অপঘাতে মরিনি। পোস্টমর্টেমের প্রশ্নই আসে না। বোকার মতো কথা বলবেন না।'

বিনয়বাবু বললেন, 'আসুন ওপরে চলে আসুন। ফার্স্টক্লাস এক কাপ চা খেয়ে বাজারে যাবেন।'

'কোনও প্রয়োজন নেই। চা এমন কিছু ভালো জিনিস নয়। আমার চা খাওয়া না খাওয়ার সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক?'

প্রকাশবাবু হনহন করে হাঁটতে লাগলেন। রেগে গেলে তাঁর এনার্জি বেড়ে যায়। পায়ের কাছে একটা পথের কুকুর চলে এসেছিল। মারলেন এক সুট। ভাগ্য ভালো নিরীহ কুকুর। ঘ্যাঁক করে কামড়ালো না। ঘেঁউ করে একটা শব্দ করে দূরে সরে গেল। প্রবীণ এক মানুষ পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। বললেন, 'কামড়ে দিলে কি হত?'

প্রকাশবাবু বললেন, 'দ্যাটস নট ইওর লুকআউট।'

ভদ্রলোক থমকে দাঁড়ালেন। প্রকাশবাবু এতক্ষণ মাটির দিকে

www.BanglaBook.org

তাকিয়ে কথা বলছিলেন। মুখ তুলে ভদ্রলোককে দেখে ঘাবড়ে গেলেন। স্থানীয় কলেজের অধ্যক্ষ। কাল এই ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে প্রায় হাতেপায়ে ধরেছিলেন, ছেলের ভর্তির ব্যাপারে। তিন নম্বর কম আছে। ভদ্রলোক কথা দিয়েছিলেন, আপনার পিতা এই কলেজের অধ্যাপক ছিলেন, আমি নিশ্চয় দেখবো। মনে করুন হয়েই গেছে। প্রকাশ ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেলেন। ভাবছেন ক্ষমা চাইবেন কি না! ভদ্রলোক তেমন গ্রাহ্যই করলেন না। শুধু বললেন, 'আপনি খুব অসভ্য আর তেঁটিয়া লোক তো!' বলে চলে গেলেন। অন্য কেউ হলে প্রকাশ ঝাড়া আধঘণ্টা ঝগড়া করতেন। ভদ্রলোকের মন্তব্য দাঁতে দাঁত চেপে হজম করলেন। এই তাঁর প্রথম পরাজয়। আর এই পরাজয় তাঁর ছেলের জন্যে। গবেটটা তিনটে নম্বর বেশি পেলে, ওই ভদ্রলোককে তিনি সহজে ছেড়ে দিতেন! রাস্তা সরকারী। কুকুর বেওয়ারিশ। আর পা তার নিজের। হুম আর ইউ।

কোনও রকমে বাজার সেরে বাড়ি ফিরে এলেন। ঢুকেই শুনলেন, মায়ে ছেলেতে ধুম ঝগড়া। প্রকাশবাবু কোনও কথা না বলে ধমাধম ছেলেকে পেটাতে শুরু করলেন। আর বলতে লাগলেন, 'কেবল ঝগড়া, কেবল ঝগড়া। দিনরাত শুধু ঝগড়া। বাড়িতে কাকপক্ষী বসার উপায় নেই। বাড়িটাকে একেবারে ছোটলোকের বাড়ি করে তুললে গো।'

প্রকাশবাবুর ছেলে মার খেতে খেতে বলতে লাগল, 'আমি তো তোমার ফরেই ঝগড়া করছি। মা তোমাকে মিথ্যেবাদী বলেছিল। আমি তাই সেই থেকে প্রটেস্ট করে যাচ্ছি।'

'মিথ্যেবাদীকে মিথ্যেবাদী বলবে না তো কি সত্যবাদী বলবে?'

সবাই অবাক! এ যেন ভূতের মুখে রামনাম। মেয়ে এসে বাবাকে পেছন থেকে জাপটে ধরল। হাই প্রেসারের রোগী। মুখ চোখ লাল হয়ে উঠেছে। প্রকাশবাবুর স্ত্রী মাথায় জল থাবড়াতে লাগলেন। পাখার স্পীড বাড়িয়ে দেওয়া হল। মেয়ে ভাবতে লাগল, বাবাকে এখন কি দেওয়া উচিত, চা না সরবত! ছেলেকে প্রথম চড়টা মারার সময় ডানহাতের প্রথম আঙুলটা মট

www.BanglaBook.org

মেয়ে এসে বাবাকে পেছন থেকে জাপটে ধরল। (পৃঃ ৪১২)

www.BanglaBook.org

করে মটকে গেছে। সেই আঙুলটা দেখতে দেখতে ফুলে উঠল। প্রকাশের স্ত্রী ছুটলেন বিনয়বাবুর বাড়িতে বরফ আনতে। বরফের সঙ্গে ছুটে এলেন বিনয়বাবু। নিজেই তাঁর আঙুলে বরফ দিতে বসলেন। বিনয়বাবুর স্ত্রী এলেন আর্নিকা মলম নিয়ে। ছেলের চোখে আঙুলের খোঁচা লেগে গেছে। ছেলের মা তার চোখে শাড়ির আঁচলে মুখের গরম ধরে ভাপ দিচ্ছেন।

বিনয়বাবু বললেন, 'কেন এত অশান্তি করেন অকারণে?'

প্রকাশবাবু বললেন, 'আমরা একেবারে ছোটলোক ইতর হয়ে গেছি। পালের গোদা হলুম আমি। আমি শুরু করি এরা শেষ করে। আমি কত বড় বংশের ছেলে একবার ভাবুন। আমার বাবা ছিলেন ইংরেজির অধ্যাপক।' কথা বলতে বলতে প্রকাশবাবু ফোঁস ফোঁস করে কেঁদে ফেললেন। কান্না জড়ানো গলায় বলতে লাগলেন, 'সেই বংশের ছেলে হয়ে আমি কি ভাবে নষ্ট করছি নিজেকে! আপনারাই দেখুন।'

বিনয়বাবু বড় নরম মানুষ। কান্নাকাটি দেখলে তাঁর ভীষণ কষ্ট হয়। বিনয়বাবুর বাড়িতে কেউ কখনও মুখ ভার করেনা। কাঁদে না। সব সময় একটা না একটা হাসির ঘটনা ঘটছেই ঘটছে। তাঁর স্ত্রীর নাম হাসি। মেয়ের নাম শুভ্রা। ছেলের নাম হর্ষ।

বিনয়বাবু বললেন, 'আপনার সব ভালো, কেবল একটাই খারাপ, কথায় কথায় ভীষণ রেগে যান। কারণটা কি? সেই কারণটা দূর করতে পারলেই, আপনি সর্বাঙ্গসুন্দর। কারণটা ভাবুন তো।'

প্রকাশবাবু সংযত হলেন। ভেবে বললেন, 'প্রথম কারণ, এ বাড়ির কেউই আমার মনের মতো নয়। আমি যা চাই ঠিক তার উল্টো। আমার ছেলে আর একটু চেপে পড়লে, আর একটু ভাল রেজাল্ট হত। ভালো কলেজে ভর্তি হতে পারত। আমার স্ত্রী কথার চেয়ে কাজের দিকে মন দিলে এই বাড়ির ছিরি ফিরে যেত। আমার মেয়ে দেখতে সুন্দরী, মনটা সুন্দর হলে, সর্বাঙ্গসুন্দরী হত। এইবার আমি? আমার অনেক আশা ছিল,

www.BanglaBook.org

আকাঙ্ক্ষা ছিল কোনটাই পূর্ণ হয়নি। আমার প্রোমোশান হয় না। আমার আয় বাড়ে না, আমার খরচ বেড়ে যাচ্ছে। আমার টাক পড়ছে, আমার চোখের জ্যোতি কমছে। আমার দাঁতের জোর কমছে। কেউ আমাকে কিছু দেয় না। শুধু চায়, সরকার ট্যাক্স চায়। আমি যে আর পারছি না বিনয়বাবু।'

বিনয়বাবু বললেন, 'আরে আশ্চর্য! আমারও তো সেই একই ইতিহাস। একেবারে অবিকল আপনার মতো।'

প্রকাশবাবু বললেন, 'কই আপনি তো আমার মতো রেগে যান না।'

'তার একটাই কারণ। একবার আমাকে এক সাধু বলেছিলেন, দেখ বিনয়, আমরা যেমন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ছোট ছোট স্বপ্ন দেখি, সেই স্বপ্ন হল স্বপ্নের ভেতরে স্বপ্ন। জীবন হল দীর্ঘ এক স্বপ্ন। ধরো ষাট কি সত্তর বছর ধরে টানা একটা স্বপ্ন দেখে চলেছে। এর কোনওটাই সত্য নয়। সত্য যেদিন জেগে উঠবে সেইদিন তুমি জানতে পারবে, জীবনও নেই, মৃত্যুও নেই। দেহও নেই, নামও নেই।'

'আপনি এই আজগুবি ছেলেমানুষি কথা বিশ্বাস করে সারা জীবন হ্যা হ্যা করে হেসে যাবেন?'

'আরে মশাই, ওই বিশ্বাসে আমি যদি ভাল থাকি, সুখে থাকি, শান্তিতে থাকি, পরমানন্দে থাকি, তাহলে ক্ষতিটা কি? ডাক্তার-বাবু যখন বলেন, মশাই, রাসটাকস সিক্স তিন পুরিয়া খেয়ে দেখুন, কোমরের ব্যথা নিমেষে সেরে যাবে। তখন আমরা বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করে খাই। দেহ-রোগের যেমন ওষুধ আছে, ভব-রোগের সেই রকম ওষুধ আছে। সেই ওষুধ হল, জীবনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া। জীবনটাকে খেলা ভাবা স্বপ্ন ভাবা। স্পোর্টসম্যানস্পিরিট।' বিনয়বাবু হেঁকে বললেন, 'চা বোলাও। খেলার শেষে চা।'

একটা পথের কুকুর প্রশান্তবাবুদের শান্তিনিবাসে শান্তি এনে দিল। এই ঘটনা ঘটে যাবার পর আর কোনও দিন ঝগড়া হয় নি। কারোকে আর খড়ি দিয়ে শান্তির আগে 'অ' লিখতে হয়নি।

www.BanglaBook.org

প্রশান্তবাবু সেই কুকুরটিকে আদর করে বাড়িতে ডেকে এনে আশ্রয় দিয়েছিলেন। তাকে স্নান করিয়ে, সাবান মাখিয়ে, খাইয়ে দাইয়ে একেবারে চেহারা ফিরিয়ে দিয়েছেন। কুকুরের নাম রেখেছেন জ্ঞানী। শান্তিনিবাসের গেটের সামনে জ্ঞানী এখন গম্ভীর মুখে বসে থাকে। সাদা আর বাদামী রঙ মেশানো তেল চুকচুকে একটি কুকুর। বাতাসে তার লোম ফুরফুরে হয়ে উড়ছে। শান্ত গম্ভীর এক কুকুর। শান্তিনিবাসের শান্তির প্রহরী। প্রকাশবাবু মনে মনে বলেন. এই কুকুরই আমার গুরু।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঋণ শোধ

বিশ্ববন্ধু লেনের চওড়া রাস্তায় দত্তদের বিশাল ভাগলপুরী গরু পাগলের মত চার-পা তুলে একবার এদিকে ছুটছে একবার ওদিকে ছুটছে। গাড়ি ঘোড়া লোক চলাচল সব বন্ধ। ষাঁড় হলে কথা ছিল না, গরু তো লক্ষ্মী প্রাণী। সাতসকালে শান্ত একটা গরু এমন করবে কেন ?

মুকুজ্যে বাড়ির দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে ছোট্ট দুটো ছেলে, সন্টে আর নন্টে। চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে দুজনে। সন্টে বড় ভাই, নন্টে ছোট ভাই। দত্তবাড়ির এই গরুটা রোজ সকালে ঘুম থেকে ওঠে। গোয়ালে ব্রেকফাস্ট সেরে মুকুজ্যেবাড়ির বিশাল গেটের সামনে প্রতিদিন বড় বাইরে আর ছোট বাইরে করে যায়। রোজ। একটা দিনও কামাই নেই। হ্যাট্ হ্যাট্ করলে শোনে না। ন্যাজ মলে তাড়িয়ে দিতে চাইলে তেড়ে তেড়ে আসে। দত্তদের বলেও কোনও লাভ হয় না। সুভাষ দত্ত, সুস্মিত মুকুজ্যে প্রায়ই মুখোমুখি হয়। বাজারে, দোকানে, ট্রেনে। সুস্মিতের একটাই কথা সুভাষ তোমার গরুটাকে একটু শিক্ষিত করার চেষ্টা কর। একটু ট্রেনিং দাও। রোজ রোজ, বাড়ির গেটের সামনে, আর যে সহ্য করা যায় না। সুভাষের সেই একই উত্তর আরে ভাই ভাবতে পার আমারও কি কম লোকসান! রোজ অতটা করে গোবর লস। অন্তত একশো পিস ঘুঁটে হত। আমার মনে হয় পূর্বজন্মে তোমাদের কাছে ওর অনেক ঋণ ছিল। এ জন্মে শোধ করে যাচ্ছে।

সুস্মিত বলে, তোমার কি মনে হয় পূর্ব-জন্মে ও মানুষ ছিল ?

—অবশ্যই।

www.BanglaBook.org

—মানুষ গরু হয়ে গেল ?

—কি বলছ তুমি ? মানুষ গাধা হয়, পাঁঠা হয়, গরু হতে পারে না! মানুষ সব পারে। মানুষ যে কি সাংঘাতিক জীব তোমার ভাই ধারণা নেই।

—তা ঠিক। তোমাকে দেখে আর তোমার কথা শুনে মালুম হচ্ছে। তোমার গরু দুধ দিয়ে শোধ করছে তোমার ঋণ, আর নাদা নাদা গোবর দিয়ে শোধ করছে আমার ঋণ। এবার একদিন ধরে বেধড়ক পেটাব তখন ঠিক হবে।

—ছি ছি ছি, গরু হল মা ভগবতী, বামুনের ছেলে হয়ে তাকে পেটাবে ?

এই চলে আসছে গত ছমাস ধরে। দুধ খায় দত্তরা আর গোবর সাফা করে মরে মুকুজ্যেরা। সুমিত ভাবে পেটাবে, পারে না। সাদা ধবধবে নধর চেহারার গরু। কাছে গেলেই মন দুর্বল হয়ে যায়। শাসন-টাসন যা করার ওই বিচ্ছু দুটোই করে, সন্টে আর নন্টে। ছোট ছোট ঢিল ছুঁড়ে দারে। ছিপটি দিয়ে পেটায়। হুট হাট করে। গরু গ্রাহ্যই করে না। ভাবে আদর।

সেই গরু আজ ঘোড়ার মত ছুটছে। রাস্তার এ-মাথা থেকে ও-মাথা, ও-মাথা থেকে এ-মাথা। বৃদ্ধ প্রসন্নবাবু পথের পাশের খুপরি জানালা থেকে বললেন, এ মনে হয় অলিম্পিকে যাবে ; তাই একটু প্র্যাকটিস করে নিচ্ছে।

সুভাষ দত্তও সমানে ছুটছে পেছন পেছন। সুবিধে করতে পারছে না। একবার তো উল্টে পড়েই গেল। খেলা খুব জমে উঠেছে। দুধারের দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে গেছে। কেউ আর সাহস করে বেরোচ্ছে না। ছাদে না হয় দোতলার বারান্দায় সব ভিড় করেছে।

হঠাৎ সুসিতের মনে হল এর পেছনে নিশ্চয় সন্টে নন্টের হাত আছে। সকালে গেটের সামনে দুটো বিটলে আর ওই গরু আজ ছমাস দেখে আসছে। বারান্দায় অমন চোরের মত দাঁড়িয়ে থাকার কথা তো নয়! এর পেছনে রহস্য আছে। সুমিত

www.BanglaBook.org

বারান্দায় গেল। দুভাই পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। কি ভালমানুষের মত মুখ ; যেন কিছুই জানে না।

বড়টা বললে, কাকা, কি হয়েছে বল তো? অমন করছে কেন ?

—কেন অমন করছে, জানিস না ? তাই না ?

—না গো। সত্যিই আমরা জানি না।

সুসিত বললে, সত্যি কথা বল। মরেটরে গেলে ভীষণ বিপদ হয়ে যাবে।

নন্টেটা সন্টের চেয়ে একটু ভীতু। সে জিজ্ঞেস করলে, কাকা মরে যেতে পারে ?

—পারেই তো।

কেন গলে যাবে না।

—কি গলে যাবে ? গরু ?

না গো বরফ।

—বরফ ! এর মধ্যে বরফের কথা আসছে কি করে ?

—ওর গলায় বরফ আছে।

—সে কি রে ? বরফ পেলে কোথা থেকে ?

রহস্য ফাঁস হয়ে গেল। বিচ্চু দুটোর বাবা সকালে ফ্রিজ পরিষ্কার করছিলেন। সেই সময় ফ্রিজ থেকে সাতদিনের জমা বরফের একটা চাংড়া বেরিয়েছিল। সেটা তিনি উঠোনে ফেলে দিয়েছিলেন। গলে গলে একটু ছোট হয়ে এসেছিল। বড় বিচ্চুর মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি খেলে গেল। বেশ বড় মাপের সেই টুকরোটাকে দুই ভাইয়ে মিলে বেশ করে ঘাস, পাতা জড়িয়ে গরুটার মুখের সামনে ফেলে দিয়েছিল। পেটুক গরু। মুখে পুরেই গিলেছে। গরুর সব খাদ্য প্রথমে গিয়ে জমা হয় গলকম্বলে। গরু পরে আরাম করে কোথাও শুয়ে শুয়ে জাবর কাটে। সেই বরফের থান গলকম্বলে যত গলছে, গরু তত লাফাচ্ছে।

সন্টে বললে, তুমি দ্যাখো কাকা, আজ আর গেটের সামনে কিছু করেনি। আর কোনদিনও করবে না।

www.BanglaBook.org

ঘণ্টা তিনেক ছোটাছুটির পর গরু শান্ত হল। তার মানে বরফ সব গলে গেছে। যাক বাবা মরেনি। এসে দাঁড়িয়েছে মকুজ্যেবাড়ির গেটের সামনে। এখনও হাঁপাচ্ছে। হঠাৎ ন্যাজ বতুলে অন্যদিন যতটা করে প্রায় তার ডবল নামিয়ে দিয়ে, হাম্বা লে ডাক ছাড়ল। যার মানে, কর্তব্যকর্মে কখনও অবহেলা কর না। জীবনের ব্রতই হল, করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে।

পরিমাণ দেখে সুস্মিত বললে, আজ একবারে ডবল ঋণ শোধ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভূতের খেলা

আমার একটা ভূত আছে। আমারই ভূত। আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় ছায়ার মতো। কেউ দেখতে পায় না ঠিকই; কিন্তু আমি বুঝতে পারি। কি ভাবে পারি এইবার সেই সব কথাই বলি। আমি প্রমাণ দোবো।

দুপুর বেলা। গরমের ছুটি। আমাদের দোতলার ঘরের জানালার পাশে বসে বেশ আপন মনে অঙ্ক কষছি। অঙ্ক হয়ে গেলে ইংরিজী পড়ব। তারপর বাঙলা। ইতিহাস। ভূগোল। মনে মনে রুটিন তৈরি। গরমের ছুটিটাইতো ভাল করে পড়ার সময়। যতটা পেছিয়ে আছি ঠিক ততটাই তো এগোতে হবে। বড়রা বলবেন কি, আমি নিজেই তো জানি। ভাল করে পড়বো, ভাল রেজাল্ট করবো। ভাল চাকরি পাবো। ইয়া বড় একটা গোঁফ রাখবো। লাল মতো একটা মটোর গাড়ি কিনবো। কথাতেই তো আছে—লেখা পড়া করে যে গাড়ি-ঘোড়া চাপে সে।

যেই না আমি শেষ কথাটা মনে মনে বলেছি অমনি কে একজন বেশ ভারি গলায় বলে উঠল না রে, লেখাপড়া করে যে গাড়ি চাপা পড়ে সে। ভূতের সঙ্গে অনেকক্ষণ তর্কযুদ্ধ হল। ভূত তো জিতবেই। ভূতের টেরিফিক পাওয়ার। সবাই জানে।

জিজ্ঞেস করলুম—তাহলে, এখন আমার কি করা উচিত?

—এমন একটা কিছু করো যাতে বেশ মজা আছে। এই যে বসে বসে একের পিঠে দুই করছ, এতে কোনও মজা আছে? এ তুমি করছ প্রাণের দায়ে, ধোলাইয়ের ভয়ে। এতে কোনও চার্ম নেই। চার্ম। নিচে ভাঁড়ার ঘরের কুলঙ্গিতে তোমার মা

www.BanglaBook.org

কাঁচের বয়ামে বয়ামে, আমের আচার করে রেখেছেন, একেবারে ম্যাডাগাসকার। এই সুযোগ। মা ঘুমোচ্ছেন।

—শোন, সেটা তো তাহলে চুরি হল।

—গবেট! মায়ের জিনিস সব সময় এই ভাবে চুরি করেই খেতে হয়। কি তাহলে ইতিহাস পড়লে এতদিন! ওই যে শ্রীকৃষ্ণ। অত বড় অবতার! যাঁর গীতা, তোমার বাবা রোজ সকালে পড়েন, তিনি কি করতেন ছেলেবেলায়? ওই দেখ দেয়ালে ঝুলছে ছবি। ছেলের পিঠে ছেলে, তার পিঠে ছেলে, গোপাল তার ওপর খাড়া, হাতের নাগালে সিকে। ভাণ্ডে কি আছে? ননী। গোপাল চোর! অবশ্যই। তবে ননীচোর। তোমার মা রোজ যে অষ্টোত্তর শতনাম পড়েন, তাতে আছে, ননীচোরা রাখালরাজা, শ্রী মধুসূদন! একে বলে বাল্যলীলা। ধর্মও জান না, ইতিহাসও জান না তোমার ভবিষ্যৎ তো অন্ধকার!

—তাহলে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করে আসি?

খাতা, বই, কলম, পেনসিল, সব পড়ে রইল জানলার ধারে। মা শোবার ঘরের খাটে নিশ্চিন্তে একটু বিশ্রাম করছে। একটা বই পড়ার চেষ্টা করেছিল, বোঝাই যাচ্ছে। আধখোলা বইটা পাশে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। মা পড়েছে। ঘুমিয়ে পড়েছে।

আমি খাবার ঘর থেকে একটা চেয়ার এনে ভাঁড়ার ঘরের উঁচু তাকের সামনে রাখলুম। আঃ সার সার বয়ামে, আচার, মোরব্বা। কি তার রূপ! শুড়ুক করে জিভের জল টেনে নিলুম। জয় গোপাল বলে উঠে দাঁড়ালুম চেয়ারে। আমার সামনে পরপর চারটে বয়াম। আচারে টইটম্বুর। তেল ঝাল টক নুন মিষ্টি। আমার চাই টক মিষ্টি। তাড়াহুড়ো করার তো কিছু নেই। ধীরে বৎস। ধীরে। প্ল্যানটা গুলিয়ে গেল। বয়ামটা নামাবো, না একটা কিছু এনে, হাত ঢুকিয়ে তাইতে বের করে নোবো!

আবার সেই গলা—একটা ডিশ আনো। এক খামচা তাইতে তুলে নাও। টুক করে নেমে পড়ো চেয়ার থেকে। পাঁচটা আঙুল তারিয়ে তারিয়ে চোষো। ওটা ফাউ। আসল তোমার ডিশে। সোজা চলে যাও ছাতে। জলের ট্যাঙ্কের ছায়া পড়েছে। সেখানে বেলফুলের টবের পাশে বসে একটু একটু করে সাবাড় করো।

www.BanglaBook.org

আকাশ দেখ, চিল ওড়া দেখ, শালিকের গান শোনো। গরম বাতাস গায়ে মাখো। সব শেষে এতখানি একটা জিভ বের করে চেটে চেটে ডিশটাকে একেবারে সাফা করে ফেল। কোথায় লাগে তোমার শুকনো অঙ্ক, খড়খড়ে ইংরিজী।

ভূত যা বললে, আমি একেবারে অক্ষরে অক্ষরে সেই নির্দেশ পালন করলুম। আমি তো অবাধ্য নই। ভূত বললে—শোনো নি, জিভে দয়া করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।

—না, কথাটা তা নয় তো। তুমি ব-এ, ভ-এ গোলমাল করে ফেলেছ। ওটা হবে জীবে দয়া করে যেই জন।

—গাধা! জিভ ছাড়া কোনও জীব হয়! সমস্ত কথার একটা ব্যাখ্যা থাকে। গীতার সাতটা ব্যাখ্যা আছে। ভাগবতের তিনটে।

যাক ব্যাপারটা বেশ ভালয় ভালয় মিটে গেল। আচার টাচার খাওয়া হয়ে যাবার পরে যখন অঙ্ক টঙ্ক শেষ করে মাঠে খেলতে যাবার জন্যে রেডি হচ্ছি, তখন মা উঠে বসে তিনবার শ্রীমধুসূদন বললে। তার মানে আমাকেই বলা হল। আমি তো গোপাল। চুরি করে আচার খেয়েছি। গোপাল বড় হলেই মধুসূদন।

রাতের বেলা বাবা খাবার টেবিলে চেয়ার টেনে বসতে গিয়ে বললে, চেয়ার রঙ করিয়েছ বুঝি! এখনও রঙ শুকোয় নি। চ্যাট চ্যাট করছে।'

মা বললে, 'রঙ করাবো কেন? এ তো পালিশ করা।'

'এ সব তাহলে কি চট চট করছে?'

আমি কথা ঘুরিয়ে দেবার জন্যে বললুম, 'এবার তো আমেরিকা মঙ্গলগ্রহে চলল।'

বাবা আর একটা চেয়ারে বসতে বসতে বলল, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও আগে যাক। কাজটা খুব সহজ নয়।'

মা কিন্তু খুব মনোযোগ দিয়ে চেয়ারটা পরীক্ষা করে চলেছে। আর নিজের মনেই বলছে—রসগোল্লার রস তো হবে না। বহুকাল রসগোল্লা আসে নি। চাটনি সাতদিনের মধ্যে হয়নি। তা হলে, তা হলে? মা যেন গোয়েন্দাগিরি শুরু করলে। মায়ের এই

www.BanglaBook.org

এক দোষ। মাথায় একটা কিছু ঢুকলেই হল। হেস্ত নেস্ত করে তবে ছাড়বে।'

আমি বললুম, 'মঙ্গলগ্রহে মানুষ থাকলে বেশ হত।'

বাবা বললে, 'বেশ তো হত; কিন্তু পৃথিবী ছাড়া কোথাও মানুষ নেই।'

হঠাৎ মায়ের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললে, 'ফোঁস ফোঁস করে চেয়ারটায় কি শুঁকছো বলো তো, পুলিশ কুকুরের মতো?'

'দেখছি কেন চটচট করবে! কি লেগেছে! এ তো ঠিক নয়! চেয়ার কেন চটচট করবে! তোমার হাতে লেগেছে, বাইরের কারোর হাতে লাগলে, তিনি কি ভাবতেন? ভাবতেন জানোয়ারের বাড়ি।

'থাক গে, ও শোঁকাশুঁকি ছেড়ে দাও। রাত হয়ে গেছে, খাওয়াটা সেরে নেওয়া যাক।'

মা হঠাৎ তীর বেগে ছুটে গেল ভাঁড়ার ঘরের দিকে। সর্বনাশ করেছে। না, সর্বনাশের কি আছে! ধরতে পারবে না কি! তবু চোরের মন তো! আমি টেবিলে তবলা বাজাতে লাগলুম।

বাবা বললেন, 'না, না, ওটা তুমি ঠিক করছ না। তবলা আর টেবিল এক জিনিস নয়।' মা ভাঁড়ার ঘর থেকে চিৎকার করে উঠল, 'কে আচারের বয়ামের ঢাকনা খুলে রেখেছে, খোকা!' আমি বাবাকে বললুম, 'দেখেছ বাবা, যত দোষ নন্দঘোষ।'

মা ঢাকনা খোলা বয়ামটা টেবিলে এনে আমাদের দু'জনের সামনে ঠকাস করে বসিয়ে দিলে। বাবা বললে' 'কি হল?'

'কি আবার হবে। এ তোমার ছেলের কাজ। এই চেয়ারে উঠে আচার পেড়ে খেয়েছে। সেই হাতে চেয়ারটা মাখামাখি করেছে। চাপাটা খুলে রেখেছে। এই দেখ দুটো আরশোলা ঢুকে বসে আছে। এক বয়াম আচার নষ্ট।'

বাবা আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'তোমার কাজ!'

বলতে যাচ্ছিলুম, না। ভূত আমার গলা চেপে ধরলো—মিথ্যে বোলো না। সত্য বলো। অন্যায় স্বীকার করো।

আমি মাথা নিচু করে বললুম, 'অন্যায় হয়ে গেছে।'

www.BanglaBook.org

বাবা বললে, 'ভেরি গুড। তুমি যে অস্বীকার করলে না, এর জন্যই তোমার সাতখুন মাপ। শোনো, ছোটরা এইরকম কাজ একেবারেই করবে না, এমন কোনও গ্যারাণ্টি নেই। তবে না করলেই ভাল। জিনিসটা নষ্ট হয়ে গেল তো!'

ব্যাপারটা সহজেই মিটে গেল। মা বললে, 'চাইলেই যখন পাস, তখন তোর কষ্ট করে চুরি করার দরকার কি?'

বাবা বললে, 'আঃ, সে তুমি বুঝবে না। আচার জিনিসটাই এমন যে চুরি ছাড়া জমে না।' তা, সাত আট দিন বেশ কেটে গেল। ভূতের উপদ্রব হল না। হঠাৎ ঘটে গেল এক ঘটনা। আমাদের বাড়ি কাজ করে মনুর মা। তার খুব জ্বর হয়েছিল। সবে ছেড়েছে। ভীষণ কিন্তু দুর্বল। আমি পড়ছি; আর সে ঘরের এক ধারে ধুলোটুলো ঝাড়ছে ঝাড়ন দিয়ে। হঠাৎ একটা বিকট শব্দ। চমকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি, মেঝেতে চুরমার হয়ে পড়ে আছে, বাবার সব চেয়ে প্রিয় পাথরের মূর্তিটা। নটরাজ। বাইরে থেকে কিনে এনেছিলেন। মূর্তিটা বসানো ছিল বইয়ের র‍্যাকের মাথায়। মনুর মা মেঝেতে বসে পড়েছে। তার অসুস্থ, রুগ্ন মুখ ভয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। ভাঙা একটা খণ্ড হাতে নিয়ে বসে আছে অসহায়ের মতো। দু'গাল বেয়ে চোখের জল নামবো নামবো করছে। আমি ভাঙা টুকরোটা হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বললুম, এ কি করলে?

বলতে বলতেই মা ছুটে এসেছে—কি ভাঙলো?

আমার ভূতটা বেরিয়ে এল। এসেই বললে, অ্যাকসান, অ্যাকসান, কুইক, কুইক। আমি মনুর মাকে আড়াল করে উঠে দাঁড়ালুম। দাঁড়িয়ে বললুম 'আমার হাত লেগে মূর্তিটা পড়ে গেছে মা।'

মা দু'হাতে নিজের মাথাটা চেপে ধরে বললে, 'সর্বনাশ! এ কি করলি! তোর বাবা অফিস থেকে এসে একেবারে মেরে ফেলবে। ওর সবচেয়ে প্রাণের জিনিস। আমি জানি না বাবা!'

একটা বড় কাগজ এনে চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা টুকরোগুলো কুড়োলুম সব। মনুর মাকে ফিস্ ফিস্ করে

www.BanglaBook.org

বললুম, 'চোখ মোছো। তোমার কোনও ভয় নেই। যা হবার আমার হবে।'

মনুর মায়ের সেই যে তাকাবার ভঙ্গি, আমি জীবনে ভুলবো না। ভূত বললে—এই তোমার পুরস্কার।

আমি একটা পাথর জোড়ার আঠা কিনে আনলুম। জ্যামিতির বাক্স থেকে বের করে আনলুম ছোট্ট সরু চিমটেটা। সেই দুপুর। সেই জানালার ধার। বাইরে রোদ ঝলসানো জ্বলজ্বলে আকাশ। আমার সামনে কাগজের ওপর অসংখ্য টুকরোয় ছত্রাকার নটরাজ। বাবার প্রাণ।

আমার ভূত আমার পাশে বসে আছে আমার কাঁধে হাত রেখে। সে আমার কানে কানে বললে, ভাঙা জিনিস জোড়া লাগানোই তো সাধনা! শুরু করো। সন্ধ্যের আগেই জিনিসটাকে এমন করে জুড়ে ফেল, যেন তোমার বাবা দেখে আর বুঝতেই না পারেন।

দুপুর ক্রমশ গড়াতে লাগল বিকেলের দিকে। একের পর এক টুকরো ভাঙায় ভাঙা মিলিয়ে জুড়ে চলেছি। সে এক অদ্ভুত নেশা। মাঝে অতি সূক্ষ্ম টুকরোগুলো জুড়তে পারবো কি না বলে সন্দেহ আসছে মনে, তখন আমার ভূত আমাকে শক্তি ধার দিচ্ছে—পারবে, তুমি পারবে। একাগ্রতাই সেই শক্তি। সন্ধ্যের ঠিক মুখে, মূর্তি ফিরে গেল যথাস্থানে। বোঝার উপায় নেই।

কোথা থেকে কি হয়! আমি আজ পৃথিবীর একজন বিখ্যাত 'রেস্টোরার'। ভাঙা জিনিস জোড়া লাগাই। বাস করি লণ্ডনে। কাজ করি বৃটিশ মিউজিয়ামে। গভীর রাতে চড়া আলোর তলায় টেবিলে বসে যখন কাজ করি—আমার ভূত বলে, কেমন মজা। তখন কিন্তু মনে পড়ে যায় মাকে—সেই আচার। মনে পড়ে যায় মনুর মাকে। মূর্তি ভেঙে বসে আছে, মেঝেতে। অসহায় হাতে একটা টুকরো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিধানবাবুর গলায় ট্যাংরামাছের কাঁটা আটকে গেল। বড়মামা যখন গেলেন তখন হাঁ করে ভদ্রলোক দাওয়ায় বসে আছেন। স্ত্রী আর পুত্রবধূ দু'পাশে দাঁড়িয়ে হাতপাখা নাড়ছেন প্রাণপণে। বড়মামা গিয়েই ধমক দিয়ে দুজনকে সরিয়ে দিলেন।

বিধানবাবুর নারকেল-তেলের ব্যবসা। প্রচুর পয়সা। তেমনি মেজাজ। সকলকেই ধমকে কথা বলেন। একমাত্র বড়মামাকেই ভয় করেন। বিধানবাবু বোয়ালের মত হাঁ করে আছেন। বড়মামা টর্চ ফেললেন। যেন কুয়োর মধ্যে আলো নেমে গেল। তারপর পাশে পড়ে থাকা বেতের মোড়ায় বসে বললেন, 'মানুষের কী ভাগ্য! সেলুনওলা সুকুমার লটারিতে সাড়ে চার লাখ টাকা পেয়ে গেল।

বিধানবাবুর চোখ ছানাবড়ার মত। বড়মামার কথা শুনে আঁক করে একবার আওয়াজ করে পর পর তিনবার ঢোঁক গিললেন সাপে ব্যাঙ গিললে যেমন হয়, গলার কাছে তিনবার ঢেউ খেলে গেল।

বড়মামা বললেন, 'কী বুঝলেন?'

'সাড়ে চার লাখ! ওরে বাবারে!'

'এখন কেমন লাগছে?'

'নিজের গালে থাপ্পড় মারতে ইচ্ছে করছে ডাক্তার, আমার পোড়া বরাতে একটা পাঁচটাকাও উঠল না।'

'গলার কাটার কী খবর?'

'কাঁটা? কী কাঁটা?'

www.BanglaBook.org

বড়মামা সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। আমাদের কাজ শেষ। গলার কাঁটা তিন ঢোকে সরে গেছে।

সেই বিধানবাবু আন্দামান থেকে বড়মামাকে একটা সুন্দর কোকো কাঠের ছড়ি এনে দিয়েছেন।

হঠাৎ বড়মামার আজ কী খেয়াল হল, আমাকে বললেন,

'ছড়িটা নামা।'

'আলনায় ঝুলছিল একা একা। নামিয়ে আনলুম। বড়মামার কুকুর লাকি টেস্ট করতে চাইল। বিশেষ সুবিধে করতে না পেরে আমাকে ধমকাতে লাগল।'

'আজ ছড়ি নিয়ে মর্ণিং ওয়াক হবে?'

'ইয়েস।'

'কেন, কোমরে ব্যথা হয়েছে?'

'আজ্ঞে না। এ কোমর সে কোমর নয়। আজ একটু স্টাইলে বেড়াব। সায়েবদের মত, ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে।'

চুড়িদার পাজামা, ফিনফিনে পাঞ্জাবী। হাতে ছড়ি। সাঁই করে হাঁটছেন বড়মামা। পথের ধারের মানুষ অবাক হয়ে দেখছে। হাঁটার মত হাঁটা। পেছন পেছন আমি প্রায় ছুটছি। বেশির ভাগ কুকুর ভয়ে সরে যাচ্ছে। দু একটা অসন্তুষ্ট হয়ে গোঁ গোঁ করছে।

আজকে বড়মামার চোখমুখের চেহারাই অন্যরকম। জ্বল জ্বল করছে। এই সময় অনেকেই বেড়াতে আসেন। বেড়াতে বেড়াতেই ডাক্তারি করতে হয়। কারুর লো-প্রেসার কারুর প্রেসার হাই। কারুর হার্ট মাছের মতন খাবি খায়, কারুর হাই সুগার। ঘুরতে ফিরতে চিকিৎসা। করলার রস খান। নুন বন্ধ করুন। তেল-ঘি ছেড়ে দিন।

আজ আর রুগীরা বড় মামাকে ধরতেই পারছেন না। তিনি বুলেটের মত ঠিকরে বেড়াচ্ছেন।

গাছের ডালে হঠাৎ একটা কোকিল ডেকে উঠল। অসময়ের কোকিল। চক্কর মারতে মারতে বড়মামা থেমে পড়লেন।

'আহা শুনছিস?'

'কোকিল। অসময়ের কোকিল।'

www.BanglaBook.org

'কী মিঠে তান!'

বটতলার বেদীতে আসন নিলেন। মুখে একটা অন্যভাব।

'পাখি প্রকৃতির জীব।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'পাখি সাধক।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে কাক ছাড়া।'

'ঠিক। কাক পাখির মধ্যে পড়ে না। যেমন তিমি মাছের মধ্যে পড়েনা।'

'যদিও তিমি মাছ বলে।'

'তিমি কেন মাছ নয়?'

'ডিম হয় না, বাচ্চা হয়।'

'একশোর মধ্যে একশো। কিছু একটা করতে হবে।'

'ইঁট কী গুলতি মারা চলবে না।'

'রাইট। খাঁচায় বন্দী করা চলবে না।'

'আপনার কথা কে শুনবে বড়মামা?'

শোনাতে হবে রে পাগলা। পৃথিবীর সব কাজ ধীরে ধীরে হয়েছে। প্রথমে চাই প্রচার। তারপর চাই সংগঠন। চাই জনমত।'

'আপনার বাহুবল নেই।'

'ঠিক। আমার ঢাল নেই তরোয়াল রাইফেল নেই। কিন্তু বৎস আমার মনোবল আছে। সেই বলে আমি পৃথিবীর সমস্ত খাঁচার পাখিকে আকাশে উড়িয়ে দোব।'

'পৃথিবী যে অনেক বড় বড়মামা!'

'সো হোয়াট! আমি ছোট করে নোব। নে ওঠ। আমার ভেতরটা ছটফট করছে খাঁচার পাখির মত।'

'চায়ের জন্যে?'

'নারে মুখ্যু। ছটফট করছে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে। অ্যাকশন! অ্যাকশন!'

ফেরার পথে ছড়ি বড়মামার কাঁধে। ভীষণ উত্তেজিত। লম্বালম্বা পা ফেলছেন যেন রণপা পরে হাঁটছেন। এক জায়গায়

www.BanglaBook.org

একগাদা মুরগী ছাই গাদায় খাবার খুঁজছে। ফুলকো ফুলকো এক ঝাঁক বাচ্চা।

'বড়মামা মুরগী কি পাখির মধ্যে পড়ে ?'

'না। জেনে রাখ, পাখির সংজ্ঞা হল, যাহা আকাশে ওড়ে তাহাই পাখি। যেমন পরান-পাখি। আমাদের প্রাণও একরকম পাখি। দেহ-খাঁচায় অবিরত ছটফট করছে।'

'ঠিক বলেছেন, কেবল কী খাই, কী খাই করে। আর যেই পড়তে বসব অমনি বই এর পাতা থেকে আকাশের দিকে উড়ে যায়।'

'ও হল তোমার মন। আমি বলছি প্রাণের কথা। আমাদের দেহে দুটো পাখি। এক হল প্রাণ পাখি। খুব দামী, বড়দরের পাখি। আর ছোটদরের পাখি হল মন পাখি। অনেকটা বদরি, মুনিয়া কি টুনটুনির মত। ভীষণ ছটফটে। এ সব বোঝার বয়স তোমার হয়নি।'

বাড়ির গেটের সামনে এসে গেছি। বাগানে বকুল তলার বাঁধানো বেদীতে বড়মামা ধপাস করে বসে পড়লেন। বেশ হাঁপাচ্ছেন। হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করলেন, 'এত জোরে জোরে হাঁটলুম কেন ?'

'তা তো জানিনা।'

কিছুক্ষণ চোখ বুজিয়ে রইলেন। তারপর চোখ খুলে বললেন ?

'পাখি !'

'পাখি তো হয়ে গেছে।'

'কী হয়ে গেছে ? কিছুই হয়নি। এইবার হবে। ইংরেজিতে একটা কথা আছে, চ্যারিটি বিগিন্‌স্‌ অ্যাট হোম।'

কানের কাছে মুখ এনে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললেন, 'দেখে আয় তো মেজ কোথায় ?'

সারা বাড়ি একবার চক্কর মেরে এলুম। মেজমামা বাথরুমে। তারস্বরে চিৎকার চলেছে, যদা যদা হি ধর্মস্য···বেদীতে বড়মামা। আমাকে দেখে চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন।

'কোথায়···কোথায় ?' বেশ অধৈর্য হয়ে পড়েছেন।

'বাথরুমে যদা যদা হি'···

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তার মানে ঘণ্টাখানেকের ধাক্কা।'

'কখন ঢুকেছেন তাতো জানি না।'

'ধ্যার বোকা। যদা যদা তো ধরতাই। নে, ওঠ পা টিপে টিপে।'

'কোথায় বড়মামা?'

'প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন নয়। মামানুসর।'

গীতা আর নিজের প্রতিভা মিলে তৈরি, মামাকে অনুসরণ মামানুসর।

পেছন পেছন দোতলার বারান্দা। দক্ষিণে মেজমামার ঘর। পা টিপে টিপে চলেছি আমরা চোরের মত। বেশ ভয় করছে। মেজমামার ঘরের সামনে বিশাল খাঁচা। মুনিয়া আর বদরিতে মিলে গোটা দশেক হবে। কিচিরমিচির করছে। বড়মামা খাঁচার সামনে দাঁড়ালেন।

'তোর সেই গল্পটা মনে আছে?'

'কোনটা?'

'হাজী মহম্মদ মহসীন।'

'হ্যাঁ, নিজে মিষ্টি খাওয়া ছেড়ে তারপর বিধবার ছেলেকে মিষ্টি ছাড়ার উপদেশ দিয়েছিলেন। আজ আমিও তাই করব। আমি আর এক মহসীন। জগৎবাসীকে, ওহে তোমরা পাখি মুক্ত করে আকাশে উড়িয়ে দাও বলার আগে আমি এদের মুক্ত করে দোব।'

'বড়মামা, ও কাজ করবেন না। মেজমামার পাখি, মাসীমার আদরে মানুষ। মাসীমা আপনাকে শেষ করে দেবেন।'

'রাখ তোর মাসীমা। জগাই-মাধাই কলসির কানা মেরে শ্রীচৈতন্যকে থামাতে পেরেছিল? পারেনি মানিক। ধর্মের জয়।'

খাঁচার দরজা খুলে বড়মামা নাটক করার মত করে বললেন, 'যাও বিহঙ্গ। অনন্ত নীল আকাশ হাতছানি দিয়ে ডাকছে।'

অত সুন্দর করে বললেন, কিন্তু একটিও বিহঙ্গ খাঁচার দরজা গলে বেরিয়ে এলনা।

বড়মামা রেগে গিয়ে বললেন 'সব ব্যাটাকে বাতে ধরেছে।'

www.BanglaBook.org

'বড়মামা, দরজা বন্ধ করে দিন। যে কোনো মুহূর্তে মাসীমা এসে পড়বেন। আর মেজমামা জানতে পারলে দক্ষযজ্ঞ হবে।'

আমার কোনো কথাতেই বড়মামার কান নেই। পাখিদের বললেন, 'যাও বিহঙ্গ, মুক্ত আকাশে মেল স্বাধীন ডানা।'

তেমনি পাখি। বোকার মত খাঁচাতেই নাচতে লাগল। খোলা দরজা নজরেই আসছে না।

বড়মামা বললেন, 'ঠিক আমাদের অবস্থা। স্বাধীন করে দিলেও স্বাধীনতার সুযোগ নিতে পারছিনা। অপ্রস্তুত মন।'

'ছেড়ে দিন বড়মামা।'

'হ্যাঁ, ছেড়ে তো দোবই।'

খাঁচার ভেতর হাত ঢুকিয়ে একটা একটা করে পাখি বের করে আকাশে ওড়াতে লাগলেন। এক একটাকে নীল আকাশের দিকে ছুঁড়ছেন আর বলছেন, 'যাও যাও, তুমি মুক্ত, তুমি স্বাধীন।'

প্রথম পাখিটা ওড়ার চেষ্টা করে নিচের উঠনে পড়ে গেল। একটা বসে আছে ছাদের কার্নিশে। কেউই বেশিদূর উড়তে পারেনি। একটু উড়েই যে যেখানে পেরেছে বসে পড়েছে। শেষ পাখিটাকে বড়মামা কিছুতেই বের করতে পারছেন না। 'স্বাধীনতার বিরুদ্ধে এতবড় বিদ্রোহ। এ ব্যাটা নিশ্চয় বাঙালী পাখি। মুক্ত জীবনের চেয়ে বন্ধ জীবনই বেশি ভালবাসে।' পাখি আঙুলে এক একবার ঠোক্কর মারছে আর বড়মামা রেগেমেগে জ্ঞানের কথা বলছেন। কোনোরকমে বের করেছেন খাঁচা থেকে, আকাশে ওড়াতে যাবেন, এমন সময় মাসীমা। হাতে চায়ের কাপ।

'এই নাও তোমার চা। দুধ ছাড়া, চিনি ছাড়া। একী একী কী করছ?' পাখিটাকে উড়িয়ে দিয়ে বড়মামা যেন স্কুলে আবৃত্তি কম্পিটিশনে কবিতা পড়ছেন—

'স্বাধীনতা-হীনতায়
কে বাঁচিতে চায় রে
কে বাঁচিতে চায়।'

পাখি এক চক্কর উড়ে সাঁ করে মেজমামার ঘরে। মাসীমা আর্তনাদ করে উঠলেন, 'মেজদা, সর্বনাশ হয়ে গেল!' মেজমামার

www.BanglaBook.org

শুরু আর শেষ এক। 'যদা যদা হি চলাছিল, থেমে গেল। বেরিয়ে এলেন। পিঠে ধবধবে সাদা ভিজে তোয়ালে। চুলে মুক্তোর দানার মত কয়েক বিন্দু জল। সারা গায়ে বিলিতি সাবানের ভুরভুরে গন্ধ।

মাসীমা হাঁউপাঁউ করে বললেন, 'যদা যদা করছ, ওদিকে ধর্মের কী গ্লানি দেখ। সব পাখি গন।'

'তার মানে ?'

'ইনি সব ধরে ধরে উড়িয়ে দিলেন।'

সে আবার কী ? এতকাল টাকা ওড়াচ্ছিলেন। টাকা থেকে পাখিতে চলে এলেন ! মাথাফাতা খারাপ হয়ে গেল নাকি ? তুমি ওড়ালে না উড়ে গেল ? এই তো আমি দানাপানি দিয়ে খাঁচার দরজা বন্ধ করে দিয়ে গেলুম।'

বড়মামা বীরের মত হাসতে হাসতে বললেন, 'একদিন উড়বে, সাধের ময়না।'

'তুমি কী আরম্ভ করেছ। সব পাখি উড়িয়ে দিলে ?'

'আমি ত্রাতা। সব বন্দী পাখির স্বাধীনতা আমি ফিরিয়ে দেবো।'

'তুমি উন্মাদ।'

'শ্রীচৈতন্য, বুদ্ধ, শ্রীরামকৃষ্ণকে সবাই তাই ভেবেছিল প্রথমে।'

মেজমামার ঘরে একটা ঝটাপটির শব্দ হল। বড়মামার পেয়ারের কুকুর লাকি কী একটা মুখে করে ঘর থেকে বেরিয়েই নেচে নেচে বড়মামার ঘরের দিকে চলে গেল। মাসীমা এক ঝলক দেখেই, 'যাঃ সর্বনাশ হয়ে গেল, সর্বনাশ হয়ে গেল, বলে পেছন পেছন ছুটলেন।

মেজমামা বললেন, 'ব্যাপারটা কী ? আবার আমার চটি ? তিনজোড়া চিবিয়ে শেষ করেছে।'

মাসীমা ছুটন্ত অবস্থায় বললেন 'চটি নয়, চটি নয়, পাখি।'

'অ্যাঁ, পাখি !' মেজমামাও ছুটলেন। 'কুকুর আবার বেড়াল হল কবে থেকে ?'

বড়মামার বীরভাব কেটে গেল। মুখের হাসি মিলিয়ে গেল।

www.BanglaBook.org

'হ্যাঁরে সত্যিই পাখি লাকি ধরেছে ?'
'না বড়মামা, লাকি পাখি ধরেছে।'
'তুই দেখলি ?'
'হ্যাঁ।'
'ইডিয়েট।'
'কে বড়মামা ? আমি ?'

'না তুই না, আমি। আর একবার প্রমাণিত হল, স্বাধীনতা দেওয়া যায় না। স্বাধীনতা অর্জন করতে হয়। লড়াই করে, বিপ্লব করে ছিনিয়ে নিতে হয়। চল্ চল্ দেখি পাখিটাকে বাঁচানো যায় কিনা।'

বড়মামার ঘরে খাটের তলায় লাকি। মুখে পাখি। মাসীমা আর মেজমামা উঁকি মেরে দেখছেন। তলা থেকে একটা গোঁগোঁ শব্দ আসছে। ডানার ঝটপটানি। ঘরে ঢুকেই বড়মামা একটা হুঙ্কার ছাড়লেন 'লাকি ! !' দরজা-জানালা কেঁপে উঠল। বেরিয়ে এসো। কাম আউট।'

লাকি বেরিয়ে এল গুটি গুটি। মুখে সেই পাখি। কী সুন্দর কচি কলাপাতার মত গায়ের রঙ। আমি হাঁউমাউ করে কেঁদে ফেললুম। অমন সুন্দর একটা পাখি চোখের সামনে মারা যাবে ? আমার কান্না শুনে লাকি ঘাঁউ করে উঠল। লাকি কান্না সহ্য করতে পারে না। ভীষণ বিরক্ত হয়। ডাকামাত্রই পাখিটা মুখ থেকে খসে পড়ে গেল। ঝটপটিয়ে ওড়ার চেষ্টা করল পারলনা। ঠিকরে মুখ থুবড়ে পড়ল গিয়ে ঘরের কোণে।

পাখির চারপাশে গোল হয়ে আমরা। ছোট্ট পাখি নিঃশ্বাস ফেলছে জোরে জোরে। ছোট্ট বুক ওঠানামা করছে হাপরের মত। এবার মাসীমাও কেঁদে ফেললেন। মেজমামাও ফোঁস ফোঁস করছেন। এমন কি লাকিও কেঁদে ফেলেছে। ওর কান্নার শব্দ আমি বুঝি। খাবার না পেলে হ্যাংলা ঠিক এইরকম কুঁ কুঁ করে কাঁদে।

বড়মামা ধরা-ধরা গলায় বললেন 'আমি ক্ষমা চাইছি। বন্দী পাখির বেদনায় কাতর হয়ে স্বাধীনতা দিতে চেয়েছিলুম। ভুল

www.BanglaBook.org

করে ফেলেছি আমি। স্বাধীনতা দুর্বলের জিনিস নয়, সবলের। তোরা শুধু দেখ ওর জীবন আমি ফিরিয়ে দেব।'

মাসীমা কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, 'তুমি আর কী করবে বড়দা? তুমি তো আর ভগবান নও। ওর গলায় ফুটো করে দিয়েছে।'

'ভগবানের কাছে শক্তি ধার করে আমি ওর ফুটো মেরামত করব। তোরা পরে আমাকে গালাগাল দিস। এখন শুধু প্রার্থনা কর!'

বড়মামার ডাক্তারি শুরু হল। বড় একটা প্লাস্টিকের গামলায় তুলোর বিছানা। বিছানায় পাখি। দুপাশে ডানা ছড়িয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। ডানার তলায় নরম তুলতুলে শরীরে সরু ছুঁচ দিয়ে পুট করে একটা ইনজেকশন দিলেন। ছোট্ট ফুটো দুটোর মুখে কী একটা লাগালেন। রক্ত বন্ধ হয়েছে।

বড়মামা বললেন, 'কুসী, বিছানায় আমার মশারিটা ফেল। পাখি এখন বিশ্রাম করবে। লম্বা ঘুম। লাকি তুমি বাইরে যাও।'

BanglaBook.org

বারান্দায় সভা বসেছে।

বড়মামা বললেন, 'মেজ, খাঁচায় কটা পাখি ছিল?'

'এখন আর তা জেনে লাভ কী?'

'রাগারাগি নয়। হাতে হাত মেলাও ব্রাদার। সব কটাকে ধরতে হবে। ধরে খাঁচায় পুরতে হবে। নইলে তোমার অপদার্থ পাখিরা বেড়ালের পেটে যাবে।'

'দায়ী তুমি।'

'অবশ্যই। বিচার পরে হবে। আগে কাজ। চল পাখি ধরতে বেরোই। সেই ছোট খাঁচাটা কোথায়?'

'পাখি ধরবে তুমি? পাখি ধরা অত সহজ?'

'বেশ। আমি আমার দলবলকে ডাকছি।'

উঠে গিয়ে ফোনের ডায়াল ঘোরাতে লাগলেন।

মেজমামা বললেন, 'ও তোমার হাসপাতালের চেলাচামুণ্ডার কাজ নয়।'

www.BanglaBook.org

'হাসপাতালে করছিনা বৎস। ফোন করছি অনামিকা সঙ্ঘে। যে ক্লাবের আমি প্রেসিডেণ্ট। এখুনি দু'ডজন ছেলে আসবে। শুরু হবে চিরুনি অভিযান।' মেজমামা উঠে চলে গেলেন।

বড়মামা আমাকে বললেন, 'বুঝলে, চ্যালেঞ্জ করে গেল। ঠিক হ্যায় মেজো। তোমার চ্যালেঞ্জ আমি নিলুম। ডু অর ডাই। করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে।'

এক ঘণ্টার মধ্যে বাড়ি জম জমাট। বিভিন্ন মাপের, মেজাজের, বয়সের দু'ডজন সৈনিক বড়মামার ভাষায়। মাসীমার ভাষায় ভূতপ্রেত। মহাদেবের চেলা।

নেতা অতনু বললে, 'পাখি ধরতে হবে। কী পাখি। ডাকপাখি? বক? হরিয়াল? তাহলে গোটা দুই বন্দুক নিয়ে আসি।'

বড়মামার হাত উঠল বুদ্ধদেবের ভঙ্গিতে। 'অতনু, আমি ধরতে বলেছি, মারতে বলিনি। ভাল করে শুনে নাও। খাঁচার পাখি। আমাদের পোষা পাখি।'

'পোষা বলছেন কী করে? পোষা পাখি পালায় না।'

'পালাবে কেন? আমি ধরে ধরে উড়িয়ে দিয়েছি।'

'তাহলে আবার ধরবেন কেন?'

'সে আমার ইচ্ছে।'

'বেশ, আপনার ইচ্ছে। তা কী জাতীয় পাখি?'

'বদরি, মুনিয়া।'

'কোথায় তারা আছে?'

'আশেপাশেই আছে। কারুর বাড়ির ছাদে। গাছের ডালে। ঘুলঘুলিতে।'

'অসম্ভব! ও আমরা ধরব কী করে?'

'অসম্ভবকে সম্ভব করতে হবে তবে না তুমি অতনু।'

'বেশ। চব্বিশটা খাঁচা কেনার দাম দিন।'

'এগারোটা পাখির জন্য চব্বিশটা খাঁচা!' তোমার মাথা···

'না মাথা খারাপ নয়। চব্বিশটা ছেলে চব্বিশটা দিকে যাবে। পাখি একটা হলেও চব্বিশটা খাঁচা লাগত। হিসেব মেলাতে হলে আরো তেরটা পাখি কিনে উড়িয়ে দিন। ওয়ান

www.BanglaBook.org

পাখি পার খাঁচা। মাছের জন্যে যেমন ছিপ, পাখির জন্যে তেমনি খাঁচা।'

'অনেক পড়ে যাচ্ছে অতনু।'

'তাতো যাবেই সুধাংশুদা। খাঁচার পাখিকে খাঁচায় ফেরাতে চান। সেরকম বুঝলে নতুন পাখি কিনুন।'

'না না। সেতো পরের পাখি। আমরা চাই ঘরের পাখি।'

'তাহলে শ-তিনেক টাকা ছাড়ুন। যত দেরি করবেন, তত দেরি হয়ে যাবে।'

বড়মামার কম্পাউন্ডারে সুধন্যকাকু পাশে বসেছিলেন। বয়স্ক মানুষ। এক মাথা এলোমেলো কাঁচাপাকা চুল। তিনি বললেন, 'খাঁচা কী হবে? বড় ঠোঙাতেই কাজ হয়ে যাবে। শুধু শুধু পয়সা নষ্ট এই বাজারে। আর তা না হলে প্লাস্টিকের থলে।'

'কী যে বলেন!' অতনু বিরক্ত হল। একি আপনার ওষুধের পুরিয়া? যে কাজের যা। কথায় বলে খাঁচার পাখি। পাখির খাঁচা। খাঁচার পাখি খাঁচা ছাড়া ফিরবে না।'

অনেক বচসার পর তিনশো টাকা নিয়ে দলবল বেরিয়ে গেল। সুধন্যকাকু মাসীমাকে বললেন 'এঃ, বড়বাবু বাজে পাল্লায় পড়ে গেলেন। একেই বলে খাল কেটে কুমীর আনা!'

মেজমামা ঠিকই বলেছিলেন। জল অনেক দূর গড়াল। খাঁচা কেনার টাকা নিয়ে পাখি ধরার দল হাওয়া হয়ে গেল। বড়মামা সন্ধানে বেরিয়ে বেপাত্তা। একটা বাজল, দুটো বাজল। মাসীমা ঘরবার করছেন। খাওয়া দাওয়া মাথায় উঠল। রোগীরা অপেক্ষায় থেকে থেকে চলে গেল। সুধন্যকাকু সাইকেলে সারা পাড়া চক্কর মেরে এসে, এক গেলাস গ্লুকোজ গোলা জল খেয়ে খালি ডিসপেনসারিতে রোগীদের পেট টেপা বেঞ্চে চিৎপাত। চারটে বাজল। সাড়ে চারটের সময় মেজমামা কলেজ থেকে এসে গেলেন। মশারির ভেতর আহত পাখি মশগুল হয়ে ঘুমোচ্ছে। ঘরের মেঝেতে লাকি ধনুকের মত পড়ে আছে। ছাদের ঠাকুর ঘরে দুটো মুনিয়া ঢুকেছিল। মাসীমা আবার খাঁচায় ভরে দিয়েছেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মেজমামা বললেন, 'এই বড়দার জন্যে আমাকে বাড়ি ছাড়তে হবে। এমন একটা দিন নেই যেদিন কোনো না কোনো একটা কাণ্ড ঘটায়নি। একা রামে রক্ষা নেই, তায় সুগ্রীব দোসর।'

সুগ্রীব মানে আমি। আমার কী দোষ? কী বলব। তর্ক করে লাভ নেই। মেজমামা বললেন, 'চল হে, বড়বাবুকে খুঁজে আনি। পাখির শোকে সন্ন্যাসী।'

মেজমামার হাতে টর্চ। একটু পরেই সন্ধে হবে। আর হবে লোডশেডিং। ভুতুড়ে অন্ধকার। আলো আসতে রাত দশটা তো বটেই।

উত্তরপাড়া, দক্ষিণপাড়া, ব্যায়লা পাড়া, ধামাপাড়া, ঘোরা হয়ে গেল। খেলার মাঠ থেকে ছেলেরা চলে গেল। পথঘাট নির্জন হয়ে আসছে। মন্দিরে শাঁখ, ঘণ্টা, কাঁসর বাজতে শুরু করেছে। বৃদ্ধরা রক ছেড়ে উঠে গেছেন। কোথাও পাত্তা নেই। না ষড়মামার, না পাখি-ধরা দলের।

মেজমামা রেগে বললেন, 'ওরা সব সিঙ্গাপুর চলে গেছে।'

'কেন মেজমামা?'

'যে জায়গার পাখি, সেই জায়গা থেকে ধরে আনতে গেছে। মনে নেই, সেই একবার চা কিনতে দার্জিলিং চলে গিয়েছিল? প্ল্যান করেছিল গোমুখ থেকে গঙ্গাজল আনবে। তোমার বড়মামা সব পারে। ডেনজারাস লোক।'

কথায় কথায় আমরা সাঁই বাগানের কাছে এসে গেছি। বহুকালের পুরনো বাগান। ভেতরে একটা দীঘি আছে। এক সময় পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ছিল। এখন জায়গায় জায়গায় ভেঙে পড়ে গেছে। বেওয়ারিশ বাগান। দিনের বেলা দীঘিতে সব নাইতে আসে। কেউ কেউ ছিপ নিয়ে বসে। সন্ধ্যের দিকে বড় কেউ একটা আসে না। ভয় পায়। বাগান না বলে জঙ্গল বলাই ভাল।

মেজমামা বললেন, 'এই সেই সাঁই বাগান। এক সময় কী ছিল আজ কী হয়েছে!'

কথা শেষ হবার আগেই ভেতরের ঝোপঝাড় দুলে উঠল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সাদামত কী একটা জিনিস ঝোপঝাড় ভেঙে তীরবেগে ছুটে আসছে আমার দিকে! ভয়ে মেজমামার কোমর জড়িয়ে ধরেছি, 'মেজমামা বাইসন!'

বড়মামা শিখিয়েছিলেন ভয় পেলেই চোখ বুজিয়ে ফেলবি। সে শিক্ষা ভুলিনি। ধড়াস করে একটা শব্দ হল। মানুষের গলা। চোখ খুললুম। রাস্তায় মুখ থুবড়ে কে একজন পড়ে আছে। গোঁ গোঁ শব্দ করছে। সন্ধ্যের ঝাপসা আলোয় চেনা চেনা মনে হচ্ছে। মেজমামা টর্চ ফেললেন। চেনা গেল আমাদের রামুদা। গঙ্গার ধারের বটতলায় ইটালিয়ান সেলুন যাঁর। মাঝে মাঝে আমাদের চুল ছাঁটেন।

মেজমামা ডাকলেন, 'রামু, রামু!'

রামুদা বললেন, 'ওরে বাবারে। আর করবনা। আমায় ধরো না।' টর্চের আলো না সরিয়ে মেজমামা বললেন, 'কে ধরবে?'

'ভূত!'

'আমরা মানুষ। মুকুজ্যে বাড়ির শান্তি।'

রামুদা পিট পিট করে তাকালেন।

'কোথায় তোমার ভূত?'

রামুদা উঠে বসলেন, 'ওই যে ওখানে। তেঁতুল গাছে।'

'কী করতে গিয়েছিলে ওখানে?'

'ছাগল খুঁজতে।'

'ভূত দেখেছ?'

'না, গলা শুনলুম। শুধু গাছের ওপর থেকে বললে, ব্যাটা রামু, আমাকে নামা।'

'তোমার নাম ধরে ডেকেছে?'

'হ্যাঁ, স্পষ্ট তিনবার।'

'ব্যাটা বলেছে?'

'হ্যাঁ মেজবাবু, ব্যাটা বলেছে। আর আমি বাঁচবনা। ভূতে ডাকলে আর বাঁচেনা মানুষ।'

'তোমার মাথা! চলো দেখি কোন গাছ?'

'মেজবাবু, আমি আর নাই বা গেলুম। গরীব মানুষ।'

www.BanglaBook.org

'চলো! আমার গলায় পইতে আছে, ভুতে কিছু করতে পারবেনা।'

অঘোর কত্তা। বুড়ো পয়সা দিতনা বলে ভোঁতা খুর দিয়ে দাড়ি চেঁচে খুব ফটকিরি বুইলে দিতুম। সেই অঘোর কত্তা তেঁতুল গাছে বাসা বেঁধেছে।'

'তোমার মুণ্ডু। ভূত কি পাখি? চলো আমার সঙ্গে। পাঁচিল টপকে বাগানে।'

'আজ আর আমায় কেউ বাঁচাতে পারবে না মৃত্যুই লেখা আছে কপালে! শীতের ভোরে গঙ্গাস্নান করা গলায় রামুদা রামনাম করছে।'

তেঁতুলতলায় আসতেই মগডাল নড়ে উঠল। বড়মামার ট্রেনিং-চোখ বুজিয়ে ফেলেছি। ঘাড় মটকাক আমি দেখছি না!

গাছের ওপর থেকে ক্ষীণগলায় কে বললে, 'কে আছো?'

মেজমামা হেঁকে বললেন, 'কে? বড়দা?'

গাছ থেকে বললে, 'কে? মেজো?'

'ওখানে কী করছ তুমি?'

'পাখি ধরতে ডালে ডালে উঠেছি ভাই। আর নামতে পারছিনে!'

'বেশ করেছ। ওইখানেই থেকে যাও। পাকলে আপনিই খসে পড়বে।'

'ভাইরে! একি রাগারাগির সময়? আমাকে নামা ভাই।'

'নামা ভাই!' মেজমামা রেগে উঠলেন, 'নামাবো কী করে? নিজে নিজে নেমে এস।'

'সে আমি পারবো না। পারলে অনেক আগেই নেমে পড়তুম।'

'আমরা কীভাবে নামাবো? এ কী সহজ কাজ?'

'ফায়ার ব্রিগেডে খবর দে ভাই। আর পারছিনা। সারাটা দুপুর শালিকে ঠুকরে ঠুকরে মাথার ঘিলু বের করে দিয়েছে। এখন মশা আর লাল পিঁপড়েতে ছিঁড়ছে। এইবার সত্যি সত্যিই আমি ধুম করে পড়ে যাব।'

ফোন করার পনের মিনিটের মধ্যে দমকলের ঘণ্টা শোনা গেল।

www.BanglaBook.org

দমকল আসছে। পেছন পেছন ছুটে আসছে সারা পাড়া—'আগুন লেগেছে! আগুন!'

দমকলের অফিসার গাড়ি থেকে নেমেই জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় সেই পাগল?'

আমি বলতে যাচ্ছিলুম, পাগল নয়, বড়মামা। মেজমামা আমার মুখ চেপে ধরলেন।

বললেন, 'তেঁতুল গাছের মাথায় চড়ে বসে আছে।' এ মশাই সেই পাগলটা। কাল হাওড়া ব্রিজের মাথায় চড়ে পাক্কা সাড়ে চারঘণ্টা আমাদের নাচিরে মেরেছে।'

মেজমামা বললেন, 'এ সে নয়, অন্য আরেকটা!'

'সে আমরা দেখলেই চিনতে পারব।'

দমকল ছুটলো সাঁইবাগানের দিকে। পেছন পেছন ছুটছে সারা পাড়ার লোক। বাচ্চারা চেল্লাচ্ছে, 'দমকল আসছে, দমকল।'

বড়মামা নামলেন। পাড়ার লোক চিনতে পেরেছে, 'আরে, এ যে আমাদের ডাক্তারবাবু গো!' হুই হই ব্যাপার। সার্চলাইটের আলোয় সাঁইবাগানে উৎসব লেগে গেছে। ঘুম ভাঙা হনুমানেরা হুপহাপ করছে। পিঁপড়ের কামড়ে আর লজ্জায় লাল বড়মামা বাড়ি ঢুকেই বললেন, 'এ তোদের ষড়যন্ত্র!'

মেজমামা বললেন, 'তার মানে? এই ভজঘট করে নামানোটা ষড়যন্ত্র হল?'

'অবশ্যই হল। তোরা ঘণ্টা বাজাতে দিলি কেন? কেন তোরা নীরবে, নিঃশব্দে আমাকে নামালিনা? সারা পাড়ার লোক কেন জানবে আমি গাছের মাথায় আটকে গিয়েছিলুম? জানিস আমাকে প্র্যাকটিস করে খেতে হয়।'

পরের দিন সকালে আরও মজা—কে যেন খবরটা সংবাদপত্রে ছেড়ে দিয়েছে—

'তেঁতুলগাছে ডাক্তার'

শাপে বর হল। বড়মামার পসার বেড়ে গেল। চেম্বারে রোগী ধরে না। তবে উল্টো পসার। কেউ নিজেকে দেখাতে আসেন নি। সবাই ডাক্তারকে দেখতে এসেছেন।

www.BanglaBook.org

আমি ও টম

গলায় নতুন বগলস পরে দরজার সামনে বসে আছে টম। টম আমার কুকুর। গায়ের রঙ বাদামী। কপালে একটা সাদা তিলক। লেজটা বেশ মোটাসোটা। মেঝেতে আয়েস করে ফেলে রেখেছে। ন্যাজের ডগাটা আবার সাদা। মাঝে মাঝে যখন জোরে হাওয়া দিচ্ছে চোখ যেন বুজে আসছে। কানের পাশের লোম উড়ছে ফুরফুর করে। হাওয়ায় ঘাড়ের লোমে ঢেউ খেলে যাচ্ছে।

আমাদের দুজনেরই খুব মন খারাপ। দুজনেই বকুনি খেয়ে দরজার সামনে বসে আছি। আমি শুধু বকুনি খেয়েছি, টম আবার খবরের কাগজ পেটা খেয়েছে।

'তোকে তখন আমি বারবার বললুম চাদর ধরে অমন করে টানাটানি করিসনি। ছিঁড়ে যাবে। খেলার সময় তোর তো কোনো জ্ঞান থাকে না। নতুন চাদর ছিঁড়ে দিলে মা রাগ করবে না? সব মা'ই রেগে যাবে। একটা চাদরের দাম জানিস?'

টম উদাস চোখে একবার তাকিয়ে চোখ আধবোজা করে আবার হাওয়া খেতে লাগল।

'তোকে না আমি বলেছি কোনও কথা বুঝলে প্যাটাপ্যাট ন্যাজ নাড়বি। তা না হলে আমি বুঝব কী করে কথাটা তোর কানে গেল কি গেল না! তোর আজকাল খুব ডাঁট হয়েছে। বিলিতি কুকুর বলে মাথা কিনে নিয়েছিস। কেমন মার খেলি?'

টম ন্যাজ নাড়ল। খুব মন খারাপ। তাই ন্যাজ তেমন জোরে নাড়ল না। পুটুক পুটুক করে দুবার নেড়ে বুঝিয়ে দিলে, তোমার কথা বুঝেছি। টমের সঙ্গে আমার কথাবার্তা এই

www.BanglaBook.org

ভাবেই হয়। দুজনের ভাষা আলাদা হলেও দুজনেই দুজনকে বুঝতে পারি। ওর অকারণ ঘেউ-ঘেউটা বুঝি না ঠিকই, তবে ওর ন্যাজের আর চোখের ভাষা আমি বুঝি।

'এই টম! বাব্বা, তোর দেখছি আমার চেয়েও প্রেসটিজ-জ্ঞান বেশি। এত করে ডাকছি, একবার তাকা না।'

উদাস চোখে আমার দিকে একবার তাকিয়েই টম সামনের থাবায় মুখ রেখে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। 'তোর আর কি! মন খারাপ, লম্বা হয়ে ভর সন্ধ্যেবেলা শুয়ে পড়লি। আমার তো আর সে-উপায় নেই। এখুনি পড়তে বসতে হবে। আলো না থাক, মা নাকের ডগায় শেজ জেবলে দিয়ে যাবে। কাসতে কাসতে আমার শিক্ষকমশাই আসবেন। এক বস্তা খাতা, এক ধামা বই। আমি যদি তোর মতো কুকুর হতুম রে! দুজনেই বসে থাকতুম পাশাপাশি, গলায় বাদামী রঙের নতুন বগলস পরে। তবে আমি তোর চেয়ে একটু চালাক হতুম। বিছানার চাদর ধরে টানাটানি করে মার খেতুম না। আর কী হবে বল? দুঃখু করিসনি। তুই চাদর ছিঁড়ে মার খাস, আমি অঙ্ক ভুল করে মার খাই। দুজনেরই এক বরাত।'

আমি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললুম, টমও দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল।

আমাদের দুজনকে শোবার ঘর থেকে কান ধরে বের করে দিয়ে মা গা ধুতে গিয়েছিল। বাথরুম থেকে বেরিয়েই আবার বকাবকি শুরু করেছে। টমকে বলছে, 'ওর কাছ থেকে সরে এসো। দরজার সামনে আর বসতে হবে না। একে রামে রক্ষে নেই, দোসর সুগ্রীব। তুমি এত হুড়ে ছিলে না। ওর পাল্লায় পড়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছ। যাও, ঘরে যাও।' টম অমনি সুড়সুড় করে ঘরে চলে গেল। বা রে মজা! যত দোষ নন্দ ঘোষ!

আমি কী করেছি! টম শুয়ে ছিল। আমি ঘরে ঢুকতেই গা ঝাড়া দিয়ে উঠে ন্যাজ নাড়ল, একবার ডন্ মারল, তারপর লাফ মেরে মেরে আমার হাতটা ধরার চেষ্টা করতে লাগল। তার মানেটা কী? শুয়ে থেকে থেকে শরীরে জং ধরে গেল, এসো এক পক্কড় খেলা হয়ে যাক। তখন বালিস নিয়ে, বল নিয়ে, ফেদার ডাস্টার নিয়ে, সে কী হুটোপাটি? মেঝে থেকে খাটে,

www.BanglaBook.org

খাট থেকে মেঝেতে। কখনও আমি নিচে, টম আমার ঘাড়ে, কখনও টম নিচে, আমি তার ঘাড়ে। উঃ কী লাফান লাফায় টম! জিভ বের করে হ্যা-হ্যা করছে। ঝুল কাটছে। তেড়ে তেড়ে এসে পা জড়িয়ে ধরছে। আমি একবারও বলেছি, টম তুই চাদরটা ছেঁড়! এসব কথা কেউ বলতে পারে!

রাত আটটার সময় মাস্টারমশাই চলে গেলেন। পাটিগণিত, জ্যামিতি, গ্রামার, বিজ্ঞান মাথায় ম্যারাকাস বাজছে। রান্নাঘরের কাছে মা খুব লাফাচ্ছে। মনে হয় আরশোলা বেরিয়েছে। এখন খুব 'খোকা খোকা।' খোকা যাবার আগেই আর এক খোকা, টম গিয়ে হাজির। টমটা দেখছি মায়ের এক নম্বর চামচা। আরশোলা নয়, ইয়া বড় এক কোলাব্যাঙ। বাগান থেকে উঠে এসেছে বোধহয়। ব্যাঙটা দেয়ালের কোণে থপাক থপাক করে লাফাচ্ছে।

সব ব্যাপারেই টমের আগ বাড়িয়ে যাওয়া চাই। একটা হীরো হীরো ভাব। ঘাড় কাত করে ব্যাঙটাকে দেখছে আর গোঁ গোঁ করছে। মা বলছে, 'ওরে, তুই তো খুব ফুটবল খেলিস, এক কিকে ওটাকে বাইরে পাঠাতে পারছিস না।'

'পাঠাব কী করে মা? তোমার টম যে আগেই ওখানে গিয়ে মস্তানি করছে।'

টম ভেবেছে ওটা একটা বল? লাফাচ্ছে আবার পড়ে যাচ্ছে। মাঝে-মাঝে টুকুস টুকুস করে থাবা বাড়াচ্ছে আবার টেনে নিচ্ছে। হঠাৎ সাহস খুব বেড়ে গেল। ঘ্যাঁ ঘ্যাঁক করে ব্যাঙটাকে কামড়ে ধরেই ছেড়ে দিয়ে পেছিয়ে এল।

বাবা! ব্যাঙের বিষ তো জানো না! ঠাসা বিষ, দিয়েছে টমের মুখে ঢেলে। টমের মুখে গ্যাঁজলা। অসহ্য যন্ত্রণায় মেঝেতে শুয়ে পড়ে কাতরাচ্ছে। ব্যাঙটা বোধহয় মরেই গেছে। চারটে ঠ্যাং ওপরে তুলে কোণে পড়ে আছে। মাঝে মাঝে নড়ছে।

মা ভীষণ ঘাবড়ে গেছে। ঘাবড়ালে কী হবে, আমাকে ঘাবড়াতে ভোলেনি।

'এ কী হল রে? টম, টম! যাঃ, বাঁচবে তো? যদি মরে তো তোর জন্যেই মরবে। এত বড় ছেলে হলি, না মারতে পারলি

www.BanglaBook.org

ব্যাঙটাকে একটা লাথি, না পারলি টমটাকে আটকাতে। অপদার্থ!'

'কী করে বুঝব মা, বলা নেই কওয়া নেই তোমার টম ইডিয়েটের মতো ব্যাঙটাকে কামড়াতে যাবে।' ফরাসীরা ব্যাঙ খায়। কই তাদের মুখ দিয়ে তো গ্যাঁজলা বেরোয় না। ব্যাঙ কি সাবান দিয়ে তৈরি? তা না হলে টমের মুখ দিয়ে এত ফেনা বেরোচ্ছে কী করে? একটা জিনিস বুঝলুম, কুকুরের পেটে দুটো জিনিস সহ্য হয় না, এক ঘি, দুই ব্যাঙ।

টমের অবস্থা যত খারাপের দিকে যাচ্ছে, মায়ের উত্তেজনা ততই বাড়ছে। আর যা হয়! মায়ের যেমন স্বভাব! কী করবে বুঝতে পারছে না, অসহায় অবস্থা, চোখ বেয়ে জল নামছে। আমারও মনটা খুব খারাপ হচ্ছে। টম আমার বন্ধু। মা বলে আমরা দুটো ভাই। একজন দ্বিপদ, আর একজন চতুষ্পদ।

বাবা এসে পড়লেন। না এলে কী হত। বাবা সব শুনে বললেন, 'দুধ আন। ডিম আছে, ডিম?' দুধ এল, ডিম এল। ডিমের সাদা অংশটা দুধে মিশিয়ে বেশ করে ফোটান হল। এইবার টমকে খাওয়াতে হবে। যেমন করেই হোক মুখে ঢুকিয়ে দিতে হবে। উঃ, সে কী দুঃসাধ্য ব্যাপার!

সেই এগ ফ্লিপ খেয়ে টম দুদিন বেহুঁস হয়ে পড়ে রইল। উঃ, ব্যাঙের কী নেশা।

আমরা যেমন অসুখ থেকে উঠলে ঝোলভাত খাই টমও তেমনি তিনদিনের দিন উঠে দুধ-ভাত খেল। শরীরটা খুবই দুর্বল। দুজনে বসে আছি দরজার কাছে। একটু আগে মা বলে গেছে, 'দরজার সামনে বেশিক্ষণ বসে থেকো না টম, এখনও শরীরটা তেমন সারেনি। তোমার জায়গায় গিয়ে শুয়ে পড়ো।

একগাদা বাদুলে পোকা ফলসা গাছের তলায় বিজ-বিজ করছে। টম ঘাড় কাত করে, কান খাড়া করে পোকাগুলোকে দেখল। মুখ দেখে মনে হল খুব ইচ্ছে করছে একবার খোঁচা-খুঁচি করে। কিন্তু কিছু করল না। উদাস হয়ে রইল। একটা টিকটিকি চলে গেল সড়সড় করে। একবার ঝিঁকি মেরে উঠেছিল। আর একটু হলেই দৌড়ে ফেলত। খুব সামলে

www.BanglaBook.org

নিল নিজেকে। অ্যায়, এইবার একটা ব্যাঙ বেরিয়েছে। সেই কোলা। থপাক থপাক করে চলেছে। খুব মন দিয়ে জিনিসটাকে দেখছে। ডান দিক থেকে বাঁ দিকে চলে গেল। চোখের বাইরে যেতেই টম একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। আমি বললুম, 'যাও না, যাও, আর একবার হয়ে যাক।' টম আমার দিকে তাকালইনা।

কিছুক্ষণ পরে একটা শামুক বেরোল। ধীরে ধীরে রেলগাড়ির মতো চলেছে, পিঠে খোল, সামনে বাড়া দুটো শুঁড়, শুঁড়ের মাথায় দুটো কালো ফুটকি চোখ। টমের চোখে-মুখে ভীষণ একাগ্রতা। আমরা যেভাবে পুজোর মিছিল দেখি সেই ভাবে দেখছে। একেবারে নতুন ধরনের জীব। বসে-বসেই দুবার নেচে উঠল। পা উসখুস করছে। গলা বাড়িয়ে মুখ ঝুঁকিয়ে দেখছে। 'টম, আর চালাকি করতে যেও না। মরবে।' ভুক ভুক করে আমাকে বোধহয় বলতে চাইল, নিজের চরকায় তেল দাও। তড়াক করে লাফিয়ে গিয়ে এক থাবা মারতেই শামুকটা ভেতরে ঢুকে গেল। আমি বললুম 'টম ম্যাজিক।' টম তখন দুটো থাবা দিয়ে সেটাকে নিয়ে ফুটবলের মতো খেলতে শুরু করেছে। 'শামুক বলে বেঁচে গেলি। তা না হলে আবার এগ ফ্লিপ্, দুদিন ঘুম।' শামুকটাকে এ'পা থেকে ও'পায়ে ঠেলে দিয়ে টম ভোও করে জানিয়ে দিল জিনিসটা তো মন্দ নয়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

টম আর দুলী

কুকুরটা আমাদের বাড়িতে একদিন এসেছিল। হঠাৎ রাস্তা থেকে চলে এসেছিল গেটের ফাঁক দিয়ে। তখন সে ছোট ছিল। খুবই ছোট। তা না হলে ফাঁক দিয়ে গলবে কি করে! সাদা ধবধবে গায়ের রঙ। মুখটা ভোঁতা মত। কান দুটো ঝোলা ঝোলা। ঢুকে কোনও শব্দ করেনি, কেঁউ কেঁউ করেনি। পাঁচিলের পাশে গুটিসুটি মেরে চুপ করে বসেছিল। চোখে মুখে ভয় ভয় ভাব। কুকুরটাকে দেখে মা তাড়াতে চেয়েছিলেন। তেড়েও গিয়েছিলেন। কে যেন বললে, 'আহা! ওর মা-টা কাল মাঝারাতে গাড়ি চাপা পড়ে মারা গেছে! এক্ষুনি একটা ইয়া বড় কেলেমত কুকুর তেড়ে আসতেই ভয়ে তোমাদের বাগানে ঢুকে পড়েছে।'

মা-মরা কুকুর দেখে আমার মায়ের মন নরম হল। ভাল করে দেখলেন জিনিসটাকে। 'বেশ দেখতে রে! তবে বড় হলে ওই হুমদো নেড়িই হবে।

মনুদি আমাদের বাড়ি কাজ করে। বাগানের রাস্তা ঝাঁট দিচ্ছিল। সে ত অনেক কিছু জানে। সেই বললে, 'না গো দিদি, ওর, মা-টাকে খুব ভাল দেখতে ছিল গো। বেলেতি কুকুরের মত।'

মা বললেন, 'এসেছে, থাকে থাক। কিন্তু টম যদি দেখতে পায়? সেটা ত একটা মহা গুণ্ডা? সে ত সহ্য করবে না। হিংসেতে জ্বলে মরবে।'

মনুদি সেই বোকাবোকা কুকুর ছানাটাকে তখন বোঝাতে

www.BanglaBook.org

লাগল, 'এসেছিস, থাক। তবে ভুলেও ভেতরের উঠোনে যাবিনা। ওখানে টম আছে। টমের জমিদারির বাইরে থাকবি।'

চোখ পিট পিট করে, পুটুক-পুটুক করে ল্যাজ নেড়ে নেড়ে সব কথা শুনল। মনে হয় বুঝতে পেরেছে, সে গরীবের ছেলে। গরীবের ছেলের মতই বাগানে, বড় জোর সদরের সিঁড়ির ধাপে তাকে থাকতে হবে। খেতে পায় ভাল, না পায় নিজেকেই যোগাড় করে নিতে হবে।

কুকুরটা সেই থেকেই রয়ে গেল। মায়ের কেমন মায়া পড়ে গেল। টম একদিন কেবল বকাঝকা করেছিল। পরে বুঝেছিল দিশী কুকুর তার মত খাস বিলিতির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না। ওটাকে নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনও দরকারই নেই।

রোজ মাংস দিয়ে টমের ভাত রান্না হয়। বেলা একটার সময় চানটান করে বাবু হয়ে খেতে বসে। তখন তার কি মেজাজ! কাছে গেলে গড়ড় গড়ড় শব্দ করে। তখন পৃথিবীর কাউকে সে চেনেনা। কোন কোন দিন খিদে কম থাকলে দুটি ভাত পড়ে থাকে। মাংস থাকে না। টম আমাদের চেয়ে চালাক। ভাত ফেলে রাখলেও বেছে বেছে সব মাংস খেয়ে ফেলে। সেই মহাপ্রসাদ পায় ওই কুকুরটা। তিন চারদিনের মধ্যে তার একটা নামও রাখা হয়েছে। নামটা তেমন ভাল নয়। দুলী। দুলীর খাওয়া-দাওয়ার তেমন ঠিক-ঠিকানা থাকে না। যে যখন পারে এই নে দুলী বলে মুখ থেকে বের করে দেয়। দুলীর রাতের খাওয়াটা মোটামুটি ঠিক থাকে। খানকতক শুকনো রুটি। টম তখন চকর চকর করে এক বাটি দুধ খায়, চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে।

টম ঘুমোয় খাটে। নরম-গরম বিছানায়। দুলী শুয়ে থাকে বাড়িতে ঢোকার দরজার বাইরে সিঁড়ির ধাপে, পাপোসের ওপরে। শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই, বর্ষা নেই দুলী দরজার বাইরে শুয়ে, এঁটো কাঁটা খেয়ে বড় হয়ে উঠল।

দুলীর ওপর মায়া পড়ে গেল। কেমন যেন ভয়ে ভয়ে থাকে। করুণ চোখে তাকায়। খিদে পেলে ল্যাজ নাড়ে, বসে বসে দুলতে থাকে দুপাশে। ডাকেনা। লাফিয়ে উঠে আমাদের আদুরে

www.BanglaBook.org

টমের মত হাত থেকে খাবার কেড়ে নিতে চায় না। সদর সিঁড়ির ধাপে শোয় বটে, কেউ এলে কি গেলে সসম্মানে উঠে দাঁড়িয়ে একপাশে সরে যায়। 'কি-রে দুলী' বলে ডাকলে অবাক হয়ে তাকায়।

মা মাঝে মাঝে বলেন, 'আমাদের বাঁদর টমের চেয়ে দুলী শতগুণে ভাল। কোনও বায়নাক্কা নেই। শুকনো ভাত, ডাল ভাত যাই দাওনা কেন লক্ষ্মী মেয়ের মত খেয়ে নেয়। মোটা মোটা শুকনো রুটি তাই ওর কাছে অমৃত। আর আমাদের টম, যেন নবাব। এক বাটি মাংস না হলে বাবু মুখ ভার করে বসে থাকবেন। খাবার ছোঁবেনই না। বেষপতিবার বেষপতিবার ওকে খাওয়াতে আমার জীবন বেরিয়ে যায়।

টমের সঙ্গে মা আমার নাম, স্বভাব সবই জুড়ে দেবেন। আমরা দুজনে নাকি টাকার এপিঠ আর ওপিঠ। একজন মানুষের ভাষায় কথা বলে আর একজন কুকুরের ভাষায়—এই যা তফাৎ।

টম যখন খেতে চায়না, খাবার ফেলে রেখে দুষ্টুমি করতে ছোটে, কাক তাড়া করে, মা তখন বলেন, 'দুলী টমের খাবারটা খেয়ে যা ত?' তখন টম ঘেউ ঘেউ করে অদৃশ্য দুলীকে বারকতক বকে ধমকে সড়সড় করে খেতে চলে আসে। দুলীর যখন খুব খিদে পায় তখন বাইরে থেকে রান্নাঘরের জানলায় সামনের দুটো পা তুলে দিয়ে কুঁই কুঁই করে। মাকে বোধ হয় বলতে চায়—তোমরা ত সারা সকাল অনেক কিছুই খেলে, তোমাদের টম বিস্কুটের পর বিস্কুট সাবাড় করল, আমাকে কিছু দাও। মা যা দেবেন তা ত জানাই আছে, রুটি, দুধ, ছানা, মাংস সব টমের।

খুব বৃষ্টি পড়ছে। দুলী গুটিসুটি মেরে বাইরে সিঁড়ির ধাপে শুয়ে আছে। বৃষ্টির ছাটে গা ভিজে যাচ্ছে। দরজা খুলে কেউ দুলীকে ভেতরে ডাকে না। টম আছে যে। নেড়ীর সঙ্গে মিশলে বিলিতির জাত যাবে। পুরো বর্ষাটাই দুলী ভিজে কাটিয়ে দিলে। শীতেও গিয়ে শোয় বাগানে, যেখানে গাছের শুকনো পাতা জড়ো করা আছে। টম শোয় নরম বিছানায়। শীতে তার গায়ে থাকে লেপ। সেই লেপটাকেই ও আবার মাঝে মধ্যে খুব খেলা পেয়ে গেলে দাঁত দিয়ে ধরে ঝটাপটি করে।

www.BanglaBook.org

দুলীর ওপর মায়ের খুব মায়া পড়ে গেছে। রোজ দুপুরে আর রাতে খাবার নিয়ে বাইরে এসে ডাকেন—দুলী আয় দুলী! দুলী যেখানেই থাক দৌড়ে চলে আসবে। মা আদরের গলায় বলবেন—'কখন থেকে ডাকছি! আসবি ত! আয়! এক্ষুনি কাক আর কাঠবেড়ালীতে সব খেয়ে যাবে।'

সেদিন মা বাইরে এসে কতবার ডাকলেন। দুলী কিন্তু এল না। মা রাগ করে গাছতলায় ভাত রেখে চলে এলেন। 'যখন তোমার খুশী এসে খেও। পাড়া বেড়াতে বেরিয়েছেন।' সারা বেলা চলে গেল দুলী এল না। কাক আর কাঠবেড়ালীতে মারামারি করে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে সব খেয়ে গেল। রাতে রুটি নিয়ে মা ডাকাডাকি করলেন। দুলী এল না। সিঁড়ির ধাপে রুটি কখানা ফেলে রাখলেন। কোথায় গেছে কে জানে। যদি আসে খেয়ে শুয়ে পড়বে। মায়ের মনটা খুব খারাপ হয়ে গেছে। মাঝরাতে উঠে দরজা খুলে দেখে এলেন বললেন 'নাঃ আসেনি। বোধ হয় মারাই গেছে।' সকালে সিঁড়ির ধাপে সেই রুটি পড়ে রইল! দুলী আর এল না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মেজমামার বই বাড়ছে, বড়মামার বাড়ছে জীবজন্তু আর মাসিমার চড়ছে মেজাজ। রোজ মাসিমার স্কুল বন্ধ। দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর আমাকে বললেন, 'চলো লেগে পড়ি। আমাদের লাইফে তো বসার কোনও সময় নেই।'

লেগেপড়া মানে দু'জনে মিলে খুঁজে খুঁজে বের করা বড়মামার জীবজন্তুরা কি কি অপকর্ম করছে। ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ কতটা। বড়মামার কুকুরের সংখ্যা আপাতত সাত। শোনা যাচ্ছে আরও দুটো আসছে। একটা গোল্ডেন রিট্রিভার, আর একটা হাউন্ড। গোল্ডেন রিট্রিভারের রূপের বর্ণনা শুনে শুনে আমাদের তখন মনে হতে শুরু করেছে—ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ নয়, গোল্ডেন রিট্রিভার। বড়মামাকে প্রশ্ন করেছিলুম—'বড়মামা, সব কিছুর একটা সীমা আছে তো! এত কুকুর কি হবে? সাতটা আছে, দেখতে দেখতে নটা হবে। এরপর তো কুকুর রাখার আর জায়গা থাকবে না।'

'সে তুমি বুঝবে না। আমি গবেষণা করছি। আমার গবেষণার জন্যে কুকুরের প্রয়োজন।'

'গবেষণার তো কিছু দেখছি না। ওরা খাচ্ছে-দাচ্ছে, ঘেউ ঘেউ করছে আর দুষ্টুমি করছে। আর আপনি একে বিস্কুট ছুঁড়ে দিচ্ছেন, ওর মাথায় চাঁটা মারছেন। এর নাম গবেষণা!'

'শোনো শোনো, এ তোমার মেজবাবুর গবেষণা নয়। আমার এই গবেষণা সমস্ত কুকুর জাতির স্বভাব পাল্টে দেবে। এই যে কুকুরে কুকুরে দেখা হলেই খেয়োখেয়ি, সেই খেয়োখেয়ি আর হবে না। সব কুকুর ভাই ভাই হয়ে যাবে। মানুষ যেটা ভুলে গেছে।

www.BanglaBook.org

আমার এইটা হল কুকুরদের ট্রেনিং ক্যাম্প। ধরো এখানে সাতশো কি আটশো কুকুরকে ট্রেনিং দিয়ে দিয়ে দিকে দিগন্তে ছড়িয়ে দিলুম। সেই ট্রেইনড কুকুর তখন এক এক এলাকার কুকুরকুলকে মানুষ করে দেবে। একেবারে মানুষ।'

মেজমামা পরিকল্পনা শুনে বলেছিলেন, 'একেবারে মানুষ হলে তো সেই একই হয়ে গেল। আবার খেয়োখেয়ি। তুমি কি করতে চাইছ? কুকুরকে মানুষ, না মানুষকে কুকুর, না কুকুরকে কুকুর! আগে ঠিক করে নাও।'

'থাক তোমাকে আর গুলিয়ে দিতে হবে না। তুমি হলে সেই কথামালার শৃগাল, বাঘকে যে খাঁচায় বন্দী করে ছেড়েছিল। আমি আমার মত চলি তুমি তোমার মত। তোমার ছাইপাঁশ গবেষণায় আমি নাক গলাই!'

মাসিমা বললেন, 'এই দ্যাখ বড়দার খরগোস মেজদার অক্সফোর্ড ডিক্সনারির এ থেকে ডি পর্যন্ত চিবিয়ে খেয়েছে। মেজদা একবার দেখলেই ক্ষেপে যাবে। আর ক্ষেপে যাবারই তো কথা।'

'এই দ্যাখো মাসি, বড়মামার সেই ধেড়ে বেড়ালটা এমন সুন্দর সোফার ফোমটাকে আঁচড়ে কি রকম দাগ দাগ করে দিয়েছে।'

'সে কি রে, এই তো পরশু দিন নতুন করে দিয়ে গেল। আর পারি না। এ বাড়িতে ওই কুকুর, বেড়াল, ছাগলই থাক, চল আমরা পালাই।'

তিনটে চাদর বড়মামার কুকুরে ফালাফালা করেছে। আমি জানি বড়মামা বলবেন, 'ও কিছুই না। সাতটা কুকুরের উচিত ছিল সাত সাতটা চাদর ফালা করার।' তারপর গলাটাকে গম্ভীর করে বললেন—'কি হয়েছে কি, চাদরের ঝোলা অংশে তো বেশ ভালই ঝালর মতো করে দিয়েছে। ডেকরেশান।'

মাসিমা বললেন, 'তাহলে, এই সপ্তাহে বড়বাবুর পেয়ারের জন্তুরা কি কি উপকার করল—তিনটে চাদর খতম। সোফার ফোমলেদারে বেড়ালের নখের নকশা। মেজবাবুর ইংরেজি ডিক্সেনারির এ থেকে ডি হজম। শিকার ধরতে গিয়ে বড়বাবুর পেয়ারের হুলো আমার বাঁয়া তবলাটা চুরমার করেছে। সবচেয়ে শয়তান

www.BanglaBook.org

ছোট কুকুরটা তোর হাওয়াই চপ্পলটাকে সজনে ডাঁটার মতো চিবিয়েছে। একটা সপ্তাহের পক্ষে যথেষ্ট, কি বলিস বুড়ো।'

'এখনও তো তুমি গরু আর ছাগলের দিকে যাওনি মাসি। ও পাড়ায় কি হয়ে আছে কে জানে?'

'ও ছেড়ে দে, বাগানে তো একদিকে চলেছে বৃক্ষ রোপণ উৎসব, আর একদিকে বৃক্ষ হনন। বড়কর্তার পেয়ারের লক্ষ্মী তো বিশ্বপেটুক। সব কটা কলাগাছ মুড়িয়ে খেয়েছে। আর প্রাণের ছাগল রামু তো দেখি আজ দুপুরে বাগানের বেড়াটাকে টেস্ট করার চেষ্টা করছে। আর তিন দিন। তিনটে দিন পরে দেখবে বেড়া ফাঁক। বড় কর্তাকে বললেই বলবে, রিসার্চ হচ্ছে গবেষণা। ছাগলের হজম শক্তি দেখেছিস কুশি। ওদের হজম-রস থেকে একটা ওষুধ যদি কোন রকমে বের করতে পারি তো, মার দিয়া কেল্লা। মানুষ তখন ছাতার বাঁট খেয়ে হজম করবে। দুটো পাগলে আমার জীবনটা শেষ করে দিলে!'

'মেজমামা অতটা নয়।'

'ওই একই। টাকার এ-পিঠ আর ও-পিঠ। বাড়িতে বই রাখার আর জায়গা আছে? সেলি বলেছে, আলমারি থেকে সব কাপড়-জামা বের করে দিয়ে বড় মাপের বইগুলো রাখবে। যুক্তিটা শুনবি, কাপড়-জামা পুটলি করে যেখানে হোক রাখা যায়, দামী দামী বই তো আর পুটলি পাকানো যায় না। বই হল জ্ঞানের ভাণ্ডার। গুচ্ছের জামা-কাপড়ে কি হবে।'

'মেজমামা বলছিলেন, জানিস বুড়ো, কি দেখলে আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারিনা, অথচ জানিস শেষ মাসে না আমার দশপয়সার মুড়িও জোটে না।

'রাখ তো ওসব বাহারের কথা। দিন দিন ভুঁড়িটা কি রকম বাড়ছে দেখছিস, না খেলে ভুঁড়ি হয়?'

'না, সে ভুঁড়ি হবার অন্য কারণ আছে। সে কথাও আমাকে বলেছেন। কি কষ্ট রে বুড়ো, একেবারে ডবল টানা। ডবল টানাটা কি জানো, সকালে খেতে বসে দু'জনের খাবার খেয়ে নেন। দুপুরে টিফিন আর খেতে হয় না।'

'সে না হয় সকালে। আর রাতে? সেদিন রাতে গল্প করতে

www.BanglaBook.org

করতে পঞ্চাশখানা লুচি খেয়েছে। ভাবতে পারিস বুড়ো! পঞ্চাশখানা লুচি!'

'সে কথাও আমাকে বলেছেন। বললেন, লুচি মানে কি? লুচি মানে এয়ার, বাতাস। ফক্কিকারি জিনিস। একশোটা ফুলকো লুচিতে কতটা ময়দা থাকে? তুই লুচির সংখ্যা দেখবি না ময়দার ওজন দেখবি! তোর বিজ্ঞান কি বলে?'

'ওসব ছেলেভোলানো কথা তুই শুনিস। আমাকে বোঝাতে আসিস নি। মেজদা চিরদিনই ভোজনবিলাসী। আমি সেদিন লণ্ড্রীতে জামা পাঠাতে গিয়ে বুকপকেট থেকে রেস্তোরাঁর একটা বিল পেয়েছি। বাষট্টি টাকার চিকেন তন্দুরি খেয়েছে।'

'যাক গে কারুর খাওয়া নিয়ে কথা বলতে নেই।'

'না আমি তা বলছি না, তবে কি জানিস বেশি খাওয়া ঠিক নয়। শরীর তাড়াতাড়ি ভেঙে যায়, এই আর কি?'

'এইবার আমি একটা নোটিশ দেবো। এ বাড়িতে বই আর বাড়বে না, জীবজন্তুও বাড়ানো চলবে না। সব কিছুরই একটা সীমা আছে।'

'মাসি, জ্ঞান যে অসীম।'

'তুই থাম। কটা বই পড়েছিস!'

'মেজমামা বলেন, বইয়ের মলাটে হাত দিলেই অর্ধেক পড়া হয়ে যায়।'

'আর বাকি অর্ধেক? সেই হিসেবে তো হাজার কয়েক বই পড়তে হবে।'

আমাদের কথা বন্ধ হয়ে গেল। বাইরে থেকে কে খুব চিৎকার করে ডাকছে, 'বাবু, বাবু।'

আমরা ছুটে গেলুম। একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর কাঁধে ঝুলছে বিশাল এক তারের খাঁচা। খাঁচায় অনেক পাখি কিচির মিচির করছে।

'মাসিমা বললেন, 'কি ব্যাপার!'

'ডাগদার সাব।'

'ডাগদার সাব বাড়ি নেই।'

মাসি বেশ রেগে রেগে উত্তর দিচ্ছে।

www.BanglaBook.org

লোকটি বললে, 'ডাগদার সাব ভেজিয়েছেন। এই যে চিঠি।'

মাসিমা চিঠিটা আমার হাতে দিয়ে বললে, 'পড়।'

আমি জোরে জোরে পড়লুম, 'কুশি বোনটি আমার, রাগ করিস নি। জীবে দয়া করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। এর পর আর মনে হয় কিছু বলার থাকে না। খাঁচাটার ডেলিভারি নিয়ে নিস। তোর হিসেব থেকে লোকটাকে এখন তিনশো টাকা দিয়ে দিস। আমি তোকে সুদ সমেত চারশো টাকা দেবো। মনে রাখিস জীবে দয়া। জিভে দয়া নয়। যা মেজ-র ধর্ম।'

মাসিমা সাধারণত ইংরেজি বলেন না, আজ এত রেগে আছেন, যে চিঠিটা শেষ হওয়া মাত্রই লোকটিকে বললেন, 'গেট আউট।'

সে 'গেট আউট'-এর কি বুঝবে। সে হাসি হাসি মুখে বললে, 'হ্যাঁ মা।'

মাসিমা তখন বললেন, 'বেরোও, দূর হও।'

লোকটি বেশ মজার মানুষ। সে একটু নাচের ভাব করে বলল, 'দূর হটো ভাই দুনিয়াওয়ালে হিন্দোস্তাঁ হামারা হায়।'

মাসিমা বিরক্ত হয়ে আমাকে বললেন, 'এটাকে হাটা না বুড়ো।'

'ও হটবে না মাসি, বড়মামা যা বলেছেন তুমি তাই করে দাও।'

পাখিগুলো দারুন দেখতে। আমিই বুদ্ধিটা বড়মামাকে দিয়েছিলুম। উত্তরের বারান্দাটা বেশ করে জাল দিয়ে ঘিরে মুনিয়া আর বদরি পাখি পুষুন। মনে হবে স্বর্গে আছি। আর ওদের বাচ্চা হবে। ছোট ছোট বাচ্চা ফুর ফুর উড়বে। মাসি খুব গজগজ করতে করতে তিনশোটা টাকা লোকটির হাতে দিলেন।

'খাঁচাটা কোথায় রাখবো মা?'

'আমার মাথায়।'

'মা আমার রাগ হয়েছে।'

আহা কি বাংলা! লোকটি আপনমনে বাগানে ঢুকে গেল। গান চলছে কিন্তু। গান থামে নি। খাঁচাটাকে ভেতরের বারান্দায় রেখে সবে কি একটা বলতে যাচ্ছে, আর বড়মামার সাত সাতটা বড় ছোট কুকুর একেবারে ঝাঁ ঝাঁ করে তেড়ে এল। লোকটি কি ভাল ছুটতে পারে! আবার কি সুন্দর লাফাতে পারে! এক

www.BanglaBook.org

লাফে বাগানের বেড়া টপকে সোজা পুকুরে। জল থেকে উঠে এসে বললে, 'নাইতে বেশ ভালো লাগেতো বাবু।'

'তুমি আগে কখনো চান করোনি ?'

'সে দশ বছর আগে। যেবার গঙ্গাসাগর গিয়েছিলুম। চান করবার সময় কোথায় ?'

'তোমার কি এমন কাজ ?'

'বা বা আমার কাজ নেই ? আমাকে তো সব সময় পাখি পাহারা দিতে হয়।'

'কেন ?'

'বাঃ বেড়াল খেয়ে নেবে না ?'

লোকটি বেড়ার ওপাশে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। বড়মামার কুকুরগুলো কিছু দূর তেড়ে এসে আর আসেনি। ওরা মানুষকে ভয় দেখিয়ে মজা পায়।

লোকটি বললে, 'আবার ঠাণ্ডা না লেগে যায়! হঠাৎ চান করলুম তো!'

'এই গরমে ঠাণ্ডা!'

'ছেলেবেলায় আমার একবার বঙ্কা হয়েছিল।'

'বঙ্কা আবার কি ?'

'সে তুমি বুঝবে না, ডাক্তারবাবু জানেন। সে খাঁশি, খালি খাঁশি। আরেব্বাপ। তা জানো, আমি চান করলুম, আর আমার মায়ের দেওয়া তিনটে নোটও চান করল।'

নোটটাকে ঝাড়তে ঝাড়তে বললে, 'যাঃ ব্যাটা বরাত ভালো।' তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'চারটে তো বাজল ?'

'তা বাজুক না! চারটে বাজলে কি হয় ?'

সুর করে বললে, 'বাবুদের বাড়িতে চা হয়। হ্যাঁ গো তোমাদের চা হয়ে গেছে ? দেখো না, একটু ম্যানেজ করো না। তোমাদের কুকুরের জন্যেই তো আমি জলে পড়ে গেলুম। আমি চেনা তাই। অচেনা হলে চিৎকার করতুম। চিৎকার করলে লোক জড়ো হলে জুলুম হত। দিনকাল তো ভালো নয়। দেখো না, আদা দিয়ে এক কাপ চা যদি হয়।'

বাবা লোকটা তো চালু খুব। বড়মামার সব পার্টিই সমান।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তাহলে খুচরো একটা টাকা দাও। দোকানে চা খাই। আমার তো আবার সব একশো টাকার নোট।'

আমার পকেটে একটা টাকা ছিল, লোকটাকে দিলুম। যেতে যেতে বললে, 'দোকানের চা ঠিক বাড়ির মতো হয় না।'

ভেতরে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছি, ধরধর, ধরধর করে একটা টেম্পো এসে দাঁড়ালো। ড্রাইভার মুখ বাড়িয়ে বললে, 'মুখার্জি বাড়ি?'

'হ্যাঁ মুখার্জি বাড়ি।'

ড্রাইভার তার চেলাকে বললে, 'মোড়ের মাথায় লোকটা ঠিকই বলেছিল। দেখবেন যে বাড়ির ছাদের আলসে থেকে মুখ ঝুলিয়ে সাত আটটা কুকুর জিভ বের করে হ্যা হ্যা করছে, সেই বাড়িটাই মুকুজ্যে বাড়ি! প্যালা ছাদের দিকে একবার তাকা! দৃশ্য। দৃশ্য। মানুষ খেতে পাচ্ছে না, দশ বারোটা কুকুর। বড়লোকদের কি দশা প্যালা!'

মাসিমা বেরিয়ে এসেছেন, 'এবার আবার কি?'

'বোঝা যাচ্ছে না মাসি!'

ড্রাইভার ভাঁজ করা একটা কাগজ এগিয়ে দিতে দিতে বললে, 'লেটার আছে, লেটার, পড়লেই বুঝতে পারবেন দিদি।' আবার একটা চিঠি। এবার মেজমামা। 'কুশি, বোনটি আমার, রাগ করিস নে বোন। জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, হঠাৎ, সেই পরম-করুণাময়ের দয়ায়, আমার হাতের মুঠোয়, হঠাৎ, একেবারে হঠাৎ এসে গেল, আর আমি জয় মা বলে ঝপাত করে ধরে ফেললুম। আজ একটা প্রাচীন লাইব্রেরি বিক্রি হয়ে গেল। আমি বেছে বেছে কিছু প্রাচীন পুঁথি আর গ্রন্থ এই টেম্পো করে তোর কাছে পাঠালুম। তুই করুণাময়ী। তুই জগদম্বা, তোকে পুজোর সময় আমি বোম্বাই নিয়ে যাবো। আমি বড়কত্তা নই। আমার কথার দাম আছে। তুই মালটা ডেলিভারি নিয়ে, টেম্পো ভাড়া তিরিশ টাকা দিয়ে দিস। এ সংসারে আমার কে আছে বল তুই ছাড়া। আপাতত আমার টাঁক গড়ের মাঠ। খুব সাবধানে নামাস। অধিকাংশই জরাজীর্ণ। জোরে নিঃশ্বাস লাগলেও ড্যামেজ হয়ে যাবার সম্ভাবনা। মনে কর এক গাড়ি পাপর ভাজা।

www.BanglaBook.org

এর মধ্যে একটা পুঁথিতে নানা টোটকার কথা লেখা আছে। মনে হয় চুল পড়া বন্ধেরও টোটকা আছে। একদিন তোকে পড়ে মানে করে দোব যদি সময় পাই। সোনা মেয়ে। আমার সন্টুটা আমার মন্টুটা। আমি এখনও বেছে চলেছি। ঈশ্বরের ইচ্ছায়, মনে হয় আরও এক টেম্পো পাঠাতে পারবো। বই, শুধু বই। কি ঐশ্বর্য! ইতি, তোর মেজদা।'

ড্রাইভার জিজ্ঞেস করলে, 'এই জঞ্জাল কোথায় ফেলবো দিদি?'

'ডাস্টবিনে।'

মাসিমা ভেতরে চলে গেলেন। আমি মাথা খাটিয়ে কয়লার ঘরটা দেখিয়ে দিলুম।

প্রথমে এলেন বড়মামা। দু হাত সামনে বাড়িয়ে ভয়ে ভয়ে অন্ধ মানুষের মতো হাঁটছেন। একটা করে পা অনেকটা উঁচুতে তুলে সাবধানে ফেলছেন। মাঝে মাঝে টলে যাচ্ছেন। যাব্বাবা! এ আবার কি হল। জলাতঙ্কের মতো ভূমি আতঙ্ক নাকি? বড়মামার কাঁধে একটা ঝোলা ব্যাগ। সেটা ওইভাবে লেফট রাইট করে চলার জন্যে ধপাক ধপাক করে দুলছে। বড়মামা তো মেজমামার মতো সাইডব্যাগ নেন না, বরং ঠাট্টা করেন। প্রফেসারদের জার্সি হল, বড়ো মাড় দেওয়া পাঞ্জাবি আর সাইডব্যাগ আর তার চোখ খারাপ হোক আর না হোক, মোটা ফ্রেমের চশমা। সেই বড়মামার কাঁধে ব্যাগ।

আমি ভয় পেয়ে চিৎকার করে মাসিমাকে ডাকলুম। বড়মামার বোধহয় স্ট্রোক হচ্ছে। মাসিমাও ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন প্রথমে। বড়মামা ওইভাবে এগিয়ে চলেছেন উঠান দিয়ে দোতলার সিঁড়ির দিকে। ওঃ মাসিমার লক্ষ বটে! আমি অতটা নজর করে দেখিনি। বড়মামার চোখে চশমা। প্রথম চশমা। মাসিমা এগিয়ে গিয়ে একটান মেরে চশমাটা খুলে নিয়ে বললেন 'নিশ্চয় বাইফোকাল'।

বড়মামা বললেন, 'বাঁচালি কুশি। বাইফোকাল। কি অবস্থা রে! সব যেন ঢেউ খেলছে। এই তো দেখছিস সব সমান, চশমাটা পর, দেখবি সব উঁচু নিচু। শীতলাতলার কাছে তো দুম করে পড়েই গেলুম। ওই যে দেখছিস তলার দিকে গোল চাকা

www.BanglaBook.org

মতো দাগ কাচের ওপর ওইটাই মারাত্মক। তুই বল, ওইটুকু জায়গা দিয়ে চোখ চালানো যায়!'

'পড়ে না গিয়ে চশমাটা তো চোখ থেকে খুলে নিলেই পারতে।'

'যাঃ তা কখনো হয়। চশমা তো পরার জন্যে, পড়ার জন্যে।'

'তুমি তো পড়ার বদলে পরে গেলে। তোমার কাঁধে কি?'

'ও কাঁধে!' বড়মামা লাজুক লাজুক হাসলেন, 'মেজোকে উপহার দোবো; কিছু বই রে কুশি।'

'আবার বই!' মাসিমা প্রায় কেঁদে ফেলেন আর কি!

আর তখনই ঢুকলেন মেজমামা। তাঁর কোলে ভারি সুন্দর একটা বাচ্চা কুকুর।

মাসিমা বললেন, 'এ কি, কুকুর! কুকুর তো তোমার সাবজেক্ট নয়!'

'আমার এক ছাত্র দিলে। বড়দাকে প্রেজেন্ট করবো।'

'কি ব্যাপার বল তো! দু'জনে এত ভাব। বড়দা তোমার জন্যে বই এনেছে। ঝেড়ে কাশো তো। এ যেন দু'জনেই দু'জনকে ঘুস দিচ্ছ।'

বড় মামা বইয়ের ঝোলাটা মেজমামার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'ফ্যান্টাসটিক কিছু বই। ফর ইউ!'

মেজমামা কুকুরছানাটা এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'ফ্যান্টাস্টিক কুকুর, চিওয়া ওয়া।'

বড়মামা বললেন, 'বেশ এবার তুমি তাহলে কাজের কথাটা বলো!'

'তুমি আগে বলো।'

'আমি উত্তরের বারান্দাটা জাল দিয়ে ঘিরে পাখি রাখবো। ওই দেখ খাঁচা।'

'আমি তোমার ঘরের দুটো দেয়াল চাই। র‍্যাক ফিট করে বই রাখব। ওই দেখ এক টেম্পো বই।' এদিক ওদিক তাকালেন। 'আমার বই!'

আমি বললুম, 'কয়লার ঘরে রাখা হয়েছে।'

'কয়লার ঘরে! কয়লার ঘরে মা সরস্বতী!'

মেজমামা পড়ি কি মরি করে ছুটলেন। সেখানে বড়মামার পেয়ারের গরু লক্ষ্মী এক খামলা মা সরস্বতী মুখে পুরে চোখ বুজিয়ে চিবোচ্ছে, আরামসে, আর চামরের মতো ন্যাজটা দুলিয়ে দুলিয়ে মশা তাড়াচ্ছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দাদুর কাঁঠাল

দাদু সকালবেলাই ঘুম থেকে উঠে ঘোষণা করলেন, 'আজ আমি দেশের বাড়িতে যাব।' অর্থাৎ বলাগড়ে। আমি একবার মাত্র সেখানে গিয়েছিলুম। অনেক ছেলেবেলায়। ভাল মনে নেই। এইটুকু মনে আছে, একটা ছোট্ট রেলগাড়িতে চেপেছিলুম, অনেকটা টয় ট্রেনের মতো। ছোট-ছোট কামরা যেন দেশলাইয়ের বাক্স। ইঞ্জিনের সে কি শব্দ ভটঅ, ভটঅ। এর বাড়ির উঠোন দিয়ে, তার বাড়ির পুকুরপাড় দিয়ে ট্রেন চলত পোষা কুমিরের মতো। সেই ট্রেনটা ছিল গ্রামের মানুষের বড় আদরের। ঘরের ছেলের মতো। ট্রেনটা তেমন জোর কদমে ছুটতেও পারত না। সেবার এক বুড়িকে দেখেছিলুম ট্রেনের গায়ে ঘুঁটে দিতে দিতে এগিয়ে চলেছে। ট্রেনটার এক-এক কম্পার্টমেন্টের গায়ে এক-এক গ্রামের ঘুঁটে। কে একজন নেমে গিয়ে গ্রামের এক বাড়ি থেকে এক গেলাস জল খেয়ে একটু ছুটে এসে ঠিক ঠিক নিজের কামরায় উঠে পড়লেন। সে ছিল এক মজার ট্রেন। সে ট্রেন এখন আর নেই।

দাদু বললেন, 'কোর্ট এখন বন্ধ। বহুদিন যাওয়া হয়নি। একবার ঘুরে আসি। আম-কাঁঠালের সময়, দেখি কি পাওয়া যায়। অত বড় বাগান। পাঁচ ভূতে লুটেপুটে শেষ করে দিলে।'

মায়ের অবশ্য মত ছিল না। এই গরমে যাওয়া-আসার কষ্ট। তা ছাড়া আম-কাঁঠাল পেলে কে বয়ে আনবে। কষ্টই হবে। কাজের কাজ কিছুই হবে না। দাদুর মন টেনেছে। মন যেখানে

www.BanglaBook.org

শরীর সেখানে এই নীতিতে দাদুর ভীষণ বিশ্বাস। আর একটা কথা তিনি প্রায়ই বলেন, আত্মাকে কখনও কষ্ট দেবে না।

আমাকে ছাড়া দাদুর কোন কাজ হয় না। প্রায়ই বলেন, দুটো জায়গায় তুই আমার সঙ্গে যেতে পারবি না। এক এখানে, সেটা হল কোর্ট, দুই ওখানে, সেটা হল স্বর্গ। আমিও তো কম যাই না। আমি বলি, দেখা যাবে, আমিও তো একদিন স্বর্গে যাব, তখন আবার দেখা হয়ে যাবে। সেখানে আমার দাদাও আছে। দাদাকে আমার মনেই পড়ে না। দাদার কথা উঠলে মা এখনও কেঁদে ফেলে। তার ফেলে-যাওয়া যত-সব জিনিস, জামা, জুতো, পুতুল, সোনার আংটি, সব মা একটা লাল বাক্সে জমা করে রেখেছে। মাঝে মাঝে দুপুরবেলা নির্জনে বের করে দেখে আর কাঁদে। সেই দাদার সঙ্গে মায়েরও নিশ্চয়ও দেখা হবে। একটা জিনিস বুঝেছি, এখানে মৃত্যু আছে, ওখানে নেই।

আমরা যখন বলাগড়ে পৌঁছলুম তখন একটা বেজে গেছে। বুক পকেট থেকে ঘড়ি বের করে দাদু দেখলেন। ট্রেনটা উঠে গিয়ে আমার খুব কষ্ট হয়েছে। তিনবার বাস পালটাতে হল। তেমনি ভিড়। বাসের ছাদে বসে লোক চলেছে। দাদুর ফর্সা টকটকে মুখ গোলাপী হয়ে উঠেছে। পাঞ্জাবির পিঠ ঘামে ভিজে। তবু দাদুর কি আনন্দ। একটা বটগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে হাওয়া খেতে-খেতে বললেন, 'আহা জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী। এই আমার সেই ছেলেবেলার বটতলা। এখনও তুমি ঠিক আছ। কতদিন হয়ে গেল। কত লোক চলে গেল, কত লোক এল, তুমি এখনও ঠিক আছ।' বটগাছের সঙ্গে কিছুক্ষণ মনের কথা বলে, দাদু আমার হাত ধরে গ্রামের পথ ধরলেন।

পথে দাদুর একটিও চেনা মানুষের সঙ্গে দেখা হল না। 'কী হল বল তো? পুরনো মানুষেরা সব গেল কোথায়? সব অচেনা মুখ। হারাণ, নিবারণ, মানিক, মুস্তাফি। এখনও তাদের মরবার বয়েস হয়নি। সব আমার সমবয়সী। আমি বেঁচে আছি যখন, তারা মরবে কেন?'

www.BanglaBook.org

'দাদু আমার মনে হয়, এখন দুপুর তো তাই তাঁরা খেয়ে দেয়ে ঘুমোচ্ছেন।'

'ধুর ব্যাটা। তিন-তিনটে আম বাগান পার হয়ে এলুম। গাছে গাছে কী রকম আম হয়েছে দেখছিস। এই আমপাকা দুপুরে কেউ ঘরে শুয়ে ঘুমোয় না। বাগানে মাচায় বসে হুঁকো-হাতে আম পাহারা দেয়। দেখলি মাচায় অন্য লোক বসে আছে। ওদের ছেলেটেলে হবে। তোর আমবাগান নেই, তুই দুপুরে আমবাগানে বসে থাকার নেশা বুঝবি না।'

'তাই যদি হয়, তা হলে ওদের ডেকে কেন জিজ্ঞেস করলেন না?'

'সাহস হল না। যদি সত্যিই বলে মারা গেছে, মনে বড় লাগবে রে! মনটা এখন স্মৃতিতে, ছবিতে, বেশ ভরে আছে। খালি করতে চাই না। চল, চল, পা চালিয়ে চল।'

দাদু জোরে-জোরে হাঁটতে লাগলেন, পেছনে যেন কেউ তাড়া করেছে। হনহন করে হাঁটতে হাঁটতে দাদু একটা ভাঙা আটচালার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন, 'যাঃ।'

'কী হল দাদু?'

'পাঁচুসুন্দরী নেই।'

'সে, কে দাদু।'

'আরে এইখানে তার মুড়ি-তেলেভাজার দোকান ছিল। চোখের সামনে ভাসছে। এইখানটায় ছিল তার উনুন। ইয়া বড়-বড় বেগুনি, আলুর চপ, ফুলুরি আর লাল-লাল, ফুলো-ফুলো, মোটা মুড়ি। সে তোরা জীবনে খাসনি, খেতেও পাবি না।'

এক পাশে উঁচুমতো একটা ঢিবি। মনে হয় ওইটাই ছিল সেই পাঁচুসুন্দরীর উনুন। দাদু ডাকলেন 'পাঁচুসুন্দরী।' সঙ্গে সঙ্গে ওপাশ থেকে একটা ছাগল ভ্যা-ভ্যা করে ডেকে উঠল। আমি হেসে ফেলেছি। দাদু বললেন, 'বোকার মতো হেসো না। এখন এখানে পাঁচুসুন্দরীর আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি সে থান কাপড় পরে পিঁড়েতে উবু হয়ে বসে কড়ার কালো বালি থেকে খুঁচি দিয়ে সাদা-সাদা মুড়ি ছেঁকে ছেঁকে তুলছে।' ছাগলটা আবার ব্যা ক'রে উঠল। কার ছাগল

www.BanglaBook.org

কে জানে? হয়তো পাঁচুসুন্দরীরই হবে। দাদু দু'হাত কপালে তুলে নমস্কার করলেন।

আবার আমরা হাঁটতে শুরু করলুম, গ্রামটা কেমন যেন নিঝুম হয়ে আছে। গ্রামের নেশা লেগেছে। আমরা বাঁশঝাড়, এ'দো পুকুর পেরিয়ে দাদুর ভিটেয় এসে উঠলুম। সামনেই চণ্ডী-মণ্ডপ। ভেঙে পড়ার মতো অবস্থা। একগাদা পায়রা বকবকম করছে। দাদু চণ্ডীমণ্ডপের ধুলো নিয়ে কপালে ঠেকালেন। আমিও তাই করলুম। দাদু বললেন, 'এক সময় কত পুজো হয়েছে এইখানে। আজ সব অন্ধকার। এক-একটা মানুষ চলে গেলে আর কিছুই থাকে না। কত বোলবোলা ছিল এই বাড়ির। দোল, দুর্গোৎসব। শহর! শহরই আমাদের জীবনের শনি। মুখুজ্যে-বংশের সন্তান কলকাতায় পেটের দায়ে মক্কেল চরাচ্ছে। এদিকে পৈতৃক ভিটেয় ঘুঘু চরছে। গালে থাপ্পড় মারতে ইচ্ছে করে।' দাদু নিজের উপরেই নিজে খুব রেগে উঠলেন। সত্যিই হয়তো নিজের হাতে নিজের গালেই এক চড় কষাতেন। তা আর হল না। কোথা থেকে একটা পায়রা পাঞ্জাবির পিঠের দিকটা নষ্ট করে দিলে। দাদু ওপর দিকে মুখ তুলে ক্ষোভের গলায় বললেন, 'তোরা অতীত বুঝিস না রে। কেউ অতীতে গেলেও সহ্য করতে পারিস না। জামা নষ্ট করে কান ধরে তাকে বর্তমানে টেনে আনবি। আর ক'দিন, চণ্ডীমণ্ডপ ভেঙে পড়ল বলে। চালিয়ে যা, চালিয়ে যা।'

চণ্ডীমণ্ডপের পাশ দিয়ে ইঁট-বাঁধানো ক্ষয়া-ক্ষয়া একটা পথ ভেতরবাড়িতে চলে গেছে। দোতলা বাড়ি। ওপর তলার অবস্থা শোচনীয়। খড়খড়ি বসানো জানালা ভেঙে একপাশে ঝুলছে। কার্নিশে বটগাছ, নিমগাছ। শিকড় নেমেছে নীচের দিকে। এক তলাটায় মানুষ থাকে বলে মনে হল। তারে কাপড় শুকোচ্ছে। ঘাসের ওপর চারটে খরগোশ ঘুরে বেড়াচ্ছে। দাদু হাঁকলেন, 'সরোজ, সরোজ।'

খরগোশ চারটে ডাক শুনে ল্যাংচাতে-ল্যাংচাতে ভেতরে চলে গেল। সংগে-সংগে বেরিয়ে এলেন ঘোমটা-টানা এক মহিলা।

'সরোজ নেই?'

www.BanglaBook.org

মহিলা দাদুকে ঘোমটার আড়াল থেকে এক নজর দেখে নিয়ে মৃদু গলায় বললেন, 'ভেতরে আসুন। তিনি শুয়ে আছেন।'

'হ্যাঁ, এই তো শুয়ে থাকার সময়। তিনি না শুলে বাড়িটা তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বে কী করে?' দাদু গজগজ করতে করতে দাওয়ায় উঠলেন।

'অন্যদিন শুয়ে থাকে না। আজ তিনদিন হল জ্বর হয়েছে।'

'জ্বর? জ্বর হল কেন? খুব কাঁচা আম খেয়েছিল বুঝি?'

'আজ্ঞে না, ম্যালেরিয়া।'

'ম্যালেরিয়া? সে তো পঞ্চাশ বছর দেশছাড়া।'

ভেতর থেকে কাঁপা-কাঁপা গলায় একজন পুরুষ বললেন, 'আবার ফিরে এসেছে।'

ঘরে ঢোকার চৌকাঠ এত উঁচু যে, বেড়া টপকে ঢোকার মতো করে ঢুকতে হল। গোড়ালির ঢিপ-ঢিপ শব্দ হল। নিজের পায়ের শব্দে নিজেই চমকে উঠলুম। চারপাশে গাছগাছালি থাকায় ঘরে আলো তেমন আসে না। অন্ধকার-অন্ধকার। দেয়ালের পলস্তারা খসে গিয়ে বিভিন্ন দেশের ম্যাপ তৈরী হয়েছে। জানালার দিকে বিশাল উঁচু একটা বাঘথাবা খাট। সেই খাটে কাঁথা কম্বল আর লেপের স্তূপ। মাথার দিকে দাড়িগোঁফঅলা একটা মুখ বেরিয়ে আছে। মাঝে মাঝে সারা খাট কেঁপে উঠছে, সঙ্গে হুঁ-হুঁ শব্দ।

দাদু সামনে ঝুঁকে পড়ে খুব মনোযোগ দিয়ে ব্যাপারটা কিছুক্ষণ লক্ষ করে বললেন, 'ও-রকম করছ কেন?'

'ম্যালেরিয়া করাচ্ছে মুকুজ্যেমশাই, আমি কি আর ইচ্ছে করে করছি? সবে আসছে।'

'কখন যাবে?'

'আজ্ঞে কাঁটায় কাঁটায় বারোটায় আসে, চারটের সময় ছাড়ে।'

'বাবা! এ যে দেখছি সূর্যগ্রহণ। যাক, শুনে বড় আনন্দ হল।'

'কেউ অসুস্থ হলে আনন্দ করতে নেই মুকুজ্যেমশাই। কবি বলেছেন দু' ফোঁটা চোখের জল রেখো মোর তরে।'

'আনন্দ হবে না পল্টু? তুমি বলছ কী? এত বড় একটা

www.BanglaBook.org

সংবাদ। অতীত ফিরে আসছে। ম্যালেরিয়া, শেয়ালের ডাক, সন্ধ্যের অন্ধকার, ঝিঁঝির ঝিঁঝিট রাগিণী, সাপের কামড়, গোরুর-গাড়ি, ঠ্যাঙাড়ে, বর্গির হাঙ্গামা, জলদস্যু। আহা, সেই মধুর অতীত, সেই রোমান্টিক পাস্ট আবার ফিরে আসছে। এক পয়সায় ইয়া বড় ভালশাঁস সন্দেশ, খাঁটি গাওয়া ঘি, কাটারিভোগ চাল, বালি-বালি নৈনিতাল আলু। সেই সোনার অতীত আবার ফিরে আসছে।'

'ও-সব আর ফিরবে না মুকুজ্যেমশাই। শুধু ম্যালেরিয়াটাই ফিরে আসবে।'

দাদু ভাবে গদগদ হয়ে খাটের ধারে পা ঝুলিয়ে বসলেন। আমি অত উঁচুতে উঠতে পারব না। একটা মোড়া ছিল, টেনে নিয়ে বসে পড়লুম। যা হাঁটা হেঁটেছি, আর দাঁড়াতে পারছি না।

দাদু বললেন, 'আমি অত সহজে তোমার মতো হতাশ হই না। আশাবাদী মানুষ আমি। একটা বড় জিনিস যখন এসেছে তখন একে একে আবার সবই ফিরে আসবে। ঘাড়ের পেছন দিকে একটা মশা বসেছে মনে হচ্ছে। খোকা, দ্যাখ তো?'

আমি ঠিক শিকারী বেড়ালের মতো চুপি চুপি, কোন শব্দ না করে উঁচু হয়ে দেখলুম। হ্যাঁ, ইয়া বড় কালো মতো একটা মশা প্রাণপণে চেষ্টা করছে দাদুর ধবধবে ঘাড়ে হুল ফোটাতে। মুগুরভাঁজা ঘাড়। মশাটাকে বেশ চেষ্টা করতে হচ্ছে। মাঝে মাঝে পেছনের পা দুটো উঠে পড়ছে। ফিসফিস করে বললুম, 'মারব?'

দাদুও ফিসফিস করে বললেন, 'ফটাস করে মার, দেখিস উড়ে পালায় না যেন।'

চড়টা বেশ কায়দা করেই তুলেছিলুম, লাগামাত্তর মরত, হঠাৎ আমার পায়ে এমন মশা কামড়াল, একটু টলে গিয়ে বেসামাল হয়ে গেলুম, আর অমনি মশাটা জানালার দিকে চলে গেল। দাদু বললেন, 'অপদার্থ।'

'কী করব? আমার পায়ে এমন কামড় দিলে।'

'আমার ঘাড়ের মশা তোর পায়ে গেল কী করে?'

লেপের তলা থেকে মুখ বলে উঠল, 'মশা কি একটা

www.BanglaBook.org

মুকুজ্যেমশাই! লক্ষ লক্ষ! ওরে বাবা রে, হুঁ-হুঁ রে, লক্ষ লক্ষ! সারা শরীর কেঁপে উঠল।

দাদু সেই কাঁপুনির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আহা, তোমার কী ভাগ্য পলটু, এই গরমেও তুমি কেমন শীতে কাঁপছ হুঁ-হুঁ করে। যেন দার্জিলিঙে চলে গেছ।'

'এখানে দুদিন থাকুন, আপনারও সেই ভাগ্য হবে।'

'আমি কি সে বরাত করেছি পলটু! মক্কেল চরিয়ে খেতে হয়। আমি বিছানায় পড়লে মক্কেলরা মরবে। যা একটা কেস পেয়েছি পলটু! পুরঞ্জয় ভার্সাস ধনঞ্জয়। মামা-ভাগনেতে লেগে গেছে। আমি লড়ছি ভাগনের দিকে, সিদ্ধেশ্বর লড়ছে মামার দিকে।'

'কেসটা কী?' পলটুমামা বিছানায় আধশোয়া হয়ে উঠে বসলেন।

দাদু যত কেসের কথা বলেন পলটুমামা ততই বিছানায় সোজা হয়ে উঠে বসেন। শেষে লেপ-কম্বল ফেলে একেবারে খাড়া। দাদু বললেন, 'কী হল? তোমার ম্যালেরিয়া? সেরে গেল না কি?'

'আজ্ঞে তাই তো মনে হচ্ছে। আর তো তেমন শীত করছে না!'

'তা হলে কী বুঝলে? ম্যালেরিয়ার বেস্ট ওষুধ হচ্ছে মক্কেল, মামলা। হোমিওপ্যাথি, বুঝলে পলটু? একে বলে হোমিওপ্যাথি। ম্যালেরিয়াতেও ম, মামলাতেও ম। দুটোই ধরলে ছাড়ে না। সিমিলি সিমিলিবাস। বিষে বিষে বিষক্ষয়। এত করে বললুম মোক্তারিটা পাশ করে নাও। শুনলে না, প্রাইমারি টীচার হতে গেলে। এইবার লিভার-পিলে কোলে নিয়ে দাওয়ায় বসে দিন কাটাও।'

'আর মুকুজ্যেমশাই কপালে যা লেখা আছে তা তো কেউ আর খণ্ডাতে পারবে না।'

দাদু নিজের গালে ঠাস করে এক চড় মেরে বললেন, 'অসম্ভব। বসা যায় না হে তোমার ঘরে। কামড়ে ছিঁড়ে দিলে। যাই বাগানটা একবার ঘুরে আসি। খুব আম হয়েছে এবার।'

www.BanglaBook.org

পলটুমামা আবার শুয়ে পড়লেন। শুয়ে-শুয়ে বললেন, 'থাকবে না একটাও। সব পেড়ে নিয়ে যাবে।'

'মামার বাড়ি আর কি! পেড়ে নিয়ে যাবে। পাড়তে দেবে কেন! মেরে ঠাণ্ডা করে দেবে।'

'এখানে মাসখানেক থেকে চেষ্টা করে দেখুন না। হাওয়া ঘুরে গেছে।'

কথাটা দাদুর তেমন পছন্দ হল না। বিশাল বাগানে ঘুরতে ঘুরতে বললেন, 'কাউকেই আর বিশ্বাস করা চলে না। পাছে আম-কাঁঠালে ভাগ বসাই তাই পলটু গান গেয়ে রাখলে। তুই ইট ছুঁড়তে পারিস?'

'খুব পারি দাদু।'

'তাহলে লাগা ওই জোড়া হিমসাগরে।'

দুজনে মিলে ইট ছোঁড়াছুঁড়ি করে অনেক কষ্টে আম দুটো পাড়া গেল। আমের বোঁটা কী ভীষণ শক্ত! দাদুর পকেটে একটা ছুরি ছিল। ছায়ায় বসে গাছপাকা আম খেয়ে আমরা মোহিত হয়ে গেলুম। দাদু বললেন, 'আহা, আমরা যদি হনুমান হতুম রে তাহলে কী সুন্দর ডালে বসে পেট ভরে আম খেতে পারতুম!'

'পলটুমামা আম পাড়বেন না দাদু?'

'পাড়াবে ঠিকই, তবে আমাদের জন্যে নয়। ওকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। দেখলি না কেমন ম্যালেরিয়ার ছুতো করে কাঁথামুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। তুই একটা কাজ করতে পারবি?'

'কী কাজ দাদু?'

'স্পাইং। ওই বাড়ির কোনও একটা ঘরে আম কাঁঠাল আছে। নিশ্চয়ই আছে। তুই তো ছোট, তুই করবি কী, এ-ঘর ও-ঘর করতে করতে সেই ঘরটা চট্ করে দেখে নিবি। তারপর আমি পলটুকে চেপে ধরব।'

'কিন্তু আমাকে যদি ধরে ফেলে?'

'ফেললে ফেলবে। তুই তো শিশু। শিশুতে আর ছাগলে কোনও তফাত নেই।'

'ছাগল বললে দাদু!'

'আহা ওটা হল উপমা রে হনুমান।'

www.BanglaBook.org

প্ল্যানমতো আমরা বাড়ি ফিরে এলুম। পলটুমামার তখন জ্বর বেড়েছে। সত্যিই বেড়েছে। পলটুমামার বিধবা বোন লেপ-কম্বল সমেত তাঁকে বিছানায় চেপে ধরে রেখেছেন। পলটুমামার আর কেউ নেই। দাদু বাইরের রকে একটা বেতের চেয়ারে বসলেন। সূর্য পশ্চিমে সরে গিয়ে বারান্দায় ছায়া পড়েছে। আমার নিজেরই কেমন বিশ্রী লাগছে। তখন কেউ এক গেলাস জল পর্যন্ত খেতে বলেনি। বলবে বলেও মনে হচ্ছে না। মুখ দেখে মনে হচ্ছে দাদুর খুব খিদে পেয়েছে।

গোয়েন্দাগিরিতে বেরিয়ে পড়লুম। এই হল সবচেয়ে ভাল সুযোগ! পাশাপাশি সারি-সারি ঘর। প্রথম ঘরে একটা চৌকি। ময়লা চাদর ঢাকা বিছানা। ভাঙা টেবিল, হাতভাঙা চেয়ার। চৌকির তলায় একগাদা মালপত্তর। নাকটা ফোঁস-ফোঁস করে গন্ধ নেবার চেষ্টা করলুম। পাকা আমের গন্ধ চাপা থাকে না, তেমন কোনও সন্দেহজনক গন্ধ নাকে এল না। তবু একবার চৌকির তলায় উঁকি মারলুম। ভাঙা বাক্স, থলেভর্তি তুলো, কাঠকুটো এক চুবড়িটিক, ছোট্ট একটা বেতের ঝুড়িতে হাত-পা ভাঙা কয়েকটা পুতুল, কাঠের গুঁড়ো ভর্তি একটা লাল ন্যাকড়ার হাতি। পুতুলগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করছি এমন সময় পেছনে পায়ের শব্দে চমকে উঠলুম। ধরা পড়ে গেছি। সামনে আয়না থাকলে চোরের মুখের ছায়া পড়ত। ভয়ে গলা শুকিয়ে গেছে। মাসিমা পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন, 'কী দেখছ তুমি?'

দুবার ঢোঁক গিলে বললুম, 'কার পুতুল মাসিমা?'

'আমার ছেলের। সে তো চলে গেছে। আমি মাঝরাতে এইগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করি। সে এখন কোথায় কার ঘরে কার কোল আলো করে বসে আছে কে জানে! ওই দ্যাখো তার ছবি।'

উঠে দাঁড়িয়ে দেয়ালে টাঙানো একটা শিশুর ছবি দেখতে পেলুম। এক মাথা কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল। কালো মার্বেলের মতো ঝকঝকে চোখ। ফোকলা মুখে খলখলে হাসি। মাসিমা আঁচলে চোখ মুছে বললেন, 'আমরা বড় গরিব। আমাদের দিন

www.BanglaBook.org

চলে না। ও চলে গিয়ে ভালই করেছে। রাজপুত্তুর ঘুঁটে কুড়ুনির ঘরে থাকবে কেন বাবা।'

আবার চোখ মুছলেন। আমার চোখেও জল এসে গেছে। আমার মাকেও আমার দাদার জন্যে কাঁদতে দেখেছি এইভাবে।

মাসিমা বললেন, 'তুমি বাড়িটা দেখবে খোকা? চলো তোমাকে দেখাই।'

আমরা আর একটা ঘরে ঢুকলুম। সে-ঘরে একটা সেলাইকল। কলে একটা কাপড় ঝুলছে। মনে হয় কারুর ফ্রক তৈরী হচ্ছে।

'এই ঘরে বসে আমি দিনরাত সেলাই করি। যা দু-চার পয়সা রোজগার হয় তাইতেই দিনকতক সংসার চলে। শীতে সোয়েটার বোনার কাজ পাই। পুজোয় জামার অর্ডার। সেলাই করে-করে ঘাড় বেঁকে গেল, চোখে চালশে ধরল। ভাইটা মাষ্টারি করে ক-টাকাই বা পায়। পূর্বপুরুষের দেনা শোধ করতেই সব চলে যায়।'

'মাসিমা আপনাদের বাগানে এত ফল, সেই ফল বেচে···'

হেসে উঠলেন মাসিমা, 'তিন পুরুষের বুড়ো গাছ। ফলের চেয়ে পাতাই বেশি বাবা। তার ওপর চুরি। দেখতেই বাগান। আমরা জানি, তোমরা ভাখো সব মেরে দিচ্ছি। মারব কী বাবা, সব মরে এসেছে। একই গাছ বছর-বছর আর কত ফল দেবে। এক চুবড়ি সুপুরি, গোটাকতক আম, বরাতে থাকলে এক কাঁদি কলা। এই হল তোমার বাগানের ফল। তোমার দাদু হয়তো বিশ্বাস করবেন না। মাঝে-মধ্যে চিঠি লিখে হিসেব চান। সেবার লিখলেন, রক্ষকই ভক্ষক। বড় মনে লেগেছে বাবা।'

মাসিমা আবার চোখ মুছলেন। মুখটা কেমন যেন ভারী-ভারী হয়ে উঠেছে। এক সময় মনে হয় খুব ফর্সা রঙ ছিল। এখন যেন কেমন পোড়া-পোড়া হয়ে গেছে। মাসিমা হঠাৎ হেসে ফেললেন, 'তোমাকে কত দুঃখের কথা বলে ফেললুম, তাই না? দুঃখী মানুষের এই বড় দোষ। যাকেই সামনে পাবে তার কাছেই কাঁদুনি গাইবে। যাও তুমি দাদুর কাছে বোসো। আমি চায়ের জল বসাই। মুকুজ্যেমশাই অনেকক্ষণ এসেছেন। ভাবছেন এরা কী-রকম ছোটলোক।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দাদু বেতের চেয়ারে হাতলে তবলা বাজাচ্ছিলেন। আমাকে ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি বুঝলে ?'

আমি ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করলুম, 'সঙ্গে কত টাকা এনেছেন ?'

অবাক হলেন, 'কেন বলো তো ?'

'সে আমি বলতে পারব না দাদু। এঁদের ভীষণ খারাপ দিন পড়েছে। কোথাও কিছু নেই। এমন কি দুবেলা খাবার মতোও কিছু নেই। হাঁড়ি চড়ে না। সেলাই করে-করে মাসিমার ঘাড় বেঁকে গেছে। এত অভাব, না দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন না।'

'রাসকেল পলটু।' দাদু চিৎকার করে উঠলেন।

পলটুমামা বিছানা থেকে উত্তর দিলেন, 'আজ্ঞে মুকুজ্যেমশাই।'

দাদু ধমকে উঠলেন, 'তোমার লজ্জা করে না! জোয়ান মানুষ ম্যালেরিয়ার ছুঁতো করে বিছানায় পড়ে আছ রাসকেল। বেরিয়ে এসো! মাত্র দুটো পেট চালাবার ক্ষমতা নেই, তুমি গোঁফদাঁড়ি রেখে ম্যালেরিয়া-বাবাজী সেজেছ! এটা হিমালয় নয়, বলাগড়।'

মাসিমা সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। হাতে একথালা আম। দাদু বললেন, 'গেট আউট।'

'গাছের আম। গোটাকতক কুড়িয়ে রেখেছিলুম। খেয়ে দেখুন মুকুজ্যেমশাই।'

'গেট আউট।'

মাসিমা অবাক হয়ে গেছেন, 'হঠাৎ কী হল মুকুজ্যেমশাই ?'

'তোমাদের অহঙ্কার। দারিদ্রের অহঙ্কার। তখনও দেখেছি, আজও দেখলুম। তোমার ছেলের অসুখ, একবার জানালে না পর্যন্ত, বিনা চিকিৎসায় মারা গেল। খুব···খুব অহঙ্কার বাড়ল। গেট আউট। তোমাদের মুখদর্শন করাও পাপ।' বেতের চেয়ার ছেড়ে দাদু উঠে পড়লেন। সাংঘাতিক রেগে গেছেন, 'তোমার লজ্জা করে না, আইড্‌ল-ম্যালেরিয়ালিস্ট। এক পয়সা রোজগার করতে পারো না, তোমরা আমাকে আম দেখাতে এসেছ।'

দাদু বাঘের মতো পায়চারি করছেন। মাসিমা থালা হাতে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। চোখ দুটো আবার ছল্‌ছল্‌ হয়ে

www.BanglaBook.org

উঠেছে। দাদু বললেন, 'ও-সব চালাকি চলবে না উমা। চালাকির দ্বারা কোনও মহৎ কর্ম হয় না। কর্ম করতে হবে। খেটে খেতে হবে। ম্যালেরিয়া গায়ে দিয়ে বোনের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়া চলবে না। এই হল আমার রায়।' দরজার দিকে মুখ এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই হল আমার রায়, বুঝলে ম্যালেরিয়াবাবু?' মাসিমার দিকে ফিরে বললেন, 'পাওয়ার কত?'

মাসিমা বুঝতে পারেননি।

'চোখের পাওয়ার কত?'

'দেখাইনি।'

'ও, অন্ধ হবার ইচ্ছে হয়েছে। ভেবেছ অন্ধ হলে অবস্থা ফিরে যাবে শ্যামাসংগীত গেয়ে। তাই না?'

'আমি তো গান জানি না।'

'অন্ধ হলেই গলা দিয়ে সুরে বেসুরে গান বেরোবে। পতিত পাবন মুকুজ্যের মেয়ে হাটতলায় বসে প্যাঁ-পোঁ করে হিন্দল রীডের হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইবে, দোষ কারো নয় গো মা, আমি স্বখ্যাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা। পড়বে, পড়বে, দু-চার পয়সা ভিক্ষে পড়বে।'

দাদু জলস্পর্শ করলেন না। একটা একশো টাকার নোট পলটুমামার বিছানায় ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, 'তুমি তিন দিনের মধ্যে ম্যালেরিয়া ছাড়িয়ে আমার কাছে আসবে, তারপর তোমার একদিন কি আমার একদিন। হাত-পা-অলা মানুষ খেতে পায় না, আরে ছি ছি, লজ্জার কথা।'

আমরা ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত। মাসিমা কোথা থেকে ইয়া বড় একটা কাঁঠাল নিয়ে এলেন। দাদু আম-কাঁঠালের ভীষণ ভক্ত। পাঁচ পোয়া দুধে আধ সের কাঁঠালের রস দিয়ে ক্ষীর করে প্রায়ই খেয়ে থাকেন। বলেন, সাগর মন্থন করে যে অমৃত উঠেছিল তার ফর্মুলাও ছিল এই রকমই। খেলে যৌবন ফিরে আসে। কাঁঠালের দিকে আড় চোখে তাকিয়ে খুব বিরক্তির গলায় বললেন, 'এটা আবার কী?'

'আজ্ঞে কাঁঠাল।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কাঁঠাল কী হবে?'

'নিয়ে যাবেন।'

পলটুমামা ভেতর থেকে চিঁ-চিঁ গলায় বললেন, 'উনি কি নিয়ে যেতে পারবেন?'

ব্যস, আর যায় কোথায়। দাদুর রোক চেপে গেল। চ্যালেঞ্জ।

'নিয়ে যেতে পারব না! বলো কী পলটু? বুড়ো হয়ে গেছি নাকি? আমি তোমাকে কাঁধে করে কলকাতায় নিয়ে যেতে পারি। দেখবে পারি কি না?'

দাদু কাঁঠালটা কাঁধে ফেলে হন্‌হন্‌ করে সামনের দিকে হাঁটতে লাগলেন। আমি পেছন-পেছন চলেছি প্রায় ছুটে-ছুটে। মাসিমা হেঁকে বললেন, 'আবার আসবেন।'

সামনে পাক্কা তিন মাইল পথ, তারপর বাস। দাদু গলগল করে ঘামছেন। অতবড় একটা কাঁঠাল কাঁধে, এই রোদে হাঁটা যায় নাকি! বেলা পড়ে এলেও বেজায় গরম। মেটে পথে ধুলো উড়ছে।

'দাদু, আমাকে দিন। কিছুক্ষণ আমি বৈ।'

'পাগল হয়েছিস! এটার ওজন জানিস? কাঁঠালের সব ভাল রে, কেবল এর যদি গায়ে গিরগিটির মতো কাঁটা না থাকত! দোষেগুণে মানুষের মতো, দোষেগুণে ফল। কী আর করা যাবে বল। গোলাপের কাঁটা, আর মৌমাছির হুল।'

একটা গাছের ছায়ায় এসে দাদু দাঁড়ালেন। মুখ-চোখ লাল টকটকে। সামনে ধু ধু মাঠ। দূরে-দূরে ছাড়া ছাড়া গ্রাম। কাঁঠালটা পায়ের কাছে নামিয়ে দাদু পকেট থেকে ঝাড়নের মতো একটা রুমাল বের করে মুখ মুছলেন। হাতের তালুতে বিঁধ-বিঁধ কাঁঠাল-কাঁটার ছাপ পড়েছে।

'এটাকে এইখানেই রেখে যান দাদু। আপনার কষ্ট হচ্ছে। মা ভীষণ রাগ করবে।'

দাদু হা-হা করে অট্টহেসে বললেন, 'কাওয়ার্ড, কাওয়ার্ড। মহাত্মাজী বলেছিলেন, ডু অর ডাই। করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে। জানিস এর মধ্যে কম-সে-কম আড়াইশো কোয়া আছে। তার মানে

www.BanglaBook.org

আড়াইশো বাঁচ। মেয়ে আমার কত খুশি হবে জানিস? ডালে দেবে, পুড়িয়ে খাবে। নে চল।'

জয় মা বলে দাদু কাঁঠালটা আবার কাঁধে তুললেন। যেতে-যেতে বললেন, 'বাঁক কাঁধে লোকে কলকাতা থেকে তারকেশ্বর যায়। মনে কর আমরাও যাচ্ছি। বল, কাঁঠালবাবা পার করেগা।'

বেশ কিছু দূরে এসে দাদু বসে পড়লেন। কাঁঠাল তো আর তারকনাথ শিব নন যে তিন মাইল পথ পার করে দেবেন। সাহস করে বললুম, 'দাদু, মনে হচ্ছে হবে না। একটা কাঁঠালের জন্য মরেগো হয়ে লাভ কি? আমাদের বাজারে অনেক পাওয়া যাবে।'

'কী বলিস গবেটের মতো, গাছের কাঁঠাল আর বাজারে কাঁঠাল, চাঁদ আর চাঁদমালা এক হল?' দাদু আবার উঠলেন। মাটির রাস্তা শেষ হয়ে পাকা রাস্তা শুরু হয়েছে। দাদুর হাঁটায় আর তেমন গতি নেই। দূরে কিছু দোকানপাট দেখা যাচ্ছে। আমরা নেচে-নেচে একটা মিষ্টির দোকানের সামনে এসে হাজির হলুম। দাদু বললেন, 'আয়, এখানে বসে লাড্ডু আর জল খাই। তেষ্টা পেয়েছে।'

খাওয়াটা মন্দ হল না, কিন্তু যেই ভাবলুম আবার হাঁটতে হবে, হাত-পা অবশ হয়ে এল। দাদু হঠাৎ বললেন, 'কাঁঠালের একজন উত্তরাধিকারী ঠিক কর তো খোকা। ওটাকে আর কলকাতা পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়ে কষ্ট দিয়ে লাভ নেই। জানিস তো, সব মানুষই চায় যে-মাটিতে জন্মেছে সেই মাটিতেই মরতে। কাঁঠাল বলে কি মানুষ নয়?'

যাক বাবা, দাদুর সুমতি হয়েছে। সামনের পথ দিয়ে একজন মানুষ চলেছেন আপনমনে। চোখে তারের চশমা। কানের কাছে সুতো জড়ানো। গায়ে পাঞ্জাবি। ঘাড়ের কাছে অর্ধচন্দ্র তাপ্পি!

'ওই যে দাদু, উত্তরাধিকারী।'

দাদু তড়াক করে লাফিয়ে উঠে তাঁর সামনে গিয়ে বললেন, 'নমস্কার।'

লোকটি হকচকিয়ে গেলেন। বললেন, 'নমস্কার।'

www.BanglaBook.org

'আপনি একটি কাঁঠাল গ্রহণ করলে বাধিত হব।' দাদু বিশুদ্ধ বাংলায় বললেন।

'তার মানে?'

দাদু একটু থতমত হয়ে গেলেন। দেখতে নিরীহ হলেও মেজাজটা তেমন সুবিধের নয়! দাদু আমতা-আমতা করে বললেন, 'আপনাকে একটি গাছপাকা কাঁঠাল দান করে ধন্য হতে চাই।'

'আপনি ধন্য হতে চাইলেও আমি ধন্য হবার জন্য কেন সাহায্য করব?'

দাদু বেশ বিব্রত। কী বলবেন ভেবে পাচ্ছেন না। তবু সাহস করে বললেন, 'গ্রহণ করলে কৃতার্থ হব।'

'গ্রহণও করব না, কৃতার্থও হতে হবে না। আমি অপরীগ্রাহী। আমার তালিমারা পাঞ্জাবি আর ছেঁড়া পাদুকা দেখে আপনি ভেবেছেন আমি ভিক্ষুক। ভুল করেছেন মশাই। জানেন, আমার বড় ছেলে ভিলাইতে কাজ করে, আমার মেজ ছেলে দুর্গাপুরে, ছোট হলদিয়াতে, আপনি এসেছেন আমার মাথায় কাঁঠাল ভাঙতে? ভেবেছেন কলকাতার বাবুদের আমি চিনি না?'

দাদু কথা শুনে পালিয়ে এলেন। আমার পাশে বসে বললেন, 'অত্যন্ত অযোগ্য উত্তরাধিকারী। চল, আমাদের কাঁঠাল আমাদেরই থাক। ওই যেমন বলে নিজের জীবন নিজেকেই বইতে হবে, সেইরকম নিজের কাঁঠাল নিজেকেই বইতে হবে।'

আবার হল্টন। পথ প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। ওই যে বাসরাস্তা দেখা যাচ্ছে। এখন সেই গানটা গাইতে ইচ্ছে করছে, 'পথের ক্লান্তি ভুলে, স্নেহ ভরা কোলে তুলে মা গো, কতদূর আর কতদূর।'

বাস আসছে। চারপাশে বাদুড়ঝোলা মানুষ। কার ক্ষমতা ওঠে। তবু দাদু একবার চেষ্টা করলেন। কন্ডাকটার বললে, 'একসঙ্গে দুটো হবে না। হয় কাঁঠাল আসুক আপনি থাকুন, নয় আপনি আসুন কাঁঠাল থাকুক। কিংবা বাসের চালে উঠে কাঁঠাল কোলে বসুন।'

বাস চলে গেল। জানা গেল পরের বাস আসবে এক ঘণ্টা

www.BanglaBook.org

পরে। এইবার মনে হল দাদু ভীষণ রেগে গেছেন। কাঁঠালটা পায়ের কাছে পড়ে আছে। দাদু বললেন, 'সারাটা জীবন পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে এখন আমার মাথায় কাঁঠাল ভাঙতে এসেছে।'

'কে দাদু?'

'ওই ম্যালেরিয়ালিস্ট পলটু।'

'আপনি বরং কাঁঠালটা এবার বেচে দিন দাদু। দান করলে কেউ যখন নিতে চাইছে না।'

'খদ্দের দ্যাখ।'

'আবার আমার ওপর ভার দিচ্ছেন দাদু! উত্তরাধিকারী ঠিক করতে গিয়ে ফেল করলুম।'

'তাতে কী হয়েছে? রবার্ট ব্রুস বলেছেন, ট্রাই অ্যান্ড ট্রাই, নেপোলিয়ান, রোমেল, নেলসন, সকলেই জীবন দিয়ে প্রমাণ করেছেন, পারব না বলে কিছু নেই, হারব না কখনই।'

'তা হলে দাদু, ওই যে এক ভদ্রলোক আসছেন, মনে হয় শহরের মানুষ, ওই যে নীল শার্ট, কালো প্যান্ট।'

দাদু যথারীতি সবিনয়ে বললেন, 'আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল।'

'বলুন।'

'একটা গাছপাকা কাঁঠাল কিনবেন?'

ভদ্রলোক হকচকিয়ে গেলেন। কাঁঠাল কিনব কেন? আপনি কি পাগল?'

'আজ্ঞে না, সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষ, কলকাতার কোর্টে ওকালতি করি।'

'তাই বলুন। আহা, আইন-ব্যবসার এই হাল হয়েছে। কলকাতার উকিল বলাগড়ে এসে কাঁঠাল বেচছেন? মাথায় কাঁঠাল ভাঙার মক্কেল জুটল না বলে এখানে তেড়ে এলেন কাঁঠাল বেচতে?'

দাদু প্রতিবাদ করে বললেন, 'আপনি ভুল করছেন। আমি প্রতিষ্ঠিত উকিল। কাঁঠাল বেচতে আসিনি।'

'বুঝেছি, বুঝেছি। উকিলদের শেষকালটায় এই রকম

www.BanglaBook.org

স্মৃতিভ্রংশে রোগ হয়। এই বলছেন, এই ভুলছেন। আমার মেসোমশাইয়ের হয়েছিল। এ ওকালতি জীবনে ছটা না সাতটা এফিডেবিটের কেস করেছিলেন। বাস আর মক্কেল জোটেনি। বটতলায় বসে মাছি তাড়াতেন। শেষে হাতে আর এক উকিলের কামড় খেয়ে জলাতঙ্ক রোগে মারা গেলেন। একই মক্কেল ধরে ছ সাতজনে টানাটানি করছিলেন। হঠাৎ একজন ঘ্যাঁক করে কামড়ে দিলে।'

'ননসেন্স!'

'আপনি একটা লুন্যাটিক। ক্যারিং কোল টু নিউক্যাস্‌ল। কাঁঠালের দেশে কাঁঠাল বেচতে এয়েছেন। আমার নিজেরই কাঁঠালবাগান। শুনুন, ভাল কথা বলছি, জীবনে একবার ভুল পথে গিয়ে পস্তাচ্ছেন। উকিল হয়ে মরেছেন। আবার একটা ভুল পথ ধরেছেন, কাঁঠালের ব্যবসা। তার চেয়ে এখান থেকে কলা কিনে কলকাতার অফিসপাড়ায় বসুন, শেষ বয়সে অন্তত দুটো পয়সার মুখ দেখতে পারবেন।'

'থ্যাঙ্ক ইউ ফর ইওর অ্যাডভাইস। আপনি যেতে পারেন।'

'বললেও যাব, না বললেও যাব। তবে শুনে রাখুন, বিপদে পড়লে মানুষের মতিভ্রম হয়। তখন ভাল কথাও খারাপ লাগে। খেঁকি স্বভাব হয়ে যায়।'

ভদ্রলোক মুচকি হেসে চলে গেলেন। দাদু বললেন, 'পাজি।'

হন্‌হন্‌ করে ফিরে এসে কাঁঠালটা কাঁধে তুলে নিলেন, 'আয়, চলে আয়।'

বাস স্টপ ছেড়ে দাদু আবার কোথায় চললেন? মাঠের পথ ধরে এগিয়ে চলেছেন। হাঁটতে হাঁটতে আমরা একটা নির্জন জায়গায় এসে পড়লুম। বহুদূরে বাসরাস্তা। গ্রাম। লোকজন নেই। একটা পুকুর। জলে লাল আকাশ ভাসছে।

'নে, এখানটায় বোস।'

বসে পড়লুম। দাদু বেশ জুতসই হয়ে বসে কাঁঠালটা ভেঙে ফেললেন।

'শোন, এতক্ষণে বুদ্ধিটা এল। কাঁধে করে না নিয়ে যেতে

www.BanglaBook.org

পারি, পেটে করে তো সহজে নিয়ে যেতে পারব। আঃ, কোয়া দেখেছিস? আয় শুরু করা যাক। চালা চালা। এই নে, রুমালে বিচিগুলো জমা। বাড়ি নিয়ে যেতে হবে।'

কাঁঠাল খেতে খেতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। শেয়াল ডাকল হুক্কাহুয়া। দাদু বললেন, 'পালাই চ, ব্যাটারা গন্ধ পেয়েছে। আধখানা ওদের জন্যে রইল।'

রাত দশটার সময়, কাঁঠালবিচি হাতে আমরা বলাগড় জয় করে বাড়ি ফিরে এলুম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দাদুর ইঁদুর

'আজ শেক্‌সপিয়ারস!' বইয়ের র‍্যাক থেকে একটা মোটা বই টেনে নিয়ে দাদু লাফাতে লাগলেন, 'কাল সারারাত ধরে ব্যাটারা শেক্‌সপিয়ার চিবিয়েছে।' বই যেখানে ছিল, সেইখানেই কুচো-কুচো কাগজ পড়ে আছে। দু-একটা টুকরো বইয়ের গায়ে লেগে ঝুলছে। 'আর ক্ষমা করা যায় না। নো মারসি। এটা খেড়েদের কাজ, নেংটিদের দাঁতে শেক্‌সপিয়ার সইবে না।'

বইটার বুকে হাত বুলোতে বুলোতে দাদু চিৎকার করলেন, 'দেওকিনন্দন, এ দেওকিনন্দন।'

নীচের বাগানে যেন মেঘ ডেকে উঠল, 'জি হাঁ।'

'তুরন্ত আ যাও।'

দাদু ডেকচেয়ারে বসলেন। চোখমুখ খুবই ভীতিপ্রদ। 'বুঝলে, পরশু মেটিরিয়ামেডিকা, তার আগের দিন রবীন্দ্র রচনাবলী, আজ শেক্‌সপিয়ার। খিদে আর হজমশক্তি, দুটোই ক্রমশ বাড়ছে। মেটিরিয়ামেডিকায় ওষুধ আছে। নাকসভমিকার পাতা খেয়ে ব্যাটারা আগে খিদে বাড়িয়েছে।'

'ওষুধের নাম লেখা পাতা খেলেও ওষুধের কাজ হয় দাদু?'

'হবে না? সেই ঘটনার কথা তোমাদের মনে নেই? উত্তাল নদী পেরোতে হবে। নৌকো নেই। সাঁতার জানা নেই। শিষ্যের হাতে গুরু একটা কাগজের মোড়ক দিয়ে বললেন, এইটা মুঠোয় ধরে হেঁটে পার হয়ে যাও। শিষ্য হেঁটে নদী পার হচ্ছে। সত্যিই সে ডুবছে না। মাঝ নদী বরাবর এসে তার মনে হল, আচ্ছা দেখি তো কী আছে এতে। খুলে দেখলে, লেখা আছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রাম-নাম। যেই মনে হওয়া রামনামের এত জোর, ব্যাস, ভড়-ভড় করে ডুবে গেল।'

'মনে আছে, বাবা বহুবার আমাকে এই গল্প বলেছেন। তবে রামনামের জোর হিসেবে নয়, শিষ্যের বিশ্বাসের গল্প। গল্পটা শেষ করেন এই বলে—বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহু দূর।'

'সেই বিশ্বাসে আমার কথাটাও তুমি মেনে নাও, তর্ক কোরো না। মেটিরিয়ামেডিকা বুকে চেপে ধরলে খাবি-খাওয়া রোগী বিছানায় উঠে বসে।'

'তা হলে এত মানুষ মারা যায় কেন?'

'বিশ্বাস নেই বলে।'

'তার মানে সেই বিশ্বাস।'

'তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না। আই হ্যাভ নো টাইম। আমার মন খারাপ। আমার শেক্‌সপিয়ার খেয়ে গেছে।'

'জি হাঁ।' হাঁ হাঁ করে দেওকিনন্দন ঘরে ঢুকল। নীচের বাগানে একা-একা বোধহয় কুস্তি করছিল।

মাথার পেছনে মাটি লেগে আছে। ভোজপুরি গোঁফজোড়া খাড়া হয়ে আছে। দেওকিনন্দন সামনে থাকলে দাদুও গলাটাকে খুব গম্ভীর মতো করার চেষ্টা করেন। দেওকির আদুরে নাম রেখেছেন দাদু দেবু।

দেবু, একটা ইঁদুরকল চাই।'

'জি হাঁ। লে আয়েগা। লেকিন জাঁতিকল কি খাঁচাকল?'

'জাঁতি নেহি, জাঁতি নেই। উ বীভৎস হ্যায়। খাঁচা মাঙতা।'

'ঠিক হ্যায় জি, হো যায়েগা। লেকিন লেংটিকে লিয়ে কি ধেড়ে কে লিয়ে?'

'ইধার আও।'

দেওকি সামনে ঝুঁকে পড়ল। দাদু বইটার কুরে-কুরে খাওয়া অংশ দেওকির সামনে তুলে ধরলেন।

'এ কিসকা কাম?'

দেওকি ভাল করে দেখে বললে, 'ধাড়িয়াকা।'

'তব ধেড়ে কি লিয়ে খাঁচাকল লে আও।'

কল এসে গেছে। দাদুও এসে গেছেন কোর্ট থেকে। রাতের

www.BanglaBook.org

খাওয়াদাওয়া শেষ। দাদুর লাইব্রেরি ঘরে কলের কেরামতি চলেছে। দাদু নির্দেশ দিচ্ছেন। দেওকি করে যাচ্ছে।

'ময়দাকা এতনা ছোটা-ছোটা গোলি বানাও। ময়দা কি খায়েগা? সন্দেহ হ্যায়। লোভনীয় কুছ চিজ চাহিয়ে।'

আমি মেঝেতে থেবড়ে বসেছিলুম। বললুম 'কেক।'

'ওটা তোমার প্রিয়, ইঁদুরের প্রিয় হবে কি? কেয়া দেবু, প্রিয় হোগা?'

'লাড্ডু হোগা জি।'

'হাঁ হাঁ লাড্ডু। লে আও।'

দেওকি সামনের দোকান থেকে এক টাকার লাড্ডু কিনে আনল। প্রথমেই একটা লাড্ডু আমার হাতে দিয়ে দাদু বললেন, 'টেস্ট করো।'

মুখে দিয়ে বললুম, 'ভেরি টেস্টফুল।'

দেবুকে একটা দিলেন। 'ক্যায়সা?'

'বহত বড়িয়া।'

দাদু একটা খেলেন। 'হাঁ, মালুম হোতা হ্যায়, বড়িয়া।'

ঠোঙায় পড়ে আছে আর একটা। দেওকি সেটাকে কলে পুরল। এখন কলটাকে কোথায় রাখা হবে? ইঁদুরের চোখে পড়া চাই। ইঁদুরের আবার চোখ কি! সর্বত্র তার চোখ। দেওকির পরামর্শে কলটাকে একটা বইয়ের র‍্যাকের তলায় রাখা হল।

ভীষণ ভোরে ঘুম ভেঙে গেল। অন্যান্য দিন দাদুই আমাকে টেনে তোলেন। আজ আবার দাদুর কি হল। ঘুম ভেঙেই চোখের সামনে সেই ফর্সা টকটকে মুখ দেখতে না পেলে কেমন যেন লাগে।

দাদুকে খুঁজে পেলুম লাইব্রেরি ঘরে। হাঁটু মুড়ে মেঝেতে বসে আছেন। সামনে ইঁদুরকল। গোঁফঅলা এইটুকু ইঁদুর দাঁড়িয়ে কাঁপছে। আশ্চর্য! কলের ভেতরের লাড্ডুটা সে চেয়েও দেখেনি। দাদুর মুখটা যেন কেমন হয়ে গেছে। দুঃখ-দুঃখ ভাব।

হাঁটুর উপর হাত রেখে শরীরটা সামনের দিকে ঝুলিয়ে ইঁদুরটাকে দেখছিলুম। এইবার থেবড়ে বসে পড়লুম।

'কী সুন্দর দেখতে দাদু।'

www.BanglaBook.org

'বিউটিফুল।'

'গা-টা দেখেছ? তেল চুকচুকে। চোখ দুটো যেন জ্বলজ্বলে পুঁতির মতো। মুখটা কত বুদ্ধিমান।'

'অসাধারণ। এত কাছে থেকে ইঁদুর আমি কোনোও দিন দেখিনি। বড় আদরের জিনিস হে।'

'কী করবেন?'

'সারারাত বেচারা না-খেয়ে আছে। একটা বিস্কুট আন তো।'

বিস্কুট নিয়ে এলুম। দাদু গুঁড়ো-গুঁড়ো করে কলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। ইঁদুরটা কাঁপতে কাঁপতে কোণের দিকে চলে গেল। বিস্কুট ছুঁলই না। দাদু বললেন, 'প্রাণভয়ে ভীত। কেমন বুঝতে পারে দেখছ? জানে মৃত্যু এগিয়ে আসছে।'

নীচে দেওকির বাজখাই গলা শোনা গেল। দাদু কলটা তাড়াতাড়ি হাতে তুলে নিলেন। 'দেওকির হাত থেকে একে বাঁচাতে হবে খোকা। দেখলেই মারতে চাইবে। চল, বাগানের এক কোণে ছেড়ে দিয়ে আসি।'

দেওকির চোখে ধুলো দিয়ে আমরা দু'জনে বাগানের পাঁচিলের ধারে এসে কলটা খুলতেই ইঁদুরটা বেরিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে তেড়ে এল এক ডজন কাক।

'তাড়াও, তাড়াও, গেল!' দু'জনে হই-হই করে কাক তাড়াতে লাগলুম! কাকের পেটে যেতে যেতেও ইঁদুরটা একটুর জন্যে বেঁচে গেল। জল যাবার নর্দমা ধরে সোজা দৌড়ে রান্নাঘরের জানালা দিয়ে বাড়িতে ঢুকে গেল।

'বাঁচ গিয়া। বাঁচ গিয়া। ঘরের ছেলে ঘরে গিয়া।'

দাদুর ধেই ধেই নৃত্য। আমি দম বন্ধ করে ছিলুম এতক্ষণ। আমিও নাচতে লাগলুম। দেওকি বললে, 'হুয়া কেয়া?'

দাদু বিজয়ীর মতো বললেন, 'বাঁচ গিয়া, বাঁচ গিয়া।'

'কৌন বাঁচ গিয়া জি?'

'চুহা। চুহা।'

দাদুর সে কী নাচ!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দাদুর দ্বিতীয় ইঁদুর

মাঝরাতে দাদু একবার বাথরুমে গিয়েছিলেন। প্যানে যতটুকু জল জমে থাকে, সেই জলে তিনি যেন সরু একটা মুখ দেখতে পেলেন। জিনিসটা কী, ঘুম-চোখে ঠিক বুঝতেও পারছেন না। চোখে চশমা নেই যে, ভাল করে দেখবেন। চশমা ছাড়া আজকাল কাছের জিনিস আর দেখাই যায় না। পুরো শরীরটা দেখা যাচ্ছে না। মুখটাই কেবল উঁচিয়ে আছে জলের ওপর। আপ্রাণ চেষ্টা করছে জল ছেড়ে উঠে আসার।

দাদু ভাবলেন, কী রে বাবা! একবার জগদানন্দের বালিগঞ্জের বাড়িতে দোতলার বাথরুমের প্যান থেকে গোখরো সাপ ফোঁস করে উঠেছিল। জগদানন্দ ভীতু মানুষ। ভয়ে শাওয়ারের ডাণ্ডা ধরে পাক্কা পনেরো মিনিট ঝুলে ছিল। অবশ্য জগদানন্দ মনে করেছিল ঝুলে আছে! আসলে কিন্তু তা নয়। মাটিতেই তার পা দুটো ছিল। দেহের ভারে পাইপ বেঁকে ধনুকের মতো নীচে নেমে এসেছিল। সাপ বিশেষ করে গোখরোর মতো রাজা-সাপ ভীতুদের ছোবল মারে না। একপাশে গোল হয়ে বসে জগদানন্দের নিশ্বাসের ফোঁসফোঁসানি শুনছিল। সাপ যেন কী একটা পারে না। হয় শুনতে, না হয় দেখতে। সে যাই হোক, জগদানন্দকে বাথরুম থেকে কিছুতেই বেরোতে না দেখে সকলের সন্দেহ হল, হার্ট অ্যাটাক নয় তো? বেশির ভাগ হার্ট অ্যাটাকই বাথরুমে হয়। দরজাও ভাঙা যাচ্ছে না, জগদানন্দ বাঁকা পাইপ ধরে দরজা ব্লক করে বসে আছে। বাইরে চেঁচামেচি শুনে অতি কষ্টে বললে, 'বেঁচে আছি। কতক্ষণ থাকব জানি না। সাপ।' বাইরে থেকে সাহসীরা বললে, 'সাপ তো কী হয়েছে,

www.BanglaBook.org

বেরিয়ে আসুন।' জগদানন্দ বেরোবে কী করে? বেরোবার পথ তো নিজেই বন্ধ করে বসে আছে। বাথরুমের কোণ থেকে দরজার মাথার ওপর দিয়ে শাওয়ারের পাইপ ছিল। সেই পাইপ এখন বেঁকে নীচে নেমে এসেছে। দরজা কোনও রকমে একটু খুলতে পারে। সে ফাঁক দিয়ে ভুঁড়ি গলবে না।

সেই জগদানন্দ আর বাথরুমে সাপের কথা ভেবে দাদু প্রথমটায় খুব ভয় পেয়েছিলেন। তারপর ওকালতি বুদ্ধি খেলিয়ে বুঝতে পারলে, ওটা সাপ নয়। সাপের সরু সরু গোঁফ থাকে না। তাহলে কী? সেপটিক ট্যাঙ্কে পোকা হয়। লাখ পোকা। সেই পোকা নয় তো? সর্বনাশ! লাখে লাখে সেই পোকা তেড়ে-মেরে বেরিয়ে আসতে চাইছে নাকি? আঁতকে উঠলেন। আর একবার ভাল করে ঝুঁকে দেখতেই মনে হল, চিনি গো চিনি, তুমি নেঙটি ইঁদুর। ভিজে বেড়ালের মতো চেহারা হয়েছে মানিক। মরতে ওখানে গিয়ে পড়লে কী করে? বেশ তো ছিলে আমার বইয়ের র‍্যাকে। যেখানে গিয়ে পড়েছ, সেখান থেকে তো আর উঠতে হবে না।

দাদু এক বালতি জল নিয়ে হুড়-হুড় করে প্যানে ঢেলে দিলেন। চোখ বুজে প্রার্থনা করলেন, আমার মূল্যবান বই সমূহ কেটে কুঁচি-কাটা করলেও ঈশ্বর নির্বোধ প্রাণীর আত্মার সদ্‌গতি করে দাও। আসচে বার ও যেন পণ্ডিত হয়ে জন্মায়। বাথরুমের দরজা বন্ধ করে দাদু বিছানায় এসে শুয়ে পড়লেন।

মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। এ আমি কী করে ফেললুম? আমার কী দরকার ছিল এক বালতি জল হুড়-হুড় করে বাথরুমে ঢালার। পরোক্ষে আমিই হয়ে গেলুম ওই প্রাণীটির মৃত্যুর কারণ। একটা জীবন দিতে পারি না, একটা জীবন নিয়ে নিলুম। বিছানায় উঠে বসে আবার প্রার্থনা করলেন, 'ঈশ্বর, এই নির্বোধ বৃদ্ধকে ক্ষমা করো প্রভু! ঝোঁকের বসে জল ঢেলে ফেলেছি। ও কি আর ওই গাড্ডা থেকে উঠতে পারত প্রভু? পারত না। তাই আমি জল দিয়ে ঢেইয়ে দিয়েছি। ওই অপবিত্র শরীরে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুই কি ভাল নয়? আমি নিজে

www.BanglaBook.org

যদি কখনও ম্যানহোলে পড়ে যাই, কথা দিচ্ছি আমি বাঁচতে চাইব না। দমকলের লোককে গর্ত থেকে হেঁকে বলব, হোস দিয়ে আমাকে পদ্মার পাড়ে পাঠিয়ে দাও। সত্যি বলছি প্রভু। মিথ্যে নয়। তুমি আমাকে একবার ফেলেই দেখো।'

এত করেও দাদু শান্তি পেলেন না। ইশ, জলটা না ঢাললেই হত। আবার উঠলেন। বাথরুমে গিয়ে একবার দেখে আসি। মুখটা বেরিয়ে আছে না কি! বেরিয়ে থাকলে আর জল ঢালব না। ওর নিজের বরাতের ওপরেই ছেড়ে দোব। নাঃ, সে বরাত করিনি আমি। কোথায় কী? প্যানের গর্তে পরিষ্কার টলটলে জল। সেই ছুঁচলো মুখ অদৃশ্য। খুনের দায়েই পড়তে হল। মৃত্যুর পর ঈশ্বরের আদালতে বিচার হবে। এখানকার আদালতে আমি মানুষের বিচার করি। সেখানকার আদালতে আমার বিচার হবে। বেলিফ হেঁকে বলবে, আসামি হাজির।

বিষণ্ণ মনে বিছানায় এসে শুয়ে পড়লেন। অনুশোচনায় ঘুম এসে গেল। নাক ডেকে উঠল ফুড়ুত ফুড়ুত। এদিকে তলিয়ে যাওয়া ইঁদুর আবার ভেসে উঠল। প্রাণপণ চেষ্টা করে উঠে এল ওপরে। অদম্য ইচ্ছাশক্তি, বাঁচতে আমাকে হবেই। বুড়োর লাইব্রেরিতে এখন হাজারখানেক বই। একেবারে টাটকা। দাঁত পড়েনি একবারও। ওই বইয়ের একটা পাতায় লেখা আছে, আয়ু অল্প, বহু বিঘ্ন, অগাধ জ্ঞানভাণ্ডার, হাঁসের মতো জল থেকে দুধটুকু টেনে নিতে হবে। আমি ইঁদুর। আমার আয়ু ওদের চেয়ে আরো কম। আমার শত্রু অনেক। বেড়াল, কাক, পেঁচা, সাপ, ইঁদুরকল। কটা ইঁদুর আর স্বাভাবিকভাবে মরে! সবাই তো অপঘাতে শেষ হয়ে যায়। এই তো আমিই! এখুনি মরতে মরতে বেঁচে এলুম আমাদের ভগবানের জোরে।

ইঁদুরটা বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। সেই রাত বারোটা থেকে ক্রমান্বয়ে সাঁতার কেটে চলেছে। এখন প্রায় তিনটে। মানুষ হলে রেকর্ড করেছি, রেকর্ড করেছি, বলে গলায় পদক-টদক ঝুলিয়ে বসে থাকত। মরতে মরতে বেঁচে ফিরে আসার অ্যাডভেন্চার কাহিনী লিখে ফেলত। সিনেমা হত। হীরো

www.BanglaBook.org

বনে যেত। ইঁদুরের সংবাদ-পত্রও নেই, সাংবাদিকও নেই। একমাত্র উল্লেখ আছে সেই কবির লেখায়ঃ উই আর ইঁদুরের দেখ ব্যবহার।

ইঁদুরও ক্লান্ত হয়, ইঁদুরেরও ঘুম পায়। এখন একটু বিশ্রাম দরকার ভেবে বাথরুমের ভেতরেই ইঁদুরটা একটা শান্তির জায়গা খুঁজতে লাগল। ইঁদুর বলে কি মানুষ নয়? দাদু যে বালতি থেকে জল ঢেলেছিলেন, কলের তলায় সেই বালতিটা ইতিমধ্যে শুকিয়ে এসেছে। মানুষেরই মাথামোটা হয়, ইঁদুর বুদ্ধিমান হলেও কোনও কোনও ইঁদুর বেশ গবেট। একগুঁয়ে। গণ্ডার না হয়ে ইঁদুর হলে যা হয়। এই ইঁদুরটাও সেই রকম। ভেজা ইঁদুরও লাফাতে পারে। সেটা সহজেই বোঝা গেল। ইঁদুরটাও বুঝতে পারল। যখন সে তিড়িং করে লাফ মেরে ওই খালি বালতিটায় গিয়ে পড়ল। মূর্খ জানে না, বালতি বালতিই। বালতিটা খাট নয়। তার ওপরে মাথার সামনেই কল। সেই কল আবার খোলা। খোলাই থাকে। ভোর ছ'টার জল এলে কেউ উঠুক না উঠুক বালতি ভরে থাকবে। শিয়রে শমন রেখে মানুষ ঘুমোতে না পারলেও ইঁদুর ঘুমোতে পারে। 'বাঃ কি সুন্দর ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা প্লাস্টিকের বাড়ি' বলে ইঁদুরটা একপাশে শুয়ে পড়ল। মাথার ওপর বাথরুমের গোল আকাশ। আহা! ইঁদুরটার তখনও একটা সন্দেহ ছিল, ভিজে ইঁদুর কি কিছু কাটতে পারে। তা না হলে আর একটু লাফিয়ে বেসিনে উঠলে দাদুর পা পরিষ্কার করার স্পঞ্জটা পেত, একটা ছোবড়াও ছিল।

ইঁদুর ঘুমুলে মানুষের মতই অসহায়। শেষ রাতে মানুষ গভীর ঘুমোয়, ইঁদুরও তাই। ছ'টার আগে ঘুম থেকে উঠলে ওই অবস্থা হত না। ঠিক ছ'টায় তেড়ে জল এল। ধোঁয়ার মতো। ইঁদুর নায়েগ্রাপ্রপাত দাঁতে কেটেছে হয়তো! তাতে তো আর ঠিক ধারণা হয় না জিনিসটা কী! পিরামিডও কাগজের মতো খেতে, নায়েগ্রাপ্রপাতও কাগজের মতো। তফাত, কোনোটা আর্ট প্রিন্ট, কোনোটা হোয়াইট প্রিন্ট। এখন বুঝল নায়েগ্রা কাকে বলে। মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়ল। একেই বলে ক্লাউড

www.BanglaBook.org

বাস্ট। ছ লিটার বন্যা। বালতির মাপ ছ' লিটার। ছ' লিটার জলে ইঁদুরের আবার হাবুডুবু। যেখানে জল পড়ছে সেখানে ঘূর্ণি। সেই আকর্ষণে বালতির কানা থেকে থাবা ছেড়ে যাবার মতো হচ্ছে। পেছনের পা দিয়ে সাঁতার কাটছে। সামনের হাত দুটো দিয়ে বালতির কানা ধরে আছে। তোড়ে জল পড়ছে। ইঁদুরের মৃত্যুভয় আছে। কান দুটো পিছনে খাড়া। চোখ দুটো বেরিয়ে আসছে ঠেলে। চোঁচা দৌড়লে মানুষের মুখ যে রকম সরু হয়ে যায়, এর মুখটাও তেমনি সরু দেখাচ্ছে।

সাড়ে ছ'টার সময় দাদুই প্রথমে বাথরুমে ঢুকলেন। বেসিনে চোখ-মুখ ধুলেন। হাত দিয়ে অ্যা অ্যা করে জিভ ছুললেন। এই শব্দটা শুনলেই বুঝতে হবে প্রভাত হল। পাখি ডাকে। দাদু অ্যা অ্যা করেন। কলটা বন্ধ করতে গিয়ে দাদুর নজর পড়ল। বালতিতে এটা কী রে? অ্যা, সেই ইঁদুর। লোম-টোম ভিজে ছাল ছাড়ানো অবস্থা। আরে ছি ছি। তুই ব্যাটা প্যান থেকে উঠে এসে ফের বালতিতে পড়েছিস! তোর দেখছি নির্ঘাত জলে ডোবার ফাঁড়া আছে! একেই বলে মানুষের ভাগ্য। আমারও ওই রকম পাতকী যোগ ছিল। মাদুলি পরে বেঁচে আছি। তোর কোষ্ঠীও নেই, বাপ-মাও নেই। এতবড় এই বিরাট বিপদসঙ্কুল পৃথিবীতে এতটুকু একটা শরীর নিয়ে বাঁচা যায়? তার ওপর অত্যাচারী। কেউ যে ভাল চোখে দেখবে, সে-পথও রাখেনি।

ইঁদুরের সঙ্গে কথা বলতে বলতে দাদুর মনে হল, গল্পটা কত সত্যি। জলে ডোবা মানুষকে উদ্ধারের চেষ্টা না করে তীরে দাঁড়িয়ে তিরস্কার করা। উদ্ধারের কথা মনে হতেই দাদুর আবার ভীষণ ঘেন্না এসে গেল। ইশ্ প্যান থেকে এসে মুখ ধোবার জলের বালতিতে পড়েছে। উত্তেজিত হলেই দাদুর ভাষা ভাবনা সব হিন্দিতে চলে যায়। ইসকো হাটাও, আভি হাটাও, সব বাহারমে ফেক দেও। রামখেলোয়ান, রামখেলোয়ান।

দাদু বাথরুমের দরজা খুলে নটরাজের মতো নাচতে নাচতে বেরিয়ে এলেন। সামনেই রামখেলোয়ান। হাতে তোয়ালে।

www.BanglaBook.org

ভেবেছিল বুড়াবাবু হয়তো তোয়ালে চাইছেন। দাদু বালতিটা দেখিয়ে বললেন, বিলকুল বাহার ফেকো।

দরজা পেরোলেই বাগান। দাদুর কথা শেষ হওয়ামাত্রই রামখেলোয়ান পালোয়ানি শরীর নিয়ে এক ঝটকায় বালতিটা তুলে বাইরের বাগানে জলটা ফেলে দিল। পরিষ্কার তকতকে কচ্ছপের পিঠের মতো মাটি। চারপাশে জল গড়িয়ে গেল। রামখেলোয়ান জল ফেলে লাল বালতিটা করবী গাছের তলায় রাখতেই দাদুর খেয়াল হল, আরে বাইরে তো কাক আছে, ওই তো পাঁচিলে বসে ডাকছে। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার, 'কাঁহা ফেকা ?'

রাম বললে, 'বাহারমে ফেঁকিয়ে দিয়েছি, যেমন বলিয়েছেন।'

'আরে মূর্খ, উসমে এক চুহা থা। কৌয়া লে যায়েগা। সর্বনাশ হো গিয়া !'

দু'জনেই ঊর্ধ্বশ্বাসে বাইরে ছুটলেন।

রামখেলোয়ান বললে, 'আপ ঘ্যায়সা বোলা।'

দাদু খুব রেগে বললেন, 'হাম মূর্খ হ্যায় তো তোম গোমূর্খ হোগা।'

পরিষ্কার মাটি। ঘাস-টাস ঝোপঝাপ কিছুই নেই। জল পড়ে ভিজে ভিজে মাটি। ইঁদুরের চিহ্ন নেই। তিনটে কাক একটু আগে পাঁচিলে বসে ছিল। কাক তিনটে আর নেই। দাদু হায় হায় করে উঠলেন। 'তোর জন্যেই প্রাণীটা বেঁচেও বাঁচল না। জলে ডোবা থেকে যদিও বা বাঁচল, কাকে নিয়ে গেল। পাষণ্ড, আভি নিকালো তোমকো হাম নেহি মাঙতা।'

রামখেলোয়ান মুখ কাঁচুমাচু করে বাইরের রকে গিয়ে বসে রইল। দাদু নিজেই বাগানটা তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন। কোথাও নেই। আবার আমি। আমিই একটা প্রাণীর এতক্ষণের জীবন-সংগ্রাম শেষ করে দিলুম। আমি এক যমদূত। হে প্রভু, আমি যদি জলে ডুবি, তাহলে আমাকে কেউ যেন এই ভাবেই তুলে বাঘের মুখে ফেলে দেয়। আমি তোমাকে স্ট্যাম্প পেপারে লিখে দিয়ে যাব। আমার ওই সাজাই হওয়া উচিত।

দাদু উদ্‌ভ্রান্তের মতো বাগান থেকে বাড়ি ঢুকলেন। খুব মন খারাপ। পা ধুয়ে তোয়ালেতে পা মুছলেন। পাশেই

www.BanglaBook.org

বিদ্যাসাগরী চটি। প্রথমে বাঁ পা ঢোকালেন। তারপর ডান পা-টা ভাল করে মুছে জুতোতে ঢোকালেন। ডগার দিকে নরম-মতো কী একটা নড়ে উঠল। শুধু নড়লই না। চিক্ করে আওয়াজ করে উঠল। পা বের করে উলটে-পালটে পা'টাকেই ভাল করে দেখলেন। মানুষের পা তো চিঁকচিঁক করে ডাকে না। তবে কি জুতো ডাকছে? জুতোর সামনে থেবড়ে বসে পড়লেন। সেই ইঁদুর। জুতোর ভেতর ঢুকে গুটিসুটি মেরে বসে আছে।

'রামখেলোয়ান, এই রামখেলোয়ান।' বাজখাই চিৎকার। একটু আগেই যার চাকরি গিয়েছিল, সে দৌড়ে এল। সারাদিনে বেচারার মিনিটে চাকরি যায়, আবার হয়। দাদুর নির্দেশে সে সাবধানে চটিটা তুলে নিল। দাদু বললেন, 'সামালকে, উসকা ভিতর সেই বীর চুহা হ্যায়। চলো।'

'কাঁহা চলেগা বড়া সাব।'

'তোমহারা ঘর।' বাইরের দিকে রামের ঘরে, সেই ঘরে জুতাসুদ্ধু ইঁদুর থাকবে। একদম ডিসটার্ব করা চলবে না। সন্ধ্যের দিকে সুস্থ হয়ে নিজেই চলে আসবে দাদুর লাইব্রেরিতে।

সামনে রামখেলোয়ান চলেছে জুতো হাতে। ভেতরে ভিজে ইঁদুর। পেছনে দাদু চলেছেন পাহারাদার। বলা যায় না, রাম যদি ফেলে দেয়। রাম বললে, 'এ চিজ কাঁহাসে আয়া জি?'

দাদু গম্ভীর গলায় বললেন, 'মুলুকসে।'

www.BanglaBook.org

দাদুর দাঁদানো বাঁতে

দাদু যখন সকালে বেড়াতে বেরোবেন তখন হাতে থাকবে পাকানো-পাকানো বেতের লাঠি। সে লাঠির কী বাহার। বাবা এনে দিয়েছিলেন মুসৌরি থেকে। আর যখন কোনো কাজে বেরোবেন তখন আর লাঠি নয়, তখন আমি তাঁর পাশে এক চলন্ত লাঠি। দাদুর ভারী ডানহাত আমার কাঁধে। আমার উচ্চতাও ওই লাঠিটার মতোই। দাদুর হাতে আমার কাঁধটা বেশ ফিট করে যায়। চলন্ত লাঠির গতি যখন বেড়ে যেতে চায় দাদুর হাত তখন কাঁধ খামচে ধরে পাশাপাশি টেনে আনে। আমার চেহারাটাও ঠিক লাঠির মতো। মা বলেন, খ্যাংরা কাঠির মাথায় আলুর দম। হবে না! জন্ম খেলে কারুর চেহারা ভাল হয়। অষ্টপ্রহর মুখ চলছে। দুঃখ হয় কথা শুনে, কিছু বলতে পারি না। দেওকীনন্দন বলেছে, ঘাবড়াও মাত। চানা চালাও, বঠকি লাগাও, পবননন্দন বন যাও। ঘাড় হো যায়গা লোটা কা মাফিক। হাত হো যায়গা ডাম্বেল কা মাফিক। সমঝা ছোটা বাবু?

এখন আমরা চলেছি দাঁতের ডাক্তারের কাছে। আমাদের শহরে যেখানে বাজার সেখানে একটা জুতোর দোকানের পাশে ছোটমতো ডাক্তারখানা। ভাঙ্গ করা দরজার একদিকে একটা কাঁচের কেসে দুপাটি দাঁত সব সময় আমার স্কুলের পণ্ডিতমশাইয়ের মতো শীত নেই গ্রীষ্ম নেই খিঁচিয়েই আছে। আর একপাশের দরজায় মাফলার জড়ানো গালফুলো এক মুখের ছবি। যন্ত্রণা-কাতর। তলায় গোটা-গোটা অক্ষরে লেখা, দন্তশূল, তিন শূলের এক শূল। দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা না দিলে মরতে হয়।

www.BanglaBook.org

সামনের দিকে গালফুলোদের বসার জন্যে দুপাশে দুটো বেন্চ। ভেতর দিকে পর্দার আড়ালে একটা উঁচু চেয়ার। সেইখানেই ঠেসে ধরে সাঁড়াশি দিয়ে দাঁত তোলা হয়। কোণের দিকে জলের কল, বেসিন। আমি দাদুর সঙ্গে চৌষট্টিবার এই দোকানে এসেছি। কোথায় কী আছে সব মুখস্থ।

দাদুর ওপরের পাটিতে যোলো, নিচের পাটিতে ষোলোটা দাঁত ছিল। সবই এই ডাক্তারবাবু একটা-একটা করে টেনে-টেনে তুলেছেন। বত্রিশ মাস সময় লেগেছে। দাদুর সে কী গর্ব। সকলের নাকি বত্রিশটা দাঁত থাকে না। ঠিক ঠিক ওপরে ষোলোটা আর নিচে ষোলটা, দুই মিলিয়ে ঠিক বত্রিশ দাঁত. লম্বা খাড়া টানা-টানা চোখ, মহাপুরুষের লক্ষণ। দাদুর সব-কটা লক্ষণই স্পষ্ট। তবে একটাই যা দুঃখ, দাদুর সব-কটা দাঁতই এই সিধুডাক্তারের সাঁড়াশি শেষ করে দিয়েছে। দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা দাদু বোঝেননি। মা আমাকে বকেন। দাদুকে তো বকতে পারেন না। দাদু যে মায়ের বাবা। অত মিষ্টি খেলে কারুর দাঁত ভাল থাকে! দাদু আবার বাবাকে উপদেশ দেন, মিষ্টি খেয়েই বেশ ভাল করে কুলকুচো করে মুখ ধুয়ে ফেলবে, দেখবে দাঁত ঠিক থাকবে, একেবারে ছবির মতো। আশি বছরেও বসে বসে ছোলাভাজা চিবোচ্ছে। কচি কলাপাতা থেকে চেটে চেটে তেঁতুলের আচার খাচ্ছ টকাস্-টকাস্ শব্দ করে। দাদু যখন এই সব বলেন, আমি মনে মনে হাসি। যিনি বলছেন তিনি নিজেই এখন ফোক্লা।

সন্ধ্যে-সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। সিধুডাক্তার লিক্লিকে একটা ধূপ জেলে দেয়ালে টাঙানো তাঁর গুরুদেবের ছবির সামনে কপালে দু'হাত ঠেকিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মাথার চুল ছুঁয়ে পিন্পিন্ করে ধূপের ধোঁয়া উঠছে। গুরুদেবকে মোটেই ভাল দেখতে নয়। দাঁতের ডাক্তারের গুরুদেব বলেই বোধ হয় দাঁত দুটো অত বড় বড়। ছবির দিকে তাকালেই আগে চোখ পড়ে যায় দাঁতে, তারপর গলার রুদ্রাক্ষের মালায়, তারপরই ভুঁড়িতে। কাউকে বলিনি, ছবিটা দেখলেই আমার মনে হয়, একেই বলে টাস্ক ফোর্স। টাস্ক হল হাতির দাঁত,

www.BanglaBook.org

সেইটাই ফোর্সে বেরিয়ে এসেছে সামনে। নিশ্চয়ই দেহ রেখেছেন। মহাপুরুষদের মৃত্যুকে বলে মহাপ্রয়াণ। আহা দাঁত দুটো ডাক্তারবাবু যদি খুলে নিয়ে ওই শো-কেসে রাখতেন, যেখানে দুপাটি দাঁত মুখ ছাড়াই পড়ে পড়ে হি হি করে ভূতের হাসি হাসছে। গুরুদেবের ছবির মাথার ওপর কাঠের ব্রাকেটে একটি মাটির গণেশ। ভারী ভাল মানিয়েছে। না বাবা, এসব ভাবব না। ওরা যেখানেই থাকুন যদি মনের কথা জেনে ফেলেন নির্ঘাত অঙ্কে ফেল করিয়ে দেবেন।

আমি হুড়মুড় করে দোকানে উঠতে যাচ্ছিলাম। দাদু টেনে ধরলেন, 'দেখছ না পুজো হচ্ছে! হুড়মুড় করে ঢুকলেই হল। একাগ্রতা নষ্ট হয়ে যাবে।'

দাদুর পাশেই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। কিছুক্ষণ পরেই সিধুডাক্তার ওই রকম কপালে ধূপসমেত হাত ঠেকানো অবস্থাতেই আমাদের দিকে ফিরলেন। চোখ আধবোজা! ঠোঁট নড়ছে বিড়-বিড় করে। সেই ঠোঁটে আমাদের দেখে একটু হাসির রেখা উঠেই মিলিয়ে গেল। আমরা যে দিকে দাঁড়িয়ে আছি সেটা পশ্চিম। সূর্য ওই দিকে ডুবে গেছে অনেক আগে। উনি ওই দিকেই নমস্কার জানাচ্ছেন। ঘুরে গেলেন দক্ষিণে। দক্ষিণ থেকে পুবে। পুবেই সেই দাঁততোলার বিদ্‌ঘুটে চেয়ার। ওই দিকে একটু বেশিক্ষণ নমস্কার হল। ও দিকে সূর্য ওঠে। তা ছাড়া ওই দিকেই তো দাঁত তোলা হয়। দেয়ালে বড় বড় করে লেখা, ফাইভ রুপিজ এ টুথ, টেন রুপিজ এ ফলস টুথ। নিজের দাঁত ফেলতেও টাকা, নকল দাঁত লাগাতেও টাকা। তবে আসলের চেয়ে নকলের দাম পাঁচ টাকা বেশি।

ডাক্তারবাবু হাসি-হাসি মুখে বললেন, 'আরে মুকুজোমশাই, আসুন, আসুন।'

আমরা ভেতরে ঢুকে পাশাপাশি বেঞ্চিতে বসলুম। দাদু বললেন, 'তোমার পিতৃভক্তি দেখে মুগ্ধ হলুম!'

ঘাড় কাত করে ডাক্তারবাবু বললেন, 'আজ্ঞে ওই জোরেই তো করে খাচ্ছি। ঘুষি মেরেও তো দাঁত ফেলা যায়, কিন্তু এমন খুস করে দাঁত ফেলতে কটা লোক পারে। ওই তো

www.BanglaBook.org

বিলেতফেরত জোয়ারদার। টেন রুপিজ এ টুথ। এমন হ্যাঁচকা টান মারে চোয়াল উপড়ে চলে আসে। এক দাঁত তুলতে আর-এক দাঁত তুলে ফেলে।'

'সে যদি বলো, আমার বেলাতেও তোমার হাতে একবার সেই কেস হয়েছে।'

'আজ্ঞে না মুকুজ্যেমশাই, ওটা আমি ইচ্ছে করে করেছিলুম। আমার চয়েস। দুপাটি দাঁতই তো আমার হাতে ছিল। সব-কটাই তোলার কেস, আগে আর পরে।'

'ও যতই বলো তুমি, মানব না, আমি উকিল মানুষ। ও তোমাদের আদত। দাঁত বুঝতে পার না। আমরাও যে কিছু বুঝতে পারব, সে উপায়ও রাখ না। ইনজেকশান দিয়ে অসাড় করে দাও। আর দাঁত তোলার সময় তোমাদের চোখ মুখের চেহারাও অসুরের মতো হয়ে যায়।'

'হেঁ হেঁ, কী যে বলেন।'

'হেঁ হেঁ নয়, চিরকাল তাই হয়ে আসছে। চোখেও ওই এক কিস্তি। ডান চোখে ছানি বাঁ চোখ কেটে ব্লাইণ্ড করে দিলে। এরকম কেস আখচার হচ্ছে, যাক ওসব কথা। আমি এসে গেছি।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ বসুন। আপনার দাঁত রেডি।'

ডাক্তারবাবু ভেতর থেকে ভেলভেটে মোড়া দুপাটি দাঁত নিয়ে এলেন। টেবিলে খুলে রাখতেই মনে হল মুখ ছাড়াই দাদু হেসে উঠলেন। জিনিসটা দেখতে আসল দাঁতের মতো অমন ধবধবে সাদা নয়, একটু হলদেটে। নকল দাঁতের সঙ্গে নকল মাড়ি লাগানো। ভেলভেট দিয়ে ডাক্তারবাবু দাঁত দু'পাটি দাদুর হাতে তুলে দিতে দিতে বললেন, 'ফাসক্লাশ।'

দাদু ফোঁস করে উঠলেন, 'তুমি ফাসক্লাশ বললেই তো আর ফাসক্লাশ হবে না, আমাকে পরে দেখতে হবে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, সে তো নিশ্চয়, আপনি পরে নিন। পরে দেখে নিন।'

দাদু এতবড় হাঁ করে দাঁত দু'পাটি একে একে পরে ফেললেন। খট্‌খট করে দুবার আওয়াজ হল। থল্‌থলে মাংস ঝোলা

www.BanglaBook.org

ভালমানুষ ভালমানুষ মুখটা কেমন যেন একটুখানি কঠোর কঠোর হয়ে উঠল। দাদু আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী, কেমন বুঝছ ?'

প্রত্যেকটা শব্দ উচ্চারণের সময় দাঁতের বাদ্য হল। দাদুর ভুরু কুঁচকে উঠল। অসুবিধে ধরে ফেলেছেন। আমি বললুম, 'বেশ দেখাচ্ছে। তবে মুখটা যেন কী রকম বদলে গেল।'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'বাঃ তা দেখাবে না। যৌবন ফিরে এল যে। গালটাল সব ভরাট হয়ে গেল।'

দাদু বললেন, 'সে আমি আয়নায় দেখব ; কিন্তু কথা বলতে গেলে দুই রকম দন্তবাদ্য হচ্ছে কেন ! মনে হচ্ছে শীতকালে বরফ-জলে চান করে কথা বলছি।'

সত্যিই তাই। কথার পরেও কথা থেকে যাচ্ছে।

'ও মুকুজ্যেমশাই প্রথম প্রথম একটু হবেই। নিজের দাঁত আর পরের দাঁত। তাছাড়া এতদিন মাড়ি খালি পড়ে ছিল, সেখানে হঠাৎ দাঁত এসে গেছে। অ্যাডজাস্ট করে নিতে দু একদিন লাগবে।'

'আরে, কালই যে আমার বড় আদালতে কেস আছে! ফ্রীডাম অফ স্পীচ না থাকলে বিপক্ষের উকিল তো আমাকে পথে বসিয়ে দেবে।'

'তা হলে কাল না-হয় দাঁত খুলেই সওয়াল করবেন।'

'তুমি বুঝছ না ডাক্তার, ফোক্‌লা মুখে আইনের ভাষা ফস্‌কে যায়, যেমন ধরো জুরিসপ্রুডেন্স, ম্যালাফাইড, লিটিগেশান, সাবজুডিস, অ্যাবরিভিয়েশান, অ্যাডজোর্নমেণ্ট, অ্যালিমনি, সবই তো দন্তোষ্ঠ্য বর্ণ। দাঁত ছাড়া সওয়ালে কামড় কমে যায়। আদালত তো কামড়াকামড়ির জায়গা। পাকা নয়, ডাঁসা পেয়ারার কামড়। কাল আবার সেশান কোর্টে লড়াই।'

'তা হলে আজ বরং বাড়ি গিয়ে আপনি ঘণ্টা তিনেক অনর্গল কথা বলে যান, যত সব শক্ত শক্ত ল্যাটিন, ফরাসী, গ্রীক আর ইংরেজি শব্দ। বেছে বেছে। তারপর কাপের জলে দাঁত দু'পাটি ভিজিয়ে রেখে শুয়ে পড়বেন।'

'তা পড়ব, তবে কিছু একটু চিবিয়ে দেখতে ইচ্ছে করছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নতুন দাঁতের স্ট্রেংথ একটু টেস্ট করে দেখব না। যেমন ধরো চালভাজা, ছোলাভাজা।'

'একেবারে অতটা শক্ত জিনিস দিয়ে বউনি করবেন? সেটা ঠিক হবে না। সবই পারবেন, তবে ধীরে ধীরে, সইয়ে সইয়ে। আজ আপনি ভাত বা রুটি খান চিবিয়ে চিবিয়ে, সজনেডাঁটা খান। তারপর ধরুন লেড়ো বিস্কুটে উঠলেন। প্রথম প্রথম কামড়াবার জন্যে দাঁত একেবারে নিশপিশ করবে। মাড়ি সুড়সুড় করবে। যতই হোক নতুন দাঁত তো। শিশুদেরও নতুন দাঁত ওঠার সময় ওই রকমই হয়। জ্বর হয়, ঘ্যানঘ্যান করে, পেট খারাপ হয়, শক্ত বিস্কুট পেলে কড়মড় করে চিবোয়, আঙুল কামড়ে দেয়।'

'আমারও জ্বর, পেট খারাপ হবে নাকি ডাক্তারবাবু?'

'জ্বর হবে না, তবে পেটটা একটু সামলে। আর একটা সাবধান করে দি, দাঁত দিয়ে কোন কিছু কামড়ে ছিঁড়ে আনার চেষ্টা করবেন না।'

'যেমন?'

'যেমন ধরুন শাঁকালুর খোলা, কিংবা হাড় থেকে মাংস, আখ। ওই কুকুরে যেমন ছেঁড়াছিঁড়ি করে না, জিনিসটি চলবে না, পাটি থেকে দাঁত খুলে যাবে।'

'তা হলে আর কী দাঁত বাঁধালে তুমি?'

'আজ্ঞে এ আপনি কী বলছেন। বাঁধানো দাঁত আর নিজস্ব দাঁতে একটু তফাত তো হবেই। নিজস্ব দাঁত এক-একটা মাড়িতে দু ইঞ্চি তিন ইঞ্চি শিকড় চালিয়ে বসে আছে।'

'আচ্ছা ডাক্তার, নিমদাঁতন করা যাবে?'

'সে কী। দাঁতন কেন করতে যাবেন শুধু শুধু।'

'শুধু শুধু? নিমদাঁতন শুধু শুধু? তুমি কী বলছ ডাক্তার? ডু ইউ নো হোয়াট ইজ নিম।' দাদু ভীষণ চটে উঠলেন। সিধুডাক্তার মিউমিউ করে বললেন, 'আজ্ঞে না, আমি সেভাবে বলিনি, তবে এ দাঁতের তো মাজন আলাদা, তাই আর কি!'

'নিম কি শুধু মাজন, নিম হল অ্যান্টিসেপটিক, নিম ইজ এ

www.BanglaBook.org

মেডিসিন, পঞ্চবটের এক বট। আমি এই দাঁতেই নিমদাঁতন করব, আই মাস্ট, নিম ইজ মাই হেলথ, ওয়েলথ এণ্ড ফ্রেণ্ড।'

কড়কড়ে তিনশো টাকা গুনে গুনে ডাক্তারের হাতে গুঁজে দিয়ে দাদু আমার হাত ধরে উঠে পড়লেন। টেন রুপিজ এ টুথ হলে তিনশো কুড়ি হবে। কি জানি, পাইকারি দাম বোধ হয় তিনশো!

বাড়ি ফিরে দাঁত পরে দাদু চেয়ারে বসলেন। মা তেল দিয়ে মুড়ি মাখছেন। প্রথমে মুড়ি চিবিয়ে দাঁত পরীক্ষা হবে। দেওকিনন্দন নারকেল ভাঙছে। দু-এক কুচি নারকেলও পরীক্ষা করবেন। বাবা এর আগে মুখ ভাল করে দেখে রায় দিয়ে গেছেন, ন্যাচারাল টিথে আপনার ফেসকাটিং যেমন ছিল, ফলস টিথে একটু বদলে গেছে। ঠিক সে-রকমটি হল না। সামনের ঠোঁট উঁচু হয়ে আছে। সেই শার্পনেসটা নষ্ট হয়ে গেল।

ওপরের ঠোঁটে হাতের চাপ দিতে দিতে দাদু থেকে থেকেই বলতে লাগলেন, 'ও একটু উঁচু আছে তো কী হয়েছে, হাতের চাপে চাপেই ঠিক করে দেব। ওটার জন্যে ভাবি না। ভাবছি খুলে না পড়ে যায়।'

মা মুড়ি দিতে দিতে বললেন, 'বাঃ, বেশ হয়েছে। একবার হাসুন তো।'

দাদু লাজুক-লাজুক মুখে হাসলেন। মা বললেন, 'বাঃ কী সুন্দর হাসি। মুক্তোর মতো সাজানো দাঁতের সারি। আমাদের সকলের যদি এমন হত।'

'আমি খুব তাড়াতাড়ি অমন করে ফেলব মা। সামনের দুটো দাঁতে পোকা ধরিয়ে ফেলেছি।'

'বেশ করেছ। মাথা কিনে নিয়েছ।' মা হাত-পা নেড়ে মুখ ভেংচালেন। দাদুকে বলে গেলেন, 'বাবা, কাল থেকে নিমদাঁতন।'

দাদু বসে বসে নতুন দাঁতে মুড়ি পরীক্ষা করতে লাগলেন, সঙ্গে আবার নারকেলকুচি। মনে মনে ভাবলুম, হয়ে গেল, নতুন দাঁতের আজই বারোটা। পরে জানতে পারব, এখন পড়তে বসি!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পরদিন দাদু কোর্ট থেকে ফিরে এলেন। ফর্সা রঙে কালো চক্‌চকে কোট। কেমন মানিয়েছে। বড় আদালতে কেমন লড়ে এলেন কে জানে। দাদুর পাশে থেকে থেকে আইনের ভাষা আমিও কিছু শিখে ফেলেছি। আজ বোধহয় সেই কেসটা ছিল, ফেলারাম ভার্সাস নগেন দাস। একটা নারকেল গাছ নিয়ে দুই মক্কেলে দশ বছর ধরে লড়ে যাচ্ছে। দাদুর মুখ গম্ভীর। বেতের মোড়ায় বসে জুতোর ফিতে খুলছেন নিচু হয়ে। মা সামনে এসে দাঁড়িয়ে ব্যাগটা হাতে তুলে নিতে নিতে বললেন, 'কী হল বাবা? এত গম্ভীর?'

দাদু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'আর কী হল? এই দ্যাখো। কোটের পকেট থেকে দুপাটি দাঁত বেরোল। এ কী, দাঁত মুখ থেকে পকেটে! দুটো গোল গোল চাকতি বেরোল। 'দূর করে ফেলে দিয়ে আয় আস্তাকুড়ে।'

মা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'সে কী?'

দাদু ফেটে পড়লেন, 'এই দাঁতের জন্যে আজ কন্‌টেমপট অফ কোর্ট হয়ে জেলে যেতে হচ্ছিল। নগেন দাসের উকিলকে আমি একেবারে ঠেসে ধরেছি নারকেলগাছ ফেলারামের দিকে প্রায় এনে ফেলেছি। জজসাহেবকে প্রায় বুঝিয়ে ফেলেছি। মুখ দিয়ে ইংরেজির তুবড়ি ছুটছে। হঠাৎ ওপর পাটির দাঁত ঠকাস করে খুলে পড়ে গেল টেবিলের ওপর, আর এই চাকতির একটা সুদর্শনচক্রের মতো ঘুরতে ঘুরতে সোজা জজসাহেবের কপালে লেগে তাঁর টেবিলের ওপর। হোয়াট ইজ দিস? আমি উত্তর দেবার আগেই উকিল বলে উঠলেন, দ্যাট ইজ ওয়াশার স্যার। জজসাহেব ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন কোত্থেকে এল, কে ছুঁড়েছে। তিনি বললেন, ইট কেম ফ্রম হিজ মাউথ। আপনার মুখ এঁটো করে দিয়েছে। আমি তখন আর একপাটি দাঁত নিয়ে টানাটানি করছি। না খুলতে পারলে কথা বলতে পারছি না, ক্ষমা চাইতে পারছি না। কী অপমানজনক ব্যাপার! বিরোধী উকিল বলছেন, ইট ইজ অ্যাজ গুড অ্যাজ স্পিটিং অন ইওর ফেস মিলর্ড। প্রমাণ করতে চায় আমি থুতু দিয়েছি জজসাহেবের গায়ে। কেস ঘুরে কনটেমট অফ কোর্টের দিকে চলে যায়-যায়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তখন ফোকলা মুখে শুরু করলুম। ঘণ্টাখানেক ধস্তাধস্তি করে সেই কেসকে টেনে আনলুম আমার দিকে। তরি ডুবতে ডুবতে ভেসে উঠল। কী অপমানজনক ব্যাপার বল তো! ফেলে দে, ফেলে দে, ওই দাঁদানো বাঁত।'

দাঁদানো বাঁত? সে আবার কী? উত্তেজনায় বাঁধানো দাঁত বলতে গিয়ে দাদু দাঁদানো বাঁত বলে ফেলেছে। সেই দাঁত রাগ কমে যেতে দাদু পরেছিলেন। অভ্যাসও হয়ে গেল, কিন্তু দাঁদানো বাঁত আর বাঁধানো দাঁত হল না। চিরকালের মতো উলটে রইল। সোজা আর হল না। যখনই বলেন, ওই ব্যাপার আমার দাঁদানো বাঁত।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রুকু, সুকু ও পুসি

গির্জায় ঘণ্টা বাজছে। বাজছে তো বাজছেই। ভোরের হালকা বাতাস গম্ভীর শব্দে কাঁপছে। আকাশ থেকে ধীরে ধীরে অন্ধকার সরে যাচ্ছে। পাহাড়ের পাশ থেকে টুক্ করে লাফিয়ে উঠল সূর্য। ডিমের কুসুমের মতো রঙ।

সুকুর ঘুম ভেঙে গেল। ঘণ্টা তখনও বাজছে। জানালার সামনে ঝুলে থাকা কৃষ্ণচূড়ার ডালে সেই পাখিটা এসে বসেছে। সুকুর বন্ধু। রোজ সকালে পাখির কাজ গান গেয়ে সুকুর ঘুম ভাঙানো। কেউ বিশ্বাস করে না, পাখি আসে সুকুর ঘুম ভাঙাতে। সুকু বলেছিল, বেশ আমি যখন গরমের ছুটিতে মামার বাড়িতে বেড়াতে যাব, তখন দেখবে পাখি আর আসবে না। সত্যিই তাই। প্রমাণ পেয়ে অবিশ্বাসীদের এখন বিশ্বাস হয়েছে।

সুকু মশারির ভেতর থেকে তিনবার শিস দিয়ে জানাল, 'পাখি, আমি উঠেছি?' পাখির ভাষা সুকু বোঝে, সুকুর ভাষা পাখি বোঝে।

সুকু ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল। একটা ব্যাপার মনে পড়ে গেছে। সাংঘাতিক একটা ব্যাপার। একজনের জীবনমরণ সমস্যা। সামনের খাটে শুয়ে আছে রুকু। এখনও শীত পড়েনি। ভোরের দিকে অল্প শীত-শীত। মায়ের হাতে তৈরি কাঁথা গায়ে রুকু ভোঁস-ভোঁস ঘুমোচ্ছে। সন্দেহের কিছু নেই। তবু ভীষণ সন্দেহের। এমন কিছু ঠাণ্ডা নয় যে, কাঁথা চাপা দিতে হবে। কাঁথার তলায় আশ্রয় পেয়েছে এক আসামী। নির্বাসনেই যার যাবার কথা। দু'ভাই কায়দা করে বাঁচিয়ে রেখেছে। মা ঘুম থেকে উঠে এ-ঘরে আসার আগেই আসামীকে সরাতে হবে নিরাপদ জায়গায়।

www.BanglaBook.org

'দাদা, দাদা।' সুকু চাপা গলায় দাদাকে ডাকল। রুকুর ঘুম সহজে ভাঙে না। ঘুমোতেও যেমন দেরি হয়, জাগতেও সেই রকম সময় নেয়। মা মাঝে-মাঝে বলেন, 'কুম্ভকর্ণ' রুকু হয়ে পুনরায় ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন।'

'এই দাদা।' রুকুর মাথায় খোঁচা মারল সুকু।

'কী, কী।' রুকু ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসে চোখ বুজিয়ে বুজিয়েই বলতে লাগল, 'কে, কে ?'

'এই দাদা, ঠিকঠাক আছে তো ?'

রুকুর খেয়াল হল। তাড়াতাড়ি পায়ের কাছের চাপা ওঠাল। মৃদু একটা ঘড়ঘড় শব্দ কানে এল।

ঘুম-ঘুম চোখে রুকু ফিসফিস করে বললে, 'আছে আছে।'

সুকু ফিসফিস করে বললে, 'চাপা দে, চাপা দে।'

বারান্দার ঘড়িতে পাঁচটা বাজল। মায়ের ওঠার সময় হল। রাজ্যেশ্বরী ঠিক পাঁচটার সময় ওঠেন। ছেলেদের ঘরে আসেন। খুব ভাল গান গাইতে পারেন। বহু বড়-বড় আসরে এক সময় গান গেয়েছেন। রাজ্যেশ্বরী ভোরের সুরে আলাপ করতে-করতে আসেন। সেইটেই ভরসা। তিনি আসছেন, জানা যাবে।

কাল দুপুরে রাজ্যেশ্বরী এই বাচ্চাটার ওপর ভীষণ রেগে গিয়েছিলেন। সাদা ধবধবে, এতটুকু বেড়াল-বাচ্চা। এই বয়েসেই ন্যাজটা কী মোটা হয়েছে। ভারী মিষ্টি মুখ। বাচ্চাটা না জেনে কিছু অপরাধ করে ফেলেছিল। বিচার করলে অপরাধটা অবশ্য তেমন সামান্য নয়। বেড়ালের হয়ে রুকু আর সুকু ওকালতি করতে গিয়েছিল, 'বেড়ালের কি বুদ্ধি আছে মা ?'

'খুব আছে বাবা। দুষ্টু বুদ্ধিতে মাথাটি একেবারে ঠাসা।'

বাচ্চাটা না-জেনে, ভোগের পায়েসে মুখ দিয়ে ফেলেছিল। বেড়ালটার নড়া ধরে বাগানে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন রাজ্যেশ্বরী। ঘাসের মধ্যে, মনের দুঃখে থমকে বসে ছিল বেশ কিছুক্ষণ। বসে থাকলেই পারত। মানুষ হলে তাই থাকত। আসলে বেড়াল তো। চট করে ভুলে যায়। গুটিগুটি আবার চলে এসেছিল রান্নাঘরের সামনে। বেশ বসে ছিল থেবড়ে। রাজ্যেশ্বরীও ক্ষমা করে দিয়েছিলেন অপরাধ। বিশ্বাসও করেছিলেন বেড়ালটাকে। করেছিলেন

www.BanglaBook.org

বলেই লখিয়ার ডাকে উঠে চলে গিয়েছিলেন পেছনের বারান্দায়। ফিরে এসে দেখলেন, বাচ্চা একটা ভাজা মাছ নিয়ে খাবার ঘরে টেবিলের তলায় বসে মহানন্দে খাচ্ছে। এ-অপরাধও হয়তো ক্ষমা পেয়ে যেত, কিন্তু বাচ্চাটা রাজ্যেশ্বরীকে মেজাজ দেখিয়েছে। টেবিলের তলায় নিচু হয়ে যেই বলেছেন, 'কী রে, কী করছিস এখানে', উত্তরে বাচ্চাটা ন্যাজ নাড়তে পারত। মিউ করে আদুরে একটা ডাক ছাড়তে পারত। তা না করে 'গোঁ' করছে। একবার 'ফ্যাঁস'ও করেছে।

'আপদটাকে বিদায় করে দিয়ে আয়।'

ছেলেদের ওপর ভার পড়েছিল দূরে বহু দূরে কোথাও ছেড়ে দিয়ে আসবে। কোথায় ছাড়তে হবে তাও বলেছিলেন। 'রেল কলোনির ডিসুজারা খুব বেড়াল-ভক্ত। চুপিচুপি তাদের দোর-গোড়ায় বসিয়ে দিয়ে আসবি। আর পাঁচটা বেড়ালের সঙ্গে মিলেমিশে ভালই থাকবে।'

মায়ের সব আদেশই দু'ভাই পালন করে। এই আদেশটি তাদের মনঃপূত হয়নি। অনেক মাথা খাটিয়ে কাল থেকে আজ সকাল পর্যন্ত বাচ্চাটাকে লুকিয়ে লুকিয়ে রেখেছে। আর সম্ভব নয়। মা ওঠার আগে আরও মাথা খাটিয়ে একটা কিছু করতে হবে।

সুকু বললে, 'নে নে ওঠ্ দাদা। মা আসার আগেই সরাতে হবে।'

'কোথায় সরাবি ভাই? আর তো পারা যায় না।'

'আমার মাথায় ভীষণ একটা প্ল্যান এসেছে।'

'কি প্ল্যান?'

'চার্চে ফাদারের কাছে দিনের বেলায় থাকবে। রাতে থাকবে আমাদের কাছে।'

'ফাদার যদি দূর দূর করে তাড়িয়ে দেন।'

'তা পারেনই না। ফাদার কত দয়ালু! তোর মনে নেই? সেই সেবার ভুলো কুকুরের পা ভেঙে গেল। ফাদার নিজে হাতে পা টেনে ধরে একটা কাঠ বেঁধে প্লাস্টার করে দিলেন। সবাই কত ভয় দেখাল, কামড়ে দেবে। ফাদার গ্রাহ্যই করলেন না। এক মাস ধরে সেই কুকুরের সেবা করলেন। চ দাদা, চ। আর ভাবার সময় নেই।'

www.BanglaBook.org

রাজ্যেশ্বর।র গান শোনা গেল। সুকু ছোঁ মেরে বেড়ালটাকে তুলে নিয়ে জানালা টপকে বাগানে।

'দাদা, তুই কাঁথামুড়ি দিয়ে শুয়ে থাক্। মা ডাকলে তবে উঠিস।'

বেড়ালটাকে বুকের কাছে চেপে ধরে সুকু দৌড়তে লাগল মাঠ পেরিয়ে চার্চের দিকে। সুন্দর সকাল। প্রথম শীতের ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। সুকু দৌড়চ্ছে। উল্টো দিক থেকে দৌড়তে দৌড়তে আসছেন রেঞ্জারকাকু। রোজ সকালে দৌড়তে বেরোন। সুকুর পাশ দিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'চিয়ার আপ মাই বয়, চিয়ার আপ।'

বাচ্চাটা সুকুর বুকের গরমে ঘড়ঘড় করছে। বেড়ালদের এই এক মুশকিল, বিপদেও খুশি থাকে। বাড়ি থেকে দূর করে দেওয়া হয়েছে, তাও ঘড়ঘড়ানি গেল না। সুকু মাঝে-মাঝে তাকিয়ে দেখছে। নরম তুলতুলে, ধবধবে সাদা। কাঠবেড়ালির মতো মোটা ন্যাজ, সুকুর পেটের কাছে ঝুলছে। সুকু মনে মনে বললে, বাচ্চা, তুই বাংলা জানলে মায়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে পারতিস। বলতে পারতিস, মা, বেড়াল তো চুরি করেই থাকে মা, তুমি কেন চাপা দিয়ে রাখোনি। বেড়ালের কাজ বেড়াল করেছে! মানুষের কাজ মানুষ করেনি। দোষ কার মা? তোমার না আমার?

সুকু চার্চে ঢুকে পড়ল। এইবার শান্তি। চূড়া উঠে গেছে নীল আকাশের দিকে। মাথায় ঘণ্টা ঘর। ওই ঘণ্টাটাই একটু আগে বাজছিল। সিমেণ্ট-বাঁধানো পথ ফুলবাগানের ভেতর দিয়ে ঘুরে ঘাসে ঢাকা মাঠ পেরিয়ে সোজা চলে গেছে ফাদার যেখানে থাকেন সেই দিকে। গির্জার জানালার রঙ-বেরঙের কাচে সকালের রোদ হাসছে।

সুকু ডাকল, 'ফাদার।'

ভেতর থেকে উত্তর এল, 'ইয়েস, মাই সান।'

টেবিলে বসে ফাদার কী লিখছিলেন। চোখে আধখানা চশমা।

সুকুকে দেখে মুখ তুলে তাকালেন। ভোরের আকাশের মতো মুখ।

'সুকু! কী ব্যাপার তুমি হাঁপাচ্ছ কেন?'

'ফাদার, সেভ মাই ক্যাট!'

'ফ্রম ব্যাটস?'

'না ফাদার ফ্রম মাই মাদার।'

www.BanglaBook.org

সুকু বেড়ালটাকে টেবিলে ছেড়ে দিল। মিউ করে বেড়ালটা একবার ডাকল। তারপর টেবিল থেকে লাফিয়ে ফাদারের কোলে।

ফাদার বললেন, 'বাঃ ভারী সুন্দর। কোথা থেকে পেলে মাই সান ?'

'আমাদের বাড়িতে এসেছিল ফাদার। কেউ মনে হয় ছেড়ে দিয়ে গিয়েছিল।'

'তাই নাকি ?'

'হ্যাঁ, ফাদার। ও একটু অপরাধ করে ফেলায় মা ওকে দূর করে দিয়েছেন। প্লিজ সেভ হার।'

'কী অন্যায় করেছে সুকু ?'

'একটু চুরি করেছে ফাদার। মা বলছেন চুরি। ঠিক চুরি নয়। নিজের ভেবে খেয়ে ফেলেছে।'

'আই সি !'

'ফাদার, একে আপনি আশ্রয় দিন। সকালে আপনার কাছে থাকবে। রাতে আমরা নিয়ে যাব।'

'ভেরি গুড।'

'ফাদার ওর এখনও ব্রেকফাস্ট হয়নি।'

'আমারও হয়নি। আমরা দু'জনে শেয়ার করব।'

'ফাদার ও একটু বেশি ঘুমোয়।'

'আমার বিছানা আছে।'

'ফাদার ইউ আর গ্রেট।'

'সান, তুমি আমার চেয়েও গ্রেট।'

সুকু বাড়ি ফিরে এল। বেশ হালকা লাগছে এখন। রুকু মুখ ধুয়ে তোয়ালেতে মুখ মুছছে। ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল 'ঠিক আছে ?'

'হ্যাঁ, আছে।'

'নো প্রবলেম ?'

'নো প্রবলেম। মা কোথায় ?'

'চা করছেন।'

রান্নাঘর থেকে রাজ্যেশ্বরীর গলা ভেসে এল, 'আয়, আয়. পুসি আয়, পুসি। চুকচুক।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রুকু বললে, 'পুসিকে কোথায় পাবে মা? তাকে তো কাল তুমি দূর করে দিয়েছ।'

তবু রাজ্যেশ্বরী ডাকতে লাগলেন, 'আয়, আয়, পুসু আয়, দুধ খেয়ে যা।'

সুকু রান্নাঘরের সামনে গিয়ে হাত পা নেড়ে বললে, 'বিদায় করেছ যারে নয়নজলে, এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে?'

'কিসের ছলে, তাই না? রুকুর কাঁথার তলায় কে আছে? যা, তুলে আন। কাল থেকে কিছু খায়নি। দুধ খাবে।'

'তুমি কী করে জানলে মা?' সুকু আশ্চর্য হল।

'আমি যে ডিটেকটিভ বাবা। কাল রাতে তোরা যখন ঘুমিয়ে পড়েছিস, তখন তোদের ঘরে গিয়েছিলুম দেখতে।'

'কী দেখতে মা?'

'রোজই আমি যাই বাবা হনুমান দেখতে। এক ঘরে দুটো হনুমান কখন কী করে বসে! গিয়েই সন্দেহ হল। কী ব্যাপার! এই গরমে রুকু কাঁথামুড়ি দিয়েছে কেন? গরমে ঘেমে নেয়ে যাবে। চাপা সরাতে গিয়ে কী দেখলুম বল তো। যা, তুলে আন। আহা, কাল থেকে কিছু খায়নি রে! ভাগ্যিস কাল তোরা ডিসুজাদের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে আসিসনি!'

'মা, তুমি গ্রেট। কিন্তু মা, এই মাত্র তোমার ভয়ে পুসিকে যে চার্চের ফাদারের কাছে রেখে এলুম।'

'সে কী রে! ফাদারের ওখানে একগাদা বিশাল-বিশাল কুকুর আছে যে রে!' রাজ্যেশ্বরীর হাত থেকে চামচ পড়ে গেল।

'কী হবে মা তাহলে?'

'যা যা, এক্ষুনি নিয়ে আয়। কুকুরে একবার ঘাড় কামড়ে ধরলে মারা যাবে।'

'তুমি আর ওকে তাড়িয়ে দেবে না তো?'

'শোন্, আমি মা তো! আমার দু'রকম কথা। এক মুখের কথা, আর এক মনের কথা। যা যা, নিয়ে আয়।'

রুকু আর সুকু দৌড়ল গির্জার দিকে। রোদ বেশ চড়ে গেছে। গেটের কাছে যখন পৌঁছল, দু'জনেই বেশ ঘেমে গেছে। হাঁপাচ্ছে। দূরে একগাদা বইপত্র বগলে ফাদার হেঁটে চলেছেন অফিসের দিকে।

www.BanglaBook.org

'ফাদার, ফাদার।'

দু'ভাইকে ছুটে আসতে দেখে ফাদার দাঁড়িয়ে পড়লেন, 'ইয়েস মাই সান্‌স। আবার একটা বেড়াল?'

'না ফাদার, পুসিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার হুকুম হয়েছে।'

'আই সি। আই সি। বেকসুর খালাস?'

ফাদার হাসতে লাগলেন। ফর্সা মুখ। ঝকঝকে দাঁত। সাদা ধবধবে আলখাল্লা। বুকের কাছে দুলছে সোনালি ক্রস।

ফাদার ফিরে চললেন নিজের ঘরের দিকে। রুকু জিজ্ঞেস করলে, 'কী করছে পুসি?'

'আমার বিছানায় চুপটি করে ঘুমোচ্ছে। দুধ খেয়েছে। বিস্কুট খেয়েছে।'

ঘর খুললেন ফাদার। বিছানায় বেড়াল নেই। ঘরের কোথাও নেই। ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে নেই। খোঁজ খোঁজ। ফাদার বেরোচ্ছিলেন। মোপেডে চেপে পাশের একটা গ্রামে যাবেন। যাওয়া মাথায় উঠে গেল। বাগানে, কিচেনে, সর্বত্র খোঁজা হল। নো ক্যাট। আকাশের দিকে চোখ তুলে ফাদার প্রার্থনা করলেন, 'ও গড, গিভ মি মাই ক্যাট।'

ফাদার বললেন, 'দাঁড়াও, মাই ফ্রেন্ড, ভুলো আমাকে সাহায্যে করতে পারে কি না দেখি,' বলেই ফাদার ডাকলেন, 'ভুলো, ভুলো, কাম হিয়ার!'

পা-ভাঙা কুকুর, আগের মতো আর দৌড়তে পারে না। ঝোপের পাস থেকে উঠে এল খোঁড়াতে খোঁড়াতে। সামনে দাঁড়িয়ে ন্যাজ নাড়ছে।

'ভুলো, তুমি আমার পুসিকে দেখেছ?'

ভুলো ন্যাজ নাড়ল।

'কোথায় দেখেছ?'

ভুলো হাঁটতে লাগল। এপাশ-ওপাশ শোকে, আর গুটিগুটি হাঁটে। ভুলো গির্জার মাস-রুমে গিয়ে ঢুকল। সোজা পালপিটের সামনে। নানা রঙের কাচ চুঁইয়ে সূর্যের আলো নেমে এসেছে। আলোকের ঝরণাধারার মতো। রুকু, সুকু বিশাল প্রেয়ার রুমের

www.BanglaBook.org

আসনের তলায় পালপিটের ঘেরাটোপের আড়ালে নিচু হয়ে দেখতে লাগল। তাদের সঙ্গে ফাদারও।

'হোয়্যার ইজ ইওর পুসি ?'

ভুলো হঠাৎ ওপর দিকে মুখ তুলে ঘেউ করে উঠল।

'কী হল ভুলো ?'

চার্চের দেয়ালে মেরিমাতার মূর্তি। বিশাল মূর্তি। হাসি-হাসি মুখ। কোল থেকে ঝুলে আছে সাদা একটি ন্যাজ।

সুকু আনন্দে লাফিয়ে উঠল, 'ফাদার, পুসি মেরিমাতার কোলে উঠে বসে আছে। হাউ নাইস .'

'আয় পুসি, আয়, চুকচুক। আয় পুসি আয়।'

কোল থেকে মুখ তুলে পুসি একবার ডাকল মিউ। মায়ের কোল থেকে নামার কোনো ইচ্ছে নেই তার।

সুকু দৌড়চ্ছে বাড়ির দিকে। 'জোর খবর, জোর খবর !'

ছেলের চিৎকার শুনে মা বারান্দায় বেরিয়ে এলেন, 'দেখবে চলো মা, দেখবে চলো। তোমার পুসি আর সে-পুসি নেই। মেরিমাতার কোলে উঠে, ন্যাজ ঝুলিয়ে বসে আছে মা। নামতে চাইছে না কিছুতেই।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাবার বাবা

'মেজাজ খুব শান্ত রাখবে। কথায় কথায় অত রাগ ভাল নয়।' আমি ভীষণ রেগে যাই ত তাই আমার নতুন মাস্টার মশাই পড়াতে বসেই আমাকে এই উপদেশ দিলেন। আমার মনে হয়, আমি যে খুব রাগী ছেলে, একথা হয় আমার মা, না হয় আমার বাবা মাস্টার মশাইকে বলে দিয়েছেন ?

ইংরেজী বইটা খুলে মাস্টার মশাই জামার হাতা দুটো গুটিয়ে নিলেন। টেবিলের ওপর লোমঅলা দুটো হাত। বিশাল হাত। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখার মত। মনে হয় মাস্টার মশাই ব্যায়াম করেন! টেবিলে হাতটা সামনে মেলে ধরে মুঠোটা দু'বার খুলে আর বন্ধ করে মাস্টার মশাই বললেন, 'অনেক রাগী আর বদ-মেজাজী ছেলে আমি চরিয়েছি। আমার মেথড অবশ্য আলাদা। ডান কানটা ডান হাতে কষকষে করে ধরে ছ'বার ঝাঁকানি। তিন সেকেণ্ড বিরতি তারপর খপ করে ঘাড়টা ধরে চারবার ঢেঁকি পাড়ার মত ওপর নিচ। ছেড়ে দাও। দু' সেকেণ্ড ইনটারভ্যাল। তারপর হাতের তালুর এপিট ওপিট দিয়ে ঠ্যাসঠ্যাস এগালে ওগালে চড়। রাগ জল।'

মাস্টার মশাই কথা বলছেন আর দাঁত কিসমিস করছেন। চোখের সামনেই যেন দৃশ্যটা দেখতে পাচ্ছেন অথচ কিছু করতে পারছে না। টেবিলে ঢিসুম করে একটা ঘুসি মেরে মাস্টার মশাই বললেন, 'কিন্তু আমার ও দাওয়াই নাকি চলবে না ? তোমাদের বাড়ির নিয়ম আলাদা। গায়ে হাত তোলা নিষেধ। তোমার বাবা খুব ভুল করছেন। শৈশবে মানুষে আর বাঁদরে খুব একটা ফারাক থাকেনা। বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা না ঝুলিয়ে

www.BanglaBook.org

জুতোর মালা ঝোলাতে হয়। ইংরেজীতে বলে, ডোণ্ট কাস্ট পার্ল বিফোর এ সোয়াইন। শোরের সামনে মুক্তো ছড়িও না। বাংলায় আছে বেনা বনে মুক্তো ছড়ান। বাঁদরকে যত আদর দেবে মাথায় চেপে বসবে। খুব ভুল করছেন ভদ্রলোক। শিব গড়তে বাঁদর গড়ছেন।'

অনেকক্ষণ ধরেই নাকটা সুড়সুড় করছিল। ভ্যাচ করে বেরিয়ে এল চাপা হাঁচি। যেমন শব্দ তেমনি তেজ। সামনে খোলা বইয়ের পাতা ভয়ে কেঁপে উঠল। মাস্টার মশাই চমকে উঠলেন। মনে মনে ভাবলেন, যার হাঁচির এত তেজ তার নিজের তেজ কত! আমার কত তেজ সে শুধু আমিই জানি। মাস্টার মশাই পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছতে মুছতে বললেন, 'তুমি রেগে গেলে কি কর?'

'আজ্ঞে প্রথমে আমি তিন চার মিনিট ভীষণ গর্জন করি। তারপর হাতের কাছে বই খাতা কাগজ যা পাই সব কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলি। বিছানা, চাদর, সোফার ঢাকা, জানলার পর্দা সব ফালা ফালা করে ফেলি। তারপর আশেপাশে যে সব শক্ত জিনিস থাকে সেই সব এলোপাথাড়ি ধড়াধুম ছুঁড়তে থাকি। পেপারওয়েট, পেপার কাটার, দোয়াত, কলম, কাপ-ডিশ, থালা, ঘটি, বাটি, জুতো ঝ্যাটা। তারপর দরজায় দরজায় গমাগম লাথি। জানলার পাল্লা ধরে ঘটাঘট শব্দ। তারপর মেঝেতে শুয়ে পড়ে হাত পা ছুঁড়তে থাকি।'

'তারপর কি কর?'

'ঘুমিয়ে পড়ি।'

তারপর?'

মাস্টার মশাই যেন বেশ মজা পেয়ে গেছেন। কেবলই তারপর, তারপর করে চলেছেন।

তারপর মা এসে ঘুম থেকে তুলে কিছু না কিছু খেতে দেন।'

'কি খেতে দেন?'

লুচির ওপরের পাতলা খোসা আর রাবড়ি আমি ভীষণ খেতে ভালবাসি।'

রোজই খাও।'

www.BanglaBook.org

'হ্যাঁ রোজ। তা না হলে ত আমি রেগে যাব। আর রেগে গেলেই ত ওইসব করতে থাকব। মা আমার রাগকে ভীষণ ভয় পায়। তাই লুচি আর রাবড়ি আমি রোজই খাই। যখন তখন খাই!'

'অন্য আর কিছু খাওনা তুমি?'

'হ্যাঁ খাই। মাছ খাই, মাংস খাই, ডিম খাই, চকোলেট খাই। সরু চালের ঝরঝরে ভাত খাই। ভাত গলে গেলে আমি লাথি মেরে থালা সরিয়ে দি। ডালের বাটি, জলের গেলাস উলটে দি।'

'তুমি এরকম হলে কি করে?'

'তা জানি না। তবে বাবা বলেন আমার ঠাকুর্দা ভীষণ রাগী ছিলেন। আমি সেই ঠাকুর্দা ছেলে হয়ে জন্মেছি।'

'তুমি কখনও মার খাওনি!'

'একবার। একদিন রেগে গিয়ে বাড়ির সব জুতো জানালা দিয়ে ছুঁড়ে, ছুঁড়ে রাস্তায় ফেলছিলুম। একপাটি জুতো পাশের বাড়ির জ্যাঠামশাইয়ের মাথায় গিয়ে লেগেছিল। তিনি সেই সময় রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। খুব রেগে গিয়ে আমার দিকে মুখ তুলে বললেন, বাঁদর ছেলে। আমিও ত তখন খুব রেগে ছিলুম। আমিও বললুম, বাঁদর। তারপর মা পেছন দিক থেকে এসে আমার কান ধরে খুব পেটাতে লাগলেন। আমি ঘ্যাঁক করে মায়ের হাত কামড়ে দিলুম। দুটো দাঁত বসে গেল।'

'তারপর?'

'তারপর ডাক্তারবাবু এলেন। বাবা সব শুনে মাকে খুব বকলেন। কেন তুমি ওর গায়ে হাত তুলেছ? জান ও আমার বাবা।'

'সে আবার কি?'

'ওই যে বললুম বাবা মৃত্যুর পর আমি হয়ে জন্মেছেন। তার মানে আমিই আমার ঠাকুর্দা, মানে আমার বাবার বাবা। সেই থেকে মা আর আমার গায়ে হাত তোলেন না। তুললেই যে বাবা খুব বকবেন। আসলে আমি ত বাবার বাবা।'

মাস্টার মশাইয়ের চোখ কপালে উঠে গেছে। সামনের খোলা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বইটা মুড়ে ফেললেন। আমাকে বললেন, 'এক টুকরো কাগজ দাও ত। কাগজে খশখশ করে কি যেন লিখে চার ভাঁজ করলেন।

'শোন, আমি এখন চলি। আমি চলে যাবার পর কাগজটা খুলে তুমি পড়বে।'

মাস্টার মশাই ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে রাস্তায় পড়লেন। আমি কাগজটা খুলে চোখের সামনে মেলে ধরলুম। স্পষ্ট হাতের লেখা—

> তোমার পরকাল ঝরঝরে হয়ে গেছে। তোমার বাবাকে বোলবে, তোমাকে পড়ানোর ক্ষমতা আমার বাবারও নেই। কোনও ডগ ট্রেনার হয়ত পারতে পারেন।

লেখাটা পড়েই আমার ভীষণ রাগ হয়ে গেল। ইংরেজী বইটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করলুম। কলমটা চিবিয়ে মাংসর হাড়ের মত খণ্ড খণ্ড করে ফেললুম। টেবিলটাকে উলটে দিলুম। নিমেষে সব লণ্ড ভণ্ড। আমি ধড়াম করে শুয়ে পড়ে কচ্ছপের মত হাত পা ছুঁড়তে লাগলুম। বড় টেবিল ল্যাম্পের স্ট্যাণ্ডটা আমার বুকের ওপর। শেডটা গড়াচ্ছে মাথার কাছে।

BanglaBook.org